

# মুসলিম শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ  
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

۱۴۔ کِتَابُ الْحَجِّ

۱۸. হজ্জ অধ্যায়



## ১৪. كِتَابُ الْحَجِّ

### ১৪. হজ্জ অধ্যায়

۱- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لِبَسُهُ وَمَا يُبَاحُ وَبَيَانُ تَحْرِيمِ الطَّيِّبِ عَلَيْهِ

১. অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের পোশাক পরিধান করা জায়েয ও কি ধরনের পোশাক নাজায়েয এবং ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ

২৬০৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخُفَّافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ وَالْأَلْوَرُسُ-

২৬৫৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইল যে, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করতে পারবে না। তবে কোন ব্যক্তি চপ্পলের অভাবে মোজা পরিধান করলে তাকে পায়ের গোছার নীচ বরাবর মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলতে হবে। তোমরা এমন কাপড় পরিধান কর না যা জাফরান বা ওয়াক্কাস-এর রংয়ে রঞ্জিত করা হয়েছে।

২৬০৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسُ وَلَا زُعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ-

২৬৫৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কী পরিধান করবে? তিনি বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপী, পায়জামা, জাফরান বা ওয়ার্স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় এবং মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু তার চপ্পল না থাকলে সে পায়ের গোছার নিম্নাংশ বরাবর মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলে তা পরিধান করতে পারবে।

২৬৬০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে জাফরান বা ওয়ার্স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কারও চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে এবং পায়ের গোছার নীচ বরাবর এর উপরিভাগ কেটে ফেলবে।

২৬৬১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে জাফরান বা ওয়ার্স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কারও চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে এবং পায়ের গোছার নীচ বরাবর এর উপরিভাগ কেটে ফেলবে।

২৬৬২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি, মুহরিম ব্যক্তির কাপড় না থাকলে সে পায়জামা পরতে পারবে এবং তার চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে।

২৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু গাস্‌সান রাযী (র) ..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দিতে শুনেছেন— এরপর তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বর্ণনা করেন।

২৬৬৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি, মুহরিম ব্যক্তির কাপড় না থাকলে সে পায়জামা পরতে পারবে এবং তার চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে।

২৬৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু গাস্‌সান রাযী (র) ..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দিতে শুনেছেন— এরপর তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বর্ণনা করেন।

২৬৬৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি, মুহরিম ব্যক্তির কাপড় না থাকলে সে পায়জামা পরতে পারবে এবং তার চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে।

خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةَ وَحَدَّةٍ -

২৬৬৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু কুরায়ব, আলী ইবন খাশরম ও আলী ইবন হজর (র) সকলেই আমর ইবন দীনারের সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বা ছাড়া তাদের কারও বর্ণনায় নবী ﷺ "আরাফাতে ভাষণ দিয়েছেন" কথা উল্লেখ নাই।

২৬৬৪. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ -

২৬৬৪. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কাপড় নাই সে পায়জামা পরিধান করতে পারে, আর যার চপ্পল নাই সে মোজা পরতে পারে।

২৬৬৫. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خُلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمَرَتِي قَالَ وَأَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلى يَقُولُ وَبَدَتْ أُنَى أَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ أَغْسِلْ عَنْكَ أَثَرُ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرُ الْخُلُوقِ وَأَخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَأَصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ -

২৬৬৫. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ..... সাফওয়ান ইবন ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত অথবা বলেন, হলুদ রং-এর চিহ্নযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় জি'রানা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, উমরা পালনের সময় আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দেন? এই সময় নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল এবং তিনি একটি কাপড় আচ্ছাদিত অবস্থায় ছিলেন। ইয়ালা (রা) বলতেন যে, নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় যদি আমি তাঁকে দেখতে পেতাম! তখন উমর ইবনুল

খাতাব (রা) বললেন, ওহী নাযিল হওয়ার মুহূর্তে তুমি নবী ﷺ-কে দেখে খুশি হবে কি? ইয়ালা (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) কাপড়ের এক কোণ উন্মুক্ত করলেন এবং আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে উঠতি বয়সের উটের আওয়াযের মত আওয়ায বের হচ্ছে। যখন তাঁর এ অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, উমরা সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন, তোমার দেহ থেকে হলুদ রং ধুয়ে ফেল, অথবা বললেন, সুগন্ধির চিহ্ন। তোমার জুব্বা খুলে ফেল। অতঃপর তুমি হজ্জের ইহরামে থাকলে যা করতে, উমরার জন্য তাই কর।

২৬৬৬-وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُقِ فَقَالَ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَى هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ قَالَ أَنْزَعُ عَنِّْي هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّْي هَذَا الْخُلُقَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ -

২৬৬৬. ইবন আবু উমর (র) ..... ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি জি'রানা নামক স্থানে ছিলেন এবং আমি নবী ﷺ-এর কাছেই ছিলাম। লোকটি (খালুক জাতীয়) সুগন্ধিযুক্ত একটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে বলল, আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি এবং আমার পরিধানে এই জুব্বা রয়েছে এবং আমি খালুক জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করেছি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হজ্জের ইহরামে থাকলে কি করতে? সে বলল, আমি নিজের এই পরিধেয় খুলে এবং নিজের দেহ থেকে এই সুগন্ধি ধুয়ে ফেলতাম। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি হজ্জের ইহরামে থাকলে যা করতে, উমরার জন্য তাই কর।

২৬৬৭-وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَتَنَبَّى أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَنْزِلُ عَلَيَّ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَبَ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّمَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ



سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَادْخَلَ رَأْسَهُ  
فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغْطُ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ  
الْعُمْرَةِ إِنِّي فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِئَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ -

২৬৬৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব, আবদ ইব্ন হুমায়দ ও আলী ইব্ন খাশরম (র) ..... ইয়ালা ইব্ন উমায়্যা (রা) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতেন, আহা! নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাযিল হয়, আমি যদি সেই অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেতাম! একদা নবী ﷺ জি'রানায় অবস্থান করছিলেন এবং একটি কাপড়ের সাহায্যে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করা হয়েছিল। তাঁর সংগে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও ছিলেন- যাদের মধ্যে উমর (রা)-ও ছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আব্দাহর রাসূল! এক ব্যক্তি জুব্বায় সুগন্ধি মেখে তা পরিহিত অবস্থায় উমরার ইহরাম বেঁধেছে, তার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? নবী ﷺ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, অতঃপর নীরব রইলেন। এই সময় তাঁর উপর ওহী আসল। উমর (রা) হাতের ইশারায় ইয়ালা ইব্ন উমায়্যা (রা)-কে বললেন, এদিকে আস। ইয়ালা (রা) এসে নিজের মাথা (কাপড়ের মধ্যে) ঢুকিয়ে দিলেন (এবং দেখলেন) নবী ﷺ-এর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে। অতঃপর এই অবস্থা দূরীভূত হ'ল এবং তিনি বললেন, এইমাত্র যে ব্যক্তি আমার নিকট উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল- সে কোথায়? লোকটিকে খুঁজে এনে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হ'ল। নবী ﷺ বললেন, তোমার সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জুব্বা খুলে ফেল। অতঃপর যে নিয়মে হজ্জ কর, ঠিক সেই নিয়মে উমরা কর।

۲۶۶۸- وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا  
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  
يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ  
مُصَفَّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا  
تَرَى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ  
فِي عُمَرَتِكَ -

২৬৬৮. উকবা ইব্ন মুকরাম আশ্বী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইয়ালা ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জি'রানা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট আসল। লোকটি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। তার দাঁড়ি ও মাথার চুল হলুদ রং-এ রঞ্জিত ছিল এবং তার পরনে ছিল একটি জুব্বা। সে বলল, হে আব্দাহর রাসূল! আমি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি এবং আমি কি অবস্থায় আছি তা আপনি দেখছেন। তিনি বললেন, তুমি জুব্বা খুলে ফেল এবং হলুদ রং ধুয়ে ফেল। অতঃপর হজ্জ যে সব অনুষ্ঠান পালন কর, উমরাতেও তাই কর।

২৬৬৯- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خُلُوقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يُسْتَرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ إِنِّي أَحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَرَهُ عُمَرُ بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهِ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سَرَى عَنْهُ قَالَ آيِنِ السَّائِلُ انْفِا عَنِ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخُلُوقِ الَّذِي بَكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ -

২৬৬৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... সাফওয়ান তার পিতা সূত্রে (ইবন উমায়্যা) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হ'ল। তাতে (খালুক জাতীয়) সুগন্ধির চিহ্ন ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি, আমাকে কি করতে হবে? তিনি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে আরম্ভ হ'ল তখন উমর (রা) তাঁকে ছায়া দেওয়ার জন্য একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। আমি (ইয়লা) উমর (রা)-কে বলেছিলাম, তাঁর উপর যখন ওহী নাযিল হয় তখন আমি তাঁর সংগে কাপড়ের অভ্যন্তরভাগে আমার মাথা ঢুকাতে চাই। যখন ওহী নাযিল হ'ল, উমর (রা) তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে কাপড়ের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম এবং তাঁকে দেখলাম। এই অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন, এইমাত্র উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি বললেন, তোমার পরিধানের জুব্বা খুলে ফেল এবং সুগন্ধির চিহ্ন ধুয়ে ফেল। অতঃপর যেভাবে হজ্জ সমাপন কর, ঠিক সেভাবে উমরা কর।<sup>১</sup>

১. হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সংকল্প করা', 'দর্শনের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে গমন করা।' শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ "কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যক্রম সহকারে একটি নির্দিষ্ট ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ (কা'বা) শরীফ যিয়ারত করার সংকল্প করা।" হজ্জের কার্যক্রম হচ্ছে (১০ যিলহজ্জ তারিখে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা, আরাফাতের ময়দানে (৯ যিলহজ্জ) অবস্থান করা, মাথা কামানো বা চুল ছোট করা, ১০ যিলহজ্জের পর দুই বা তিন দিন মিনায় অবস্থান করা এবং জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা।

## ২- بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ

২. অনুচ্ছেদ : হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা

২৬৭০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ قَالَ فَهِنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا -

২৬৭০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, খালফ ইবন হিশাম, আবুর-রবী ও কুতায়বা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য আল-জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এগুলো ঐসব এলাকার লোকদের মীকাত এবং এর বাইরের যে সব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐসব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক উল্লেখিত মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা স্বস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, এভাবে যারা আরো ভিতরে, তারা সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে তালবিয়া পাঠ করবে।

২৬৭১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ -

২৬৭১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অধিবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য আল-জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এগুলো উল্লেখিত এলাকার লোকদের মীকাত এবং বাইরের যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐ সব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা যে স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করে, সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৬৭২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ -

২৬৭২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ আল-জুহফা থেকে এবং নাজদবাসীগণ কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৬৭৩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمَهْلُ أَهْلِ الشَّامِ مُهَيَّعَةٌ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ -

২৬৭৩. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মদীনাবাসীদের মুহাল (মীকাত) যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মুহাল মুহায়য়া অর্থাৎ আল-জুহফা এবং নাজদবাসীদের মুহাল কারন্। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, লোকেরা বলে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়েমেনবাসীদের মুহাল ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা তাঁর নিকট থেকে শুনিনি।

২৬৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَهْلُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ -

২৬৭৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, ইয়াহুইয়া ইবন আযুয, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ..... ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে আল-জুহফা থেকে এবং নাজদবাসীদেরকে কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তিনি আরও বলেছেন, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।



২৬৭৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهْلِ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أَرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ -

২৬৭৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট মুহাল স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছেন। এরপর তিনি হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি মনে করি যে, জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে সরাসরি এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬৭৬. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ -

২৬৭৬. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবু উমর (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে এবং সিরিয়াবাসীগণ আল-জুহফা থেকে, নাজদবাসীগণ কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, “ইয়ামেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে,” কিন্তু একথা আমি সরাসরি তাঁর নিকট থেকে শুনিনি।

২৬৭৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهْلِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُفَةُ وَمُهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ -

২৬৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে মুহাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তার জওয়াবে আবু যুবায়র (র) তাঁকে বলতে গিয়েছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি (রাবীর ধারণায় তিনি এই হাদীস তাঁর সাথে সংযুক্ত করেছেন) : মদীনাবাসীদের মুহাল যুল-হুলায়ফা, অপর একটি পথ হচ্ছে আল-জুহফা, ইরাকবাসীদের মুহাল হচ্ছে যাতু ইরাক, নাজদবাসীদের মুহাল হচ্ছে কারন্ এবং ইয়ামেনবাসীদের মুহাল হচ্ছে ইয়ালামলাম।

### ৩. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

৩. অনুচ্ছেদ : তালবিয়া-এর বর্ণনা এবং এর সময়

২৬৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৭৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া নিম্নরূপ ছিল :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাযির হয়েছি, তোমার কাছে হাযির হয়েছি, তোমার দরবারে উপস্থিত আছি। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই।” নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নিজের তরফ থেকে তালবিয়ার সাথে আরও যোগ করতেন : “তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার কাছে হাযির হয়েছি, তোমার খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, তোমার কাছে হাযির হয়েছি, সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই জন্য।”

২৬৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَأْسُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلٌ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৭৯. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্বী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন। তিনি বলতেন, “লাক্বাইকা আল্লাহুমা ..... লা শারীকা লাকা।” আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন, এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া।

নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে আরও যোগ করতেন : “লাক্বাইকা লাক্বাইকা ... ওয়াল আমালু”।

২৬৮০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّيْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ -

২৬৮০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে তালবিয়া শিখেছি ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৬৮১. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَإِنْ سَأَلِمَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلُ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهْلُ بِأَهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮১. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, “লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইকা ..... লা শারীকা লাকা’। তিনি এর সাথে আর কোন কথা যোগ করতেন না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হলায়ফায় দু’রাক’আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তার উম্মী যখন তাঁকে নিয়ে যুল-হলায়ফার মসজিদের সামনে দন্ডায়মান হতো তখন তিনি ঐসব শব্দ সহকারে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আরও বলতেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তালবিয়া পাঠ করতেন এবং বলতেন, “লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইকা ..... ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।”

২৬৮২. وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ -

২৬৮২. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আযারী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, “লাক্বাইকা লা শারীকা লাকা।” রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, তোমাদের ক্ষতি হোক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলো না)। তারা এর সাথে আরও বলত, “কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শরীক আছে— তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুই মালিক নয়।” তারা এই কথা বলত আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত।

#### ৬- بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ نَبِيِّ الْحَلِيفَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : মদীনাবাসীদেরকে যুল-হলায়ফার মসজিদের নিকট ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

২৬৮৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ بَيِّدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحَلِيفَةِ -

২৬৮৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের এই বায়দা নামক স্থান সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করে ভুল বর্ণনা করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র যুল-হলায়ফার মসজিদের নিকটেই ইহরাম বাঁধতেন।

২৬৮৪. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَغِيرُهُ -

২৬৮৪. কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-কে যখন বলা হ'ল, বায়দা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধতে হবে- তখন তিনি বললেন, এই বায়দাকে কেন্দ্র করেই তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করে ভুল বর্ণনা করে থাক। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই গাছের নিকট ইহরাম বেঁধে লাক্বাইকা ধ্বনি উচ্চারণ করতেন— যেখান থেকে তাঁর উট তাঁকে নিয়ে রওনা হতো।<sup>১</sup>

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক কোন্ স্থানে ইহরামের বস্ত্র পরিধান করে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন— এ সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুনানে আবু দাউদ ও মুসতাদরাফে হাকিম—এ ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সাহায্যে এই পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায়। তাতে আছে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হলায়ফার মসজিদে দু'রাক'আত পড়ার পর ইহরাম বেঁধে তালবিয়া উচ্চারণ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায়। অতঃপর তিনি বাহনে উঠে রওনা হয়ে পুনর্বার তালবিয়া উচ্চারণ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায়। কেননা লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাতায়াত করছিল। অতঃপর তিনি (যুল-হলায়ফার) অনতিদূরে বায়দার উচ্চত্বমিতে আরোহণের সময় পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায় এবং মনে করে যে, তিনি এখান থেকেই তালবিয়া পাঠ শুরু করেছেন। আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ যেখানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, সেখানেই তালবিয়া শুরু করেছেন।”



৫. **بَابُ بَيَانِ أَنْ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ حِينَ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى مَكَّةَ لِاعْتِقَابِ الرُّكْعَتَيْنِ -**

৫. অনুচ্ছেদ : দু'রাক'আত সালাত আদায়ের পর কোন ব্যক্তির উট যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখনই ইহরাম বাঁধা উত্তম

২৬৮৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النُّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلُ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تَهْلِكْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النُّعَالَ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النُّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ تَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ نَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْهِلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ -

২৬৮৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি- যা আপনার সঙ্গী-সাথীদের কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন, হে ইব্ন জুরায়জ। সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, আমি দেখেছি আপনি রুকনে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কোন রুকন স্পর্শ করেন না। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার স্যাভেল পরিধান করেন। আমি আরও দেখেছি যে, আপনি হলুদ বর্ণ ব্যবহার করেন। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, আপনি মক্কা অবস্থানকালে (যিলহজ্জ মাসের) আট তারিখে ইহরাম বাঁধেন। অথচ লোকেরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে ইহরাম বাঁধে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, রুকনসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রুকনে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দিতে দেখিনি।<sup>১</sup> আর পশমবিহীন স্যাভেলের ব্যাপার হচ্ছে এই যে,

১. কা'বা শরীফের যে দু'টি থাম (বা কোণ) ইয়ামানের (দক্ষিণ) দিকে স্থাপিত, তাকে আর-রুকনিল-ইয়ামানিয়ান বলে। এর একটি কোণে হাজারুল-আসওয়াদ স্থাপিত। আর হাতিম-এর দিককার দু'টি থাম (বা কোণ)-কে আর-রুকনিশ-শামিয়ান বলে। নবী ﷺ এই শেযোক্ত রুকন দু'টি স্পর্শ করতেন না। কারণ তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। পক্ষান্তরে রুকনে ইয়ামানী তাঁদের নির্মিত ভিতের উপর স্থাপিত ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তা স্পর্শ করতেন (ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২০)।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পশমবিহীন চামড়ার স্যান্ডেল পরিধান করতে দেখেছি। তিনি তা পায়ে দিয়ে উযুও করতেন। আমিও তাই এ ধরনের স্যান্ডেল পসন্দ করি। হলুদ রং-এর সম্পর্কে কথা হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই রং ব্যবহার করতে দেখেছি। অতএব আমিও এই রং পসন্দ করি। ইহরাম সম্পর্কে বলতে হয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তখনি তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি যখন তাঁর উট যাত্রা শুরু করেছে।

২৬৮৬- حَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَجَّجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ وَسَأَلُ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى الْإِفْيَ قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمُقْبِرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ -

২৬৮৬. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সংগে হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে ১২ বার করেছি। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারটি কাজ করতে দেখেছি ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক। কিন্তু তালবিয়া পাঠ প্রসঙ্গে রাবী (ইব্ন কুসায়ত) সাঈদ মাকবুরীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন, তবে তার উল্লেখ ব্যতীত আর সব বর্ণনায় কোন বিরোধ হয়নি।

২৬৮৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَأْسُهُ قَائِمَةً أَهْلٌ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ -

২৬৮৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পাদানীতে পা রাখতেন এবং তাঁর বাহন দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে রওনা করত, তখন তিনি যুল-হুলায়ফায় 'লাক্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন।

২৬৮৮- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلٌ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً -

২৬৮৮. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বর্ণনা করতেন যে, নবী ﷺ -এর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে রওনা হতো, তখন তিনি 'লাক্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন।

২৬৮৯- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَانِمَةٌ -

২৬৮৯. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-ছলায়ফা নামক স্থানে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, অতঃপর তা যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি 'লাক্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

২৬৯০- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَآخَمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا -

২৬৯০. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ও আহমদ ইবন ইসা (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শুরু করার প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-ছলায়ফায় রাত যাপন করেন এবং এখানকার মসজিদে সালাত আদায় করেন।

৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّيِّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِي الْبَدَنِ وَاسْتِحْبَابِهِ بِالْمِسْكِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَقَاءِ وَبَيْضِهِ وَهُوَ بِرِيقِهِ وَلُمَعَانِهِ

৬. অনুচ্ছেদ : ইহরামের পূর্বে দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং তাতে মিশ্ক ব্যবহার করা মুস্তাহাব হওয়া। আর সুগন্ধির ঝিলিক অবশিষ্ট থাকা দূষণীয় না হওয়া

২৬৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯১. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় এবং (হজ্জ সমাপনান্তে) ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

২৬৯২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ابْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯২. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর কিন্তু বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

২৬৯৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধার জন্য ইহরামের পোশাক পরিধান করার পূর্বে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম।

২৬৯৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَلِّهِ وَلِحْرَمِهِ -

২৬৯৪. ইবন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

২৬৯৫. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحَلِّ وَالْإِحْرَامِ -

২৬৯৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যারীরা (ভারতীয় সুগন্ধি) মেখে দিয়েছি- ইহরামমুক্ত হওয়ার সময় এবং ইহরাম বাঁধার সময়।

২৬৯৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ حُرْمِهِ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطَّيِّبِ -

২৬৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... উসমান ইবন উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় তাঁকে কি জিনিস দিয়ে সুগন্ধিযুক্ত করেছিলেন? তিনি বললেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যের (কস্তুরীর) সাহায্যে।



২৬৯৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطِيبٍ مَا أَقْدَرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ -

২৬৯৭. আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির সাহায্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধিযুক্ত করতাম, অতঃপর তিনি ইহরাম বাঁধতেন।

২৬৯৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفَيْضَ بِأَطِيبٍ مَا وَجَدْتُ -

২৬৯৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যের সাহায্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর কিন্তু তাওয়াফে ইফাযা<sup>১</sup> করার পূর্বে, সুগন্ধিযুক্ত করেছি।

২৬৯৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ خَلْفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طَيْبٌ إِحْرَامِهِ -

২৬৯৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, সাঈদ ইবন মানসূর, আবুর-রবী, খালফ ইবন হিশাম ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী খালফের বর্ণনায়, "তিনি তখন ইহরামাবস্থায় ছিলেন" কথা উল্লেখ নাই। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে, "এটা ছিল তাঁর ইহরামের সময়কার সুগন্ধি।"

১. হাজীদের মোট তিনবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কা মু'আজ্জামায় পৌঁছেই, এটাকে বলে তাওয়াফে কুদুম বা আগমণী তাওয়াফ, তা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার ১০ যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে। এটাকে বলে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা, এই তাওয়াফ ফরয। তৃতীয়বার হজ্জশেষে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানার প্রাক্কালে, এটাকে বলে তাওয়াফে ওদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। কিন্তু মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকার লোকদের জন্য তাওয়াফে ওদা' বাধ্যতামূলক নয়।

২৭.০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَهْلُ -

২৭০০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৭.১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَلْبِي -

২৭০১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৭.২. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ -

২৭০২. আহমদ ইবন ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি ..... ওয়াকী' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৭.৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৭০৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

২৭.৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৭০৪. ইবন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখছি।

২৭.৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيِّعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبَيْضَ الدَّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ -

২৭০৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহরাম বাঁধার সংকল্প করতেন তখন তিনি যথাসাধ্য সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। অতঃপর আমি তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে তৈলের চাকচিক্য দেখেছি।

২৭.৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْضِ الْمِسْكِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

২৭০৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় কস্তুরীর চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

২৭.৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৭০৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... হাসান ইবন উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭.৮- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ -

২৭০৮. আহমদ ইবন মানী ও ইয়াকুব দাওরাকী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি মেখে দিতাম।



২৭.৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طَيْبًا لَأَنْ أَطْلِيَ بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طَيْبًا لَأَنْ أَطْلِيَ بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيِّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا -

২৭০৯. সাঈদ ইবন মানসূর ও আবু কামিল (র) ..... ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন মুনতশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম - যে সুগন্ধি মেখেছে, অতঃপর মুহরিম অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়েছে। তিনি বললেন, আমি ভোর বেলা এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পসন্দ করি না যে, আমি সুগন্ধি ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত থাকব। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা মাখা অধিক পসন্দনীয় মনে করি। অতঃপর আমি (মুহাম্মদ) আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, ইবন উমর (রা) বলেন, "আমি ভোরবেলা এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পসন্দ করি না যে, আমি সুগন্ধি ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত থাকব। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা লাগানো অধিক শ্রেয় মনে করি।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মেখে দিয়েছি। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চক্রর দিলেন, এরপর ভোরবেলা ইহরাম বাঁধলেন।<sup>১</sup>

২৭১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طَيْبًا -

১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব এবং ইহরাম বাঁধার পর তা অবশিষ্ট থাকায় কোন দোষ নেই। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদের এই মত। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা), ইবন আব্বাস (রা), ইবন যুযায়র (রা), মু'আবিয়া (রা), আয়েশা (রা), উম্মু হানীফা (রা) ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, আবু ইউসুফ, আবু দাউদ (র) প্রমুখ। ইমাম যুহরী, মালিক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী এবং একদল সাহাবী ও তাবিঈর মতে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়। অনুরূপভাবে জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ ও মাথা কামানোর পরে তাওয়াফে ইফায়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয, কিন্তু ইমাম মালিকের মতে তা জায়েয নয়। যেসব হাদীসে ইহরাম বাঁধার পূর্বেই সুগন্ধির চিহ্ন দূর করার নির্দেশ রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, তা সুগন্ধি ছিল না; বরং তা ছিল জাফরানের রং- তাই তা মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত নির্দেশটি ৮ম হিজরীতে দেওয়া হয় এবং অনুমতি সম্পর্কিত নির্দেশটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময়কার। অতঃপর পূর্বোক্ত নির্দেশ শেষোক্ত নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (আন নববী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩, ৩৭৮; ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮)।

২৭১০. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধি মেখে দিতাম। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চক্কর দিতেন, অতঃপর ভোরবেলা সুগন্ধি ঝাড়তে ঝাড়তে ইহরাম বাঁধতেন।

২৭১১. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَأَنْ أَصْبِحَ مُطْلَبًا بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرَمًا أَنْضَخُ طَيْبًا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيِّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَانِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا -

২৭১১. আবু কুরায়ব (র) ..... ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনতশির (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : ভোরবেলা সুগন্ধির চিহ্ন দূরীভূত করা অবস্থায় ইহরাম বাঁধার তুলনায় ভোরবেলা আলকাতরা মাখা অবস্থায় ইহরাম বাঁধা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। রাবী বলেন, এরপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে ইব্ন উমরের উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে খোশবু লাগিয়েছি। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন। অতঃপর তিনি ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন।

৭. بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ الْبَرِّىُّ أَوْ مَا فِى أَصْلِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا

৭. অনুচ্ছেদ : হজ্জ, উমরা অথবা উভয় উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য স্থলের হালাল জন্তু অথবা যে জন্তু মূলত স্থলের, তা শিকার করা নিষিদ্ধ

২৭১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِى وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ -

২৭১২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... সা'ব ইব্ন জাসসামা লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্য গাধা (গোশত) হাদিয়া স্বরূপ দিলেন। আর তিনি তখন আবওয়া অথবা ওয়াদান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার কাছে তা ফেরত পাঠালেন। সা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা মলিন দেখে বললেন, আমি তোমাকে তা ফেরত দিতাম না, শুধু ইহরামের কারণেই তা ফেরত দিয়েছি।

২৭১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحَشْرًا كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ أَخْبَرَهُ -

২৭১৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইবন রুমহ, কুতায়বা, আবদ ইবন হুমায়দ ও হাসান হুলওয়ানী (র) ..... যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সা'ব) তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলাম। ইমাম মালিক (র) যেকপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ও সালিহ এর বর্ণনায় রয়েছে- সা'ব ইবন জাস্‌সামা (রা) তাকে অবহিত করেছেন।

২৭১৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَحَشْرٍ -

২৭১৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উল্লেখ আছে তিনি (সা'ব) বলেন, আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলাম।

২৭১৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَحَشْرًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْ لَا أَنَا مُحْرِمُونَ لَقَبَلْنَاهُ مِنْكَ -

২৭১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইবন জাস্‌সামা (রা) নবী ﷺ-এর জন্য বন্য গাধার গোশত উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী বলেন, তাই তিনি এই উপঢৌকন তাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন, আমরা যদি ইহরাম অবস্থায় না থাকতাম তবে তোমার এই উপঢৌকন অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

২৭১৬. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا حِمَارًا وَحَشْرًا وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَجَزَ حِمَارٌ وَحَشْرٌ يَقْطُرُ دَمًا وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ شَقَّ حِمَارٍ وَحَشْرًا فَرَدَّهُ -



২৭১৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশশার ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (রা) .... ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'ব ইব্ন জাসসামা (রা) নবী ﷺ-কে বন্য গাধার পায়ের গোশত হাদিয়া দেন। তখন তা থেকে রক্ত ঝরছিল। আর হাকামের সূত্রে শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বন্য গাধার পেছনের অংশের কথা উল্লেখ আছে। আর হাবীবের সূত্রে শু'বা কর্তৃক অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (সা'ব) বন্য গাধার উরুর পার্শ্বের গোশত নবী ﷺ-এর জন্য উপটৌকন পাঠান। কিন্তু তিনি তা ফেরত দেন।

২৭১৭. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكُرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صِيدَ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمٍ صِيدَ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرْمٌ -

২৭১৭. যুহায়র ইব্ন হারব (রা) .... ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) তাঁর নিকট এলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আক্বাস (রা)-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শিকার করা জন্তুর গোশত উপটৌকন দেওয়া হয়েছিল। সেটা যে হারাম একথা আপনি আমাকে কিভাবে অবহিত করেছিলেন? রাবী (তাউস) বলেন, তিনি বললেন, তাঁকে শিকারকৃত জন্তুর একটি অঙ্গ হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা এই গোশত খেতে পারি না, কারণ আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি।

২৭১৮. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْحَرَمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاوُنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَحَشْرٌ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكْمَةِ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَغَقَرْتُهُ فَاتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا مَنْ فَحَرَكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ -

২৭১৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবু উমর (র) .... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম, এমনকি 'কাহা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের কতক ইহরাম

অবস্থায় এবং কতক ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, আমার সংগীরা একটা কিছু দিকে তাকাচ্ছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তা একটি বন্য গাধা। অতএব আমি আমার ঘোড়ার জীন বাঁধলাম এবং বল্লম তুলে নিলাম। এরপর ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। এ অবস্থায় আমার চাবুক নীচে পড়ে গেল। আমি আমার সংগীদের তা তুলে দিতে বললাম, তারা ইহরাম অবস্থায় ছিল। তাই তারা আল্লাহর শপথ করে বলল, আমরা তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। অতঃপর আমি নীচে নেমে এসে তা তুললাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে গাধার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। তা ছিল একটি টিলার আড়ালে। আমি বল্লমের আঘাতে এটাকে হত্যা করলাম। অতঃপর আমার সংগীদের কাছে নিয়ে এলাম। তাদের কতক বলল, তা খাও, আর কতক বলল, খেও না। নবী ﷺ আমাদের সম্মুখভাগে ছিলেন। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হালাল, অতএব তোমরা তা খাও।

২৭১৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحَرِّمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ فَرَأَى جِمَارًا وَخَشِيَ فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَازِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمَحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمْوَهَا اللَّهُ -

২৭১৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা (র) .... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। মক্কার একটি পথে যখন আমরা পৌছলাম তখন তিনি তার কতিপয় মুহরিম সংগীসহ নবী ﷺ-এর পেছনে পড়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ইহরামমুক্ত। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন এবং সংগীদেরকে তার চাবুকটি তুলে দিতে বললেন। তারা তা তুলে দিতে রাজী হলেন না। তিনি তাদেরকে নিজের বল্লমটি তুলে দিতে বললেন, এবারও তারা তার কথায় রাজী হলেন না। এরপর তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে গাধাটি শিকার করলেন। নবী ﷺ এর কতিপয় সাহাবী তার গোশত খেলেন এবং কতক তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এতো খাদ্য, মহামহিম আল্লাহ তোমাদের তা দান করেছেন।

২৭২০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي جِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٍ -



২৭২০. কুতায়বা (র) .... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বন্য গাধা সম্পর্কিত হাদীসটি এ সূত্রেও আবু নায়র বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যায়দ ইবন আসলামের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এর কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি?

২৭২১. وَحَدَّثَنَا صَالِحُ ابْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرَمِ وَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا بَغِيْقَةً فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَحَشْرِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ فَاسْتَعْنَتْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نَقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأَوًا وَأَسِيرُ شَأَوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْنٍ وَهُوَ قَائِلُ السَّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْتَطِعُوا دُونَكَ أَنْتَظِرُهُمْ فَانْتَظِرْهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اصْطَرْتُ وَمَعِيَ مِنْهُ فَاصِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْقَوْمِ كُلُّوْا وَهُمْ مُحْرِمُونَ -

২৭২১. সালিহ ইবন মিসমার সুলামী (র) .... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে গেলেন। তাঁর সংগীগণ ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করা হ'ল যে, শক্ররা গাইকা নামক স্থানে ওঁত পেতে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে ছিলাম, তাদের কতক আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। আমি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আমি বর্শার আঘাতে তার গতিরোধ করলাম এবং সাহাবীদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা এর গোশত খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকাবোধ করলাম। অতএব আমি তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য কখনো ঘোড়া হাঁকিয়ে, আবার কখনো পদব্রজে অগ্রসর হতে লাগলাম। মধ্যরাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়েছে? সে বলল, আমি তাঁকে তা'হিন নামক স্থানে ছেড়ে এসেছি এবং তিনি সুক্যা নামক স্থানে দুপুরের সময়টা যাত্রা বিরতি করার মনস্থ করেছেন। আমি (আবু কাতাদা) তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করেছেন। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি

একটি শিকার ধরেছি এবং তার কিছু অংশ আমার কাছে অবশিষ্ট আছে। নবী ﷺ লোকদের বললেন, তোমরা খাও। তারা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

২৭২২- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ فَاخْذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْإِتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرَمْ فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ خَدَّ أَمْرَهُ أَوْعَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا -

২৭২২. আবু কামিল জাহদারী (র) .... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং আমরাও তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিন্ন পথ ধরলেন এবং আবু কাতাদা (রা) সহ কতিপয় সাহাবীকে (অন্য পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে) বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর হও। আবু কাতাদা (রা) বলেন, অতএব তারা সমুদ্র উপকূল বরাবর পথ ধরলেন। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথে মোড় নিলেন, তখন আবু কাতাদা (রা) ছাড়া আর সকলে ইহরাম বাঁধলেন, তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। এই অবস্থায় পথ চলতে চলতে তারা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং আবু কাতাদা (রা) এগুলোকে আক্রমণ করে একটি গাধী শিকার করলেন। তারা যাত্রা বিরতি দিয়ে গাধীর গোশত খেলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তারা বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খেলাম। এরপর তারা এর অবশিষ্ট গোশত সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ইহরাম বেঁধেছি কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধেন নি। এই অবস্থায় আমরা কয়েকটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা (রা) এগুলোর উপর বাঁপিয়ে পড়ে একটি গাধী শিকার করেন। আমরা যাত্রা বিরতি দিয়ে এর গোশত খেয়েছি। অতঃপর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত পণ্ডর গোশত আহ্বার করব কি অথচ আমরা মুহরিম? আমরা অবশিষ্ট গোশত সাথে করে নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ কি তা শিকার করার নির্দেশ অথবা ইংগিত করেছে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে অবশিষ্ট গোশতও খেতে পার।

২৭২৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمْرُهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعْنَتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَذْرِي قَالَ أَعْنَتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ -

২৭২৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) ....উসমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাওহাব (র) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শায়বানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কেউ কি তাকে গাধাটি আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে অথবা এর প্রতি ইংগিত করেছে?” আর শু'বার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি (শিকারের দিকে) ইংগিত করেছিলে অথবা সাহায্য করেছিলে” অথবা “শিকার করেছিলে”- শু'বা বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুটো বাক্য বলেছেন কিনা তা আমার মনে নেই।

২৭২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ فَأَهْلَوْا بِغُمرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَاصْطَدْتُ حِمَارًا وَحَشَرَ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةٌ فَقَالَ كُلُّوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ -

২৭২৪. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র) .... আবদুল্লাহ ইবন আবু.কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ছাড়া আর সকলেই উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা শিকার করলাম এবং আমার মুহরিম সংগীদের এর গোশত খাওয়ালাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবহিত করলাম যে, শিকারের অবশিষ্ট গোশত আমাদের সাথে আছে। তিনি বললেন, “তোমরা তা খাও”; তখন তারা ছিলেন মুহরিম।

২৭২৫- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا مَعَنَا رَجُلُهُ قَالَ فَاتَّخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا -

২৭২৫. আহমদ ইবন আবদা যাক্বী (র) .... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (সফরে) রওনা হলেন। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু আবু কাতাদা (রা) হালাল অবস্থায় ছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এর কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি? তারা বললেন, এর পায়ের গোশত আমাদের সাথে আছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে আহার করলেন।

২৭২৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرَمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثُ وَفِيهِ قَالَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُوا -

২৭২৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, কুতায়বা ও ইসহাক (র) .... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (রা) ইহরামকারী একটি দলের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহরামমুক্ত ছিলেন। হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা পূর্ববৎ। এতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ কি শিকারের দিকে ইংগিত করেছে অথবা কোনরূপ নির্দেশ দিয়েছে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, না। তিনি বললেন, তাহলে এটা খেতে পার।

২৭২৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأَهْدَى لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَقَّ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৭২৭. যুহায়র ইবন হারব (র) .... মু'আয ইবন আবদুর রহমান ইবন উসমান তায়মী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তাকে (শিকার করা) পাখির গোশত উপঢৌকন দেয়া হল। এ সময় তিনি ঘুমে ছিলেন। আমাদের কতক তা খেল এবং কতক বিরত থাকল। তালহা (রা) ঘুম থেকে উঠে গোশত আহারকারীদের অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (ইহরাম অবস্থায়) তা (শিকার করা প্রাণীর গোশত) খেয়েছি।



## ৪. بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرَمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

৮. অনুচ্ছেদ : হারাম এবং হারামের বাইরে ইহরাম কিংবা ইহরামমুক্ত অবস্থায় কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করা জায়েয

২৭২৮. وَحَدَّثَنَا هُرُوزُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرْبَعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصَغْرِ لَهَا -

২৭২৮. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্ন ইসা (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এমন চার প্রকার দুষ্ট জন্তু হারাম এবং হারামের বাইরে নিধন করা যায় : চিল (এবং শকুন), কাক, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর। তিনি (উবায়দুল্লাহ) বলেন, আমি কাসিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাপের বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তা হীনভাবে হত্যা করতে হবে।

২৭২৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدْيَا -

২৭২৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তুকে হারাম এবং হারামের বাইরে নিধন করা যায় : সাপ, আবকা' (যার বুক ও পিঠ সাদা বর্ণের) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল।

২৭৩০. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقُورُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৩০. আবুর-রবী যাহরানী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণীকে হারামের ভিতর হত্যা করা যায় : বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

২৭৩১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

২৭৩১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) .... হিশাম (র) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৭৩২- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ فَوَاسِقٍ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدِيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৩২. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরি (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি দুষ্ট জন্তু হারামের মধ্যেও হত্যা করতে হবে : ইদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল এবং হিংস্র কুকুর।

২৭৩৩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ -

২৭৩৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র) .... যুহরী (র) থেকে এ সনদে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি দুষ্ট অনিষ্টকর জন্তু হারাম ও হারামের বাইরে নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াযীদ ইবন যুরায় (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৭৩৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقٌ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحَدِيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ -

২৭৩৪. আবুত-তাহির ও হারমলা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জন্তুর প্রতিটিই অনিষ্টকর। ইহরাম অবস্থায় তা হত্যা করা যাবে : কাক, চিল, হিংস্র কুকুর, বিচ্ছু ও ইদুর।

২৭৩৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى

مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَاةَ وَالْعُقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَقَالَ  
ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ -

২৭৩৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবু উমর (র) .... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, পাঁচটি জন্তু নিধনে কোন দোষ নেই, হারামের ভিতরে ও ইহরাম অবস্থায় : ইদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর। ইব্ন আবু উমর তার রিওয়াযাতে “হারাম শরীফে বা ইহরাম অবস্থায়” কথাটুকু উল্লেখ করেছেন।

২৭৩৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعُقْرَبَ وَالْغُرَابَ  
وَالْحِدَاةَ وَالْفَارَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ -

২৭৩৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (রা) .... নবী ﷺ এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জন্তুর প্রত্যেকটিই অনিষ্টকর, কেউ তা হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না : বিচ্ছু, কাক, চিল, ইদুর ও হিংস্র কুকুর।

২৭৩৭. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ  
عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ  
أَوْ أَمَرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَارَةَ وَالْعُقْرَبَ وَالْحِدَاةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ -

২৭৩৭. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) .... যায়দ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জনৈকা সহধর্মিণী অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ ইদুর, বিচ্ছু, চিল, হিংস্র কুকুর ও কাক হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা রাবী বলেন, নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২৭৩৮. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ  
عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ  
كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعُقْرَبِ وَالْحِدَاةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِي  
الصَّلَاةِ أَيْضًا -



২৭৩৮. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) .... যায়দ ইব্ন জুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর জনৈকা সহধর্মিণী বলেছেন যে, তিনি হিংস্র কুকুর, ইদুর, বিছু, চিল, কাক ও সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, এমনকি সালাতরত অবস্থায়ও তা হত্যা করা যায়।

২৭৩৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خُمُسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحُ الْغُرَابِ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৩৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন পাঁচটি জন্তু আছে যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করলে কোন দোষ হবে না : কাক, চিল, বিছু, ইদুর এবং হিংস্র কুকুর।

২৭৪০. وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خُمُسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৪০. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি নাকি' (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ইব্ন উমর (রা)-কে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যার বৈধতা ঘোষণা করতে শুনেছেন? নাকি' (র) আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এমন পাঁচ প্রকারের প্রাণী আছে, কোন ব্যক্তি তা হত্যা করলে তার কোন গুনাহ হবে না : কাক, চিল, বিছু, ইদুর ও হিংস্র কুকুর।

২৭৪১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا ابْنَ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ -



## হজ্জ অধ্যায়

২৭৪১. কুতায়বা, ইব্ন রুমহ, শায়বান ইব্ন ফাররুখ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবু কামিল ও ইব্ন মুসান্না (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্ন মালিক (র) ও ইব্ন জুরায়জের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং একমাত্র ইব্ন জুরায়জ (র) ব্যতীত নাকি "ইব্ন উমর (রা) থেকে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি" কথাটি আর কেউ বলেননি। এই বর্ণনায় ইব্ন জুরায়জ (র) ইব্ন ইসহাক (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

২৭৪২. وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

২৭৪২. ফযল ইব্ন সাহল (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, পাঁচ ধরনের প্রাণী, এর কোন একটি হারাম শরীফে বা ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা হলে কোন দোষ নেই .... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

২৭৪৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعُقْرُبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدْيَا وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

২৭৪৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আয্যাব, কুতায়বা ও ইব্ন হজর (র) .... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন পাঁচ ধরনের প্রাণী আছে, ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি সেগুলো হত্যা করলে তাতে তার কোন গুনাহ হবে না : বিষ্ছু, ইদুর, হিংস্র কুকুর, কাক ও চিল। হাদীসের মূল পাঠ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়ার বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।

৯- بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدَرِهَا

৯. অনুচ্ছেদ : কোন অসুবিধার কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয, মাথা কামালে ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব এবং ফিদয়ার পরিমাণ

২৭৪৪. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنٌ الْحَدْيِيَّةُ

وَأَنَا أَوْقَدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قَدِرَ لِي وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٌ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِ فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَذْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ -

২৭৪৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরি ও আবুর-রবী' (র) .... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আমি তখন চুলায় আমার হাঁড়ি বা পাতিলের নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম-আর উকুন আমার চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, তোমার মাথার পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও অথবা একটি কুরবানী কর। আয্যুব (র) বলেন, আমার মনে নেই তিনি (মুজাহিদ) কোন্ শব্দটি আগে বলেছেন।

২৭৪৫- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَارِ بِمِثْلِهِ -

২৭৪৫. আলী ইব্ন হুজর সা'দী, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) .... আয্যুব (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৪৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ﷺ أَيُّذِيكَ هُوَ أَمْكَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَظْنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيْسَّرَ -

২৭৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে এবং এই কারণে সে মাথা মুড়িয়ে ফেলে, তবে তাকে ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে” (সূরা বাকারা : ১৯৬)। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তিনি বললেন, আরও নিকটে আস। অতএব আমি নিকটবর্তী হলাম এবং তিনি বললেন, পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? ইব্ন আওন (র.) (নিজস্ব সূত্র পরম্পরায়) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। কা'ব (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে সওম অথবা সদকা অথবা সহজলভ্য হলে কুরবানীর মাধ্যমে ফিদয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন।



২৭৪৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمَلًا فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَؤُمُوكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَفِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ » فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ مَا تَيْسَّرُ -

২৭৪৭. ইবন নুমায়র (র) .... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দাঁড়ালেন এবং তখন তার মাথা থেকে উকুন ঝড়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার মাথা কামিয়ে ফেল। রাবী বলেন, অতএব আমার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয় : “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে (এবং এই কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে) তবে তাকে ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে”-(সূরা বাকারা : ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তিন দিন সওম পালন কর অথবা এক ফারাক (তিন সা') খাদ্য ছয়জন মিসকীনকে দান কর অথবা কুরবানী কর- যা সহজলভ্য হয়।

২৭৪৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمَلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَؤُمُوكَ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ ادْبَحْ شَاةً -

২৭৪৮. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর (র) .... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন-মক্কায় প্রবেশের পূর্বে-তিনি যখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন এবং নিজের হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তার (মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে উকুন ঝরে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, এগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক খাদ্য দান কর (এক ফারাক - এ তিন সা'), অথবা তিনদিন সাওম পালন কর অথবা একটি কুরবানী কর। ইবন আবু নাজীহ-এর বর্ণনায় আছে, “অথবা একটি বকরী কুরবানী কর।”

২৭৪৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحَدِيثِ

فَقَالَ لَهُ اِذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَحْلِقْ ثُمَّ اَذْبَحْ شَاةً نُسْكَاً اَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اطْعِمْ ثَلَاثَةَ اَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينٍ -

২৭৪৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) .... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিয়ায় তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, পোকাগুলো কি তোমার মাথায় উপদ্রব করছে? তিনি বললেন, ইয়া। নবী ﷺ তাকে বললেন, মাথা মুড়িয়ে ফেল। অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' খেজুর খেতে দাও।

২৭৫০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مَثْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ «فَفِدْيَةُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكٍَ فَقَالَ «كَعْبٌ نَزَلَتْ فِي كَانَ بِيْ اَذَى مِنْ رَأْسِيْ فَحُمِلْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمَلُ يَتَنَاشَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ مَا اَرَى اَنْ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا اَرَى اَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «فَفِدْيَةُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكٍَ» قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيْ خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ -

২৭৫০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে কা'ব ইবন উজরা (রা)-এর নিকট বসলাম। অতঃপর আমি তাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, “ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে।” কা'ব (রা) বললেন, তা আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার মাথায় কিছু কষ্ট ছিল। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তখন আমার মুখমণ্ডলে উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, আমি যা দেখছি তাতে মনে হয় যে, তোমার অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে? আমি বললাম, না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়, “ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে, সদকা করতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে।” নবী ﷺ বললেন, তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' করে খাদ্য দান কর। কা'ব (রা) বলেন, আয়াতটি বিশেষভাবে আমার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে কিন্তু এর নির্দেশ সাধারণভাবে তোমাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৭৫১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُحْرِمًا فَقَمَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ



فَارْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْخَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ» ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً -

২৭৫১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সাথে রওনা হলেন। তার মাথা ও দাঁড়িতে উকুন ধরে যায়। নবী ﷺ তা জানতে পেয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং একজন নাপিতও ডাকলেন। সে তার মাথা মুড়িয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার সাথে কুরবানীর পশু আছে কি? তিনি বললেন, আমি তা সংগ্রহ করতে সক্ষম নই। অতঃপর নবী ﷺ তাকে তিন দিন সওম পালনের অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে এক সা' করে খাদ্য দান করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে তার প্রসংগে নাযিল করলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে ...."। অতঃপর এই আয়াতের নির্দেশ সাধারণভাবে সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## ১. بَابُ جَوَازِ الْحَجَامَةِ لِلْمُحْرَمِ

১০. অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগান জায়েয

২৭৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৭৫২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়ে ছিলেন।

২৭৫৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَتْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ -

২৭৫৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মক্কায যাওয়ার পথে নিজের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগিয়েছিলেন।

## ১১- بَابُ جَوَازِ مَدَاوَةِ الْمُحْرَمِ عَيْنِيهِ

১১. অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় চোখের চিকিৎসা করান জায়েয

২৭৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْنِيهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرُّوحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبْرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنِيهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ ضَمَدَهُمَا بِالصَّبْرِ -

২৭৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) .... নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (ইহরাম অবস্থায়) আবান ইবন উসমান (র)-এর সাথে রওনা হলাম। আমরা মালাল নামক স্থানে পৌছলে উমর ইবন উবায়দুল্লাহর চোখে পীড়া দেখা দিল। রাওহা নামক স্থানে পৌছে তার চোখের ব্যথা আরও তীব্রতর হ'ল। তিনি (নুবাইহ) আবান ইবন উসমান (র)-এর কাছে (কি করতে হবে তা) জিজ্ঞাসা করার জন্য একজনকে পাঠালেন। তিনি বলে পাঠালেন, চোখে মুসব্বরের প্রলেপ দাও, কারণ উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তির চক্ষুরোগ দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চোখে মুসব্বরের প্রলেপ দেন।

২৭৫৫- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَتَنَاهَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَضْمَدَهَا بِالصَّبْرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ -

২৭৫৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) .... নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মর-এর পুত্র উমরের চোখ ফুলে উঠলে তিনি সুরমা লাগানোর ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আবান ইবন উসমান (র) তাকে চোখে সুরমা লাগাতে নিষেধ করলেন এবং মুসব্বরের প্রলেপ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি উসমান ইবন আফফান (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এও বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এরূপ করেছেন।



## ১২. بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ

১২. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শরীর ও মাথা ধৌত করা জায়েয

২৭৫৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسُورُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ إِلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ اصْئِبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ -

২৭৫৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) .... ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুনায়ন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারবে, কিন্তু মিসওয়্যার (রা) বললেন, সে মাথা ধৌত করতে পারবে না। ইবন আব্বাস (রা) আমাকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন হুনায়নকে) এ সম্পর্কিত মাসআলা জানার জন্য আবু আয়্যুব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাকে কূপের দুই খুঁটির মাঝে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি একখণ্ড কাপড় টাংগিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। আমি তাকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবন হুনায়ন-আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আপনার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতেন? আবু আয়্যুব (রা) তার হাত টানানো কাপড়ের উপর রাখলেন এবং তা (সামান্য) নীচু করলেন-যাতে তার মাথা আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। অতঃপর তিনি তার গোসলে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে পানি ঢালতে বললেন। অতএব সে তার মাথায় পানি ঢালল। এরপর তিনি উভয় হাত সামনে ও পিছনে সঞ্চালন করে নিজের মাথা মললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

২৭৫৭. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسُورُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا -

২৭৫৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরম (র) .... যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে এ সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আবু আয্যুব (রা) তার উভয় হাত সামনে-পেছনে সঞ্চালন করে সম্পূর্ণ মাথা ভালভাবে মললেন। এরপর মিসওয়ার (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আমি আর কখনও আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না।

### ১২. بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْمُحْرَمِ إِذَا مَاتَ

১৩. অনুচ্ছেদ ৪ ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার বিধান

২৭৫৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا -

২৭৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং মারা গেল। নবী ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা অনাবৃত রাখ। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

২৭৫৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرْفَةِ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَوَقَصَتْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ عَمْرُو فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي -

২৭৫৯. আবুর-রবী যাহরানী (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উকুফরত ছিল। হঠাৎ সে তার বাহন থেকে নীচে পড়ে গেল।



এতে তার ঘাড় মটকিয়ে গেল এবং সে মারা গেল। নবী ﷺ-কে তা অবহিত করা হলে তিনি বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড় দিয়েই তাকে কাফন করাও, তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত কর না। (রাবী আয্যুব বলেন) কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন। আমরা (র) অনুরূপ বলেছেন।

২৭৬০. وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ -

২৭৬০. আমরুন-নাকিদ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সাথে উকূফ করছিল। .... অবশিষ্ট বর্ণনা হাম্মাদ.... আয্যুবে হাদীসের অনুরূপ।

২৭৬১. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرٍ فَوَقَصَ - وَقَصًّا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْيَسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلَا تَخْمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْبَى -

২৭৬১. আলী ইবন খাশরম (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সংগে এসেছিল। সে উট থেকে পড়ে গেল এবং তার ঘাড় মটকে গেল। ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং তার পরনের দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও এবং তার মাথার চুল আবৃত করো না। কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উপস্থিত হবে।

২৭৬২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا وَزَادَ لَمْ يُسَمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ -

২৭৬২. আবদ ইবন হুমায়দ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে এসেছিল.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, “তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।” এতে আরও আছে, কোথায় সে উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল তা সাঈদ ইবন জুবায়র (র) উল্লেখ করেননি।

২৭৬৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصَّتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَحْمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا -

২৭৬৩. আবু কুরায়ব (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় তার বাহন পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও, তার পরিধেয় বস্ত্র দু'টি দিয়ে তার কাফন দাও, কিন্তু তার মুখমণ্ডল ও মাথা অনাবৃত রাখ। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

২৭৬৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَيِّبٍ وَلَا تَحْمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا -

২৭৬৪. মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিল। তার উদ্ভী তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল, ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও, তার পরিধেয় বস্ত্র দু'খানা দিয়ে তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার দেহে সুগন্ধি মাখিও না এবং তার মাথাও আবৃত করো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় উঠান হবে।

২৭৬৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَّه بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طَيِّبًا وَلَا يُحْمَرُ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا -

২৭৬৫. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নীচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৬৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَشَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْفَنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يَمَسُّ طَبِيبًا خَارِجَ رَأْسِهِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا -

২৭৬৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আবু বকর ইবন নাফি' (র).... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। হঠাৎ সে তার উষ্ট্রের পিঠ থেকে পড়ে গেল এবং ঘাড় মটকে যাওয়ার ফলে মারা গেল। নবী ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে, তার পরিধেয় দু'খণ্ড বস্ত্রে কাফন দিতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা কাফনের বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। শু'বা (র) বলেন, অতঃপর আবু বশ্র আমাকে এভাবে বললেন, তাকে এভাবে কাফন পরাও যাতে তার মাথা ও মুখমণ্ডল বাইরে থাকে। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় উঠান হবে।

২৭৬৭- حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَصَّتُ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ حَسِبْتُهُ قَالَ وَرَأْسَهُ فَإِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَهْلُ -

২৭৬৭. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) .... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে তার বাহন নীচে ফেলে দিলে ঘাড় মটকে সে মারা যায়। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে এবং তার মুখমণ্ডল রাবী বলেন, আমি মনে করি যে, তার মাথা অনাবৃত রেখে কাফন পরাতে নির্দেশ দিলেন। কারণ তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৬৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ وَلَا تَقْرَبُوهُ طَبِيبًا وَلَا تَغْطُوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَلْبَى -

২৭৬৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিল। তার উষ্ট্রী তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এতে সে মারা যায়। নবী ﷺ বললেন, তাকে গোসল দাও, তার দেহে সুগন্ধি মাখিও না এবং তার মুখ মণ্ডলও ঢেকে দিও না। কারণ তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।



## ১৪ - بَابُ جَوَازِ إِشْتِرَاطِ الْمُحْرَمِ التَّحْلُلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ -

১৪. অনুচ্ছেদ : রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধা জায়েয

২৭৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتَ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدْنِي إِلَّا وَجِعةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَارِ -

২৭৬৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা হামদানী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাআহ বিনত যুবায়র (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, তুমি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! কিন্তু আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকি। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং শর্ত রাখ ও বল, হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে (সেখানে আমি ইহরাম খুলব)। তিনি মিকদাদ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন।

২৭৭০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي -

২৭৭০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুবায়র ইব্ন আবদিল মুত্তালিব কন্যা যুবাআহ (রা)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হজ্জের সংকল্প করেছি-কিন্তু আমি অসুস্থ। নবী ﷺ বললেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর যে, আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে সেখানে আমি ইহরাম খুলব।

২৭৭১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

২৭৭১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৭২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ



أَخْبَرَنَا أَبُو جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي  
امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَهْلِي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ  
تَحْبِسُنِي قَالَ فَادْرَكْتُ -

২৭৭২. মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবায়র ইবন আবদিল মুত্তালিব কন্যা যুবাআহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি একজন পীড়িত মহিলা এবং আমি হজ্জের সংকল্প রাখি। আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং শর্ত কর যে, আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানে আটকিয়ে দেবে সেখানে আমি ইহরাম খুলব। রাবী বলেন, তিনি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনে সক্ষম হয়েছিলেন।

২৭৭৩. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتْ الْحَجَّ  
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৭৭৩. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবাআহ (রা) হজ্জের ইরাদা করলেন। নবী ﷺ তাকে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মূতাবিক তাই করলেন।

২৭৭৪. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحَاقُ  
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا رَبَّاحٌ وَهُوَ ابْنُ  
أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ  
مَحَلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ -

২৭৭৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, আবু আয্যাব গায়লানী ও আহমদ ইবন খিরাশ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুবাআহ (রা)-কে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং শর্ত রাখ যে, আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে থামিয়ে দেবে, সেখানে আমি ইহরাম খুলব। ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ যুবাআহ (রা)-কে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

## ১৫. بَابُ صِحَّةِ إِحْرَامِ النَّفْسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ

১৫. অনুচ্ছেদ : হায়য-নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েয এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব

২৭৭৫. وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِستُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ بِأَمْرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلُ -

২৭৭৫. হান্নাদ ইবনুস্ সারী, যুহায়র ইবন হারব ও উসমান ইবন আবু শায়বা (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনত উমায়স (রা) আশ-শাজার নামক স্থানে আবু বকর (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদকে প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন।

২৭৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِستُ بِذِي الْحَلِيفَةِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَأَمْرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلُ -

২৭৭৬. আবু গাস্‌সান মুহাম্মদ ইবন আমর (রা) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনত উমায়স (রা) যুল-ছলায়ফা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বললেন।

## ১৬. بَابُ بَيَانِ وَجْهِهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسْكَهِ

১৬. অনুচ্ছেদ : ইহরামের প্রকারভেদ, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয, একত্রে উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধাও জায়েয এবং কিরান হজ্জ পালনকারী কখন ইহরামমুক্ত হবে

২৭৭৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكُوتُ

ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكُمْ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمَرَتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَأَنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا -

২৭৭৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে হাদী অর্থাৎ কুরবানীর পণ্ড আছে সে যেন একত্রে উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধে, অতঃপর উমরা ও হজ্জের অনুষ্ঠান শেষ না করে যেন ইহরামমুক্ত না হয়। আয়েশা (রা) বললেন, আমি হায়য অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈদ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমার চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিকুণী কর, হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং উমরা পরিত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। আমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা পালন করি। নবী ﷺ বললেন, এটা তোমার (ইহরাম বাঁধার) স্থান। যেসব লোক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈদ করার পর ইহরামমুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তাদের হজ্জের তাওয়াফ করল আর যারা উমরা ও হজ্জের জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধেছিল, তারা একবার তাওয়াফ করল।

٢٧٧٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَآخَذَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرِ هَدْيَهُ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطُ وَأَهْلُ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمَرَتِي الَّتِي أَدْرَكْنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحِلِّ مِنْهَا -

২৭৭৮. আবদুল মালিক ইবন ও'আয়ব ইবন লায়স (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমাদের কেউ শুধু উমরার ইহরাম বাঁধল, আর কেউ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। এভাবে আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশুও এনেছে, তারা কুরবানী করার পরই কেবল ইহরামমুক্ত হবে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার হাযয শুরু হয়ে গেল এবং আরাফাত দিবস পর্যন্ত তা চলতে থাকল। আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাথার চুল খুলে ফেলতে, তাতে চিরুণী করতে, হজ্জের ইহরাম বাঁধতে এবং উমরা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবন আবু বকরকে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করার নির্দেশ দিলেন- যেহেতু আমি উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম; অথচ আমি উক্ত উমরা সমাপ্ত করতে পারি নাই।

২৭৭৯. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سَقْتُ الْهَدْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَحَضُّتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ أَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي أَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهْلِي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا -

২৭৭৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর নবী ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং সাথে কুরবানীর পশু নিইনি। নবী ﷺ বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন তার উমরার সাথে হজ্জের ইহরামও বাঁধে এবং উভয়ের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করার পূর্বে যেন ইহরাম না খোলে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মাসিক ঋতু শুরু হওয়া গেল। আরাফাতের রাত শুরু হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম, অতএব আমি কিভাবে হজ্জ করব? তিনি বললেন, তোমরা চুল খুলে ফেল এবং চিরুণী কর, উমরা স্থগিত রাখ এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যখন হজ্জ সমাপ্ত করলাম, তখন তিনি (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী আমাকে তার বাহনের পেছন দিকে বসিয়ে তানঈম থেকে উমরা করালেন- যেহেতু আমি উমরার অনুষ্ঠান পালন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম।



২৭৮০. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَهْلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهْلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهْلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجُّ وَأَهْلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَ بِالْعُمْرَةِ -

২৭৮০. ইবন আবু উমর (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সেও যেন তাই করে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাথের লোকেরাও তাই করল। কতিপয় লোক উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধল এবং কতিপয় লোক শুধু উমরার ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

২৭৮১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِقِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَجِزْ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكَ وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَدَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ -

২৭৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) ..... আয়েশা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে (মক্কা) রওনা হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে তা করতে পারে। আমার সংগে হাদী বা কুরবানীর পশু না থাকলে আমি উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, লোকদের মধ্যে কতক উমরার ইহরাম বাঁধল এবং কতক হজ্জের ইহরাম বাঁধল। তিনি বললেন, আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা রওনা হলাম, অতঃপর মক্কায় পৌঁছে গেলাম। আরাফাত দিবস পর্যন্ত আমার মাসিক ঋতু অব্যাহত থাকল এবং উমরা করে ইহরাম খোলার সুযোগ পেলাম না। এ সংকটের বিষয়ে আমি নবী ﷺ-কে অবহিত করলে

তিনি বললেন, তুমি তোমার উমরা পরিত্যাগ কর, চুলের বাঁধন খুলে ফেল এবং তাতে চিরুণী কর আর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর যখন মুহাসসা-বের রাত এল এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ সমাপন করার তৌফিক দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে তার বাহনের পেছনে বসিয়ে তানসীম নামক স্থানে রওনা হলেন। অতঃপর আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দান করলেন। এজন্য হাদী বা কুরবানী, সদকা বা সাওম কোনটিই পালন করতে হয়নি।

২৭৮২. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ -

২৭৮২. আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। হজ্জ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সেই তাই করুক..... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবদা' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৭৮৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَّا مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحِجَّةٍ فَكُنْتُ فِيْمَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدًى وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ -

২৭৮৩. আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের এবং কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত (উভয়ের) হাদীসের অনুরূপ। তবে উরওয়ার বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ তা'আলা আয়েশা (রা)-কে তার হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দিলেন।” আর হিশামের বর্ণনায় আছে, “এজন্য (উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহরাম বাঁধার কারণে তাকে) হাদী বা কুরবানীও করতে হয়নি, সাওমও পালন করতে হয়নি, সদকাও দিতে হয়নি।”

২৭৮৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حِجَّةٍ

الْوَدَاعِ فَمِنْهُ مَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةَ وَمِنْهُ مَنْ أَهْلُ بَحَجٍّ وَعُمْرَةٌ وَمِنْهُ مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ وَأَهْلُ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةَ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بَحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ  
وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ -

২৭৮৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার উদ্দেশ্যে, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের উদ্দেশ্যে এবং কতক শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, তারা (উমরা সমাপনান্তে) ইহরাম খুলে ফেলল। আর যারা শুধু হজ্জের, আর যারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিল, তারা কুরবানী দিবসের পূর্ব পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারে নি।

২৭৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ  
عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا  
حَضَبْتُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَنْفِسْتُ يَعْْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنَّ  
هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ  
حَتَّى تَغْتَسِلِي قَالَتْ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ -

২৭৮৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে বা এর কাছাকাছি পৌঁছলে আমার মাসিক ঋতু শুরু হয়ে যায়। নবী ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হাযয হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পূর্ণ কর, শুধু (হাযযকাল শেষ হওয়ার পর) গোসল না করা পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন।

২৭৮৬. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ  
عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرْفَ فَطَمِئْتُ  
فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ



خَرَجْتُ الْغَامَ قَالَ مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفِسَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَاحِلُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهُدْيُ قَالَتْ فَكَانَ الْهُدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهْلُوا حِينَ رَاحُوا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النُّحْرِ طَهَّرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأَتَيْنَا بِلَحْمٍ بِقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَارْجِعْ بِحِجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَارْتَقَنِي عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَأَنِي لِأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السَّنِّ أَنْعَسُ فَيَصِيبُ وَجْهِي مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا -

২৭৮৬. সুলায়মান ইব্ন উবায়দুল্লাহ আবু আয়্যুব গায়লানী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার মাসিক ঋতু শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ বছর হজ্জ করতে না আসতাম! তিনি বললেন, কি হয়েছে তোমার? সম্ভবত তুমি ঋতুমতী হয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তুমি হজ্জ পালনকারীগণ যা করে, তাই কর কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যখন মক্কায় পৌঁছলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধ। যাদের সাথে হাদী বা কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত সকলে উমরার ইহরাম বাঁধল। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আবু বকর (রা), উমর (রা) ও অন্যান্য স্বচ্ছল লোকদের সাথে কুরবানীর দিন পশু (হাদী) ছিল, তারা (ইতিপূর্বে যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিল, মিনার দিকে) অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধল। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন পবিত্র হলাম এবং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাওয়াফে ইফাযা<sup>১</sup> করলাম। আমাদের জন্য গরুর গোশত পাঠান হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছেন। যখন হাসবার রাত এল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালন করে প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি শুধু হজ্জ করে প্রত্যাবর্তন করছি। রাবী বলেন, তিনি বলেন, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি আমাকে তার উটের

১. তাওয়াফে যিয়ারাত, যা ১০ই যিলহজ্জ অন্যথায় ১১ ও ১২ তারিখে আদায় করতে হয়। এটি ফরয ও হজ্জের একটি রুকন।

পেছনদিকে বসিয়ে রওনা হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা এবং আমার মনে আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আমার মাথা বারবার পালানের খুঁটির সাথে আঘাত খাচ্ছিল। এভাবে আমরা তানঈম পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমি আবার ইহরাম বাঁধলাম— যা লোকেরা ইতিপূর্বে আদায় করেছে।

২৮৮৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَبِيتُنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسِرْفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بَنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهُدَى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهْلُوا حِينَ رَاحُوا وَلَا قَوْلَهَا وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثُ السَّنِّ أَنْعَسَ فَيَصِيبُ وَجْهِي مُؤَخَّرَةَ الرَّحْلِ -

২৭৮৭. আবু আয্যাব গায়লানী (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমি ঋতুমতী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন— আমি তখন কাঁদছিলাম ..... অবশিষ্ট বর্ণনা (পূর্ববর্তী) মাজিশূনের হাদীসের অনুরূপ। তবে হাদীসের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : “নবী ﷺ আবুবকর (রা), উমর (রা) ও অন্যান্য স্বচ্ছল লোকদের সাথে (হাদী) কুরবানীর পশু ছিল, তাঁরা অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধলেন।” তার বর্ণনায় আয়েশা (রা)-এর নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : “আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা এবং আমার উত্তমরূপে মনে আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার মাথা বারংবার পালানের খুঁটির সাথে টক্কর খাচ্ছিল।”

২৭৮৮- وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ -

২৭৮৮. ইসমাইল ইবন আবু উওয়ায়েস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন।

২৭৮৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرْمِ الْحَجِّ وَلِيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسِرْفٍ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدًى فَاحْبَبْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلَا فَمِنْهُمْ الْاِخْذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الْهُدَى وَمَعَ



رَجَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ قَالَ وَمَا لَكَ قُلْتُ لَا أَصَلَّى قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ فَكُونِي فِي حَجِّكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنَ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنِّي فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ اخْرُجْ بِاخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهْلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لَتُطْفُ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَهُنَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ فَرَّغْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ -

২৭৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের মাসসমূহে, হজ্জের সময় ও স্থানসমূহে (অথবা হজ্জের সময়কাল বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে) এবং হজ্জের রাতসমূহে ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যদি চায় তবে সে এই হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করে নিক। আর যার সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) আছে, সে যেন এরূপ না করে। তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক এটা গ্রহণ করল এবং কিছু সংখ্যক- যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তারা উমরা করল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্বচ্ছল সাহাবীদের সংগে কুরবানীর পশু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আমি আপনার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে আপনার কথাবার্তা শুনেছি যে, আপনি উমরা করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি তা করতে পারছি না। তিনি বললেন, কেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারছি না। আমার ঋতু দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন কর। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উমরা পালনের সুযোগ দেবেন। তুমি আদম (আ)-এর কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তোমার জন্যও তা নির্ধারণ করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব আমি হজ্জের জন্য বের হলাম। অবশেষে মিনায় অবতরণ করলাম এবং পাক হয়ে গেলাম। এরপর আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাস্সাবে অবতরণ করলেন এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে হারাম সীমার বাইরে নিয়ে যাও, সে (সেখানে গিয়ে) উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব। আয়েশা (রা) বললেন, আমরা রওনা হয়ে (তানঈম) গেলাম এবং (সেখানে) ইহরাম বাঁধলাম, তারপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করলাম। অতঃপর আমরা মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ



ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি স্বস্থানেই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উমরা সম্পাদন করে নিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর সাহাবীদের রওনা হওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন। তিনি রওনা হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন এবং ফজরের সালাতের পূর্বে তাঁর তাওয়াফ করলেন, তারপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

২৭৭৯. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ مِمَّا مِنْ أَهْلِ الْحَجِّ مُفْرِدًا وَمِمَّا مِنْ قَرْنٍ وَمِمَّا مِنْ تَمَتُّعٍ -

২৭৯০. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ইফরাদ হজ্জের, কেউ কিরান হজ্জের এবং কেউ তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বাঁধল।

১২৭৭৯. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَّةً -

২৭৯১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) হজ্জ করার জন্য এসেছিলেন।

২৭৭৯২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخُمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بِقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَيْتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ -

২৭৯২. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কান্নাব (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, যিলকদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। হজ্জ পালন ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিল না। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈফ করার পর ইহরাম ভঙ্গ করবে। আয়েশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন কেউ আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কি? বলা হ'ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর

সহধর্মীগীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন, আমি এই হাদীস কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (আমরাহ) তোমার নিকট হাদীসটি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

২৭৭২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৭৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন আবু উমর (রা) এই সনদেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৭৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسْكَيْنٍ وَأَصْدُرُ بِنُسْكَ وَاحِدٍ قَالَ انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتَ فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظْنُهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرِ نُسْكَكَ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكَ -

২৭৯৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও কাসিম (র) ..... উম্মুল মুমিনীন [আয়েশা (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা দু'টি ইবাদতসহ (হজ্জ ও উমরা) প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি একটি মাত্র ইবাদতসহ (হজ্জ) ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, অপেক্ষা কর। তুমি পাক হয়ে যাওয়ার পর তানঈম চলে যাও এবং সেখানে ইহরাম বাঁধ, অতঃপর অমুক অমুক সময় আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ভোরবেলার কথা বলেছেন এবং তুমি তোমার পরিশ্রম অথবা খরচ অনুযায়ী (এই উমরার সাওয়াব পাবে)।

২৭৭৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخِرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسْكَيْنٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

২৭৯৫. ইব্ন মুসান্না (র) ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা দু'টি ইবাদতের সাওয়াব নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ..... অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৭৭৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ وَلَا تَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَقُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْقَنْ الْهَدْيِ فَاحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ لِيَابِي قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ فَادْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ عَقَرَى حَلْقَى أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ أَنْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷻ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا وَقَالَ اسْحَاقُ وَمُنْهَبِطَةٌ وَمُنْهَبُطٌ -

২৭৯৬. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধুমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যেই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম। যারা কুরবানীর পশু (হাদী) সাথে আনে নাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনে নাই, তারা ইহরাম ছেড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ সাথে কুরবানীর পশু আনেন নাই। তাই তারাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রা) আরও বললেন, আমার মাসিক দেখা দিল এবং বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে পারলাম না। হাসবায় অবস্থানের রাতে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা হজ্জ ও উমরা করে ফিরে যাচ্ছে, আর আমি শুধু হজ্জ করে ফিরছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা যে রাতে মক্কায় পৌঁছেছি, তখন তুমি কি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তানঈম যাও এবং (সেখানে) উমরার ইহরাম বাঁধ। অতঃপর তুমি অমুক অমুক জায়গায় (আমাদের সাথে) মিলিত হতে পারবে। উম্মুল মুমিনীন সফিয়্যা (রা) বললেন, মনে হয় আমি আপনাদের আটকিয়ে রাখব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দূর হতভাগী, তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করছ? তিনি বললেন হ্যাঁ, করেছি। নবী ﷺ বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তুমি অগ্রসর হও। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাত করলেন, তিনি মক্কার উচ্চভূমি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর আমি তা অতিক্রম করে নিম্নভূমিতে নামছিলাম। অথবা তিনি উচ্চভূমি অতিক্রম করে নিম্নভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর আমি নিম্নভূমি থেকে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ইসহাকের বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ে নিম্নভূমি অতিক্রম করছিলেন।



২৭৭৭. وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْبِي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ -

২৭৯৭. সুয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করতে করতে রওনা হলাম। আমরা সুস্পষ্টভাবে হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করিনি। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত মানসূর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৭৭৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِارْبَعِ مَضَيِّنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَفَتُ الْهُدَى مَعِيَ حَتَّى اشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحَلُّ كَمَا حَلُّوا -

২৭৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ্জ মাসের ৪র্থ অথবা ৫ম দিনে (মক্কায়) এলেন। এরপর রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে আপনাকে রাগান্বিত করল, আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করুন? তিনি বললেন, তুমি কি জান না- আমি লোকদের একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম অথচ তারা ইতস্ততঃ করছে? রাবী হাকাম বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, যেন তারা ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি পূর্বেই জানতাম, যে বিষয়ের আমি পরে সম্মুখীন হয়েছি, তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা কিনে নিতাম এবং আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম যেমন অন্যরা ইহরাম খুলেছে।

২৭৭৯. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِارْبَعِ أَوْ خَمْسٍ مَضَيِّنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ -

২৭৯৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার অথবা পাঁচ তারিখে (মক্কায়) পৌঁছলেন ..... পূর্বোক্ত গুনদারের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই সনদে তিনি (রাবী) হাকামের উক্তি এ সন্দেহ, “তারা ইতস্ততঃ করেছে” উল্লেখ করেননি।

২৮০০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطْفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفَرِ يَسْعُكَ طَوَافُكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ فَأَبَتْ فَبِعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ -

২৮০০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমরার ইহরাম বাধলেন, এরপর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করতেই ঋতুমতী হলেন। এরপর তিনি হজ্জের ইহরাম বাধলেন এবং এর যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন (তাওয়াফ ব্যতীত)। নবী ﷺ মীনায় অগ্রসর হওয়ার দিন তাকে বললেন, তোমার (একবারের) তাওয়াফই তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি তাতে তৃপ্ত হলেন না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবদুর রহমানের সাথে তানঈম পাঠালেন। অতএব তিনি হজ্জের পর (এখান থেকে) ইহরাম বেঁধে উমরা করলেন।

২৮০১. وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسِرْفٍ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجْزِي عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ -

২৮০১. হাসান ইবন আলী হলওয়ানী (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সারিফ নামক স্থানে ঋতুমতী হলেন এবং আরাফাত দিবসে পবিত্র হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যকার সাঈ তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

২৮০২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أِيرْجِعُ النَّاسَ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ قَالَتْ فَأَرَدَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسِرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ -

২৮০২. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) ..... সাফিয়্যা বিনত শায়বা বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা দু'টি সওয়াবসহ প্রত্যাবর্তন করবে আর আমি কি মাত্র একটি সওয়াব নিয়ে ফিরে যাব? তখন

নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন- তাকে নিয়ে তানঈম যাওয়ার জন্য। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি তার উটের পিঠে আমাকে তার পেছনে বসিয়ে বসে বসে রওনা হলেন। আমি আমার ওড়না উঠাচ্ছিলাম এবং তা ঘাড় থেকে সরিয়ে রাখছিলাম। তিনি আমার পায়ে আঘাত করছিলেন- যেমন উটকে আঘাত করেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন কি? তিনি বলেন, আমি (তানঈম পৌঁছে) উমরার ইহরাম বাঁধলাম, অতঃপর (মক্কায়) ফিরে এসে (তাওয়াফ শেষে) হাসবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম।

২৮.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ-

২৮০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন আয়েশা (রা)-কে (বাহনে) তার পিছনে বসিয়ে তানঈম নিয়ে যাওয়ার জন্য- যাতে তিনি তাঁকে (তানঈম থেকে) উমরা করান।

২৮.৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهْلَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَجِّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةَ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ عَرَكْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى قَالَ فَقُلْنَا حِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حَضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلِّ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَرْتُ طَافْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاجَّتُ قَالَ فَادْهَبِي بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاعْمِرِيهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَضْبَةِ-



২৮০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কার দিকে) অগ্রসর হলাম আর আয়েশা (রা.) উমরার ইহরাম বেঁধে আসলেন। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আয়েশা (রা.)-এর মাসিক ঋতু শুরু হ'ল। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করলাম। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পণ্ড ছিল না- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমরা বললাম, কি প্রকারে ইহরাম খোলা হবে? তিনি বললেন, “সম্পূর্ণরূপে ইহরামমুক্ত হওয়া।” অতএব আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করলাম। তখন আরাক্ষাত দিবস ও আমাদের মাঝে আর মাত্র চার দিনের ব্যবধান ছিল। অতঃপর তালবিয়া দিবসে (৮ই যিলহজ্জ) আমরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? আয়েশা (রা) বললেন, ব্যাপার এই যে, আমার হয়েছে দেখা দিয়েছে। লোকেরা ইহরাম খুলেছে কিন্তু আমি ইহরামমুক্ত হতে পারিনি এবং বায়তুল্লাহ -এরও তাওয়াফ করতে পারিনি, আর এখন লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তা'আলা আদম (রা)-এর কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি গোসল কর এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। তিনি তাই করলেন এবং হজ্জের স্থানসমূহে অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি পবিত্র হলেন, কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূর্ণ হ'ল। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অবস্থা এই যে, হজ্জ না করা পর্যন্ত আমি (উমরার জন্য) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করতে পারি নি, কিন্তু হজ্জ আদায় করে নিয়েছি। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! তাকে নিয়ে চলে যাও এবং তানঈম থেকে তাকে উমরা করাও। এটা ছিল হাসবার রাতের ঘটনা।

২৮.৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

২৮০৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য উক্ত হাদীসের প্রথমংশ এই হাদীসে বর্ণনা করা হয় নি।

২৮.৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ فِي حُجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَتْ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا

سَهْلًا إِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابِعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهْلَتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ -

২৮০৬. আবু গাস্‌সান মিসমাদ্দি (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ উপলক্ষে আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বাঁধলেন ..... অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে- জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নমনীয় স্বভাবের। অতএব আয়েশা (রা) যখনই কোন কিছুর আবদার ধরতেন, তিনি সে আবদার রক্ষা করতেন। তিনি আয়েশা (রা)-কে আবদুর রহমানের সাথে পাঠালেন এবং তিনি তানঈম থেকে উমরার ইহরাম বাঁধলেন। (অধঃস্তন রাবী) মাতার (র) বলেন, আবু যুবায়র (র) বলেছেন : আয়েশা যখনই হজ্জ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যেভাবে হজ্জ করেছেন, তদনুরূপ করতেন।

٢٨٠٧- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحْلِلْ قَالَ قُلْنَا أَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَاتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطَّيِّبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَّانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ -

২৮০৭. আহমদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। আমাদের সাথে মহিলাগণ এবং শিশুরাও ছিল। আমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আমরা বললাম, কি ধরনের ইহরাম ভংগ করব? তিনি বললেন, পূর্ণরূপে ইহরাম ভংগ কর। রাবী বলেন, অতএব আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করলাম, (সাধারণ) পোশাক পরলাম এবং সুগন্ধি মাখলাম। তারবিয়ার দিন আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম এবং পূর্বোক্ত তাওয়াফ ও সাঈ আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি কুরবানীর গরু এবং উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন।

২৮০৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَهَلَّلْنَا أَنْ نَحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى قَالَ فَأَهَلَّلْنَا مِنَ الْإِبْطَحِ -

২৮০৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা ইহরামমুক্ত হওয়ার পর নবী ﷺ আমাদেরকে (পুনরায়) ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন- যখন আমরা মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতএব আমরা আল-আবতাহ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধলাম।

২৮০৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ طَوَافَهُ الْأَوَّلُ -

২৮০৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ একবার মাত্র সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈদ করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর-এর বর্ণনায় আছে, “তাঁর প্রথমবারের তাওয়াফ।”

২৮১০. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهَلَّلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ قَالَ جَابِرُ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حَلُّوْا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَغْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَهَلُّهُمْ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْرًا أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَاتِي عَرَفَةَ تَقَطَّرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنَى قَالَ يَقُولُ جَابِرُ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحْرِكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرَكُكُمْ وَلَوْ لَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ فَحَلُّوْا فَحَلَّلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمِ أَهَلَّلْتُ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا قَالَ



وَأَهْدَى لَهُ عَلَى هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْفَرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدٍ  
فَقَالَ لَا بَدٍ -

২৮১০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের ইহরামই বাঁধলাম। রাবী আতা (র) বলেছেন, জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ চার যিলহজ্জের ভোরে (মক্কায়) পৌঁছে আমাদেরকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন। অধঃস্তন রাবী মাতারের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইহরামমুক্ত হও এবং স্ত্রীদের কাছে যাও। কিন্তু তাঁর এ নির্দেশ বাধ্যতামূলক ছিল না, বরং তাদেরকে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছিল মাত্র। জাবির (রা) বলেন, আরাফাত দিবসের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। অতএব আমরা এমন অবস্থায় আরাফাতে পৌঁছলাম যে, আমরা যেন এইমাত্র স্ত্রী সহবাস করেছি। আতা (র) বলেন, জাবির (র) তার হাত নেড়ে কথাগুলো বলছিলেন এবং আমি যেন তার হাতের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। জাবির (রা) বলেন, ইত্যবসরে নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা নিশ্চিত জান-আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের চেয়ে অধিক সত্যবাদী এবং পূণ্যবান। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই ইহরাম ভংগ করতাম যেমন তোমরা ভংগ করেছ। আমাকে কি করতে হবে তা পূর্বেই জানতে পারলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না, অতএব তোমরা হালাল হও (ইহরাম ভংগ কর)।

আতা (র) বলেছেন, জাবির (রা) বলেন : অতএব আমরা হালাল হলাম, তাঁর কথা শুনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম। জাবির (রা) আরও বলেন, আলী (রা) (ইয়েমেনবাসীদের থেকে আদায়কৃত) খারাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কোন্ ধরনের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, নবী ﷺ যে ধরনের ইহরাম বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কুরবানী কর এবং ইহরাম অবস্থায় থাক। জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু এনেছিলেন। সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'ওম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি শুধু এই বছরের জন্য, না সব সময়ের জন্য? তিনি বললেন, সর্বকালের জন্য।

২৮১১. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا نَدَرِي أَمَّا بَلَّغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ احْلُؤْا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِيَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بَظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ -

২৮১১. ইব্ন নুমায়র (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কা শরীফ পৌঁছলে তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং এই

ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের জন্য তাঁর এই নির্দেশ কঠোর মনে হ'ল এবং আমাদের মনোকষ্ট হ'ল। এই খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। আমাদের জানা নেই তিনি কি ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়েছেন, না কেউ তাঁর কাছে এ কথা পৌঁছিয়েছে? তিনি বললেন, হে জনগণ! তোমরা হালাল (ইহরামমুক্ত) হও। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করতাম। জাবির (রা) বলেন, অতএব আমরা ইহরামমুক্ত হলাম, এমনকি স্ত্রী সংগত এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত যা করা হয়, তাই করলাম। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আমরা মক্কা ত্যাগ করলাম (মিনা ও আরাফাতের উদ্দেশ্যে) এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম।

২৮১২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَرِيُّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ سَاقِ الْهُدَى مَعَهُ وَقَدْ أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مَتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مَتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ أَفْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْ لَا أَنِّي سَقْتُ الْهُدَى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى مَحَلَّهُ فَفَعَلُوا -

২৮১২. ইবন নুমায়র (র) ..... মুসা ইবন নাফি' (র) বলেন, আমি উমরাসহ তামাত্ত হজ্জের ইহরাম বেঁধে তারবিয়া দিবসের চারদিন পূর্বে (৪ যিলহজ্জ) মক্কায় পৌঁছলাম। লোকেরা বলল, এখন তো আপনার হজ্জ মক্কাবাসীদের অনুরূপ হজ্জ হয়ে যাবে। অতএব আমি আতা ইবন আবী রাবাহ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম। আতা (র) বললেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছেন- যে বছর তিনি সঙ্গে করে কুরবানীর পশু নিয়েছিলেন এবং তারা কেবল হজ্জের (ইফরাদ হজ্জের) ইহরাম বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইহরাম খুলে ফেল, বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ কর, মাথার চুল ছাঁট এবং ইহরামমুক্ত অবস্থায় থাক। যখন তারবিয়ার দিন আসবে- তখন পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এটা তামাত্ত হজ্জের ইহরামে পরিণত কর। তারা বললেন, কিভাবে আমরা তা তামাত্ততে পরিণত করব, অথচ ইতিপূর্বে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি বললেন, আমি তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, তাই কর। কারণ আমি যদি সাথে করে কুরবানীর পশু না আনতাম তবে তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, আমিও তদ্রূপ করতাম। কিন্তু হাদী যথাস্থানে কুরবানী না করা পর্যন্ত আমার জন্য ইহরাম খোলার সুযোগ নেই। অতএব তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন।

২৮১৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهُدَى فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮১৩. মুহাম্মদ ইবন মা'মার ইবন রিব্বী কায়সী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কায়) পৌঁছেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার এবং (উমরা পালনের পর) ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কুরবানীর পণ্ড থাকায় তিনি নিজের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করতে পারেননি।

২৮১৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ تَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ عُمْرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتِيَ بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلِ الْأَرْجَمَةِ بِالْحِجَارَةِ -

২৮১৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) তামাত্তু হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন এবং ইবন যুযায়র (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। আমি বিষয়টি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, এ ঘটনাটি আমার সামনেই ঘটেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে তামাত্তু হজ্জ করেছি। উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য যে জিনিস ইচ্ছা এবং যে কারণে ইচ্ছা, হালাল করেন এবং কুরআন নাযিল হওয়া সমাপ্ত হয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর- যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সব নারীকে তোমরা মৃত'আর মাধ্যমে বিবাহ করেছ- তাদের সঠিক বিবাহ বন্ধনে নিয়ে নাও। আমার নিকট মৃত'আর শর্তে বিবাহকারী কোন পুরুষ লোক এলে আমি অবশ্যই তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করব।

২৮১৫. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجَّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ -



২৮১৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... কাতাদা (রা)-এর সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, উমর (রা) বলেন, “তোমাদের হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক কর। কারণ এতে তোমাদের হজ্জও পূর্ণাঙ্গ হবে এবং উমরাও পূর্ণাঙ্গ হবে।”

২৮১৬. وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلْفُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮১৬. খালফ ইব্ন হিশাম, আবুর-রবী ও কুতায়বা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কায়) পৌঁছলাম হজ্জের জন্য তালবিয়া উচ্চারণ করতে করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন।

## ১৭. بَابُ حِجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর হজ্জের বিবরণ

২৮১৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَتَزَعَّ زَرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ تَزَعَّ زَرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مَلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبَرْنِي عَنْ حِجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُونَ أَنْ يَأْتُمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَتْفِرِي بِثَوْبٍ وَآخِرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ

الْقَصْوَةَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرَتْ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاهْلٍ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَاهْلٍ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يَهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَّتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى » فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذِكْرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ « إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأُ بِالصُّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لَا بَدِ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ بِبَدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَيْسَتْ

ثِيَابًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلَى يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلُ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنْ مَعِيَ الْهَدْيُ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الثَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهْلَوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ قَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقِفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتَهُ هَذِيلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَانِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ



اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنْ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ  
 بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ  
 إِلَى الصُّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى  
 غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَارْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزُّمَامَ حَتَّى إِنْ رَأَسَهَا لَيُصِيبُ مُورِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ  
 بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ كُلُّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحَبَالِ أَرَخِي لَهَا قَلِيلًا  
 حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَلَمْ  
 يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ  
 تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ  
 الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ  
 وَارْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضُ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ مَرَّتَ بِهِ ظُعْنٌ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى  
 وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنْ  
 الشَّقِّ الْآخِرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخِرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ  
 مُحَسَّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى  
 أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ  
 حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ  
 ثُمَّ أُعْطِيَ عَلِيًّا فَنَحَرَهَا غَبْرًا وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَبِضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي  
 قِدْرِ فَطْبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى  
 الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوا  
 بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا  
 فَشَرِبَ مِنْهُ -

২৮১৭. আবু বকর ইবন শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... জা'ফর ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন। অতএব তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি আমার জামার উপরদিকের বোতাম খুললেন তারপর নীচের বোতাম খুললেন। তারপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন ছিলাম যুবক। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞাসা কর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন— তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নীচে পড়ে যেত। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইংগিত করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এ. এ সময়কালের মধ্যে হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ বছর হজ্জ যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমণ হ'ল। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সংগে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল-হলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছলাম— আসমা বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন— এখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে (ইহরামের দু'রাক'আত) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন : অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল— আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য— কতক সওয়ারীতে, কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বাঁদিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন :

“লাক্বাইকা আল্লাহ্মা লাক্বাইকা, লাক্বাইকা লা শারীকা লালা লাক্বাইকা, ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান-নি'মাতা লাক্বা ওয়াল-মূলক, লা শারীকা লাক।”

অর্থ : “আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নি'আমত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।”

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল— যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে বেশি কিছু বলেন নাই। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সংগে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছলাম— তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, তারপর

সাতবার কা'বাঘর তাওয়াফ করলেন- তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى -

অর্থ “তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর”- (সূরা বাকারা : ১২৫)। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন)। (জা'ফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'রাক'আত সালাতে সূরা 'কুল্ হুআল্লাহু আহাদ' ও 'কুল্ ইয়া আযুহাল কাফিরুন' পাঠ করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমো খেলেন। তারপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ -

অর্থ : “নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম”- (সূরা বাকারা : ১৫৮) এবং আরো বললেন- আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তারপর এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন :

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল-মুলকু ওয়া লাহল হাম্দু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।”

অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।”

তিনি এ দু'আ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বলেছেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন- যাবত না তাঁর পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন- যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন : যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'ওম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন : না, বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) ইয়েমেন থেকে নবী ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা) তা অপসন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।



রাবী বলেন, আলী (রা) ইরাকে থাকতেন, অতএব ফাতিমা (রা) যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপসন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? আলী (রা) বললেন আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যে রূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়েমেন থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী ﷺ নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়াল একশত। অতএব নবী ﷺ এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আসল, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওনা হ'ল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরা নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন।

কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী ﷺ মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাক্ষাতে পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী) -কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগান হ'ল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন :

“তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।”

“সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে। জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হ'ল। আমি সর্ব প্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হ'ল আমাদের বংশের রবী'আ ইবন হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানু সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

“জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হ'ল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হ'ল আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হ'ল।

“তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সংগত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে।

“আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি— যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।”

“আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে?” তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হুকু আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, “ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক,” তিনবার এরূপ বললেন।

তারপর ( মুআয্বিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) -এলেন, তাঁর কাসওয়া উষ্টীর পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হওয়ার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে উকূফ করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হ'ল, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনের পেছনদিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন- ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লাস্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের ইশারায় বলেন, হে জনমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে উপরদিকে উঠতে পারে।

এ ভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাম আদায় করলেন। এই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে পড়লেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হ'ল। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামত সহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশ'আরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, তাঁর মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফযল ইবন আব্বাস (রা) সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসলেন।

তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অগ্রসর হলেন- পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফযল (রা) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাত ফযলের চেহারার উপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফযল (রা) অপরদিক হতে দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অন্যদিক হতে ফযল (রা)-এর মুখমন্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি 'বাতনে মুহাস্সাব' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন- যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নীচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবর' বললেন। অতঃপর সেখানে থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষষ্টিটি পণ্ড যবেহ করলেন। তিনি কুরবানীর পণ্ডতে আলী (রা)-কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পণ্ডের গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হ'ল। তারা উভয়ে এই গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে রওনা হলেন এবং মক্কায পৌঁছে যোহরের সালাত আদায় করলেন। অতএব বনু আবদিল মুত্তালিব-এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোলা। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

২৮১৮- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرِيَ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشْكُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنَزَلُهُ ثُمَّ فَاجَزَ وَلَمْ يَعْزِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ -

২৮১৮. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) -এর নিকট এলাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। ..... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাতিম ইব্ন ইসমাইলের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে : আরও আবু সাইয়ারা নামক এক ব্যক্তি (জাহিলী যুগে) লোকদেরকে জিনবিহীন গাধার পিঠে করে (মুযদালিফা থেকে) নিয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুযদালিফা থেকে আল-মাশ'আরুল-হারাম-এর দিকে অগ্রসর হলেন, তখন কুরায়শরা নিঃসন্দেহ ছিল যে, তিনি এখানে থামবেন এবং অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি আরও সামনে অগ্রসর হলেন এবং এদিকে কোন ক্রক্ষেপ করলেন না- অবশেষে তিনি আরাফাতে পৌঁছে সেখানে অবতরণ করলেন।

২৮১৯- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَأَنَحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ -

২৮১৯. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তার এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “আমি এখানে কুরবানী করেছি এবং মিনার গোটা এলাকা কুরবানীর স্থান। অতএব তোমরা যার যার অবস্থানে কুরবানী কর। আর আমি এখানে অবস্থান করছি এবং গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল (মাওকিফ)। মুযদালিফার সবই অবস্থানস্থল এবং আমি এখানে অবস্থান করছি।”

২৮২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِيْسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا -



২৮২০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় এসে পৌঁছলেন প্রথমে হাজারে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু খেলেন, অতঃপর তাওয়াফ করলেন।

২৮২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينُهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ » -

২৮২১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, কুরায়শগণ এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা (জাহিলী যুগে) মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা নিজেদের নামকরণ করেছিল 'আল-হুমস'। আর সমস্ত আরববাসীরা আরাফাতে অবস্থান করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হ'ল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে আরাফাতে অবস্থান করার ও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্যও তাই : "অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা বাকারা : ১৯৯)।

২৮২২. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتْ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامُ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِمْ « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ » قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ -

২৮২২. আবু কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, আল-হুমস ব্যতীত সকল আরব উলংগ অবস্থায় বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করত। কুরায়শ ও তাদের বংশধরগণকে 'আল-হুমস' বলা হতো। আরবরা উলংগ অবস্থায়ই তাওয়াফ করত। কিন্তু আল-হুমস তাদেরকে কাপড় দান করলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের পুরুষরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কাপড় দান করত। আল-হুমস মুযদালিফার বাইরে যেত না, আর সব লোক আরাফাতে চলে যেত। হিশাম বলেন, আমার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে

আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আল হুমস- যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন : “অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে” - (সূরা বাকারা : ১৯৯)। আয়েশা (রা) বলেন, লোকেরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর আল-হুমস মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তারা বলত, আমরা কেবলমাত্র হারাম এলাকা থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর যখন “তোমরা প্রত্যাবর্তন কর- যেখান থেকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে” আয়াত নাযিল হ'ল, তখন থেকে তারা আরাফাতে গেল।

২৮২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لِمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا وَكَأَنْتَ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ -

২৮২৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র.) ..... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) বলেন, আমার একটি উট হারিয়ে গেল। আরাফাত দিবসে আমি তার খোঁজে বের হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লোকদের সাথে আরাফাতে অবস্থানরত দেখলাম। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! ইনি তো হুমস-এর অন্তর্ভুক্ত, কি ব্যাপার ইনি এখানে কেন? অথচ কুরায়মশদেরকে হুমস-এর মধ্যে গণ্য করা হতো।

১৮- بَابُ جَوَازِ تَغْلِيْقِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِإِحْرَامٍ كَاِحْرَامِ فُلَانٍ فَيُصَيِّرُ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِ مِثْلِ إِحْرَامِ فُلَانٍ

১৮. অনুচ্ছেদ : ইহরামকে সংযুক্ত করা জায়েয। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বলল, আমি অমুক ব্যক্তির ইহরাম -এর অনুরূপ ইহরাম বাঁধলাম। এ ক্ষেত্রে তার ইহরাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ হবে।

২৮২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيعٌ بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ لِي أَحْجَجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِمِ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِأَهْلَالِ كَاهِلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحْلُ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أُفْتَى بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا

مُوسَىٰ أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَكَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّبِعْ فَإِنَّ أَمِيرَ  
الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَأَتْتُمُوهُ قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ نَاخُذَ بِكِتَابِ  
اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَاخُذَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
لَمْ يَحِلَّ حَتَّىٰ بَلَغَ الْهَدْيُ مُحَلَّهُ -

২৮২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবু মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাতহা নামক স্থানে উট বসিয়ে যাত্রা বিরতি করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি হজ্জের নিয়্যাত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি ধরনের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, আমি বলেছি-লাব্বাইকা, নবী ﷺ যে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তদ্রূপ ইহরাম বাঁধলাম। তিনি বললেন : তুমি ভালই করেছ। এখন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। তিনি বলেন : আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম, সাফা-মারওয়ার সাঈ করলাম, অতঃপর কায়স গোত্রের এক স্ত্রীলোকের নিকট এলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমি লোকদের এভাবেই ফতওয়া দিতে থাকলাম উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত।

এ সময় এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু মূসা অথবা (বলল) আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! আপনার কিছু ফতওয়া আপাতত স্থগিত রাখুন। কারণ আমীরুল মুমিনীন (উমর) আপনার পরে হজ্জ সম্পর্কে যে নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা আপনি জ্ঞাত নন। তখন আবু মূসা (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি যাদের ফতওয়া দিয়েছি (ইহরাম খোলা সম্পর্কে) তারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ আমীরুল মুমিনীন অচিরেই তোমাদের নিকট আসছেন, অতএব তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। রাবী বলেন, উমর (রা) এলেন এবং আমি তাঁর সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলি, তবে তা আমাদের নির্দেশ দেয় (হজ্জ ও উমরা) পূর্ণ করার। আমরা যদি : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহের উপর আমল করি, তবে কুরবানীর পশু তার (কুরবানীর) স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম খুলেননি।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র.) ..... শু'বা থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮২৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ  
بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمِ أَهَلَّتْ قَالَ قُلْتُ أَهَلَّتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ سَقَيْتَ مِنْ هَدْيٍ  
قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلٌّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ



ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَقْبَى النَّاسِ بِذَلِكَ فِي  
 إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لِقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذَا جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا  
 أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَنَذَّرْ  
 فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَاتَّخِذُوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا  
 الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ قَالَ إِنَّ نَاخِذُ بَكْتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ « وَاتَّخِذُوا  
 الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وَإِنْ نَاخِذُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ  
 يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهُدْيِ -

২৮২৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আবু মুসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাতহা নামক স্থানে উট বসিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, আমি নবী ﷺ-এর অনুরূপ ইহরাম বেঁধেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরবানীর পশু এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেল। অতএব আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেললাম। এপর আমার গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম, সে আমার মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিল এবং আমার মাথা ধুয়ে দিল। আমি আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে লোকদের অনুরূপ ফতওয়া দিতাম। হজ্জের মৌসুম আগত, এ সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলল, আপনি হয়ত জানেন না আমীরুল মুমিনীন (উমর) হজ্জের ব্যাপারে কি নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন। আমি বললাম, হে জনগণ! আমি যাদেরকে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে যে ফতওয়া দিয়েছি- তারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ, ইতিমধ্যেই আমীরুল মুমিনীন তোমাদের মধ্যে এসে পৌঁছবেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে।

তিনি (উমর) এসে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হজ্জের ব্যাপারে নতুন কি বিধান দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরি, তবে আল্লাহ বলেন : "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর"- (সূরা বাকারা : ১৯৬)। আর আমরা যদি আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করি, তাহলে নবী ﷺ সাথে করে নিয়ে আসা পশু যবেহ না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতেন না।

২৮২৬- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا  
 أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا  
 أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ

سُقْتُ هَدِيًّا فَقُلْتُ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَطَفَّ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَجَلَ ثُمَّ سَأَلَ  
الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ -

২৮২৬. ইসহাক ইবন মানসূর ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল  
আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যে বছর হজ্জ করেছিলেন, আমি সে বছর (হজ্জে) এসে তাঁর  
সঙ্গে মিলিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু মুসা! ইহরাম বাঁধার সময় তুমি কি নিয়াত  
করেছিলে? আমি বললাম, লাক্বাইকা! আমার ইহরাম নবী ﷺ-এর ইহরামের অনুরূপ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :  
তুমি কি সাথে করে কুরবানীর পশু এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে যাও, বায়তুল্লাহ-এর  
তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। ..... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত  
শ'বা ও সুফয়ানের হাদীস দু'টির অনুরূপ।

۲۸۲۷- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا  
شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ  
كَانَ يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوِيَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ  
فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوهَا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ  
تَقْطُرُ رُؤُوسَهُمْ -

২৮২৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্ত হজ্জের  
অনুকূলে ফতওয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি আপনার কোন কোন ফতওয়া স্থগিত রাখুন। আপনি  
হয়ত জানেন না, আপনার পরে আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে কি বিধান প্রবর্তন করেছেন। পরে তিনি (আবু  
মুসা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং (এ ব্যাপারে) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই  
জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (তামাত্ত) করেছেন। কিন্তু আমি এটা পসন্দ করি না যে, বিবাহিত  
লোকেরা গাছের ছায়ায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর এমন অবস্থায় হজ্জের জন্য রওনা হবে যে, তাদের  
মাথার চুল দিয়ে পানি টপকে পড়ছে।

۱۹- بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

১৯. অনুচ্ছেদ : তামাত্ত হজ্জের বৈধতা

۲۸۲۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا  
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عَثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلَى

يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ -

২৮২৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেছেন, উসমান (রা) তামাত্ত হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। আল আলী (রা) তামাত্ত হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন। অতএব উসমান (রা) আলী (রা)-এর সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর আলী (রা) বললেন, আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা নিশ্চিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্ত হজ্জ করেছি। উসমান (রা) বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু আমরা তখন আতঙ্কিত ছিলাম।

২৮২৯. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلَهُ -

২৮২৯. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) ..... শু'বা (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৮৩০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيُّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيُّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيُّ ذَلِكَ أَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا -

২৮৩০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়াব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ও উসমান (রা) 'উসফান' নামক স্থানে একত্রে হলেন। উসমান (রা) তামাত্ত ও উমরা করতে নিষেধ করতেন। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেছেন, আপনি তা নিষেধ করছেন- এতে আপনার উদ্দেশ্যে কি? উসমান (রা) বললেন, আপনি আমাকে আপনার কথা থেকে রেহাই দিন। আলী (রা) বললেন, আমি আপনাকে ছাড়তে পারি না। আলী (রা) যখন এই অবস্থা দেখলেন, তিনি একত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধলেন।

২৮৩১. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً -

২৮৩১. সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্ত হজ্জ মুহাম্মদ-এর সাহাবীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল।



২৮৩২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ يَعْنِي الْمُنْتَعَةَ فِي الْحَجِّ -

২৮৩২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু হজ্জ আমাদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হিসেবে অনুমোদিত ছিল।

২৮৩৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ لَا تَصْلُحُ الْمُنْتَعَتَانِ إِلَّا خَاصَّةٌ يَعْنِي مُنْتَعَةَ النِّسَاءِ وَمُنْتَعَةَ الْحَجِّ -

২৮৩৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু যর (রা) বলেন, দু'টি মুত'আ কেবল আমাদের যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অর্থৎ মুত'আ বিবাহ ও তামাত্তু হজ্জ।

২৮৩৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهَمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّبَأَبَى ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةٌ دُونَكُمْ -

২৮৩৪. কুতায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইবন আবু শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ ও ইবরাহীম আত-তায়মীর নিকট এলাম এবং বললাম, আমি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে চাই। ইবরাহীম নাখঈ বললেন, কিন্তু তোমার পিতা তো এরূপ সংকল্প করেননি। কুতায়বা (র)..... ইবরাহীম তায়মী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (পিতা) রাবযা নামক স্থানে আবু যর (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার সামনে এই প্রসংগ উপস্থাপন করলেন। আবু যর (রা) বললেন, তা আমাদের জন্য (একটা সুবিধা স্বরূপ) নির্দিষ্ট ছিল, তোমাদের জন্য নয়।

২৮৩৫- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدُ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْمُنْتَعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرْشِ يَعْنِي بَيُوتَ مَكَّةَ -

২৮৩৫. সাঈদ ইবন মানসূর ও ইবন আবু উমর (র) ..... গুনায়ম ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা উমরা আদায় করেছি। এটা নেই সময়কার কথা যখন তিনি ((আমীর মু'আবিয়া) কাফির ছিলেন এবং মক্কার বাড়িতে বসবাস করতেন।

২৮২৬-وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التِّيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَغْنَى مُعَاوِيَةَ -

২৮৩৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... সুলায়মান তায়মী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি এই রিওয়াযাতে মু'আবিয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

২৮২৭-وَحَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التِّيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ -

২৮৩৭. আমরুন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইবন আবু খালফ (র) ..... সুলায়মান তায়মী (র) থেকে উক্ত সূত্রে উভয়ের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং সুফয়ানের হাদীসে তামাত্তু হজ্জের উল্লেখ রয়েছে।

২৮২৮-وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْتَه عَنْهُ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَى -

২৮৩৮. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি আজ তোমাকে একটি হাদীস বলব, পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা এরদ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের মধ্যে উমরা করিয়েছিলেন। এটা রহিত করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইত্তিকাল পর্যন্ত তা করতে নিষেধ করেননি। পরে লোকেরা নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত পোষণ করে।

২৮২৯-وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَغْنَى عُمَرُ -

২৮৩৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আল-জুরায়রী (র) থেকে উক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে হাতিম তার রিওয়াযাতে বলেছেন, “এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমর (রা) নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত পোষণ করেন।”

২৮৪০. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَنِ اللَّهِ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْتَهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ حَتَّى اِكْتَوَيْتُ فَتَرَكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيْ فَعَادَ -

২৮৪০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাব। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এরদ্বারা উপকৃত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এরূপ করতে নিষেধ করেননি এবং তা হারাম বলে কুরআনের কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। (রোগের কারণে) তণ্ডু লোহার দাগ গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে (ফিরিশতাগণ কর্তৃক) সালাম দেওয়া অব্যাহত ছিল। আমি দাগ গ্রহণ করলে সালাম দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন দাগ দেওয়া বন্ধ করলাম, পুনরায় সালাম দেওয়া শুরু হয়।

২৮৪১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ -

২৮৪১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন ..... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত মু'আয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৮৪২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتَ فَاكْتُمْ عَنِّي وَإِنْ مِتْ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ عَلَىَّ وَأَعْلَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْتَهُ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ -

২৮৪২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) মৃত্যুকালীন রোগে আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি হাদীস বলব, আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার পরে তোমাকে এরদ্বারা উপকৃত করবেন। আমি বেঁচে থাকলে তুমি আমার সূত্রে শরণা করা গোপন রাখবে। আর আমি মারা গেলে তুমি চাইলে তা বর্ণনা করতে পার। আমাকে সালাম করা হতো। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে কোন আয়াতও নাযিল হয়নি এবং নবী ﷺ ও তা নিষিদ্ধ করেননি। এক ব্যক্তি (উমর) এ বিষয়ে যা ইচ্ছা করলেন, তা বললেন।



২৮৪৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْتَهِنَا عَنْهُمَا قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ -

২৮৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে (একই ইহরামে) আদায় করেছেন। এরপর এ বিষয় কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অনুরূপ করতে আমাদের নিষেধ করেননি। এরপর এক ব্যক্তি এ বিষয়ে নিজ ইচ্ছামত যা বলার, তা বললেন।

২৮৪৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هُمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ -

২৮৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। এ বিষয়ে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত যা বলার, তাই বললেন।

২৮৪৫- وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ -

২৮৪৫. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি।

২৮৪৬- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْْنَى مُتَعَةُ الْحَجِّ وَأَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةُ تَنْسَخُ آيَةَ مُتَعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ -

২৮৪৬. হামিদ ইবন উমর আল-বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে মূত'আ অর্থাৎ তামাত্ত হজ্জ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তামাত্ত হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত রহিতকারী কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তা করতে নিষেধ করেননি। পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত যা বলার, তাই বলেছেন।

২৮৪৭. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرْنَا بِهَا -

২৮৪৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এ হজ্জ করেছি।” তিনি এরূপ বলেননি- “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।”

২০. بَابُ وَجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

২০. অনুচ্ছেদ : তামাত্ত হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য না রাখে, সে হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালে তিন দিন এবং বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরে সাত দিন সাওম পালন করবে

২৮৪৮. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَاهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطْفِ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلُلْ ثُمَّ لِيَهْلُ بِالْحَجِّ وَلِيَهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ



ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالنَّبِيتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلِّلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالنَّبِيتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ -

২৮৪৮. আবদুল মালিক ইবন ও'আয়ব ইবন লায়স (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্ত্ব করেছেন, প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ করেছেন এবং পশু কুরবানী করেছেন। তিনি যুল-হলায়ফা থেকে সাথে করে কুরবানীর পশু নিয়েছিলেন। এখানে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে উমরার, অতঃপর হজ্জের তালবিয়া পাঠ শুরু করেন। লোকেরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে হজ্জের সাথে উমরা যুক্ত করে তামাত্ত্ব করেছে। কতক লোকের কুরবানীর পশু ছিল এবং তারা তা সাথে নিয়েছিল, আর কতকের কুরবানীর পশু ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফে উপনীত হয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে, হজ্জ শেষ না করা পর্যন্ত তাদের জন্য (সাময়িকভাবে) নিষিদ্ধ কোন জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই- তারা যেন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় মাঝে সাঈ করে মাথার চুল খাটো করার পর ইহরাম খুলে ফেলে। অতঃপর তারা (৮ যিলহজ্জ) পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং (নির্দিষ্ট দিনে) কুরবানী করবে। কোন ব্যক্তি কুরবানীর পশু না পেলে হজ্জ চলাকালীন সময়ে তিন দিন এবং বাড়িতে ফেরার পর সাত দিন সাওম পালন করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে প্রথমে রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলেন- তিন চক্রর সামান্য দ্রুতগতিতে এবং চার চক্রর ধীরগতিতে। বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন। অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ে এলেন এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। এরপর তিনি কোন জিনিস হালাল করেননি- যা হারাম হয়েছিল (ইহরামের কারণে অর্থাৎ তিনি ইহরামমুক্ত হননি) যে পর্যন্ত না হজ্জ সমাপন করেন এবং কুরবানীর দিন নিজের পশু কুরবানী না করেন এবং কা'বাঘর-এর তাওয়াফ করেছেন। তারপর যে সব জিনিস হারাম ছিল, তা তাঁর জন্য হালাল হয়ে গেল (অর্থাৎ তিনি ইহরাম খুললেন) আর যেসব লোক সাথে করে কুরবানীর পশু এনেছিল, তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ করেছিল।

২৮৪৯- حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ابْنُ لَيْثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -



২৮৪৯. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তামাত্তু হজ্জ পালন এবং তাঁর সাথে লোকদের তামাত্তু হজ্জ সম্পাদন সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

## ২১- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحْلِيلِ الْحَاجِّ الْمَفْرَدِ

২১. অনুচ্ছেদ : কিরান হজ্জ সমাপনকারী ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারীর সাথেই ইহরাম খুলতে পারবে, তার আগে নয়

২৮৫০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلَأِ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ -

২৮৫০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার লোকেরা ইহরামমুক্ত হ'ল অথচ আপনি উমরা করার পরও ইহরাম খুলেননি? তিনি বললেন, আমি আমার মাথার চুল জমিয়েছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি। অতএব আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারি না।

২৮৫১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ -

২৮৫১. ইবন নুমায়র (র) ..... হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার আপনি ইহরাম খুলেন নি? ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৮৫২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَذِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي فَلَأِ أَحِلُّ حَتَّى مِنَ الْحَجِّ -

২৮৫২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার লোকেরা ইহরাম খুলেছে অথচ আপনি উমরা করার পরও ইহরাম খুলেননি? তিনি বললেন, আমি কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি এবং মাথার চুল জমিয়েছি। অতএব হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলতে পারব না।

২৮৫৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَأِ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ -

২৮৫৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ..... মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ- কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

২৮৫৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقُلْدْتُ هَدْيِي فَلَا حَتَّى أَحِلَّ أَنْحَرَ هَدْيِي -

২৮৫৪. ইবন আবু উমর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের দিন তাঁর স্ত্রীদের (উমরা সমাপনের পর) নির্দেশ দিলেন তারা যেন ইহরাম খুলেন। হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনাকে ইহরাম খুলতে কিসে বাঁধা দিচ্ছে? তিনি বললেন, আমি মাথার চুল আঠালো করেছি এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছি। অতএব পশু কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

২২. بَابُ جَوَازِ التَّحْلِيلِ بِالْإِخْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَفَرٍ وَاحِدٍ

২২. অনুচ্ছেদ : অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ইহরাম খোলা জায়েয, কিরান হজ্জের বৈধতা এবং কিরান হজ্জকারীর কেবল এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করা

২৮৫৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَأَهْلُ بَعْمُرَةَ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ التَّفَتَّ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيَّنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزَى عَنْهُ وَأَهْدَى -

২৮৫৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হাংগামা [হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ ও আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর মধ্যকার সংঘাত] চলাকালীন সময়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ পৌঁছতে আমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যেক্রপ করেছিলাম, এখনও তদ্রূপ করব। অতএব তিনি রওনা হলেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধলেন, তিনি সফর অব্যাহত রাখলেন; যতক্ষণ না আর বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলেন। এখানে তিনি নিজের সংগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়ম একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি নিজের জন্য হজ্জকে উমরার সাথে বাধ্যতামূক করলাম। (রাবী বলেন) অতএব তিনি রওনা হয়ে

বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন, সাতবার তাওয়াফ করলেন এবং সাফ-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং নিজের (হজ্জ ও উমরার) জন্য এটাই (এক তাওয়াফ ও এক সাঈ) যথেষ্ট বিবেচনা করলেন এবং কুরবানী করলেন।

২৮৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَامَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُلَّمَا عَبَدَ اللَّهَ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ خَالَتُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خَلَّى سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلَا « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُ هُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتِغَاءَ بِقْدِيدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلْ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النُّحْرِ -

২৮৫৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ এবং সালিম ইবন আবদুল্লাহ উভয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সাথে কথা বললেন- যে বছর হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তারা উভয়ে বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কি ক্ষতি আছে? কারণ আমাদের আশংকা হচ্ছে- গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আপনি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, যদি তা আমার ও বায়তুল্লাহ-এর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়ও তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন, আমিও তদ্রূপ করব। কুরায়শ কাফিররা যখন তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়েছিল, এ সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার নিয়্যত করলাম। অতঃপর তিনি রওনা হয়ে যুল-হলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, যদি আমার পথ উন্মুক্ত থাকে, তবে আমি উমরা পূর্ণ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহ-এর মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন আমিও তাই করব। সে সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ” (সূরা আহযাব : ২১)। তিনি আবার চলতে লাগলেন, যতক্ষণ না বায়দা নামক স্থানের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি বললেন : হজ্জ ও উমরার বিধান একই। যদি আমার এবং উমরার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তবে আমার এবং হজ্জের মাঝেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।



আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জকেও বাধ্যতামূলক করে নিলাম। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং কুদায়দ নামক স্থানে পৌঁছে কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্র) ও এক সাঈ (সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) করলেন এবং ইহরাম খুললেন না, বরং হজ্জ সমাপন করে কুরবানীর দিন উভয়ের ইহরাম খুললেন।

২৮৫৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَّاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا -

২৮৫৭. ইবন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ যে বছর ইবন যুবাযর (রা)-এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল - ঐ বছর ইবন উমর (রা) হজ্জের সংকল্প করলেন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই সূত্রে হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, “তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধল, তার জন্য এক তাওয়াফই (সাত চক্র) যথেষ্ট এবং উভয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না।

২৮৫৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » اصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْوَاحِدِ اشْهَدُوا قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصِرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النُّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

২৮৫৮. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ যে বছর ইবন যুবাযর (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল - সেই বছর আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হজ্জ যাওয়ার সংকল্প করলেন। তাকে বলা হ'ল, লোকদের মধ্যে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এবং আমাদের আশংকা হচ্ছে- তারা আপনাকে বাধা দিবে। তিনি বললেন, “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-” (সূরা আহযাব ২১)। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন, আমিও অনুরূপ করব। আমি তোমাদের

সাক্ষী রাখছি যে, নিশ্চয়ই আমি উমরার সংকল্প করেছি। অতঃপর তিনি রওনা হলেন। অবশেষে যখন আল-বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন, হজ্জ ও উমরার অবস্থা একই, তোমরা সাক্ষী থাক। ইবন রুমহের বর্ণনায় আছে : আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি নিশ্চয়ই আমার উমরার সাথে হজ্জ অনিবার্য করে নিলাম। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু সংগে নিলেন যা তিনি কুদায়দ নামক স্থানে ক্রয় করেছিলেন।

অতঃপর তিনি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বেধে অগ্রসর হলেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছে তিনি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন, এর অতিরিক্ত কিছু করলেন না। তিনি কুরবানীও করেননি। মাথা মুতান বা চুল ছাঁটেননি এবং (ইহরামের কারণে) যা কিছু তার জন্য হারাম হয়েছিল, তার কোনটি হালাল করেননি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন ও মাথা কামালেন এবং তার মত অনুযায়ী তিনি তার প্রথম তাওয়াফ দ্বারাই হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করে ফেলেছেন। ইবন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

২৮৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصْدُوكَ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذْنُ أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ -

২৮৫৯. আবুর-রবী যাহরানী, আবু কামিল ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... নাফি' সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে এ সূত্রে হাদীসের প্রথমার্শে তিনি নবী ﷺ-এর উল্লেখ করেছেন- যখন তাকে বলা হ'ল, আপনি বায়তুল্লাহ এ পৌঁছতে বাধ্যগস্ত হবেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করেছেন, আমিও অদ্রুপ করব। তিনি হাদীসের শেষে উল্লেখ করেননি যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন"- যেমন লায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে।

## ২৩- بَابُ فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ

২৩. অনুচ্ছেদ : ইফরাদ ও কিরান হজ্জ

২৮৬০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا -

২৮৬০. ইয়াহুইয়া ইবন আয্যাব ও আবদুল্লাহ ইবন আউন হিলালী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহুইয়ার রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। ইবন আউন-এর রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।

২৮৬১- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكَرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعْدُونَنَا إِلَّا صَبِيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا -

২৮৬১. সূরায়জ ইবন ইউনুস (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। (অধঃস্তন রাবী) বকর বলেন, আমি এই হাদীস ইবন উমর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। অতঃপর আমি (বকর) আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার কাছে ইবন উমর (রা)-এর বক্তব্য উল্লেখ করি। তখন আনাস (রা) বললেন, তোমরা আমাদেরকেও শিওই মনে কর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

২৮৬২- وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ ابْنِ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَأَنَّمَا كُنَّا صَبِيَانًا -

২৮৬২. উমায়্যা ইবন বিসতাম আয়শী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরা আদায় করতে দেখেছেন। রাবী বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি। আমি (বকর) পুনরায় আনাস (রা)-এর নিকট ফিরে আসি এবং ইবন উমর (রা) যা বলেছেন, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। আনাস (রা) বললেন, আমরা বুঝি তখন শিশু ছিলাম!১

১. উভয় সাহাবীর বক্তব্যই যথাস্থানে সঠিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। পথিমধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন যে, লোকদের মনে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, “হজ্জের মাসে উমরা পালন করা বৈধ নয়।” রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের এই ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য পথিমধ্যে একই ইহরামে উমরা ও হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে নিজের হজ্জ ও উমরার জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্র) ও এক সাঈ (সাক-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) যথেষ্ট মনে করেন। অতএব ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যাত্রাকালীন সময়ের ইহরামের বর্ণনা দিয়েছেন। আর আনাস (রা) পথিমধ্যে তাঁর পরিবর্তিত কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব দুই সাহাবীর বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। “আমরা বুঝি তখন শিশু ছিলাম।” বলে আনাস (রা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা যা কিছু বলেন, দায়িত্বশীল হিসেবেই বলেন। (অনুবাদক)



## ২৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ

২৪. অনুচ্ছেদ : হাজীদের জন্য তাওয়াফে কুদূম, অতঃপর সাঈ মুস্তাহাব

২৮৬২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْصَلِّحْ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ يَقُولَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا -

২৮৬৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ওয়াবারা (র) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আল-মাওকিফ (আরাফাত)-এ যাওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা আমার জন্য সঠিক হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, কিন্তু ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর না- যে পর্যন্ত না মাওকিফে আস! ইবন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেছেন এবং মাওকিফে যাওয়ার পূর্বেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে বল, তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামত আমল করা উচিত, না ইবন আব্বাস (রা)-এর কথা মত?

২৮৬৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فَلَانَ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَأَيْنَا أَوْ أَيْكُمْ لَمْ تَفْتِنَهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فَلَانَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا -

২৮৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... ওয়াবারা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব অথচ আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি বললেন, কিসে তোমাকে বাঁধা দিচ্ছে? সে বলল, আমি অমুকের পুত্রকে দেখেছি, তিনি তা পসন্দ করেন না কিন্তু তার তুলনায় আপনি আমাদের অধিক প্রিয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই দুনিয়া তাকে প্রলুব্ধ করেছে। ইবন উমর (রা) বললেন, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাকে দুনিয়া প্রলুব্ধ করেনি? অতঃপর তিনি বললেন, আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন। অতএব তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুনাত অমুকের সুনাতের তুলনায় অনুসরণের বেলায় অগ্রগণ্য।

২৫- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ لَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَكَذَلِكَ الْقَارِنُ

২৫. অনুচ্ছেদ : উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য তাওয়াফের পরে সাঈর পূর্বে ইহরাম খোলা জায়েয নয়। হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদূমের পর ইহরাম খুলতে পারবে না। কিরান হজ্জকারীর হকুমও অনুরূপ

২৮৬৫- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطْفِ بِبَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

২৮৬৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে উমরা করার উদ্দেশ্যে আগমণ করেছে, অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেনি- সে কি তার স্ত্রীর সাথে মিলতে পারে? ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমণ করে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক আত সালাত আদায় করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন। আর তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

২৮৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَآبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ عَنْ حُمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

২৮৬৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৬৭- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يَهْلُ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُيْحِلُ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

قَالَ بئسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّأْنِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ  
 أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلَا ذَلِكَ قَالَ فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ  
 لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا أَرَدِي قَالَ فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنُّهُ عِرَاقِيًا  
 قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةَ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ  
 بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ  
 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ  
 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَّ جَعْتُ مَعَ أَبِي  
 الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ  
 الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ  
 ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا  
 يَبْدَأُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ  
 أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَأَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ وَقَدْ  
 أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا  
 الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ -

২৮৬৭. হারুন ইবন সাসিদ আয়লী (র) ..... মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, ইরাকের  
 অধিবাসী এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার পক্ষ থেকে আপনি উরওয়া ইবন যুযায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করুন যে,  
 এক ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল, সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর ইহরাম খুলতে পারবে কিনা? তিনি যদি আপনাকে  
 বলেন, সে ইহরাম খুলতে পারবে না- তবে তাকে বলুন এক ব্যক্তি বলেছে, সে ইহরাম খুলতে পারবে। রাবী  
 বলেন, অতএব আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, সে তা সমাধান না  
 করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। আমি বললাম, কিন্তু এক ব্যক্তি তাই বলেছে। তিনি বললেন, সে যা বলেছে  
 তা দুঃখজনক।

ইরাকের লোকটি আমার সাথে পুনরায় সাক্ষাত করলে আমি তাকে উপরোক্ত কথা বললাম। সে বলল, আপনি  
 তাকে বলুন, কিন্তু এক ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করেছেন এবং আসমা (রা) ও যুযায়র (রা) অনুরূপ  
 করেছেন কেন? রাবী বলেন, আমি তার নিকট গিয়ে এই বিষয় তাকে জানাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি  
 কে? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে যে, সে নিজে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে না?  
 আমার মনে হয়, সে ইরাকী। আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফে পৌঁছে সর্ব প্রথম যে কাজ করেছেন তা ছিল এই যে, তিনি উযু করেন, এরপর বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন, অতঃপর আবু বকর (রা) হজ্জ করেছেন। তিনি (মক্কায় পৌঁছে) সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এবং এরপর উমর (রা)-ও অনুরূপ করেছেন। অতঃপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। আমি তাকে সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং এছাড়া অন্য কিছু করেননি। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) -ও (অনুরূপ করেছেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এ সাথে হজ্জ করেছি। তিনিও সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এছাড়া অন্য কিছু করেননি। অতঃপর আমি মুহাজির ও আনসারদের অনুরূপ করতে দেখেছি। এছাড়া তারা অন্য কিছু করেননি।

অতঃপর সর্বশেষে আমি যাকে অনুরূপ করতে দেখেছি, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)। তিনি হজ্জকে উমরা দ্বারা ভংগ করেননি। আর সেই ইবন উমর (রা) তো তাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তারা কেন তাকে জিজ্ঞাসা করছে না?

এভাবে যত লোক অতীত হয়েছে, তারা মক্কা শরীফে পা রেখেই সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতেন। অতঃপর তারা ইহরাম খুলতেন না। আর আমি, আমার মা [আসমা বিনত আবু বকর (রা)] ও আমার খালা [আয়েশা (রা)]-কেও দেখেছি যে, তারা মক্কায় পৌঁছে প্রথমেই বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এরপর ইহরাম খুলেননি। আমার মা (আসমা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার বোন (আয়েশা), যুবায়র (রা) এবং অমুক অমুক শুধুমাত্র উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসেছেন এবং তারা (তাওয়াফ ও সাঈর পরে) রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুষন করার পর ইহরাম খুলেছেন। এই ব্যক্তি (ইরাকী) এ ব্যাপারে যা বলেছে, মিথ্যা বলেছে।

২৮৬৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَبِستُ ثِيَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَوْمِي عَنِّي فَقُلْتُ اتَّخَشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ -

২৮৬৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে, সে যেন ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আমার সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তাই আমি ইহরাম খুলে ফেললাম। কিন্তু (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-এর সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম খুলেননি। রাবী বলেন, আমি আমার স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে বের হয়ে গিয়ে যুবায়র (রা)-এর পাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাপিয়ে পড়ব?

২৮৬৯. وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخَزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَهْلَيْنِ بِالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْخِي عَنِّي اسْتَرْخِي عَنِّي فَقُلْتُ اتَّخَشَى أَنْ آتِبَ عَلَيْكَ -

২৮৬৯. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আব্বারী (র) ..... আসমা বিনত আবু বকর (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) পৌঁছলাম। অবশিষ্ট বর্ণনা ইবন জুরায়জের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, “যুবায়র (রা) বললেন, “তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, দূরে সরে যাও।” আমি (আসমা) বললাম, তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাপিয়ে পড়ব?”

২৮৭০. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُّونَ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ ههنا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلُ ظَهْرُنَا قَلِيلَةُ أَرْوَدُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ قَالَ هُرُونُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ وَلَمْ يُسَمَّ عَبْدَ اللَّهِ -

২৮৭০. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইবন ইসা (র) ..... আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) যখনই আল-হাজুন (হারাম শরীফের সীমার মধ্যে মক্কার উচ্চভূমিতে একটি পাহাড়) অতিক্রম করতেন, তখনই তিনি তাকে বলতে শুনতেন, সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিহী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ কে অনুগ্রহ করুন)। আমরা, তাঁর সংগে এখানে অবতরণ করেছিলাম, আমাদের বোঝা ছিল কম, বাহনের সংখ্যা অত্যল্প এবং রসদও ছিল সামান্য। আমি, আমার বোন আয়েশা (রা), যুবায়র (রা) এবং আরও অমুক অমুক উমরা পালন করেছিলাম। আমরা যখনই বায়তুল্লাহ স্পর্শ করলাম, তখনই ইহরাম খুলে ফেললাম। এরপর তৃতীয় প্রহরে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। অধঃস্তন রাবী হারুন তার রিওয়াযাতে বলেছেন, “আসমা (রা)-এর মুক্ত দাস”, তিনি ‘আবদুল্লাহ’ নাম উল্লেখ করেননি।

২৮৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَيْ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمِيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا -

২৮৭১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... মুসলিম কুররী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট তামাত্ত হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তার অনুমতি দিলেন কিন্তু ইবন যুবারর তা নিষেধ করতেন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এই তো ইবন যুবারর (রা)-এর মা, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা করার অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, আমরা তার কাছে গেলাম, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্ত হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন।

২৮৭২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتَعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتَعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتَعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتَعَةُ النِّسَاءِ -

২৮৭২. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... শু'বা (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অধঃস্তন রাবী আবদুর রহমানের বর্ণনায় 'আল-মুত'আ' উল্লেখ আছে- 'মুত'আতুল-হাজ্জ' নয় এবং ইবন জা'ফর (র)-এর বর্ণনায় শু'বা (র) বলেন, মুসলিম কুররী (র) বলেছেন, তামাত্ত হজ্জ না মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা আমি জানি না।

২৮৭৩. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْقُرَيْشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ بِعُمَرَةَ وَأَهْلُ أَصْحَابِهِ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلِّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا مَنْ سَأَلَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بِقَبَائِلِهِمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فِيمَنْ سَأَلَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ -

২৮৭৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... মুসলিম কুররী (র) ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ উমরার ইহরাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ইহরাম খুলেননি। অন্যরা (তাওয়াফ ও সাঈর পর) ইহরাম মুক্ত হয়ে গেলেন। যারা সাথে কুরবানীর পশু এনেছিলেন, তালহা (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তিনিও ইহরাম খুলেননি।

২৮৭৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحْلَا -

২৮৭৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... শু'বা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে তার বর্ণনায় হাদীসের শেষাংশ এইরূপ : "যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) এবং আরও এক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তারা উভয়ে ইহরাম খুলে ফেলেন।"



## ২৬- بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

২৬. অনুচ্ছেদ : হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করা জায়েয

২৮৭৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَأَنْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ أَعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَلِّ قَالَ الْحَلُّ كُلُّهُ -

২৮৭৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করাকে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ মনে করত এবং মুহাররম মাসকে 'সফর' মাস হিসেবে গণনা করত। তারা বলত, যখন উটের পিঠ ভালো হয়ে যাবে, হাজীদের পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সফর মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন যে ব্যক্তি উমরা করতে চায়, তার জন্য তা করা জায়েয হবে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে যিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় পৌঁছলে তিনি তাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশ তাদের কাছে গুরুতর কাজ বলে মনে হ'ল। অতএব তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি রূপে ইহরামমুক্ত হবে? তিনি বললেন, সম্পূর্ণরূপে ইহরাম মুক্ত হবে।

২৮৭৬- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِارْبِعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮৭৬. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) ..... আবুল আলিয়া আল-বাররাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তিনি যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখের পর (মক্কা) পৌঁছলেন এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে চায়, সে তা করতে পারে।

২৮৭৭- وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا

الْإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَا كَمَا قَالَ نَصْرُ أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهْلُ بِالْحَجِّ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ خَلَا الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ -

২৮৭৭. ইবরাহীম ইবন দীনার, আবু দাউদ মুবারকী ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাওহ ও ইয়াহইয়া ইবন কাসীর (র)-এর বর্ণনায় নাসর (র)-এর অনুরূপ কথা আছে : “রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।” আবু শিহাব (র)-এর বর্ণনায় আছে : “আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম।” তাদের সকলের বর্ণনায় আছে : “রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বাতহা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন।” কিন্তু আল জাহযামী (র)-এর বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নাই।

২৮৭৮. وَحَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَارْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يَلْبُثُونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً -

২৮৭৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে (যিলহজ্জ মাসের প্রথম) দশ দিনের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় উপনীত হন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করে।

২৮৭৯. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِذِي طُوًى وَقَدِمَ لَارْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْوِلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ -

২৮৭৯. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যি-তুওয়া নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে— কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পণ্ড আছে, সে ব্যতীত।

২৮৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلِّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৮৮০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই সেই উমরা যা থেকে আমরা ফায়দা উঠিয়েছি। অতএব যার সাথে কুরবানীর পণ্ড নেই - সে যেন সম্পূর্ণরূপে ইহরাম খুলে ফেলে। কেননা উমরাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৮৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبُعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَتَنَاهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَاتَانِي اتِ فِي مَنَامِي فَقَالَ عُمَرَةُ مُتَقَبِّلَةً وَجَّحَ مَبْرُورٌ قَالَ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

২৮৮১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু যামরা যুবাঈ (র) বলেন, আমি তামাযু হজ্জ করলাম। কতিপয় লোক আমাকে তা করতে নিষেধ করল। আমি ইবন আক্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আমি বায়তুল্লাহ শরীফে আসলাম এবং ঘুমালাম। স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, উমরাও কবুল হয়েছে এবং হজ্জও কবুল হয়েছে। আমি ইবন আক্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর! এতো আবুল কাসিম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর সুনাত।

## ২৭. بَابُ اشْعَارِ الْبَدَنِ وَتَقْلِيدِهِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

২৭. অনুচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার সময় কুরবানীর পণ্ডর কুঁজের কিছু অংশ ফেঁড়ে দেওয়া এবং গলায় মালা পরানো

২৮৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ بِالْحَجِّ -

২৮৮২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুল-হুলায়ফা নামক স্থানে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর নিজের (কুরবানীর) উদ্বী নিয়ে আসতে বললেন এবং কুঁজের ডান দিক দিয়ে ফেঁড়ে দিলেন। ফলে রক্ত প্রবাহিত হ'ল। অতঃপর তিনি এর গলায় দু'টি পাদুকার মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। তারপর তা যখন তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় পৌঁছল, তখন তিনি হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন।



২৮৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ -

২৮৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে শু'বা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য তিনি এখানে বলেছেন, যখন নবী ﷺ যুল-হলায়ফা এলেন"- তবে "যোহরের সালাত আদায় করেছেন" এ কথা উল্লেখ করেননি।

## ২৮. بَابُ

২৮. অনুচ্ছেদ

২৮৮৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَأَبْنُ بِشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهَجِيمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفْتَ أَوْ تَشَغَّبْتَ بِالنَّاسِ أَنْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمَتْمْ -

২৮৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হাস্‌সান আরাজ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল হুযায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি ইব্ন আক্বাস (রা)-কে বলল, আপনি এ কি ফাতওয়া দিচ্ছেন যা নিয়ে লোকেরা জটিলতায় পড়েছে? (তা এই) যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করবে, সে ইহরামমুক্ত হতে পারবে। ইব্ন আক্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাহ, তা তোমাদের মনঃপুত হোক বা না হোক।

২৮৮৫. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَّافُ عُمْرَةَ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمَتْمْ -

২৮৮৫. আহমদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র) ..... আবু হাস্‌সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আক্বাস (রা)-কে বলা হ'ল, এই ব্যাপারটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করে, সে হালাল হয়ে যায় এবং তার ইহরাম উমরায় পরিণত হয় (যদিও হজ্জের ইহরাম হয়ে থাকে)। ইব্ন আক্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাহ যদিও তোমাদের নাক ধূলি মলিন হয়।

২৮৮৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلَا غَيْرُ حَاجٍ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاءٍ

مِنْ آيِنُ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى « ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قُلْتُ فَإِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَعْرِفِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمَعْرِفِ وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ -

২৮৮৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... আতা (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি (মক্কায় পৌঁছে) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করল, সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেল- চাই সে হজ্জ পালনকারী হোক অথবা অন্য কিছু (উমরা) পালনকারী। আমি (ইবন জুরায়জ) আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিসের ভিত্তিতে একথা বলেন? তিনি বললেন, আব্বাহর কালামের ভিত্তিতে : "অতঃপর এগুলোর কুরবানীর স্থান মর্যাদাবান ঘরের নিকট" (সূরা হজ্জ : ৩৩)। আমি বললাম, তা তো আরাফাত থেকে ফিরার পর। তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, (কুরবানীর স্থান সম্মানিত ঘরের নিকট) তা আরাফাতে উকূফের পর হোক অথবা পূর্বে। তিনি নবী ﷺ -এর কার্যক্রম থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। নবী ﷺ স্বয়ং বিদায় হজ্জের সময়ে ইহরাম খোলার নির্দেশ দেন।

২৯- بَابُ جَوَازِ تَقْصِيرِ الْمُغْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ حَلْفُهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِبُّ كَوْنُ حَلْفِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ

২৯. অনুচ্ছেদ : উমরা পালনকারীর জন্য মাথার চুল খাটো করা জায়েয, মাথা মুড়ানো ওয়াজিব নয়। মারওয়া পর্বতের নিকট মাথা মুন্ডান বা চুল খাটো করা মুস্তাহাব

২৮৮৭- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعْلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذِهِ إِلَّا حُجَّةٌ عَلَيْكَ -

২৮৮৭. আমরুন-নাকিদ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমি কাঁচি দিয়ে মারওয়া পাহাড়ের নিকট রাসূল ﷺ -এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি? আমি তাঁকে বললাম, এটা আপনার বিরুদ্ধে দলীল।

২৮৮৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يَقْصُرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ -

২৮৮৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) তাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি মারওয়া পাহাড়ে একটি কাঁচির সাহায্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি। অথবা আমি (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) মারওয়া পাহাড়ের উপর কাঁচির সাহায্যে তাঁর মাথার চুল ছাঁটতে দেখেছি।

### ৩. بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَالْقِرَانِ

৩০. অনুচ্ছেদ : হজ্জে তামাত্ত ও কিরান উভয়ই জায়েয

২৮৮৯. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرْنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرَحْنَا إِلَى مِثْيَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ -

২৮৮৯. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরি (র) ..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি আমাদের তা উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন। তালবিয়ার দিন এলে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনার দিকে রওনা হলাম।

২৮৯০. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا -

২৮৯০. হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র) ..... জাবির (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূল ﷺ-এর সাথে মক্কায় উপনীত হলাম।

২৮৯১. حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ اتِفَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتِّينِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا -

২৮৯১. হামিদ ইবন উমর বাকরাবী (র) ..... আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, (তামাত্ত হজ্জ ও মুত'আ বিবাহ) সম্পর্কে ইবন আব্বাস ও ইবন যুবারর (রা)-এর মধ্যে মতবিরোধ চলছে। জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তা করেছি। এরপর উমর (রা) আমাদের তা করতে নিষেধ করেন। অতএব আমরা আর কখনও তা করিনি।

২৮৯২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمِ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ -



২৮৯২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) ইয়েমেন থেকে আগমণ করলে নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-এর অনুরূপ উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। নবী ﷺ বললেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি (উমরা করার পর) ইহরাম খুলে ফেলতাম।

২৮৯৩. وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بِهِزٍ لَحَلَّتْ -

২৮৯৩. হাজ্জাজ ইবন শায়ির ও আবদুল্লাহ ইবন হাশিম (র) ..... সালীম ইবন হাইয়ান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৯৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي اسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلًا بِهِمَا جَمِيعًا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا -

২৮৯৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি : “লাক্বাইকা উমরারাতান ও হাজ্জান, লাক্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান।”

২৮৯৫. وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي اسْحَاقَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا وَقَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ -

২৮৯৫. আলী ইবন হজর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি উমরা ও হজ্জ উভয়ের ইহরাম বাঁধছি।

২৮৯৬. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيُهْلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيْشِينَهُمَا -

২৮৯৬. সাঈদ ইবন মানসূর, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) নিশ্চিত রাওহা উপত্যকায় হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করবেন।

২৮৯৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْسٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ -

২৮৯৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... ইবনে শিহাব (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, “সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ।”

২৮৯৮. وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا -

২৮৯৮. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩১. بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِمْ

৩১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উমরার সংখ্যা ও সময়

২৮৯৯. وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هُمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مَعَ حَجَّتِهِ -

২৮৯৯. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার উমরা করেছেন এবং হজ্জের সাথে উমরা ব্যতীত সকল উমরাই যুল-কা'দায় করেন। (১) হুদায়বিয়া থেকে বা হুদায়বিয়ার সময়ের উমরা যুল-কা'দা মাসে, (২) পরবর্তী বছরের উমরা যুল-কা'দা মাসে, (৩) জি'রানা থেকে কৃত উমরা, যেখানে হুদায়নের গণীমতের সম্পদ বন্টন করা হয়েছিল, সে উমরা যুল-কা'দা মাসে এবং (৪) আর একটি উমরা যা হজ্জের সাথে করেন।

২৯০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هُمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ -

২৯০০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার এবং উমরা করেছেন চারবার। .... অবশিষ্ট বর্ণনা হাদ্দাবের হাদীসের অনুরূপ।

২৯.১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو اسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى -

২৯০১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে কয়বার যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরবার। রাবী বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) আমাকে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনিশবার যুদ্ধ করেছেন এবং তিনি হিজরত করার পর একবার হজ্জ করেছেন, তা হ'ল বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক আরও বলেন, তিনি মক্কা থেকেও একবার হজ্জ করেছেন।

২৯.২- وَحَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَسْنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسَّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَىْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَأَنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ -

২৯০২. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুযায়র (র) বলেন, আমি ও ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর ঘরে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম এবং আমরা মিসওয়াক দিয়ে তার দাঁত মাজার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান (ইব্ন উমর) নবী ﷺ কি রজব মাসে উমরা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি (উরওয়া) বললাম, হে আন্না, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আবু আবদুর রহমান কি বলছেন? তিনি বললেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, তিনি বলছেন, নবী ﷺ রজব মাসে উমরা করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। আমার জীবনের শপথ, তিনি রজব মাসে কখনও উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন, অবশ্যই আবু আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গে ছিল। রাবী বলেন, ইব্ন উমর (রা) কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু তিনি হ্যাঁ-ও বলেননি এবং না-ও বলেননি, বরং নীরব ছিলেন।

২৯.৩- وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ



يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٍ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْبَعٌ عُمَرُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَكْذِبَهُ وَتَرَدُّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعٌ عُمَرُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَرْحِمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ -

২৯০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উরওয়া ইব্ন যুবারর মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আয়েশার হজরায় বসা ছিলেন এবং লোকেরা মসজিদে চাশতের সালাত আদায় করছিল। আমরা এদের সালাত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা বিদ'আত। তাকে উরওয়া বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার উমরা করেছেন? তিনি বললেন, চারটি উমরা, এর একটি রজব মাসে। আমরা তার কথা অসত্য মনে করা ও তা রদ করা অপসন্দ করলাম। আমরা হজরা থেকে আয়েশা (রা)-এর মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম। উরওয়া বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান কি বলেছেন তাকি আপনি শুনছেন না? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি বলে? উরওয়া বললেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ চারবার উমরা করেছেন, এর একটি ছিল রজব মাসে। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই উমরা করেছেন, সে তার সাথেই ছিল। তিনি কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

### ৩২. بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

৩২. অনুচ্ছেদ : রমযান মাসের উমরার ফযীলত

২৯. ৪. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مَرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَنَسَّيْتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِيَ مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَضِيحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَأَبْنُهَا عَلَى نَاصِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاصِحًا نَنْضِجُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً -

২৯০৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন যার নাম ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তার নাম ভুলে গেছি— আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দু'টি উট আছে।

আমার ছেলের বাপ (স্বামী) ও তার ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য রেখে যান পানি বহনের উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, রমযান মাস এলে তুমি উমরা কর। কারণ এ মাসের উমরা একটা হজ্জের সমান।

২৯.৫- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاجَّةً مَعَنَا قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانَ زَوْجَهَا حَجٌّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا قَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي-

২৯০৫. আহমদ ইবন আবদা যাব্বী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উম্মু সিনান নামী এক আনসারী মহিলাকে বললেন : আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? মহিলা বলল, অমুকের পিতা- তার স্বামীর দু'টি পানি বহনকারী উট আছে। এর একটি নিয়ে সে ও তার ছেলে হজ্জ গিয়েছে। অপরটির সাহায্যে আমাদের গোলাম পানি বহন করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমান কিংবা তিনি বলেছেন, আমাদের সঙ্গে একটি হজ্জের সমান।

২৩- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلَدَةٍ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ التِّيْ خَرَجَ مِنْهَا

৩২. অনুচ্ছেদ : উচ্চ গিরিপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ, নিম্নপথ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান এবং যে পথ দিয়ে শহর থেকে বের হয়েছে তার বিপরীত পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা মুস্তাহাব

২৯.৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمَغْرَسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى-

২৯০৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাজারার পথ দিয়ে (মদীনা থেকে) বের হতেন এবং মুআররাশ-এর পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতেন। তিনি মক্কায় প্রবেশকালে উচ্চ গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্ন পথ দিয়ে বের হতেন।

২৯.৭- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ الْعُلْيَا التِّي بِالْبَطْحَاءِ-

২৯০৭. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাবী বলেন, যুহায়রের রিওয়াযাতে রয়েছে বাতহার দিকের উচ্চপথ।

২৯.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا -

২৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন আবু উমর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মক্কায় পৌঁছিলেন, তখন উচ্চ এলাকা দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নীচু এলাকা দিয়ে বের হলেন।

২৯.৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَامُ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كُلِّيهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ -

২৯০৯. আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত 'কাদা' টিলা দিয়ে প্রবেশ করেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা উভয় স্থান দিয়েই প্রবেশ করতেন, তবে অধিকাংশ সময় 'কাদা' টিলা দিয়ে প্রবেশ করতেন।

২৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبِيتِ بِذِي طَوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالْإِغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا -

৩৪. অনুচ্ছেদ ৪ মক্কায় প্রবেশের সংকল্প করলে যি- তুওয়াতে রাত যাপন করা এবং গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব

২৯১- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ -

২৯১০. যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যি-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করলেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করলেন। নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-ও তাই করতেন। ইব্ন সাঈদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। ইয়াহুইয়া (র) বলেন, অথবা তিনি (উবায়দুল্লাহ) বলেছেন, নবী ﷺ এখানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন।



২৯১১. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ -

২৯১১. আবুর-রবী যাহরানী (র) ..... নাকি' (র) থেকে বর্ণিত। ইবন উমর (রা) যি-তুওয়ায় ভোর পর্যন্ত রাত যাপন না করে মক্কায় উপনীত হতেন না। তিনি (সেখানে) গোসল করতেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নবী ﷺ ও তাই করতেন বলে তিনি বলেছেন।

২৯১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيطَةَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيطَةَ -

২৯১২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলে প্রথমে যি-তুওয়ায় অবতরণ করতেন, সেখানে রাত যাপন করতেন এরপর ফজরের সালাত আদায় করতেন (তারপর মক্কা শহরে প্রবেশ করতেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই সালাতের স্থান ছিল একটি অসমতল টিলার উপর, সেখানে নির্মিত মসজিদে নয়, বরং নিম্নদিকে অবস্থিত টিলায়।

২৯১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرُضَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِطَرْفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ يَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرُضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২৯১৩. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) ..... নাকি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার কাছে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও কা'বার দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত দুই উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। টিলার পার্শ্বে নির্মিত মসজিদ তাঁর বাঁ দিকে থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান এই কালো টিলার পাদদেশে দশ হাত বা তার চেয়ে সামান্য কমবেশি দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তিনি দুই টিলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলেন যা তাঁর ও কা'বার পার্শ্ববর্তী বড় পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

## ২৫. بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّمْلِ فِي الطَّوَافِ فِي الْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ

৩৫. অনুচ্ছেদ : উমরার তাওয়াফে এবং হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামাল (দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম) করা মুস্তাহাব

২৯১৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

২৯১৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফ প্রথমবারের তাওয়াফে তিন চক্র দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্র স্বাভাবিক পদক্ষেপে তাওয়াফ করতেন। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সময় (বাতনুল মাসীল) মাসীল উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতে। ইবন উমর (রা) -ও তাই করতেন।

২৯১৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يَصْلِي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

২৯১৫. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মক্কায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যে তাওয়াফ করতেন, তাতে তিন চক্র দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্র স্বাভাবিক পদক্ষেপে সম্পন্ন করতেন। তাপর দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন।

২৯১৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدُمُ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ -

২৯১৬. আবুত-তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে যখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতেন, তখন তিনি সাত চক্রের মধ্যে তিন চক্র দ্রুত পদক্ষেপে সমাধা করতেন।

২৯১৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِيانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

২৯১৭. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন আবান আল-জু'ফী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্র দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্র স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন করেছেন।

২৯১৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ.

২৯১৮. আবু কামিল জাহদারী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে তাওয়াফ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

২৯১৯. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ.

২৯১৯. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে দ্রুত পদক্ষেপে তিন চক্র কেটেছেন এবং হাজারে আসওয়াদে পৌঁছে শেষ করেছেন।

২৯২০. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

২৯২০. আবুত-তাহির (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত পদক্ষেপে হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন তাওয়াফ সম্পন্ন করেছেন।

২৯২১. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمْلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ أَسَنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا



قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَمْ سَنَةً هُوَ فَإِنْ قَوْمُكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْغَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ -

২৯২১. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র) ..... আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বায়তুল্লাহর চারদিক তিনবার দ্রুত গতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে প্রদক্ষিণ করা কি আপনি সুন্নাত মনে করেন? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তা সুন্নাত মনে করে। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে। রাবী বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম- “তারা সত্য বলেছে এবং অসত্য বলেছে” - আপনার এ কথা ব্যাখ্যা কি?

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমণ করলে মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা শারীরিক দুর্বলতার কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে সক্ষম হবে না। তারা তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে দ্রুত পদক্ষেপে তিনবার এবং স্বাভাবিক গতিতে চারবার (বায়তুল্লাহ) প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে (পুনরায়) বললাম, আপনি আমাকে সাফা- মারওয়ার মাঝে সওয়ার অবস্থায় প্রদক্ষিণ সম্পর্কে অবহিত করুন, তা কি সুন্নাত? কারণ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে তা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং অসত্য বলেছে। আমি তাকে বললাম, “তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে” - আপনার এ কথা ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় এলেন। তাঁর আশেপাশে প্রচুর লোক সমাগম হ'লো। এমনকি যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত (তাকে একটু দেখার জন্য) ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লোকেরা বলাবলি করছিল, ইনি মুহাম্মদ, ইনি মুহাম্মদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে থেকে লোকদের হটিয়ে দেওয়া হতো না। তাঁর আশেপাশে প্রচুর লোক সমাগম হওয়ার কারণে তিনি (উদ্বীতে) আরোহণ করেন, অথচ স্বাভাবিক গতিতে পদব্রজে যাওয়া ও সাঈ করা উত্তম।

২৯২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حُسْدًا وَلَمْ يَقُلْ يَحْسُدُونَهُ -

২৯২২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... জুরায়রী (র) সূত্রে অত্র সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, “তারা মক্কাবাসী হিংসুক সম্প্রদায়।” তবে তিনি يَحْسُدُونَهُ বলেননি।

২৯২৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا -

২৯২৩. ইবন আবু উমর (র) ..... আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) কে বললাম, আপনার সম্প্রদায় বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা-মারওয়ার সাদিতে রামাল করেছেন, আর এটা সূনাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং এবং অসত্য বলেছে।

২৯২৪. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْأَبْجَرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصِفْ لِي قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يَكْهَرُونَ -

২৯২৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) .... আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) কে বললাম, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখছি। তিনি বললেন, আমার কাছে তাঁর বিবরণ পেশ কর। তিনি বললেন, আমি তাঁকে মারওয়ার নিকট একটি উদ্বীর পিঠে আরুঢ় দেখেছি। তাঁর চারপাশে লোকের ভীড় ছিল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ, তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ। কারণ সাহাবাদের তাড়িয়ে দেয়া হতো না এবং তাদের ধমকও দেয়া হতো না।

২৬. بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ -

৩৬. অনুচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় দুই রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করা মুস্তাহাব, অপর দুই (শামী) রুকন ব্যতীত

২৯২৫. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنْتَهُمْ حُمَى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنْتَهُمُ الْحُمَى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا بَلَى الْحِجَرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جِلْدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَى قَدْ وَهَنْتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ -

২৯২৫. আবুর-রবী যাহরানী (র) ..... ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় আগমণ করলেন। ইয়াসরিবের জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মুশরিকরা বলল, আগামীকাল তোমাদের এখানে একদল লোক আসবে- যাদেরকে জ্বরে দুর্বল করে দিয়েছে এবং তারা তাতে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছে। মুশরিকরা হাতীম-এ বসে থাকল। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তিন চক্রর দ্রুতপদে এবং হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলে- যাতে মুশরিকদেরকে তাদের বীরত্ব দেখানো যায়। মুশরিকরা বলল, তোমরা তো এদের সম্পর্কে ধারণা করেছিলে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে অথচ তারা এমন শক্তিশালী। ইব্ন আক্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে সাত চক্রর দ্রুত পদক্ষেপে করতে নির্দেশ দেন নি (যাতে তারা ক্লান্ত হয়ে না যায়)।

২৯২৬. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ جَمِيعٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ  
ابْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّةً -

২৯২৬. আমরুন-নাকিদ, ইব্ন আবু উমর ও আহমদ ইব্ন আবদাহ (র) ..... ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জন্য দ্রুত পদক্ষেপে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন-যাতে তিনি মুশরিকগণকে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

২৯২৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ  
شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ  
مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ -

২৯২৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দুই ইয়ামানী রুকন ব্যতীত বায়তুল্লাহর অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।

২৯২৮. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ  
الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ -

২৯২৮. আবুত-তাহির ও হারমালা (র) ..... সালিম (র) তার পিতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকনে আসওয়াদ (হাজারে আসওয়াদ সংযুক্ত কোণ) এবং তৎসংলগ্ন দিকের কোণ যা জুমাহী গোত্রের বসতির দিকে অবস্থিত, ব্যতীত বায়তুল্লাহর আর কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

২৯২৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ -

২৯২৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কিছু স্পর্শ করতেন না।

২৯৩০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ مَذَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ -

২৯৩০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না জুহায়র ইবন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই দুই রুকন অর্থাৎ ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ কোণ স্পর্শ করা পরিত্যাগ করিনি- যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ করতে দেখেছি। তা কষ্টকর বা সুবিধাজনক যে কোন অবস্থায় হোক না কেন।

২৯৩১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ -

২৯৩১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ স্বহস্তে স্পর্শ করে তাতে চুমু খেতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে দিন তা করতে দেখেছি- তখন থেকে আমি তা কখনো পরিত্যাগ করিনি।

২৯৩২. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

২৯৩২. আবুত-তাহির (র) ..... আবু তুফায়ল বাকরী (র) ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কখনও অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।

### ৩৭. بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ৪ তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব

২৯৩৩. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو ح وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ



أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَبِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجْرَ ثُمَّ قَالَ أَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبِلْتُكَ زَادَ هَرُونَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عُمَرُ وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ -

২৯৩৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... সালিম (র) থেকে। তার পিতা তাকে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজারে আসওয়াদে চূষন করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চূষন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে চূষন করতাম না। অনুরূপ একটি হাদীস যায়দ ইব্ন আসলাম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২৯৩৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبِلَ الْحَجْرَ وَقَالَ إِنِّي لَأَقْبَلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ -

২৯৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দমী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) হাজারে আসওয়াদকে চূষন করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে চূষন করছি বটে কিন্তু অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর পাত্র। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চূষন করতে দেখেছি।

২৯৩৫. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَغْنِي عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْبَلُ الْحَجْرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْبَلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَنْضَرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبِلْتُكَ وَفِي رِوَايَةٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ -

২৯৩৫. খালফ ইব্ন হিশাম, মুকাদ্দমী, আবু কামিল ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লৌহ মানব অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে কৃষ্ণ পাথর হাজারে আসওয়াদ চুমো দিতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে চূষন করব এবং আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারও ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চূষন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমায় চূষন করতাম না।

২৯৩৬. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَقْبَلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ لَمْ أَقْبَلُكَ -

২৯৩৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবিস ইব্ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুষন করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন- আমি অবশ্যই তোমায় চুষন করছি এবং আমি জানি যে, তুমি অবশ্যই একটি পাথর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুষন করতে না দেখলে আমি কখনও তোমায় চুষন করতাম না।

২৯৩৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ وَالتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا -

২৯৩৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সুয়ায়দ ইব্ন গাফলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুষন করতে এবং তা জড়িয়ে ধরতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, আমি তোমার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গভীর ভালোবাসা লক্ষ্য করেছি।

২৯৩৮. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلْ وَالتَزَمَهُ -

২৯৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... সুফয়ান (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, কিন্তু আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে তোমার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতে দেখেছি। এই বর্ণনায় “তিনি তা জড়িয়ে ধরলেন” কথার উল্লেখ নাই।

## ২৮. بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

৩৮. অনুচ্ছেদ : উট ও অন্যান্য সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করা জায়েয

২৯৩৯. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمُ مَلَةَ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ -

২৯৩৯. আবুত-তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং একটি ছড়ির (মিহযান) সাহায্যে রুকন (পাথর) স্পর্শ করেন।

২৯৪০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَأْسِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمَحْجَنِهِ لَأَن يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ -

২৯৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটনীর উপরে থেকে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং তাঁর ছড়ির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করেন- যেন লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়। তিনি উচুতে থাকেন যাতে তারা তাঁকে মাসআলা- মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেননা তিনি লোকদ্বারা বেষ্টিত ছিলেন।

২৯৪১. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَأْسِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصِّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ خَشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ -

২৯৪১. আলী ইবন খাশরম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন : বিদায় হজ্জে নবী ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গ করেছেন- যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়; তিনি সবার উপরে থাকেন এবং তাঁর নিকট তারা (প্রয়োজনীয় বিষয়) জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ লোকেরা তাঁকে বেষ্টিত করে রেখেছিল। ইবন খাশরমের বর্ণনায় “তারা যেন তাঁকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে” কথাটুকু উল্লেখ নাই।

২৯৪২. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَضْرِبَ عَنْهُ النَّاسُ -

২৯৪২. হাকাম ইবন মুসা কান্তারী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে সওয়ার হয়ে কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং রুকন স্পর্শ করেন- লোকদের তাঁর নিকট থেকে হটিয়ে দেয়াটা অপসন্দ হওয়ার কারণে।

২৯৪৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَبُودَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ مَعَهُ وَيَقْبِلُ الْمَحْجَنَ -

২৯৪৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... মারুফ ইবন খাররাবুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুত-তুফায়ল (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে, তাঁর সাথে লাঠি দিয়ে রুকন স্পর্শ করতে এবং লাঠিতে চুম্বন করতে দেখেছি।

২৯৪৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ -

২৯৪৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন : তুমি সওয়ারী অবস্থায় লোকদের পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। উম্মু সালমা (রা) বলেন, আমি (সেভাবে) তাওয়াফ করলাম- তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন। আর তিনি তাতে তিলাওয়াত করছিলেন : আত-তুর, ওয়া কিতাবিম-মাসতুর।

### ২৯ - بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ بِهِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : সাফা-মাওয়ার মাঝে দৌড়ানো (সাই) হজ্জের অন্যতম রুকন, এ ছাড়া হজ্জ শুদ্ধ হয় না

২৯৪৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطْفُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَاضِرَةً قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطْفُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنْ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَهْلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِئِ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافُ وَنَائِلَةُ ثُمَّ يَجِئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِفُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » إِلَى آخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوا -

২৯৪৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি মনে করি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাই না করলে



তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? আমি বললাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম ..... " (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করলে আল্লাহ তার হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন না। তুমি যা বলেছ যদি তাই হতো তবে আয়াতটি এভাবে হতো : "এ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন অসুবিধা নেই।" তুমি কি জ্ঞান ব্যাপারটি কী ছিল? ব্যাপার তো ছিল এই যে, আনসারগণ জাহিলী যুগে দু'টি প্রতিমার নামে সমুদ্রের তীরে<sup>১</sup> ইহরাম বাঁধত। একটির নাম ইসাফ, অপরটির নাম নায়েলা। তারা এসে সাফা-মারওয়া সাঈ করত। অতঃপর মাথা কামাতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা জাহিলী যুগে যা করত, সে কারণে সাফা-মাওয়ার মাঝে সাঈ করা খারাপ মনে করল। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম .....।" অতঃপর লোকেরা সাঈ করে।

২৭৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى جُنَاحَا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » آيَةٌ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهْلُوا أَهْلُوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ آيَةَ فَلَعُمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

২৯৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে এতে আমার জন্য কোন দোষ মনে করি না। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, কেননা মহামহিম আল্লাহ বলেন, : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম .....।" তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যেসব বলছ, যদি তাই হতো, তবে আয়াতের বক্তব্য এরূপ হতো : "এ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন দোষ নেই।" এ আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়। জাহিলী যুগে তারা যখন লাক্বাইকা বলত- তা মানাত দেবীর নামে লাক্বাইকা ধ্বনি করত। তাই তারা মনে করত যে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা তাদের জন্য ঠিক নয়। তারা নবী ﷺ-এর সাথে (বিদায়) হজ্জে এসে তাঁর নিকট এই বিষয়ে উল্লেখ করলে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। অতএব আমার জীবনের শপথ! যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করে- আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

২৭৬৭- حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ

১. বিস্তৃত রিওয়াযাতে বর্ণিত রয়েছে, প্রতিমা দু'টি কখনও সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল না; বরং এ দু'টি ছিল সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপরে।

النَّبِيُّ ﷺ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ  
بَيْنَهُمَا قَالَتْ يَنْسُ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ  
فَكَانَتْ سُنَّةٌ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ النَّبِيِّ بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا  
وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا  
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا » وَلَوْ  
كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي  
بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ  
سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ  
الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ  
الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرَاهَا قَدْ  
نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ -

২৯৪৭. আমরুন- নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) ..... উরওয়া ইবন যুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বললাম, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করলে এতে আমি দোষের কিছু দেখি না এবং আমি নিজেও এতদুভয়ের মাঝে সাঈ বর্জন করায় কিছু মনে করি না। আয়েশা (রা) বললেন, হে বোনপুত্র! তুমি যা বলেছ তা মন্দ বলেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাফা-মারওয়ার মাঝে) তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন এবং মুসলমানরাও তাওয়াফ করেছ। অতএব তা সুন্নাত। যে সব লোক (জাহিলী যুগে) ‘মুশাক্কাল’ নামক স্থানে অবস্থিত নাফরমান মানাত দেবীর নামে ইহরাম বাঁধত, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা নবী ﷺ-এর নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : “ সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা’বাঘরের হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, এ দু’টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করলে এতে তার কোন পাপ নেই ..... (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তুমি যা বলেছ, ব্যাপারটি যদি তদ্রূপ হতো তবে বলা হতো, “এই দু’টির মধ্যে প্রদক্ষিণ না করলে তার কোন পাপ নেই।”

ইমাম যুহরী (র) বলেন, এ প্রসংগটি আমি আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস ইবন হিশামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি তাতে বিস্মিত হলেন এবং বললেন, এর নামই জ্ঞান। তিনি আরও বললেন, জ্ঞানবান সমাজের অনেক লোককে বলতে শুনেছি- সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বর্জনকারী আরবের অধিবাসীরা বলত, এই দুই পাথরের মাঝে তাওয়াফ করা জাহিলী যুগের কাজ। আর আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত,

আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্যতম।" আবু বকর ইবন আবদুর রহমান বলেন, আমিও মনে করি যে, উল্লেখিত দুই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

২৯৪৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا » قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا -

২৯৪৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

তবে এই বর্ণনায় আছে- তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাফা- মারওয়ার মাঝে তাওয়াফকে খারাপ মনে করি। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : "সাফা-মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে- এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ করলে তার কোন দোষ নেই।" আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন। অতএব এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ বর্জন করার কারো অধিকার নেই।

২৯৪৯- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يَهْلُونَ لِمِنَاةٍ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةً فِي آبَائِهِمْ مِنْ أَحْرَمَ لِمِنَاةٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » -

২৯৪৯. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনসার সম্প্রদায় ও গাস্‌সান গোত্রের নিয়ম ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানাত দেবীর জন্য ইহরাম বান্ধত। অতএব তারা সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করাতে পাপ মনে করত। এটা ছিল তাদের

পূর্ব-পুরুষদের রীতি যে, তাদের কোন ব্যক্তি মানাত দেবীর জন্য ইহরাম বাঁধলে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। তারা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা পালন করে, এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করলে তার কোন দোষ নেই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ” (সূরা বাকারা : ১৫৮)।

২৭০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا » -

২৯৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফকে খারাপ কাজ মনে করত। অতএব এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব যে কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা পালন করে এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করলে, তার কোন দোষ নেই.....।”

#### ৪. - بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يَكْرَرُ

৪০. অনুচ্ছেদ : সাঈ একাধিকবার করতে হবে না

২৭০১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا -

২৯৫১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) .... আবু যুবায়র (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে একবারের অধিক সাঈ করেননি।

২৭০২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلُ -

২৯৫২. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন জুরায়জ (র) এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “একবারমাত্র সাঈ (সাত পাক), তা হচ্ছে প্রথমবারের সাঈ।”

#### ৪১. - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৪১. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালনকারীর তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব



২৯০৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ -

২৯৫৩. ইয়াহইয়া ইবন আয্যাব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন হুজর ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের ময়দান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে তাঁর বাহনে আরোহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফার নিকটবর্তী পাহাড়ের বামপাশে পৌঁছে উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, এরপর (নেমে গিয়ে) পেশাব করলেন এবং ফিরে এলেন। আমি তাঁকে উষ্ম পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সংক্ষেপে (অল্প পানি ব্যবহার করে) উষ্ম সেরে নিলেন। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতের সময় হয়েছে। তিনি বললেন : আরও সামনে গিয়ে সালাত আদায় করব। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে আরোহণ করলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি সকালবেলা ফযল (রা)-কে তাঁর (বাহনে) পেছন দিকে বসিয়ে রওনা হলেন। কুরায়ব বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আক্বাস (রা) ফযলের সূত্রে আমাদের অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।<sup>১</sup>

২৯০৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَرَدَفَ الْفَضْلُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ -

২৯৫৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরম (র) ..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফায় ফযলকে বাহনে তাঁর পিছনে বসালেন। রাবী বলেন, এরপর ইবন আক্বাস (রা) আমাদের অবহিত করলেন যে, নবী ﷺ জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

১. মিনায় উল্লেখযোগ্য দূরত্বে পরপর তিনটি স্তম্ভ আছে। এগুলোকে জামরা বলে। আকাবার নিকটবর্তী জামরাকে জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা বলা হয়। ১০ই যিলহজ্জ এখানে পৌঁছে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ্জ প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

২৯০৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا الثَّلِيثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَفْوَاجٍ حَتَّى دَخَلَ مُحَسَّرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصْنِ الْخُذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ -

২৯৫৫. কুতায়বা ইবন সাদ্দ ও ইবন রুমহ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই ফযল ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনে তাঁর সফরসংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতে সন্ধ্যাবেলা এবং মুযদালিফায় ভোরবেলা লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তারা অগ্রসর হচ্ছিল- “তোমরা ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হও।” তিনিও নিজ উদ্দেশ্যে গতি শ্রুত করে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং এভাবে মুহাসসির পৌঁছলেন- যা মিনার অন্তর্গত। তিনি (এখানে) বললেন, তোমরা নুড়ি পাথর তুলে নাও যা জামরায় নিক্ষেপ করা হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত অবিরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

২৯০৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ -

২৯৫৬. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু যুযায়র (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী এ কথাটি উল্লেখ করেননি- “রাসূলুল্লাহ জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।” কিন্তু এতে উল্লেখ আছে : “নবী ﷺ হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন (নিষ্ক্ষেপের জন্য) নুড়ি কিভাবে ধরবে।”

২৯০৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ -

২৯৫৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা মুযদালিফায় (সমবেত) ছিলাম। এ সময় আমি যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে এই স্থানে বলতে শুনলাম : “লাক্বাইকা আল্লাহু লাক্বাইকা।”

২৯০৮- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبَّى حِينَ أَقَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ أَعْرَابِيٌّ

هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْسَى النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ  
فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ -

২৯৫৮. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) মুযদালিফা রওয়ানার প্রাক্কালে তালবিয়া পাঠ করলেন। বলা হ'ল, এ সম্ভবত বেদুঈন (হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সঠিকভাবে জানে না)। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, লোকেরা কি (রাসূলের সুনাত) ভুলে গেছে, না পথভ্রষ্ট হয়েছে! যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি এই স্থানে বলতে শুনেছি : “লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইকা।”

২৯৫৯. وَحَدَّثَنَا هُشَيْنُ بْنُ حَسَنٍ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سَقْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا  
الِاسْتِنَادِ -

২৯৫৯. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... হুসায়ন (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৯৬০. وَحَدَّثَنِيهِ يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي الْبَكَّاسِيِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ  
كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ  
اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَهُنَا يَقُولُ لَبَّيْكَ  
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ -

২৯৬০. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ মাইনী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ ও আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে মুযদালিফায় বলতে শুনেছি যে, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি বলতে শুনেছি : “লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইকা।” এরপর তিনি (ইব্ন মাসউদ) তালবিয়া পাঠ করলেন এবং আমরাও তাঁর সংগে তালবিয়া পাঠ করলাম।

৪২ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৪২. অনুচ্ছেদ : আরাফাত দিবসে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করার বর্ণনা

২৯৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح  
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتِ مِنْهُ الْمَلْبِيُّ وَمِنْهُ الْمُكْبَرُ -

২৯৬১. আহমদ ইবন হাম্বল, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও সাঈদ ইবন ইয়াহুয়া উমাবী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সকালবেলা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওনা হলাম, তখন আমাদের মধ্যে কতক তালবিয়া পাঠকারী এবং কতক তাকবীর পাঠকারী ছিল।

২৯৬২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدُّورَقِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهْلِلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَتُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ -

২৯৬২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও ইয়াকুব আদ-দাওরাকী মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা আরাফাত দিবসের সকালবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, আর কতক তালবিয়া পাঠ করেছিল। আমরা তাকবীর ধ্বনি করেছি। অধ্যস্তন রাবী (আবদুল্লাহ ইবন আবু সালামা) বলেন, আমি (আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহকে) বললাম, কি আশ্চর্য! আপনি তাকে (আবদুল্লাহ ইবন উমর) কেন জিজ্ঞাসা করলেন না যে, আপনি এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি করতে দেখেছেন?

২৯৬৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ الْمُهْلُ مِنْهَا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنْهَا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ -

২৯৬৩. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র) ..... মুহাম্মদ ইবন আবু বকর সাকফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সাথে সকালবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কিভাবে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের কতক তালবিয়া পাঠ করত কিন্তু তাতে বাঁধা দেয়া হতো না এবং কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করত কিন্তু তাতেও বাঁধা দেয়া হতো না।

২৯৬৪. وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَيْسِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهْلِلُ وَلَا يَعْيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ -



২৯৬৪. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (রা) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাত দিবসের সকালবেলা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দিন আপনারা তালবিয়ার ক্ষেত্রে কি বলতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি ও তাঁর সাহাবীগণ এই পথ ভ্রমণ করেছি। আমাদের কতক 'আল্লাহ্ আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করেছে এবং কতক তালবিয়া (লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইকা) উচ্চারণ করেছে। এতে আমাদের কেউ কারো দোষ ধরেনি।

৪২. **بَابُ الْإِضَافَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَإِسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ -**

৪৩. অনুচ্ছেদ : আরাফাত থেকে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন এবং মুযদালিফায় এই রাতের মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা মুস্তাহাব

২৭৬৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

২৯৬৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, পাহাড়ের সরু পথের নিকট পৌঁছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন, এরপর হালকা উযু করলেন, পূর্ণ উযু নয়। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করব। এরপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, মুযদালিফায় পৌঁছে পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। এরপর সালাতের ইকামত দেওয়া হ'ল এবং (এখানে) মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ উট বসাল (বিশ্রামের জন্য), এরপর ইশার সালাতের ইকামত দেওয়া হ'ল এবং তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। এই দুই সালাতে মধ্যে তিনি অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

২৭৬৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشُّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَّبتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ اتَّصَلَى فَقَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ -

২৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) ..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন এক গিরিপথে গেলেন। এরপর আমি তাঁর উযূর পানি ঢেলে দিলাম, এরপর বললাম, সালাত আদায় করবেন কি? তিনি বললেন, সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করব।

২৯৬৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ أَرَأَى الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ -

২৯৬৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) -এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি গিরিপথের নিকটে পৌঁছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন। উসামা একথা বলেন নি যে, তিনি পানি ঢেলে দিয়েছেন। বরং বলেছেন, তিনি পানি চাইলেন এবং হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? বললেন : সালাত তো তোমার সম্মুখে রয়েছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি চলতে থাকলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছলেন। এরপর মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন।

২৯৬৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحْلُوْا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَنْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقٍ قُرَيْشٍ عَلَى رَجُلٍ -

২৯৬৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যখন রাসূলুল্লাহর সাথে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, তখন আরাফাত দিবসের সন্ধ্যায় আপনারা কি করেছিলেন? তিনি বললেন, যে উপত্যকায় লোকেরা মাগরিবের সময় নিজের উটকে (বিশ্রামের জন্য) বসায়, সেখানে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং পেশাব করলেন। উসামা (রা) পানি ঢেলে দেওয়ার কথা বলেননি। নবী ﷺ উযূর পানি চেয়ে আনালেন এবং হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন, সালাত তোমার সম্মুখে। এরপর তিনি সওয়ার হয়ে রওনা করলেন। অবশেষে আমরা মুযদালিফায় আসলাম। মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকেরা নিজ নিজ স্থানে উট বসাল কিন্তু মাল-সামান খুলল না, এমনকি ইশার সালাতে দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর লোকেরা মাল-সামান নামাল। আমি (কুরায়ব) বললাম, ভোর হওয়ার পর আপনারা কি করলেন? তিনি (উসামা) বললেন, ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর বাহনে (তাঁর পেছনে) সওয়ার হলেন এবং আমি কুরাশদের অগ্রভাগে পদব্রজে রওনা হলাম।

২৯৬৯. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأَمْرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ۔

২৯৬৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। যে উপত্যকায় মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবতরণ করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করে পেশাব করলেন। তিনি পানি ঢেলে দেয়ার কথা উল্লেখ করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উযূর পানি চাইলেন এবং হালকা উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত। তিনি বললেন, সালাত সামনে এগিয়ে আদায় করা হবে।

২৯৭০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَقَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشَّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَانِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ۔

২৯৭০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... উসামা ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারীতে পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উপত্যকায় পৌঁছে তিনি তাঁর উটনী বসালেন, এরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। তিনি ফিরে এলেন। আমি পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি উযূ করলেন, এরপর সওয়ার হলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করলেন।



২৯৭১- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَسَامَةَ رَدَفَهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا -

২৯৭১. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা হলেন। উসামা (রা) তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উসামা (রা) বলেন, তিনি মুযদালিফায় পৌঁছা পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকলেন।

২৯৭২- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدَفَهُ مِنْ عَرَافَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ أَنْ يَسِيرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعُنُقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْهَةً نَصْرًا -

২৯৭২. আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, উসামা (রা)-কে আমার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসা করা হ'ল অথবা (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) আমি উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে ছিলেন, তখন তিনি কিভাবে চলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি ধীর গতিতে সওয়ারী চালালেন, যখন খোলা জায়গা পেলেন, তখন দ্রুতগতিতে হাঁকালেন।

২৯৭৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامُ وَالنَّصْرُ فَوْقَ الْعُنُقِ -

২৯৭৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে এই সূত্রে হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হুমায়দের রিওয়ায়াতে আছে, রাবী হিশাম (র) বলেন عَنْق এর চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে চলাকে نَصْر বলা হয়।

২৯৭৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ -

২৯৭৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু আয্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেছেন।



২৯৭৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمَيْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ -

২৯৭৫. কুতায়বা ও ইবন রুমহ (র) ..... ইয়াহুইয়া ইবন সাদ্দ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন রুমহ তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ খাতমীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আবু আযুব আনসারী (রা) আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-এর খিলাফতকালে কূফার আমীর ছিলেন।

২৯৭৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا -

২৯৭৬. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

২৯৭৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى -

২৯৭৭. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি এই দুই সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত (সুন্নাত বা নফল) আদায় করেনি। তিনি মাগরিব তিন রাক'আত এবং ইশা দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-ও (মুযদালিফায়) অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতেন এবং এই অবস্থায় তিনি ইত্তিকাল করেন।

২৯৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ -

২৯৭৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... সাদ্দ ইবন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামতে একই সাথে আদায় করেছেন। এরপর তিনি ইবন উমর (রা) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনিও অনুরূপভাবে সালাত আদায় করেছেন। আর ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

২৭৭৭- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ -

২৯৭৯. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ আছে, “তিনি একই ইকামতে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন।”

২৭৮০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الشُّوْرِيُّ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ -

২৯৮০. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুহদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে (একই সময়ে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নিয়্যতে) আদায় করেছেন। তিনি এক ইকামতেই মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত এবং ইশার সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছেন।

২৭৮১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَفْضَلُ مَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى آتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ -

২৯৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, আমরা ইবন উমর (রা)-এর সাথে (আরাফাত থেকে মুহদালিফায়) এলাম। তিনি আমাদের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামতে আদায় করেন। সালাত শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে আমাদের নিয়ে এভাবে সালাত আদায় করেছেন।

৪৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيْسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النُّحْرِ بِالمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَفَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحْقُوقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ -

৪৪. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন, মুহদালিফায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের সালাত আদায় করা মুক্তাহাব

২৭৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا -

২৯৮২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্ধারিত ওয়াক্তেই সালাত আদায় করতে দেখেছি। তবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেছেন এবং রাতের ভোরে ফজরের সালাত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করেছেন।

২৯৯২. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بَغْلَسَ -

২৯৮৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আমাশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার শেষাংশ নিম্নরূপ : “ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই অন্ধকারের মধ্যে তা আদায় করেছেন।”

৪৫ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعْفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مَنَى فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمَكَّةِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ -

৪৫. অনুচ্ছেদ : দুর্বল ও বৃদ্ধদের, বিশেষত মহিলাদের ভোর রাতে রাস্তায় ভিড় হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠানো এবং অন্যদের ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব

২৯৮৪. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِيَّةً يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِيَّةُ الثَّقِيلَةُ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسْنَا حَتَّى اصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلَآنَ أَكُونُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةَ فَأَكُونُ أَدْفَعُ بِأَذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ -

২৯৮৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা (রা) মুযদালিফার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগেই এবং রাস্তায় জনতার ভিড় হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী। (অধঃস্তন রাবী) আল-কাসিম বলেন, الثَّبِيَّةُ শব্দের অর্থ الثَّقِيلَةُ (ভারী)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। অতএব তিনি তাঁর আগেই রওনা হয়ে গেলেন এবং আমরা ফজর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। আমিও যদি সওদা (রা)-এর মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি নিয়ে আগে ভাগে চলে যেতাম, তবে তা আরও আনন্দদায়ক হতো—যে আনন্দ এখন আমি অনুভব করছি, তার তুলনায়।

২৯৮৫. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِيْطَةً فَاسْتَاْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُفِيْضَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيْلٍ فَاْذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلْيَتَنِيْ كُنْتُ اسْتَاْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَاْذَنْتُهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيْضُ اِلَّا مَعَ الْاِمَامِ -

২৯৮৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা (রা) ছিলেন ভারী ও স্থূলদেহী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুযদালিফা থেকে রাত থাকতেই প্রস্থান করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রা) আরও বলেন, হায়! যদি সওদা (রা)-এর মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমিও অনুমতি প্রার্থনা করতাম! আয়েশা (রা) ইমামের সাথে মুযদালিফা হতে রওনা হতেন।

২৯৮৬. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ اَنْنِيْ كُنْتُ اسْتَاْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَاْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَاُصَلِّي الصُّبْحَ بِمَنْى فَاَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ فَقِيْلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَاْذَنْتُهُ قَالَتْ نَعَمْ اِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيْلَةً ثَبِيْطَةً فَاسْتَاْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاْذِنَ لَهَا -

২৯৮৬. ইবন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম আমিও যদি সওদা (রা)-এর অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতাম! তিনি মিনায় পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন এবং লোকদের পৌঁছার পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন। আয়েশা (রা)-কে বলা হ'ল, সওদা (রা) কি তাঁর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং ভারী, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৯৮৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ -

২৯৮৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৯৮৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلَى اَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِيْ اَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بَنِيْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ اِرْحَلْ بِيْ



فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتُ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هُنْتَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ  
كَلَّا أَيْ بَنَى إِنْ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلطُّعْنِ -

২৯৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দমী (র) ..... আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আসমা (রা) মুযদালিফা অবস্থানকালে জিজ্ঞাসা করলেন, চাঁদ ডুবেছে কি? আমি বললাম, না। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। পড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে বৎস! চাঁদ ডুবেছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে রওনা হও। আমরা রওনা হলাম এবং জামরা (পৌছে) তিনি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন, এরপর নিজের তাঁবুতে সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে বললাম, হে সম্মানিত মহিলা! আমরা খুব ভোরে রওনা হয়েছিলাম। তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই হে বৎস! নবী ﷺ মহিলাদের খুব ভোরে রওনা হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৯৮৯. - وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ  
وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لَا أَيْ بَنَى إِنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِطُعْنِهِ -

২৯৮৯. আলী ইব্ন খাশরম (র) ..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে : “আসমা (রা) বলেন, হে বৎস! নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীকে অনুমতি দিয়েছিলেন।”

২৯৯০. - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ خَشْرَمٍ  
أَخْبَرَنَا عَيْسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ  
حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ -

২৯৯০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আলী ইব্ন খাশরম (র) ..... (সালিম) ইব্ন শাওয়াল (রা) উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ রাত থাকতেই তাকে মুযদালিফা থেকে মিনায় (পাঠিয়ে দেন)।

২৯৯১. - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح  
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ  
قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نَغْلَسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِثْنَى وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نَغْلَسُ  
مِنْ مَزْدَلِفَةَ -

২৯৯১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... সালিম ইব্ন শাওয়াল সূত্রে উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর আমল থেকে এরূপ করতাম, অর্থাৎ রাতের অন্ধকারেই মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে আসতাম। নাকিদ-এর বর্ণনায় আছে : “মুযদালিফা থেকে আমরা রাতের অন্ধকারেই রওনা হতাম।”

২৯৯২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعْفَةِ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ -

২৯৯২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মালপত্র নিয়ে অথবা (অপর বর্ণনা অনুযায়ী) দুর্বল লোকদের সাথে রাত থাকতেই মুযদালিফা থেকে (মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠিয়ে দেন।

২৯৯৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ -

২৯৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যে দুর্বলদের (মুযদালিফা থেকে) সর্বাত্মে পাঠিয়ে দেন, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

২৯৯৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ -

২৯৯৪. আবু বকর আবু শায়বা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যে দুর্বলদের আগেভাগে পাঠিয়ে দেন, আমি তাদের সাথে ছিলাম।

২৯৯৫. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَبْلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بَلِيلٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرُ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ -

২৯৯৫. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে তাঁর মালপত্র নিয়ে ভোর রাতে মুযদালিফা থেকে (মিনায়) পাঠিয়ে দেন। আমি (ইবন জুরায়জ) আতাকে বললাম, আপনি জানেন কি ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে গভীর রাতে পাঠিয়েছেন?” তিনি বললেন, না, কেবল ভোর রাতের কথাই আমি জানি। আমি তাঁকে পুনরায় বললাম, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, “আমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেছি।” তাহলে তিনি ফজরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? আতা বললেন, না, আমি এতটুকুই জানি।

২৯৯৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ

فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْهُ لِيَصَلَاةَ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أَوْلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৯৯৬. আবুত-তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার সাথে দুর্বল লোকদেরকে মুযদালিফার নিকটবর্তী স্থান মাশ'আরুল হারামে রাতে অবস্থানের জন্য আগেভাগেই পাঠিয়ে দিতেন। অতএব তারা রাতের বেলা যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহর যিকির করত। ইমামের অবস্থান ও ফিরে আসার পূর্বেই তারা (এখান থেকে) রওনা হতো। অতএব তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় পৌঁছত এবং কেউ ফজরের সালাতের পরে। তারা এখানে পৌঁছে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করত। ইবন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্বল ও বৃদ্ধদের এই অনুমতি প্রদান করেছেন।

৬৬- بَابُ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عَنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُنْ مَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

৪৬. অনুচ্ছেদ : মক্কা মুআজ্জামাকে বাঁ পাশে রেখে উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কাকর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহ আকবার' বলা

২৯৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنْاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

২৯৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রতিটি পাথরের সাথে তাকবীর বলেছেন। রাবী বলেন, তাকে বলা হ'ল, লোকেরা তো উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এই সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

২৯৯৮- وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يَوْسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا النَّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يَذْكُرُ

فِيهَا أَلْ عِمْرَانُ قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جُمُرَةَ الْعُقْبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيَّ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

২৯৯৮. মিনজাব ইবন হারিস তামীমী (র) ..... আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবন ইউসূফকে মিছারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি : জিবরীল (আ) যে ক্রমবিন্যাসে কুরআন মজীদ সাজিয়েছেন, তোমরা তদনুযায়ী তা সুবিন্যস্ত কর। যেমন, প্রথম সেই সূরা যার মধ্যে গাভী সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এরপর যে সূরায় মহিলাদের সম্পর্কে, এরপর সেই সূরা যার মধ্যে ইমরান-পরিবার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আমাশ (র) বলেন, এরপর আমি ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করে তাকে হাজ্জাজের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি তাকে গালি দিলেন। এরপর বললেন, আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি জামরাতুল আকাবায় এলেন, উপত্যকার মাঝে দাঁড়ালেন এবং জামরাকে নিজের সম্মুখভাগে রাখলেন, এরপর উপত্যকার মাঝে দাঁড়িয়ে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন, প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সাথে সাথে আল্লাহ আকবার বললেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! লোকেরা উপত্যকার উপরিভাগ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এই সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সূরা বাকারা নাখিল হয়েছিল।

২৯৯৯. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَأَقْتَصِرْ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ -

২৯৯৯. ইয়াকুব দওরাকী ও ইবন আবু উমর (র) ..... আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি, তোমরা বল না সূরাতুল বাকারা ..... এরপর ইবন মুসহির বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩০০০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَرَمَى الْجُمُرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -



৩০০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-এর সাথে হজ্জ করেন। রাবী বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) জামরায় সাতটি কঁকর নিক্ষেপ করেন- বায়তুল্লাহকে বামদিকে এবং মিনাকে ডানদিকে রেখে এবং তিনি বলেন, এই সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল করা হয়েছিল।

২০০১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا آتَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ -

৩০০১. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... ও'বা (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, "তিনি (আবদুল্লাহ) যখন জামরাতুল আকাবায় এলেন।"

২০০২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاءِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدٍ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقْبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَابِئِ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

৩০০২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-কে বলা হ'ল, লোকেরা আকাবার উচ্চভূমি থেকে পাথর নিক্ষেপ করে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে তা নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি বলেন, সেই সন্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এই স্থান থেকে কঁকর নিক্ষেপ করেছেন।

৪৭- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النُّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ ﷺ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ

৪৭. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কঁকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নবী ﷺ-এর বাণী : আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও

২০০৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النُّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ -

৩০০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আলী ইব্ন খাশরম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন নবী ﷺ-কে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন : “আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না- এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কিনা।”

৩০০৪. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوُدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقِيَّةَ وَأَنْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَأْسِ رَأْسِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُوذُ بِهِ رَأْسَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَمْرًا عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجْدَعٍ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُوذُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا -

৩০০৪. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ..... উম্মুল হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি এবং আমি দেখেছি, তিনি জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করে সওয়ারীতে চড়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা (রা)। তাদের একজন উটের লাগাম ধরে তা টেনে নিচ্ছিলেন এবং অপরজন সূর্যের তাপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার উপর কাপড় ধরে রাখছিলেন। উম্মুল হুসায়ন (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কথা বললেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যদি নাক-কান কাটা কোন কাত্তী ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তার (নির্দেশ) শোন এবং অনুগত্য কর।

৩০০৫. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ حَجَّجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوُدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالَ وَأَحَدَهُمَا أَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقِيَّةَ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجُ الْأَعْوَرِ -

৩০০৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) ..... উম্মুল হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। আমি উসামা ও বিলালকে দেখেছি যে, তাদের একজন নবী ﷺ-এর উষ্ট্রের লাগাম ধরে আছেন এবং অপরজন কাপড় দিয়ে তাঁকে রৌদ্র তাপ থেকে ছায়া দান করছেন। এমতাবস্থায় তিনি জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করেন। ইমাম মুসলিম বলেন, আবু আবদুর রহীমের নাম খালিদ ইব্ন আবু ইয়াযীদ যিনি মুহাম্মদ ইব্ন সালামার মামা - ওয়াকী এবং হাজ্জাজ আওয়ার তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

### ৪৮. بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

৪৮. অনুচ্ছেদ : জামরায় নিক্ষেপ পাথর ক্ষুদ্র হওয়া মুস্তাহাব

৩০০৬. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجِمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ -

৩০০৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জামরায় ক্ষুদ্র পাথর নুড়ি (পাথর) নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

### ৪৯. بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

৪৯. অনুচ্ছেদ : পাথর নিক্ষেপের জন্য মুস্তাহাব সময়

৩০০৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ -

৩০০৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন, পুনরায় দ্বিপ্রহরের পরে।

৩০০৮. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩০০৮. আলী ইবন খাশরম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

### ৫০. بَابُ بَيَانِ أَنْ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعُ سَبْعٍ

৫০. অনুচ্ছেদ : জামরায় প্রতিবার সাতটি করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করবে

৩০০৯. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْتِجْمَارُ تَوًّا وَرَمَى الْجِمَارِ تَوًّا وَالسَّغْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوًّا وَالطَّوَافُ تَوًّا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ -

৩০০৯. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইস্তিযায় ব্যবহৃত টিলার সংখ্যা বেজোড়, জামরায় নিক্ষিপ্ত পাথরের সংখ্যা বেজোড়, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সংখ্যা বেজোড় এবং তাওয়াফও বেজোড়। অতএব তোমাদের যে কেউ যখন ইস্তিজায় ঢেলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

### ৫১. بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلَقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

৫১. অনুচ্ছেদ : চুল ছাঁটার চেয়ে কামানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়েয

৩. ১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩০১০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুন্ডন করলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও মাথা মুন্ডন করলেন আর কিছু সংখ্যক চুল খাটো করলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অথবা দুইবার বললেন : যারা মাথা মুন্ডন করেছে, আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করুন। অতঃপর তিনি বললেন : যারা চুল খাটো করেছে, তাদের উপরও।

৩. ১১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ -

৩০১১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল খাটোকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। তারা বললেন, চুল খাটোকারীদের জন্যও (দু'আ করুন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : এবং চুল খাটোকারীদের প্রতিও। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফয়ান এ হাদীসটি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ-এর সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন।

৩. ১২. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ



الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩০১২. ইবন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন! তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের জন্য (দু'আ করুন)। তিনি বললেন : মাথা মুন্ডনকারীদের আল্লাহ রহম করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের জন্যও। তিনি বললেন : মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদের প্রতিও।

৩. ১২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَارِ وَقَالَ فِي  
الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩২১৩. ইবন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তার বর্ণনায় আছে : “চতুর্থবারে তিনি বললেন : চুল খাটোকারীদের উপরও (রহম করুন)।”

৩. ১৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا  
عَنِ ابْنِ فَضِيلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ  
قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِلْمُحَلِّقِينَ  
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ -

৩০১৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল খাটোকারীদের (ক্ষমার জন্য দু'আ করুন)। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের গুনাহ মাফ করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন : চুল খাটোকারীদেরও (গুনাহ ক্ষমা করুন)।

৩. ১৫. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৩০১৫. উমায়্যা ইবন বিসতাম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রেও নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৬. ২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَاَ لِلْمُحَلَّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৩০১৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইয়াহইয়া ইবন হুসায়ন (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদী) বিদায় হজ্জকালে নবী ﷺ-কে মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল খাটোকারীদের জন্য একবার দু'আ করতে শুনেছেন। ওয়াকীর বর্ণনায় 'বিদায় হজ্জ' কথাটুকু উল্লেখিত হয়নি।

১৭. ২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৩০১৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জকালে নিজের মাথার চুল মুন্ডন করেছেন।

৫২. بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النُّحْرِ أَنْ يَرْمَى ثُمَّ يَنْحَرُ ثُمَّ يَحْلِقُ وَالْأَبْتِدَاءُ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْاَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَخْلُوقِ

৫২. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সুন্নাতসম্মত নিয়ম এই যে, প্রথমে (জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে, তারপর কুরবানী করতে হবে, তারপর মাথা মুন্ডন করতে হবে এবং তা ডান পাশ থেকে শুরু করতে হবে

১৮. ৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنْى فَاتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِئْنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ خُذُوا أَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ -

৩০১৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় এলেন, অতঃপর জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি মিনায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন এবং কুরবানী করলেন। তারপর হাজ্জাম (ক্ষৌরকার)-কে ইশারায় বললেন : মাথার ডান পাশ থেকে শুরু কর, তারপর বাম পাশ। তারপর তিনি লোকদেরকে নিজের চুল দান করলেন।

১৯. ৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ لِلْحَلَاقِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ

إِلَى الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى جَانِبِ الْاَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشَّقِّ الْاَيْمَنِ فَوَزَعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْاَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَهُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ -

৩০১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু বকর (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, নবী ﷺ হাতের ইশারা দিয়ে হাজ্জামকে মাথার ডান পাশ থেকে শুরু করতে বললেন। তারপর তিনি কাছের লোকদের নিজের মাথার চুল দান করলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি হাজ্জামকে মাথার বাম পাশের চুল কাটার ইংগিত করলেন। সে তাই করল। এই চুলগুলো তিনি উম্মু সুলায়ম (রা)-কে দান করলেন। আর আবু কুরায়বের বর্ণনায় আছে : হাজ্জাম ডান পাশ থেকে ক্ষৌরকার্য শুরু করল। তিনি লোকদের একটি-দুটি করে চুল দিলেন। তারপর বাঁ পাশের চুল কাটার নির্দেশ দিলেন এবং সে তাই (মাথা মুন্ডন) করল। তারপর তিনি বললেন : আবু তালহা! এখানে আস। অতএব তিনি এবারের চুলগুলো তাকে দান করলেন।

৩.২০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُذْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلِقِ الشَّقَّ الْاٰخَرَ فَقَالَ اَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

৩০২০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর কুরবানীর উটের নিকট ফিরে এসে তা যবেহ করলেন। হাজ্জাম নিকটেই বসা ছিল। তিনি মাথার দিকে হাতের ইশারা করলেন এবং সে তাঁর মাথার ডান পার্শ্বের চুল কামিয়ে দিল। তিনি তা নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বন্টন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : মাথার অপরাংশ কামাও। তিনি বললেন : আবু তালহা কোথায়? তখন তিনি সেগুলো তাকেই দান করলেন।

৩.২১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسْكَهُ وَحَلَقَ نَآوِلَ الْحَالِقِ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَآوَلَهُ الشَّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ أَحْلِقِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ -

৩০২১. ইবন আবু উমর (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানী করলেন, তারপর মাথা কামালেন- তিনি ক্ষৌরকারের প্রতি মাথার ডান পার্শ্ব এগিয়ে

দিলেন এবং সে তা চেষ্টা দিল। তারপর তিনি আবু তালহা আনসারী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকে (নিজের) চুল দান করলেন। অতঃপর তিনি মাথার বাম পাশ এগিয়ে দিলেন এবং বললেন : কামিয়ে দাও। (অতএব ক্ষৌরকার) তা কামিয়ে দিল। তিনি চুলগুলো আবু তালহা (রা)-কে দিয়ে বললেন : এগুলো লোকদের মধ্যে বন্টন কর।

৫২. **بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الذَّبْحِ عَلَى الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ عَلَى الذَّبْحِ وَعَلَى الرَّمْيِ وَتَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا**

৫৩. অনুচ্ছেদ : পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা, কুরবানী ও পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুড়ানো এবং এসবের আগে তাওয়াফ করা জায়েয প্রসংগ

৩. ২২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى ابْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوُذَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ -

৩০২২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সংগে মিনায় অবস্থান করলেন- যাতে তারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারে। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না জানার কারণে আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই, তুমি কুরবানী কর। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না, ফলে পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে নিয়েছি। তিনি বললেন, অসুবিধা নেই, তুমি পাথর নিক্ষেপ কর। রাবী বলেন, অজ্ঞতাবশত কাজ আগে অথবা পরে করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলেই তিনি বলেন, তুমি এখন করে নাও, তাতে কোন দোষ নেই।

৩. ২২. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنْ الرَّمْيَ قَبْلَ النُّحْرِ فَتَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرُ أَنْ النُّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ



فَيَقُولُ انْحَرَوْا وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ -

৩০২৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ঈসা ইবন তালহা তামীমী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর অবস্থান করলেন। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকল। তাদের কেউ জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না যে, কুরবানীর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। তাই আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পাথর নিক্ষেপ কর, এতে কোন দোষ হবে না। অপর ব্যক্তি এসে বলল, আমি জানতাম না যে, মাথা কামানোর পূর্বে কুরবানী করতে হবে। অতএব আমি কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, তুমি কুরবানী কর। রাবী বলেন, মানুষ অজ্ঞতা বশত যেসব কাজের ক্ষেত্রে পরেরটি আগে করে ফেলেছে, এ সম্পর্কে বা এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলেই আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা তা করে নাও, এতে কোন দোষ হবে না।

২. ২৪- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ -

৩০২৪. হাসান আল-হলওয়ানী (র) ..... যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. ২৫- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النُّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كُذَّاءً وَكَذَا قَبْلَ كُذَّاءٍ وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كُذَّاءَ قَبْلَ كُذَّاءٍ وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ -

৩০২৫. আলী ইবন খাশরম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না যে, এই এই কাজ অমুক অমুক কাজের পূর্বে করতে হয়। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মনে করেছিলাম এই কাজ অমুক অমুক তিনটি (পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা কামানো) কাজের পূর্বে করতে হয়। তিনি বললেন : করে নাও, কোন অসুবিধা নেই।

২. ২৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةُ عِيسَى الْإِسْنَادِ

قَوْلُهُ لِهَوْلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ فَفِي رَوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ  
أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ -

৩০২৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহুইয়া উমাবী (র) ..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্ন বকর -এর বর্ণনা ইসার বর্ণনার অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় “ঐ তিন কাজ” কথাটুকু উল্লেখ নাই। ইয়াহুইয়া উমাবীর বর্ণনায় আছে : “আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করেছি, পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করেছি ইত্যাদি।”

৩.২৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ  
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ  
حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ فَادْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ -

৩০২৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা কমিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, এখন যবেহ কর। (অতঃপর একজন) বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করছি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই, তুমি এখন পাথর নিক্ষেপ কর।

৩.২৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا  
الِإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ يَمْنَى فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

৩০২৮. ইব্ন আবু উমর ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিনায় তাঁর উদ্বীর উপর অবস্থানরত দেখেছি। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩.২৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النُّحْرِ وَهُوَ وَقِفٌ عِنْدَ  
الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ  
إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ  
أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سِئَلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ أَفْعَلُوا وَلَا حَرَجَ -

৩০২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুহযায় (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকট অবস্থানরত ছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে

তাঁর নিকট এসে বলতে শুনলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা কামিয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন : কোন অসুবিধা নেই, পাথর নিক্ষেপ করে নাও। আরেক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, পাথর নিক্ষেপ করে নাও। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : পাথর নিক্ষেপ কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই। রাবী বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি, সেদিন যে সম্পর্কেই (আগে-পিছে করার ক্ষেত্রে) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন : কোন দোষ নেই, এখন করে নাও।

৩.২০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ -

৩০৩০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট কুরবানী, মাথা মুন্ডন, পাথর নিক্ষেপ, আগের অনুষ্ঠান পরে এবং পরের অনুষ্ঠান আগে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোন দোষ নেই।

#### ৫৪. بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النُّحْرِ

৫৪. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করা উত্তম

৩.২১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاصَ يَوْمَ النُّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النُّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنَى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ -

৩০৩১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে যোহরের সালাত আদায় করেন। নাফি' বলেন, ইব্ন উমর (রা)-ও কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করতেন, অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, নবী ﷺ এরূপ করেছেন।

#### ৫৫. بَابُ اسْتِحْبَابِ نَزْوِلِ الْمُحَصَّبِ يَوْمَ النُّحْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا بِهِ

৫৫. অনুচ্ছেদ : বিদায়ের দিন আল-মুহাস্সাবে অবতরণ এবং সেখানে যোহর ও পরের ওয়াক্তের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

৩.২২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

عَنْ أَبِي صَالِيٍّ الظُّهْرِيَّ قَالَ بِمَنْى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمْرًاؤُكَ -

৩০৩২. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবদুল আযীয ইব্ন রুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনার যা স্মরণ আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, (হজ্জ সমাপনান্তে) বিদায়ের দিন তিনি আসরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, বাতহা উপত্যকায়। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার প্রশাসকগণ যা করেন, তদ্রূপ কর।

৩.২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ -

৩০৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আবু বকর (রা) ও উমর (রা) আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করতেন।

৩.২৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سَنَةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ -

৩০৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) ..... নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্ন উমর (রা) মুহাসসাবে যাত্রা বিরতি সূনাত মনে করতেন। তিনি বিদায়ের দিন (১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ) সেখানে যোহরের সালাত আদায় করতেন। নাফি' বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাসসাবে যাত্রা বিরতি করেছেন এবং তাঁর পরে খলীফাগণও।

৩.২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسَنَةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ -

৩০৩৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহে অবতরণ করা সূনাত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল এজন্য সেখানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন যে, সেখান থেকে তাঁর জন্য যাত্রা করা সহজতর ছিল।

৩.২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -



৩০৩৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু রবি যাহরানী ও আবু কামিল (র) ..... হিশাম (র) থেকে। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩.২৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ -

৩০৩৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর (রা), উমর (রা) ও ইবন উমর (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। যুহরী বলেন, আমাকে উরওয়া অবহিত করেছেন যে, আয়েশা (রা) আবতাহে যাত্রা বিরতি করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র (বিশ্রামের জন্য) এখানে যাত্রা বিরতি করতেন যাতে সামনের পথ অতিক্রম সহজ হয়।

৩.২৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَلَّى لَأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩০৩৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, ইবন আবু উমর ও আহমদ ইবন আবদা (র) ..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাস্সাবে যাত্রা বিরতি বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি মঞ্জিল যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা বিরতি করেছেন।

৩.২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَنَى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قَبْئَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩০৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু রাফি' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনা থেকে রওনা হলেন তখন তিনি আমাকে আবতাহে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেননি। বরং আমি সেখানে পৌঁছে তাঁর খাটালাম, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে সেখানে অবতরণ করলেন। আবু রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মালপত্রের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

৩০৪০. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَ غَدَاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ -

৩০৪০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল সকালে খায়ফে বানু কিনানায় অবতরণ করব- যেখানে তারা (কাফিররা) কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ নিয়েছিল।

৩০৪১. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى نَحْنُ نَارِلُونَ غَدَاً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ إِنْ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاجِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ -

৩০৪১. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : আগামীকাল সকালে আমরা কিনানা গোত্রের ঘাঁটিতে অবতরণ করব যেখানে তারা কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ করেছিল। তা হচ্ছে- কুরায়শ ও কিনানা গোত্র হাশিম ও মুতালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, এরা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপন করবে না এবং বাণিজ্যিক লেনদেন করবে না- যতক্ষণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের হাতে অর্পণ না করবে- এ হচ্ছে সেই মুহাস্সাব।

৩০৪২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ -

৩০৪২. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ যদি আমাদের বিজয় দান করেন তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের মঞ্জিল হবে খায়ফে, যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ করেছিল।

৫৬. **بَابُ وَجُوبِ الْمُبَيَّتِ بِمَنَى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السَّقَايَةِ**

৫৬. অনুচ্ছেদ : আয়্যামে তাশরীকের রাতগুলো মিনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব। পানি সরবরাহকারীগণ এই নির্দেশের বহির্ভূত

৩.৪৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مَنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأُذِنَ لَهُ -

৩০৪৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস ইবন আবদুল মুস্তালিব (রা) মিনার রাতগুলো মক্কায় অতিবাহিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কারণ পানি সরবরাহের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।<sup>১</sup>

৩.৪৪. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৪৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৭. **بَابُ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسَّقَايَةِ وَالتَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا وَاسْتِحْبَابِ الشَّرْبِ مِنْهَا**

৫৭. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত, ভিত্তিদের প্রশংসা করা এবং (যমযমের) পানি পান করা মুস্তাহাব

১. তাওয়াফে ইফাযা শেষে মিনায় ফিরে আসা, এখানে দুই বা তিন রাত অবস্থান করা এবং প্রত্যহ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। তা হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের ঐকমত্য রয়েছে। সূরা বাকারার ২০০ নং আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈর সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী এখানে রাত যাপন করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক এবং আহমদেরও এই মত। কিন্তু ইবন আব্বাস (রা), হাসান বসরী ও ইমাম আবু হানীফার মতে এখানে রাত যাপন সুন্নাত। তবে পানি সরবরাহকারীগণের জন্যে এখানে রাত যাপন বাধ্যতামূলক নয় (নববীর শরাহ, মুসলিম, ১ খ, পৃ. ৪২৩)।

কেউ এখানে রাত যাপন না করলে তিন ইমামের মতে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব (পৃ. ৪২৪)। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব নয় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কুরবানী করতে হবে না। তার মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে : ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “জামরাতুর আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর তুমি যেখানে ইচ্ছা রাত কাটাতে পার।” (শায়খ আহমদ আবদুর রহমান আল-বান্না, আল ফাতহুর রাব্বানী, ১২খ, পৃ. ২২০)।

২.৪৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبْنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بَنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا يَخْلُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضَلَّهُ أُسَامَةُ وَقَالَ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩০৪৫. মুহাম্মদ ইবন মিনহাল যারীর (র) ..... বকর ইবন আবদুল্লাহ মুযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে কা'বার সন্নিহিতে বসা ছিলাম। এ সময় এক বেদুঈন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার? আমি দেখছি আপনার চাচাতো ভাইয়েরা (আগভুক্তদের) মধু ও দুধ পান করায়। আর আপনারা নাবীয (খেজুরের তৈরি শরবত) পান করান? তা কি আপনাদের দরিদ্রতার কারণে, না কৃপণতার কারণে? ইবন আব্বাস (রা) আল্হামদু লিল্লাহ উচ্চারণ করে বললেন, আমাদের না দারিদ্র্য আক্রান্ত করেছে, না কৃপণতা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীতে চড়ে এখানে এলেন এবং তাঁকে এক পেয়ালা নাবীয দিলাম। তিনি তা পান করলেন এবং অবশিষ্টটুকু উসামাকে পান করালেন। এরপর তিনি বললেন : “তোমরা খুবই উত্তম কাজ করেছ এবং এরূপই করতে থাক।” অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যা করার নির্দেশ দিয়েছেন- আমরা তার পরিবর্তন করতে চাই না।

৫৮- بَابُ الصَّدَقَةِ بِلَحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا وَأَنْ لَا يُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَجَوَازِ الْإِسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا

৫৮. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত, চামড়া ও উটের পিঠে ব্যবহৃত ঝুলদান- খয়রাত করা এবং এসব দিয়ে কসাইর পারিশ্রমিক পরিশোধ না করা

২.৪৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا -

৩০৪৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলোর নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলোর গোশত, চামড়া ও ঝুল দান-খয়রাত করে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তা দিয়ে কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন : আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব।



৩.৪৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবদুল কারীম জাযারী (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩.৪৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ -

৩০৪৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ..... আলী (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় কসাইয়ের মজুরীর কথা উল্লেখ নাই।

৩.৪৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بِدْنِهِ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطَى فِي جَزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا -

৩০৪৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, মুহাম্মদ ইবন মারযুক ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে তাঁর কুরবানীকৃত উটগুলির নিকট অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে উটের সমস্ত গোশত, চামড়া ও বুল মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করারও নির্দেশ দিলেন এবং তা থেকে কসাইকে মজুরী স্বরূপ কিছু দিতে নিষেধ করলেন।

৩.৫০. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ -

৩০৫০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আলী ইবন আবু তালিব (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৫৯- بَابُ جَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَأَجْزَاءِ الْبُدْنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

৫৯. অনুচ্ছেদ : ভাগে কুরবানী দেওয়া জায়েয এবং একটি উট অথবা গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়

৩.৫১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

৩০৫১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর (৬ষ্ঠ হিজরী) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছি।

৩.৫২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِثْلًا فِي بَدْنَةٍ -

৩০৫২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আহমদ ইবন ইউনুস (রা) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি উট বা গরু সাতজনে মিলে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

৩.৫৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

৩০৫৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ সমাপন করি। আমরা সাত শরীকে একটি করে উট বা গরু কুরবানী করেছি।

৩.৫৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدْنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدْنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا

مِنَ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرُ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ -

৩০৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জ ও উমরা পালনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাতজনে মিলে একটি উট কুরবানী করেছি। এক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, জায়ুরে যে ক'জন শরীক হতে পারে- বাদানাতেও কি অনুরূপ শরীক হওয়া যায়? তখন তিনি বললেন, উভয় তো একই। জাবির (রা) হৃদয়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা ঐদিন ৭০টি উট কুরবানী করেছি। প্রতিটি উটেই ৭জন শরীক ছিলাম।<sup>১</sup>

৩.৫৫. وَحَدَّثَنِي مُمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَمَرْنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدَى وَيَجْتَمَعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدْيَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ -

৩০৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি (জাবির রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইহরাম খোলার সময় কয়েকজন শরীক হয়ে এক-একটি পশু কুরবানীর নির্দেশ দেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি তাদেরকে (উমরা আদায়ের পর) হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩.৫৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَتَذْبَحُ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا -

৩০৫৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাতু হজ্জ করেছি। আমরা সাত শরীকে মিলে একটি গরু কুরবানী করেছি।

৩.৫৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ -

৩০৫৭. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

১. কুরবানীর উট এবং গরুকে 'বুদনা' ও জায়ুর বলা হয়। অবশ্য শব্দ দু'টি কেবল 'উট' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৩.৫৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ -

৩০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহুয়া উমাবী (রা) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করেছেন। কিন্তু ইব্ন বকর (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি তাঁর হজ্জ উদ্‌যাপনকালে একটি গাভী কুরবানী করেন।

### ৬. بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ قِيَامًا مَعْقُولَةً

৬০. অনুচ্ছেদ : উটকে দন্ডায়মান অবস্থায় কুরবানী করা মুস্তাহাব

৩.৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مَقِيدَةً سَنَةً نَبِيَّكُمْ ﷺ -

৩০৫৯. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র) ..... যিয়াদ ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে এলেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, এটাকে দাঁড় করিয়ে কুরবানী কর। এটাই তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত।

৬১. بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنْ بَاعِثَهُ لَا يُصِيرُ مُحَرَّمًا وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ -

৬১. অনুচ্ছেদ : যে নিজে (মকায়) যেতে ইচ্ছা রাখে না, তার পক্ষে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পাঠানো ও গলায় মালা পরানো এবং মালা পাকানো মুস্তাহাব। আর (থেরক) ইহরামকারীর অনুরূপ হবে না এবং এ কারণে তার উপর (ইহরামধারীদের মত) কোন কিছু হারাম হবে না।

৩.৬০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمُ -



৩০৬০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুযায়র ও আমরাহ্ বিনত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে তাঁর কুরবানীর পশু (মক্কার হরমে) পাঠাতেন। আমি তাঁর কুরবানীর পশুর (গলায় বাঁধার জন্য) মালা তৈরি করে দিতাম। এরপর তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না- যা থেকে ইহরামধারীদের বিরত থাকতে হয়।

৩. ৬১. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৬১. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে (উপরোক্ত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩. ৬২. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَفْتِلٍ قَلَانِدٍ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৩০৬২. সাঈদ ইব্ন মানসূর, যুহায়র ইব্ন হারব, খালফ ইব্ন হিশাম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখে সেই দৃশ্য ভাসছে- আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর (গলায় পরানোর জন্য) মালা তৈরি করে দিচ্ছি। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩. ৬৩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَانِدٍ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ -

৩০৬৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর মালা বানিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না এবং তা পরিহার করতেন না (যা হজ্জের ইহরামধারীকে পরিহার করতে হয়)।

৩. ৬৪. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَانِدٍ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرُهَا وَقَلَدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلًّا -

৩০৬৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর মালা বানিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কুরবানীর পশুকে চিহ্নিত করেন ও গলায় মালা বেঁধে দেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহয় পাঠিয়ে দেন এবং মদীনাতে অবস্থান করেন। ফলে তাঁর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি যা তাঁর জন্য হালাল ছিল।

৩.৬৫. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ أَفْتِلَ قِلَابِنْدَهَا بِيَدَيَّ ثُمَّ لَا يَمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَمْسِكُ عَنْهُ الْحَلَالُ -

৩০৬৫. আলী ইব্ন হুজর সা'দী ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। আমি নিজ হাতে এর মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না- যা থেকে কোন ইহরামবিহীন ব্যক্তি বিরত থাকে না।

৩.৬৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقِلَابِنْدَ مِنْ عَهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ -

৩০৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... উম্মুল মুমিনীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রংগীন পশমের সূতা যা আমাদের কাছে ছিল, তা দিয়ে এ সব মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি ভোরবেলা ইহরামবিহীন অবস্থায় উপনীত হতেন এবং আমাদের কাছে আসেন, ইহরামবিহীন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তিনিও তাই করেছেন; কিংবা তিনি বলেন, লোকে তার স্ত্রীর কাছে যে ভাবে এসে থাকে, তিনিও সেভাবে আসেন।

৩.৬৭. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا -

৩০৬৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর মেঘের জন্য মালা তৈরিরত দেখতে পাচ্ছি। তিনি তা হরমে পাঠিয়ে দেন এবং আমাদের মাঝে অবস্থান করেন ইহরামবিহীন ব্যক্তির মতো।

৩.৬৮. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاْخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُقْلَدُ هَدْيَهُ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ -

৩০৬৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম এবং তিনি তা নিজের কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন, এরপর তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং এমন কোন কিছু থেকে বিরত থাকতেন না - যা থেকে ইহরামধারী ব্যক্তি বিরত থাকে।

৩.৬৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا -

৩০৬৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর হরমে (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) ছাগল পাঠান এবং এর গলায় মালা বাঁধেন।

৩.৭০. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقْلَدُ الشَّاةَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ -

৩০৭০. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বকরীর গলায় মালা পরিয়ে তা (কুরবানীর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহয়) পাঠিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিলেন এবং কোন জিনিস তাঁর জন্য হারাম ছিল না (যা মুহরিমের জন্য হারাম)।

৩.৭১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَأَكْتُبِي إِلَى بِأَمْرِكَ قَالَتْ عُمَرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ -

৩০৭১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। ইবন যিয়াদ (র) আয়েশা (রা)-এর কাছে লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন : “যে ব্যক্তি (মক্কার হরমে) কুরবানীর পশু পাঠায়, হাজীদের জন্য যা করা হারাম তার জন্যও তা করা হারাম যতক্ষণ না ঐ পশু কুরবানী করা হয়। আমি কুরবানীর পশু (হরমে) পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত আমাকে লিখে জানাবেন।” আমরাহ বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইবন আব্বাস (রা) যে ভাবে বলেছেন, ব্যাপারটি তা নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর (গলায় বাঁধার) জন্য মালা তৈরি করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা পশুর গলায় বেঁধেছেন, তারপর আমার পিতার মাধ্যমে তা (হরম শরীফ) পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি- যা আল্লাহ তা’আলা তাঁর জন্য হালাল করেছেন। অতঃপর পশু কুরবানী করা হয়েছে।

৩.৭২. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ.

৩০৭২. সাঈদ ইবন মানসূর (র) ..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে পর্দার আড়াল থেকে হাত তালি দিয়ে বলতে শুনেছি : আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি (তাঁর) কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পশু কুরবানী হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না যা থেকে সাধারণত ইহরামধারী ব্যক্তিগণ বিরত থাকে।

৩.৭৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩০৭৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

## ৬২. بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمَهْدَةِ لِمَنْ اِحْتِاجَ اِلَيْهَا

৬২. অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনবোধে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয

৩.৭৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرُكِبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ أَرُكِبُهَا وَيْلَكَ فِي الثَّلَاثَةِ.



৩০৭৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন : এর পিঠে সওয়ার হও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কুরবানীর উট। তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর।

৩.৭৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقْلَدَةً -

৩০৭৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু যিনাদ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, একদা এক ব্যক্তি গলায় মালা পরিহিত একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

৩.৭৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقْلَدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا فَقَالَ بَدَنَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا -

৩০৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্ন মুনব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে এই হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এর গলায় মালা পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে চড়ে যাও।

৩.৭৭. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالََا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأُظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

৩০৭৭. আমরুন-নাকিদ, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর উট। তিনি দুই-তিনবার বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও।

২.৭৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَدْنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدْنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ وَإِنْ -

৩০৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে কুরবানীর উট অথবা কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন : পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর উট, কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তাহলেও।

২.৭৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَرُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَدْنَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩০৭৯. আবু কুরায়ব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি কুরবানীর উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ..... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২.৮০. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَنِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا الْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩০৮০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রয়োজনবোধে এর পিঠে আরোহণ করতে পার, একে কষ্ট না দিয়ে- যতক্ষণ না অন্য সওয়ারী পাও।

২.৮১. وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩০৮১. সালামা ইবন শাবীব (র) ..... আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সহানুভূতির সাথে এর পিঠে আরোহণ কর- যদি অন্য সওয়ারী না পাও।

## ৬২- بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

৬৩. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে কি করতে হবে?

৩. ৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهَذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ ابْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَارْحَفْتُ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَمِيَ بِشَأْنِهَا إِنَّ هِيَ ابْدَعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا فَقَالَ لَنَنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِيزَنَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِتِّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرُهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدَعَ عَلَيَّ مِنْهَا قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ -

৩০৮২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... মুসা ইবন সালামা ছযালী (র) বলেন, আমি ও সিনান ইবন সালামা উমরা পালনের জন্য রওনা হলাম। সিনানের একটি কুরবানীর উট ছিল। সে পশুটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে পশুটি অচল হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে সে অসহায় ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং (মনে মনে বলল) এ যদি সামনে অগ্রসর না হতে পারে, তবে এটাকে কি করে গন্তব্যস্থলে নেয়া যাবে? সে বলল, যদি মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে পারতাম তবে এ সম্পর্কে ভালরূপে মাসআলা জেনে নিতাম। রাবী বলেন, আমরা দিনের প্রথমভাগে আবার চলতে শুরু করলাম এবং 'বাতহা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিলাম। সিনান বলল, চল আমরা ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে (বিষয়টি) আলোচনা করি। রাবী বলেন, সিনান তার নিকটে নিজের উটের কথা বর্ণনা করল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি উত্তমরূপে অবহিত ব্যক্তির নিকটই বিষয়টি বর্ণনা করেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির মাধ্যমে ষোলটি উট (মক্কার হরমে) পাঠালেন এবং তাকে এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। রাবী বলেন, সে রওনা হয়ে গেল এবং পুনরায় ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি এর মধ্যকার কোন পশু চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে কি করব? তিনি বললেন : তা যবেহ কর এবং এর (গলায় বাঁধা) জুতা জোড়া রক্তে রঞ্জিত করে এর কুঁজের উপর রেখে দাও। এর গোশত তুমিও খাবে না তোমার সংগীদের কেউও খাবে না।

৩. ৮২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ -

৩০৮৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আঠারটি উট (কুরবানীর জন্য মক্কার হরমে) পাঠালেন। ..... অবশিষ্ট আবদুল ওয়ারিসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে হাদীসের প্রথমাংশের (সিনানের সাথে সংশ্লিষ্ট) ঘটনা উল্লেখ নেই।

২.৮৪. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانِ الْمُسَمْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُذْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَأَنْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمُهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ -

৩০৮৪. আবু গাস্‌সান মিসমাসি (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট যুওয়াযব আবু কাবীসা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরবানীর উটসহ (মক্কায়) পাঠাতেন এবং বলে দিতেন : “এগুলোর মধ্যকার কোন উট দুর্বল হয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং তুমি এর মৃত্যুর আশংকা করলে তা যবেহ করে দিও। অতঃপর এর (গলায় বাঁধা) জুতা জোড়া রক্ত রঞ্জিত করে এর কুঁজে ছাপ মেরে দিও। তুমি এবং তোমার সংগীদের কেউই এ গোশত খাবে না।”

## ৬৬- بَابُ وَجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

৬৪. অনুচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক কিন্তু ঋতুমতী মহিলার ক্ষেত্রে তা পরিত্যাজ্য

২.৮৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْفِرُنْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلُّ وَجْهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي -

৩০৮৫. সাঈদ ইবন মানসূর ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “কেউই যেন শেষবারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে।” যুহায়রের বর্ণনায় ‘ফী’ (মাঝে) অব্যয়টি উল্লেখিত হয়নি।

২.৮৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْأَفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ -

৩০৮৬. সাঈদ ইবন মানসূর ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) ..... ইবন আব্বাস (রা) বলেন, লোকদেরকে (প্রত্যাবর্তনকালে) শেষবারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঋতুমতী মহিলাদেরকে তা থেকে বেহাই দেয়া হয়েছে।



৩.৮৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ -

৩০৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সংগে ছিলাম। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি কি এই ফাতওয়া দিচ্ছেন যে, হায়যগ্ধস্ত মহিলারা বিদায়ী তাওয়াফ না করেই প্রস্থান করতে পারবে? ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, যদি আপনি আশ্বস্ত না হতে পারেন, তবে অমুক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাউস বলেন, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হাসতে হাসতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি মনে করি আপনি সত্য কথাই বলেছেন।

৩.৮৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَابِسْتُنَاهِيَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ -

৩০৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) ..... আবু সালমা ও উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া বিনত হুওয়াই (রা) তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগ্ধস্ত হয়ে পড়েন। আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমি তার হায়যের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগ্ধস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে সে রওনা হতে পারে।<sup>১</sup>

১. হাজীগণকে তিনবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে হয় : (১) মক্কা শরীফে পৌঁছেই। এটাকে বলে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ। এই তাওয়াফ সুন্নাত। (২) ১০ই যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে। এটাকে বলে তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ। এই তাওয়াফ ফরয এবং হজ্জের রুকন। (৩) মক্কা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে। এটাকে বলে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে কোন মহিলা হায়যগ্ধস্ত হলে বা বাচ্চা প্রসব করলে সে পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। পাক হওয়ার পর এই তাওয়াফ সেরে প্রস্থান করবে। তাদের ক্ষেত্রে তাওয়াফে বিদা বাধ্যতামূলক নয় (অনুবাদক)।

২.৮৯. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْاِسْنَادِ قَالَتْ طَمِثْتُ صَفِيَّةً بِنْتُ حُنَى زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

৩০৮৯. আবু তাহির, হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ও আহমদ ইবন ইসা (র) ..... ইবন শিহাব (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত : আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনত হুওয়াই বিদায় হজ্জকালে পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগত হন। ..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত লায়সের হাদীসের অনুরূপ।

২.৯০. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةً قَدْ حَاضَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ -

৩০৯০. কুতায়বা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, সাফিয়া (রা)-এর হায়য হয়েছে। অবশিষ্ট যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

২.৯১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ قَالَتْ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسْتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا اِذْنَ -

৩০৯১. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, সাফিয়া (রা) তাওয়াফে ইফাযা করার পূর্বেই হায়যগত হয়ে পড়বেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন : “সাফিয়া আমাদের আটকে রাখবে হয়ত।” আমরা বললাম, তিনি তাওয়াফে ইফাযা করেছেন। তিনি বললেন : “তাহলে আটকে পড়ার কোন কারণ নেই।”

২.৯২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةً بِنْتُ حُنَى قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنْ بِالْبَيْتِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ -

৩০৯২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়া বিনত হুওয়াই হায়যগ্গতা হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হয়ত সে আমাদের আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সংগে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেনি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তোমরা চল।

৩. ৯২- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَحَائِضَتُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ۔

৩০৯৩. হাকাম ইবন মুসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন পুরুষ স্ত্রীর সাথে সাধারণত যা করার ইচ্ছা করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাফিয়া (রা)-এর সাথে তাই করার ইচ্ছা করলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি হায়যগ্গতা। তিনি বললেন : তাহলে সে তো আমাদের এখানে অবস্থান করতে বাধ্য করবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ-এর) যিয়ারত করেছেন। তিনি বললেন : তাহলে সে তোমাদের সংগে যাত্রা করুক।

৩. ৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَازٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَنِيْبَةً حَزِيْنَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكَ لَحَائِضَتُنَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَكُنْتَ أَفْضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي۔

৩০৯৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়াকে তাঁর তাঁবুর দরজায় চিন্তিতা ও অবসাদগ্রস্তা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : বক্ষ্যা, নেড়ি! তুমি আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে? তিনি পুনরায় তাকে বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে রওনা হও।

৩. ৯৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْنُ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَنِيْبَةً حَزِيْنَةً۔





৩০৯৭. আবুর-রবী যাহরানী, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কায়) এলেন এবং কা'বার চত্বরে অবতরণ করলেন। অতঃপর উসমান ইব্ন তালহা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি চাবি নিয়ে এলেন এবং (কা'বার) দরজা খুললেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী ﷺ বিলাল, উসামা ইব্ন যায়দ ও উসমান ইব্ন তালহা (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ দরজা (ভিতর থেকে) বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, অতএব তা বন্ধ করে দেয়া হলো। তারা কিছু সময় ভিতরে অবস্থান করলেন। অতঃপর দরজা খোলা হ'ল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বাইরে সকলের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মিলিত হলাম এবং বিলাল তাঁর পেছনে ছিলেন। আমি বিলালকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন্ জায়গায়? বিলাল (রা) বললেন, তাঁর সামনের দুইটি থামের মাঝখানে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, তিনি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, বিলালের নিকট তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গেছি।

৩.৯৮. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِقِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ اتَّبِنِي بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ أَوْ لَيَخْرُجَنُ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي قَالَ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৩০৯৮. ইব্ন আবু উমর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর উদ্বীতে আরোহণ করে (মক্কায়) আগমণ করেন। উসামা (রা) উদ্বীকে কা'বার চত্বরে বসান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইব্ন তালহা (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, আমার নিকট (কা'বার) চাবি নিয়ে এসো। তিনি তার মায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে চাবি চাইলেন কিন্তু তিনি তাকে চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানান। উসমান (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! তাঁকে চাবি দিন, অন্যথায় এই তরবারি আমার পিঠ ভেদ করে চলে যাবে। অতঃপর তিনি তাকে চাবি দিলেন। তিনি চাবি নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে তা তাঁর নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি কা'বার দরজা খুললেন। ..... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাম্মাদ ইব্ন যায়দের হাদীসের অনুরূপ।

২.৯৯. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاجْتَفَوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩০৯৯. যুহায়র ইবন হারব, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সংগে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা (রা)। লোকেরা অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করে রাখল। অতঃপর তা খোলা হ'ল। আমিই সর্বপ্রথম (অগ্রসর হয়ে ভিতরে) প্রবেশ করে বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কান স্থানে সালাত আদায় করেছেন? বিলাল বললেন, সামনের দুই থামের মাঝখানে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

৩১০০. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالُ وَأَسَامَةُ وَأَجَافُ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيُّنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا هَهُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى -

৩১০০. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের নিকটে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে নবী ﷺ বিলাল ও উসামা (রা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। উসমান ইবন তালহা (রা) দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছু সময় কা'বার অভ্যন্তরে অবস্থান করলেন; অতঃপর দরজা খোলা হ'ল এবং নবী ﷺ বরিয়ে এলেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম এবং বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তারা বললেন, এখানে। ইবন উমর (রা) বলেন, তিনি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন তা আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

৩১০১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينَ -

৩১০১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) ..... সালিম (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা (রা) বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তারা দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর যখন তারা দরজা খুললেন, তখন প্রথমেই আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাথে মিলিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি দুই ইয়ামানী থামের মাঝখানে সালাত আদায় করেছেন।

২১.২- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أَغْلَقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ ابْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينَ -

৩১০২. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, উসামা ইবন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা (রা)-কে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখলাম। তাদের সংগে আর কেউ প্রবেশ করেনি। অতঃপর দরজ বন্ধ করে দেয়া হ'ল। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, বিলাল অথবা উসমান ইবন তালহা (রা) আমাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার কেন্দ্রস্থলে ইয়ামানী দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

২১.৩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسْمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قَبْلِ الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَائِهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ -

৩১০৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেবল তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়নি? আতা বললেন, ইবন আব্বাস (রা) তো কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশে নিষেধ করেননি, বরং আমি তাকে বলতে শুনেছি : উসামা ইবন যায়দ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর সকল পার্শ্বে দু'আ করেছেন কিন্তু বের হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত আদায় করেননি। তিনি বের হয়ে এসে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছে এবং বলেছেন, এ হ'ল কিবলা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর পার্শ্ব বলতে কি বুঝায়? তা দিয়ে কি কোণ বুঝানো হয়েছে? তিনি (আতা) আরও বললেন, এর সমস্ত পার্শ্ব ও কোণই কিবলা।

১. সে দু'টি থাম ইয়ামানী রুকনের দিকে অবস্থিত।

২১.৪- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ -

৩১০৪. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। আর তাতে ছিল ছয়টি স্তম্ভ। একটি থামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি দু'আ করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেননি।

২১.৫- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا -

৩১০৫. সুরায়জ ইবন ইউনুস (র) ..... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাহাবী আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ উমরা আদায়কালে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন কি? তিনি বললেন, না।<sup>১</sup>

## ৬৬- بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

৬৬. অনুচ্ছেদ ৪: কা'বা ঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ

২১.৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا حَدَاثَةٌ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ

১. ফিকহশাক্বের মূলনীতি (উসূল-ফিকহ) অনুযায়ী ইতিবাচক ও নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য- ইবাদত-এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক হাদীসকে নেতিবাচক হাদীসের উপর এবং “হারাম-হালালের” ক্ষেত্রে নেতিবাচক হাদীসকে ইতিবাচক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে যদি তা নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হযরত বিলাল (রা)-এর বর্ণনা ইতিবাচক। এজন্য মুহাদ্দিসগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কা'বা শরীফের অভ্যন্তর, এর দেয়াল অথবা দরজার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা জায়েয কিনা - এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম সুফয়ান সাওরী (র) সহ জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলিম)-এর মতে কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা জায়েয- তা ফরয অথবা নফল যে সালাতই হোক। ইমাম মালিক (র)-এর মতে সাধারণত নফল সালাত আদায় করা জায়েয, ফরয, বিতর, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাহ এবং তাওয়াফের দু'রাক'আত ইত্যাদি পড়া জায়েয নয়। ইবন জারীর তাবারী, আসবাণ মালিকী এবং কোন কোন আহলে জাওয়াহিরের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরয-নফল কোন প্রকার সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

এখানে ‘উমরাতুল কাযা’-এর কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭ম হিজরীতে তা আদায় করেন ( কাফিরদের প্রতিরোধের ফলে ৬ষ্ঠ হিজরীতে যে উমরা পালন করা সম্ভব হয়নি)। তখন কা'বার অভ্যন্তরে অসংখ্য মূর্তি স্থাপিত ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অংকিত থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর কা'বাকে মূর্তি ও প্রতিকৃতি মুক্ত করার পর তিনি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সালাত আদায় করেন।



وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ  
لَهَا خَلْفًا -

৩১০৬. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জাতির লোকদের কুফরী পরিত্যাগের যুগটি নিকটবর্তী না হলে আমি কা'বাঘর ভেঙ্গে তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতাম। কারণ কুরায়শগণ কা'বাঘর নির্মাণের সময় এর আয়তন ছোট করে দিয়েছে। আর তার পেছনে একটি দরজা স্থাপন করতাম।

۳۱.۷. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا  
الِاسْنَانِ -

৩১০৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত।

۳۱.۸. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ  
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ  
قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا حَدِثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ  
سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ الَّذِينَ  
يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ -

৩১০৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি কি দেখনি যে, তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বাঘর নির্মাণের সময় তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তিগুলোর চেয়ে ছোট করে দেয়? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতে চান? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কওমের কুফরী পরিত্যাগের যুগটি যদি নিকটতর না হতো (তবে তাই করতাম)। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, যদিও বা আয়েশা (রা) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনে থাকবেন। কিন্তু হাজারের নিকটবর্তী উভয় রুকনের স্পর্শ ত্যাগ করতে দেখিনি। তবে বায়তুল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর গোটা ভিতের উপর পুনর্নির্মিত হয়নি।

۳۱.۹. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ  
سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا

مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ لَا أَنْ قَوْمِكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَانْفَقْتُ كَنْزَ الْكُعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ بِأَبَاهَا بِالْأَرْضِ وَلَادَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ -

৩১০৯. আবুত-তাহির ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি জাহিলী যুগের কাছাকাছি না হতো অথবা নিকট অতীতে কুফরী ত্যাগ না করত, তবে আমি অবশ্যই কা'বায় পূজীভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম।

২১১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا أَنْ قَوْمِكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحَجَرِ فَإِنْ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتْ الْكُعْبَةَ -

৩১১০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... সাঈদ ইবন মীনাআ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমার খালা আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ বললেন : হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিকট অতীতে শিরক পরিত্যাগ না করলে আমি কা'বাঘর ভেংগে এর ভিত ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম। এর দু'টি দরজা করতাম- একটি পূর্বদিকে, অপরটি পশ্চিমদিকে এবং আল-হাজার (হাতীম)-এর ছয় গজ স্থান কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতাম। কেননা কুরায়শরা কা'বা ঘর নির্মাণকালে এর ভিত ছোট করে দেয়।

২১১১. حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرْكُهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّثَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكُعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ ابْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أَصْلِحْ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيُ فِيهَا أَرَى فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدْعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ

عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتَهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَهُ  
فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرُ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ  
رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ  
حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ  
حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَتَرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ  
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ  
عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ ادْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ  
خُمْسَ أَذْرُعٍ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَإِنَّا الْيَوْمَ  
أَجْدُمَا أَنْفَقُ وَلَيْسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيهِ خُمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أَسَا  
نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكُعْبَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ  
اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طَوْلِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يَخْرُجُ  
مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ  
وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أَسْ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ  
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي طَوْلِهِ  
فَأَقْرِهْ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَنَقَضَهُ  
وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ -

৩১১১. হান্নাদ ইবনুস সারী (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার সময় কা'বাঘর দক্ষীভূত হয়েছিল- যখন সিরীয় বাহিনী মক্কায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিল (৬৩ হিজরী) এবং কা'বার যা হবার তাই হ'ল। হজ্জের মৌসুমে লোকদের আগমনের সময় আবদুল্লাহ ইবন যুবাযর (রা) কা'বাকে এই অবস্থায় রেখে দিলেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল লোকদেরকে উদ্দীপ্ত করা অথবা তাদের মধ্যে সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মনোবল সৃষ্টি করা। লোকেরা সমবেত হলে তিনি বললেন, হে জনগণ! আমাকে কা'বাঘর সম্পর্কে পরামর্শ দিন। আমি কি তা ভেংগে ফেলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুলব, নাকি শুধু এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করব?

ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমার মনে একটি মতের উদয় হয়েছে, আমি মনে করি যে, শুধু ক্ষতিগ্রস্ত অংশ তুমি মেরামত করবে এবং লোকদের ইসলাম গ্রহণ ও নবী ﷺ-এর নবুওয়াত লাভকালীন সময়ে কা'বাঘর ও পাথরসমূহ যে অবস্থায় ছিল, তা সেই অবস্থায় রেখে দেবে। ইবন যুবাযর (রা) বললেন, আপনাদের কারো ঘর অগ্নিদগ্ধ হলে তা সংস্কার না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন না। অতএব আপনাদের প্রতিপালকের ঘর

কি করে এরূপ জীর্ণ অবস্থায় রাখা যেতে পারে? আমি আমার রব-এর কাছে তিন দিন ইস্তিখারা করব (অভিপ্রায় অবগত হওয়ার জন্য)। অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তিন দিন পর তিনি কা'বাঘর ভেংগে পুনর্নির্মাণের দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

লোকেরা আশংকা করল যে, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে উঠবে, সে হয়ত কোন আসমানী গযবে নিপতিত হবে। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি (ছাদ ভাংগার জন্য) কা'বার ছাদে উঠল এবং তার একটি পাথর নীচে ফেলল। লোকেরা যখন দেখল সে কোন বিপদে পড়েনি, তখন তারাও তাকে অনুসরণ করল এবং কাবাঘর ভেংগে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিল। অতঃপর ইব্ন যুবায়র (রা) কতগুলো থাম স্থাপন করে এগুলোর সাথে পর্দা বুলিয়ে দিলেন। অবশেষে কা'বার দেয়ালের গাঁথুনি উচ্চ হ'ল।

ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, অবশ্যই আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : "লোকেরা যদি নিকট অতীতে কুফরী ত্যাগ না করত এবং আমার নিকটও কা'বাকে পুনর্নির্মাণ করার মত অর্থ-সামর্থ্যও নেই- তাহলে আমি অবশ্যই আল-হাজার (হাতীম)-এর পাঁচ গজ স্থান কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং লোকদের প্রবেশের জন্য ও বের হওয়ার জন্য এর দুটি দরজা বানাতাম।" ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, বর্তমানে আমার হাতে তা নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে এবং লোকদের তরফ থেকেও কোন প্রতিবাদের আশংকা নেই। রাবী বলেন, এরপর তিনি হাতীমের পাঁচ গজ এলাকা কা'বার অন্তর্ভুক্ত করলেন। ফলে তা (পুরাতন) ভিতের উপর গড়ে উঠল [যার উপর ইবরাহীম (আ) তা গড়েছিলেন] এবং লোকেরা তা অবলোকন করল। এই ভিতের উপর দেয়াল গড়ে তোলা হ'ল। কা'বার দৈর্ঘ্য ছিল আঠার গজ। তা যখন (প্রস্থে) বাড়ানো হ'ল, তখন (স্বাভাবিকভাবেই দৈর্ঘ্যে) তা ছোট হওয়ায় দৈর্ঘ্যে তা আরও দশ গজ বৃদ্ধি করা হ'ল এবং এর দু'টি দরজা নির্মাণ করা হ'ল, একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য।

ইব্ন যুবায়র (রা) শহীদ হলে হাজ্জাজ (ইব্ন ইউসূফ) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে তা লিখে জানাল। সে আরও জানাল যে, ইব্ন যুবায়র (কা'বারঘর) সেই ভিতের উপর নির্মাণ করেছে [যা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর ভিত] এবং মক্কার বিশ্বস্ত লোকেরা তা যাচাই করে দেখেছে। আবদুল মালিক তাকে লিখে পাঠালেন যে, কোন বিষয়ে ইব্ন যুবায়রকে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন আমাদের নেই। সে দৈর্ঘ্যে যতটুকু বর্ধিত করেছে, তা বহাল রাখ এবং হাতীমের দিকে যতটুকু বর্ধিত করেছে, তা ভেঙ্গে পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসো। আর সে যে (নতুন) দরজা খুলেছে তা বন্ধ করে দাও। এরপর হাজ্জাজ তা ভেংগে পূর্বের ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করে।<sup>১</sup>

১. ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার রাজত্বকালে (৬১-৬৩ হি/-৬৮০-৮৩ খ্রি.) ইসলামের ইতিহাসে তিনটি জঘন্যতম ও বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে। (১) ৬১ হিজরীর মুহররম মাসে কারবালা প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসায়ন (রা) উমায়্যা বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গোটা মুসলিম জাহানে, বিশেষত মক্কা ও মদীনার পবিত্র নগরীদ্বয়ে গণঅসন্তোষ দেখা দেয় এবং তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। তা দমনের জন্য উমায়্যা সেনাপতি মুসলিম ইব্ন উকবার নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। (২) ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট হাররা নামক স্থানে এই বাহিনীর সাথে মদীনাবাসীদের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং মদীনাবাসীগণ পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে নবী ﷺ-এর বহু মুহাজির ও আনসার সাহাবী শহীদ হন এবং বিজয়বাদাসে উন্মত্ত সিরীয় বাহিনী তিন দিন ধরে মদীনার পবিত্র নগরী লুণ্ঠন করে। অতঃপর তারা মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। এখানে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর দৌহিত্র আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) ইতিমধ্যে নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন। পশ্চিমদিকে সেনাপতি মুসলিমের মৃত্যু হলে হুসায়ন ইব্ন নুমায়র সিরীয় বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায়।



২১১২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِيدٍ وَقَدْ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا حُبَيْبٍ يَغْنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزَعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشُّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيكَ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَذَرِينَ لِمَنْ كَانَ قَوْمُكَ رَفَعُوا بِأَبِهَا قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ تَعَزَّزَا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَكُنْ سَاعَةً بِعِصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَبَدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحْمَلُ -

৩১১২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ... হারিস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু রবিআ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উবায়দ বলেন, হারিস ইবন আবদুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের রাজত্বকালে তার নিকট গিয়েছিলেন। আবদুল মালিক বললেন, আমি মনে করি না যে, আবু যুবায়র অর্থাৎ ইবন যুবায়র (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন যার দাবি তিনি করে থাকেন। [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর ভিত-এর উপর কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভিপ্রায় সম্পর্কিত কোন হাদীস তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনেছেন]। হারিস বলেন, হ্যাঁ, আমি নিজেই তার নিকট এই হাদীস শুনেছি। আবদুল মালিক বললেন, আপনি তাকে কি বলতে শুনেছেন? হারিস বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “তোমার কণ্ঠের লোকেরা কা'বা ঘরের ভিত (আয়তনে) ছোট করে ফেলেছে। নিকট অতীতে তারা শিরক

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] (৩) তারা ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মক্কা নগরী অবরোধ করে এবং পাহাড়ের উপর থেকে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের উপর পাথর বর্ষণ করে অগ্নিসংযোগ করে এবং মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। তারা হাজ্জারে আসওয়াদ ভেঙে তিন টুকরা করে ফেলে। এই বছরের নভেম্বর মাসে ইয়াযীদের মৃত্যু হলে সিরীয় বাহিনী অবরোধ তুলে দামেশকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ইবরাহীম (আ)-এর ভিত-এর উপর কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে আরাফাত যুদ্ধে হাজ্জাজ বাহিনীর হাতে ইবন যুবায়র (রা) শহীদ হলে উমায়্যা রাজ আবদুল মালিক পুনরায় কা'বাঘর সংস্কারের নির্দেশ দেন। হাদীসে সেই ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে।

পরিত্যাগ না করলে আমি তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি আমার পরে তা পুনর্নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে এস, আমি তোমাকে তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু দেখিয়ে দিই"- অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা-কে (হাতীম সংলগ্ন) প্রায় সাত গজ স্থান দেখিয়ে দিলেন। এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবন উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত। ওয়ালীদ ইবন আতা এ বর্ণনার উপর আরো বৃদ্ধি করেছেন : নবী ﷺ বলেছেন : "আমি যমীনের সমতলে দু'টি দরজাও নির্মাণ করতাম- একটি পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিমদিকে। তুমি কি জান তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বার দরজা (ভূমি থেকে) উচুতে স্থাপন করেছে কেন?" আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, না। নবী ﷺ বললেন : "গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে (তারা এটা করেছে) যাতে কেবল সেই ব্যক্তিই কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে- যাকে তারা অনুমতি দেবে। যখন কোন ব্যক্তি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা করত, তারা তাকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দিত। এমনকি সে যখন তাতে প্রবেশ করত, তখন তারা তাকে টেনে নীচে ফেলে দিত।" আবদুল মালিক হারিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আয়েশা (রা)-কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, কিছুক্ষণ তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন, এরপর বললেন : আমি তার (ইবন যুবায়র) কাজ স্ব অবস্থায় বহাল রাখার আকাঙ্ক্ষা করছি।

২১১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ -

৩১১৩. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে এই সনদে ইবন বকর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১১৪. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتِلُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا حَدَّثَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكَ قَصَرُوا فِي الْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّا سَمِعْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ تَحْدُثُ هَذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ -

৩১১৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আবু কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে বলে উঠলেন, আব্বাহ ইবন যুবায়রকে ধ্বংস করুন- যেহেতু সে উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে যে, সে তাকে নাকি বলতে শুনেছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় যদি নিকট অতীতে কুফরী পরিত্যাগকারী না হতো তবে আমি কা'বাঘর ভেংগে তাতে হাতীমের

অংশ যুক্ত করে দিতাম। কারণ তোমার সম্প্রদায় কা'বার আয়তন ছোট করে দিয়েছে।” (আবদুল মালিকের এই কথার উপর) হারিস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু রবীআ বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এই কথা আর বলবেন না। কারণ আমি নিজে উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)-কে একথা বলতে শুনেছি। অতঃপর আবদুল মালিক বললেন, কা'বায়র ভাংগার পূর্বে যদি আমি তা শুনতে পেতাম, তাহলে ইবন যুবায়ের ভিতের উপরই তা অটুট রাখতাম।

২১১৫- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتَ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنْ قَوْمُكَ قَصَّرَتْ بِهِمُ النِّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوا مِنْ شَاوَأُ وَيَمْنَعُوا مِنْ شَاوَأُ وَلَوْ لَا أَنْ قَوْمُكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخَافَ أَنْ تُنْكَرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ -

৩১১৫. সাঈদ ইবন মানসুর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হাতীমের দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তারা কেন এটাকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেনি? তিনি বললেন : তোমার সম্প্রদায়ের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : তাও তোমার সম্প্রদায়ের কান্ড- যাতে তাদের কাক্ষিত ব্যক্তি তাতে প্রবেশাধিকার পায় এবং অবাস্তিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। তোমার কওমের জাহিলিয়াত পরিত্যাগের যুগ নিকটতম না হলে এবং আমার যদি এই আশংকা না হতো যে, তাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে- তা হলে আমি অবশ্যই (হাতীমের) দেয়াল বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং কা'বার দরজা যমীনের সমতলে স্থাপন করার বিষয়ে বিবেচনা করতাম।

২১১৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجَرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلْمٍ وَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ تُنْفَرِ قُلُوبُهُمْ -

৩১১৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-হাজার (হাতীম) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর পূর্বোক্ত আবুল-আহওয়াসের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আছে [আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন], “এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, সিঁড়ি ব্যতীত তাতে উঠা যায় না?” এতে আরো আছে : “তাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশংকায়।”

## ৬৭. ۞ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

৬৭. অনুচ্ছেদ : বিকলাংগ, বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হতে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদন

৩১১৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَادِعِ -


৩১১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাসআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আসলো। ফযলও তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযল -এর মুখমন্ডল অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন - তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর অবস্থান করতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

৩১১৮. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحُجِّي عَنْهُ -

৩১১৮. আলী ইব্ন খাশরম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই ফযলের সূত্রে বর্ণিত। খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তার উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি তার উটের পিঠে বসে থাকতে সক্ষম নন। নবী ﷺ বললেন : তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।



৬৮. অনুচ্ছেদ : নাবালকের হজ্জ করা জায়েয এবং যে ব্যক্তি তাকে হজ্জ করতে সহায়তা করে, সে সাওয়াবের অধিকারী হবে

৩১১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী  রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাত পেলেন এবং তিনি বললেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা আরও জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল। এরপর এক মহিলা তাঁর সামনে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে।

৩১২০. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার শিশু পুত্রকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য হজ্জ হবে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ এবং তোমার জন্য রয়েছে সাওয়াব।

৩১২১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার শিশুকে তুলে ধরে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর হজ্জ হবে কি? তিনি বললেন, হাঁ এবং তোমার জন্য সাওয়াব হবে।

٣١٢٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ -

৩১২২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

## ৬৭. بَابُ فَرَضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ

৬৯. অনুচ্ছেদ : জীবনে একবার হজ্জ পালন ফরয

২১২২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خُطِبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلْتُ عَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ -

৩১২৩. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন : হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি প্রতি বছর? রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি হাঁ বললে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন : তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধীতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই— তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর।

## ৭. بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مُحَرَّمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

৭০. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের মাহরামের সঙ্গে হজ্জ অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় সফর করা

২১২৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَمٍ -

৩১২৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা যেন সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের (দূরত্বে) সফর না করে।

৩১২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحَرَّمٍ -

৩১২৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ...উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। আবু বকর (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে 'তিন দিনের অতিরিক্ত' আর ইবন নুমায়র (র)-এর পিতার সূত্রের বর্ণনায় রয়েছে- 'সালাসাহ' (তিনরাত)

৩১২৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحَرَّمٍ -

৩১২৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে- তার জন্য সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া তিন দিনের দূরত্বের পথের সফর করা বৈধ নয়।

৩১২৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْدُوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحَرَّمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا -

৩১২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনি নি তা কেন তাঁর নামে বলব। কাযা'আ (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা কেবল তিনটি মসজিদের দিকেই (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করঃ "আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা।" আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি : "কোন মহিলা যেন দুই দিনের পথেও সফর না করে- তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ অথবা তার স্বামী ব্যতীত।"

৩১২৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أَرْبَعًا فَأَعْجَبَنِي وَأَنْقَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَأَقْتَصَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ -

৩১২৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট চারটি কথা শুনেছি এবং তা আমার পসন্দ হয়েছে ও আমার কাছে ভাল লেগেছে। সাথে স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কোন মহিলাকে দুই দিনের পথও সফর করতে তিনি নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩১২৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১২৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর না করে।

৩১৩০. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১৩০. আবু গাস্‌সান মিসমাসি (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কোন স্ত্রীলোক যেন তিন দিনের দূরত্বের পথ একাকী সফর না করেন- তার সাথে একজন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত।

৩১৩১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১৩১. ইব্ন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে : “তিন দিনের অতিরিক্ত দূরত্ব, সাথে মাহরাম পুরুষ ব্যতীত”।

৩১৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا -

৩১৩২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম মহিলার জন্য সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক রাতের পথও সফর করা বৈধ নয়।



২১২৩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ-

৩১৩৩. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে কোন মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে- তার জন্য সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক দিনের দূরত্বের পথ সফর করা হালাল নয়।

২১২৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا -

৩১৩৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে কোন মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে- তার জন্য সংগে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী এক দিন ও এক রাতের দূরত্বের পথও সফর করা হালাল নয়।

২১২৫- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا -

৩১৩৫. আবু কামিলা জাহদারী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

২১২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا -

৩১৩৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (রা) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে- তার পিতা অথবা তার ছেলে অথবা তার স্বামী অথবা তার ভাই অথবা তার অপর কোন মাহরাম আত্মীয় তার সফর সঙ্গী না হলে তার জন্য তিন দিন বা তার অতিরিক্ত সময়ের পথ সফর করা হালাল নয়।

৩১৩৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩১৩৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ -

৩১৩৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে ভাষণ দিতে শুনেছি : সাথে মাহরাম পুরুষ না থাকা অবস্থায় কোন পুরুষ লোক যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে। কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর না করে। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমাকে অমুক সৈন্য বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে- যা অমুক স্থানে যুদ্ধে যাবে। তিনি বললেন : তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

৩১৩৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩১৩৯. আবুর রাবী' যাহরানী (র) ..... আমর ইবন দীনার (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১৪০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمُخَزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ -

৩১৪০. ইবন আবু উমর (র)..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : “কোন পুরুষ লোক যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে, কিন্তু তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ থাকলে স্বতন্ত্র কথা।”<sup>১</sup>

১. উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাহরাম সফর সংগী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকী সফর করা সাধারণত জাযিয় নয়। জমহুরের মতে স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) সাথে না থাকলে কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জাযিয় নয়। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মাহরাম থাকা শর্ত। তবে তার বাড়ী মক্কা শরীফ থেকে তিন মঞ্জিলের মধ্যে হলে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সাথে মাহরাম থাকা শর্ত নয়, সে একাই হজ্জের সফরে বের হতে পারে। হাসান বাসরী (র) এবং ইব্রাহীম নাখঈ (র) এরও এই মত। [বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দেখুন]

৭১. **بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ مُتَوَجِّهًا لِسَفَرٍ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيَانِ الْاَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ الذِّكْرِ**

৭১. অনুচ্ছেদ : হজ্জের সফরে বা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালীন দু'আ পড়া মুস্তাহাব এবং এর উত্তম দু'আর বর্ণনা।

২১৬১- حَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْهَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ أَنْبِئُونَنِي عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ -

৩১৪১. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটে আরোহণের সময় তিনবার “আল্লাহ্ আকবার” (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন, এরপর যে দু'আ পাঠ করতেন তার অর্থ এই :

“পবিত্র মহান সেই সত্তা- যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধানকারী কাজের তৌফিক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে।”

এরপর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও উপরোক্ত দু'আ পড়তেন এবং এর সাথে যোগ করতেন : (অর্থ) “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী”।

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] ইমাম মালিক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আওযাই, আতা, সাঈদ ইবন জুবায়র ও ইবন সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মাহরাম থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় : (১) স্বামী বা (২) অন্য কোন মাহরাম পুরুষ বা (৩) একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না। কতক মনীযী নফল হজ্জ ও ব্যবসায়িক সফর মাহরাম ব্যতীত জাযিয় বলেন- যদি তা একদল নির্ভরযোগ্য মহিলার একত্র সফর হয়।

২১৪২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأَبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ -

৩১৪২. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সফরের কষ্ট থেকে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে, সুখময় অবস্থার পর দুঃখময় অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে, মযলুমের বদদু'আ থেকে এবং সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতিকর দৃশ্য অবলোকন থেকে।

২১৪২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُغَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ -

৩১৪৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আবদুল ওয়াহিদে বর্ণনায় 'ফীল মাল ওয়াল আহল' এবং মুহাম্মদ ইব্ন হাযমের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তনকালে প্রথমে 'আহল' শব্দ রয়েছে। উভয়ের বর্ণনায় রয়েছে : "আয় আল্লাহ! "আমি সফরে কষ্ট ক্লান্তি হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।"

## ৭২. بَابُ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

৭২. অনুচ্ছেদ : হজ্জের সফর ইত্যাদি থেকে প্রত্যাবর্তন করে যে দু'আ পড়তে হয়

২১৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْبُون تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَتَصَرَّ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

৩১৪৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদ, অভিযান, হজ্জ অথবা উমরা করে ফিরে আসার সময় যখন কোন উঁচুটিলা বা কংকরময় উচ্চভূমিতে আরোহণ করতেন তখন তিনবার "আল্লাহ আকবার" (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ধ্বনি দিতেন এরপর এই দু'আ পড়তেন।



(অর্থ) “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি তিনি একক তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব (বা সার্বভৌমত্ব), তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজ্দাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।”

২১৪৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ -

৩১৪৫. যুহায়র ইবন হারব, ইবন আবু উমর ও ইবন রাফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ -এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র আয়্যুবের বর্ণনা দু'বার তাক্বীরের কথা উল্লেখ আছে।

২১৪৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ وَصَفِيَّةٌ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَيُّبُونَ تَأْيِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ -

৩১৪৬. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আবু তালহা (রা) নবী ﷺ -এর সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং সাফিয়া (রা) তাঁর উষ্টীর পিঠে পেছনে সাওয়ার ছিলেন। আমরা যখন মদীনার শহরতলীতে পৌঁছলাম তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন : (অর্থ) “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী।” “আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি অবিরত এই দু'আ পড়তে থাকতেন।

২১৪৭- وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩১৪৭. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩. بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالْمُضَلَّةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِهِمَا فَمَرْبُهَا

৭৩. অনুচ্ছেদ : হজ্জ, উমরা ইত্যাদি সমাপনাতে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল-হুলায়ফার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ ও সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

৩১৪৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

৩১৪৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমি (বাতহা)-তে তাঁর উট বসালেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন। নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ও তাই করতেন।

৩১৪৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنِخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا -

৩১৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহু ইব্ন মুহাজির মিসরী ও কুতায়বা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফার বাতহা প্রান্তরে তাঁর উট বসাতেন সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট বসাতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

৩১৫০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ يَعْنَى أَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩১৫০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুসীবী (র)..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) হজ্জ অথবা উমরা সমাপনান্তে ফেরার পথে যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমিতে নিজের উট বসাতেন যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট বসাতেন।

৩১৫১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى فِي مَعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ -

৩১৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন আক্বাদ (র)..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রের বর্ণিত। যুল-হুলায়ফায় রাতের শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (কোন আগন্তুক ফিরিশ্তা) আবির্ভূত হয়। তাঁকে বলা হল, আপনি বরকতপূর্ণ পাথরময় স্থানে (অবস্থান করছেন)।

৩১৫২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ أَتَى وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِبَطْحَاءِ مُبَارَكَةٍ قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٍ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ -

৩১৫২. মুহাম্মাদ ইবন বাক্বার (র)..... সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ যুল-হ্জায়ফার উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকালে রাতের বিশেষ প্রহরে তাঁর নিকট (কোন ফিরিশতা) আবির্ভূত হয় এবং বলা হয় : আপনি বরকতপূর্ণ কংকরময় স্থানে (অবস্থান করছেন)। মূসা ইবন উক্বা (র) বলেন, সালিম (র) আমাদের সাথে সফরকালে মসজিদের নিকট তাঁর উট বসাতেন। যেখানে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নিজের উট বসাতেন এবং এই স্থানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবতরণ (অবস্থান) স্থল মনে করতেন। স্থানটি উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে নির্মিত মসজিদের নিম্নদেশের সমতলে মসজিদও কিব্বার মাঝখানে অবস্থিত।

#### ৭৪. بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

৭৪. অনুচ্ছেদ : মুশরিকরা বায়তুল্লায় হজ্জ করবে না, উলংগ অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না এবং হজ্জের বড় দিনের বর্ণনা

৩১৫৩. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَدُّونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النُّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَوْمَ النُّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৩১৫৩. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী (বছরের) যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর সিদ্দীক (রা) কে আমীর নিয়োগ করেছিলেন, সেই হজ্জের সময় তিনি (আবু বকর) আমাকে সহ একদল লোককে কুরবানীর দিন জনগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন : “এ বছরের পর মুশরিকরা আর হজ্জ করতে পারবে না এবং উলংগ অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ



করবে না।” ইবন শিহাব (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর এই হাদীস অনুযায়ী হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান বলতেন- “মহান হজ্জের দিন হচ্ছে এই কুরবানীর দিন”।<sup>১</sup>

## ৭৫. بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৭৫. অনুচ্ছেদ : আরাফাত দিবসের ফযীলত

৩১৫৪. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوهُمْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ -

৩১৫৪. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আরাফাত দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নাই- যে দিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোষখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে ফিরিশতাদের সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন : তারা কি উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে (বা তারা কি চায়)?

## ৭৬. بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৭৬. অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ফযীলত

৩১৫৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ -

৩১৫৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একটি উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মাঝখানের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং ত্রুটিমুক্ত (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

১. “ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার” এর ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে এ বাক্যাংশ দ্বারা নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জকে এবং অপর দলের মতে দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত বিদায় হজ্জকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখিত বাক্যাংশ দ্বারা মূলত নির্দিষ্ট হজ্জকে বুঝানো হয় নি বরং হজ্জের দিনটিই যে একটি মহান দিবস তাই বুঝানো হয়েছে। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জকালে নবী ﷺ ভাষণদান প্রসঙ্গে সমবেত জনতার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন : আজ কোন দিন? তারা বলেছিল, আজ যবেহ করার দিন। তখন তিনি বলেছিলেন : “হাযা ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার” (এটা মহান হজ্জের দিন)। আরাফাত দিবসটি মহান হজ্জের দিন বলে কথিত আছে। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও জমহুরের মতে তা কুরবানীর দিন। অপর একদল আলিমের মতে “হজ্জ আকবার” বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম পূর্ব যুগের আরবগণ উমরাকে ছোট হজ্জ এবং যিল-হজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখ অনুষ্ঠিত হজ্জকে বড় হজ্জ বলত। পক্ষান্তরে ইসলামে ছোট হজ্জ বা বড় হজ্জ বলতে কিছু নেই।



২১৫৬- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ -

৩১৫৬. সাঈদ ইবন মানসূর মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালেক, ইবন নুমায়র, আবু কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১৫৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

৩১৫৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই (কা'বা) ঘরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আসে অতঃপর অশ্লীল আচরণও করে না এবং দুষ্কর্মও করে না সে এমন (নিষ্পাপ) ভাবে প্রত্যাবর্তন করে যে তার জননী তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব করেছেন।

২১৫৮- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ -

৩১৫৮. সাঈদ ইবন মানসূর আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন মুসান্না (র) ..... মানসূর (র) থেকে এই সনদের পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি এভাবে শুরু হয়েছে "যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং (এ সময়) কোনরূপ অশ্লীল আচরণও করে না, দুষ্কর্মও করে না"।

২১৫৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩১৫৯. সাঈদ ইবন মানসূর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে নবী ﷺ-এর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

## ৭৭. بَابُ نَزُولِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَتَوْرِثِ دُورَهَا

৭৭. অনুচ্ছেদ : হাজ্জীদের মক্কায় যাত্রাবিরতি দেওয়া এবং এখানকার বাড়ী-ঘরের উত্তরাধিকারিত্ব

৩১৬. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لَإِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ۔

৩১৬০. আবু তাহির (র)..... উসামা ইবন যায়িদ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়ীতে অবতরণ করবেন? তিনি বললেনঃ “আকীল কি আমাদের জন্য কোন চার দেয়াল বা ঘর অবশিষ্ট রেখেছে? আবু তালিবের (মৃত্যুর পর তার পুত্র) আকীল ও তালিব তার ওয়ারিস হয়, কিন্তু জা'ফর ও আলী তার কোন কিছুই ওয়ারিস হতে পারে নি। কেননা তারা উভয়ে (আবু তালিবের মৃত্যুর সময়) ছিলেন মুসলমান এবং আকীল ও তালিব ছিল কাফির।

৩১৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا۔

৩১৬১. মুহাম্মাদ ইবন মিহরান রাযী (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আগামী কাল কোথায় অবতরণ করবেন? এটা ছিল তাঁর বিদায় হজ্জকালীন ঘটনা, যখন আমরা মক্কার নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাসস্থান অবশিষ্ট রেখেছে?

৩১৬২. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ۔

٧٨. بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فِرَاقِ الْجَنَّةِ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِإِلَازِيَّةٍ.

٣١٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْأَقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِ أَقَامَةُ ثَلَاثَ بَعْدَ الصُّدْرِ بِمَكَّةَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا -

٢١٦٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لَجَلَسَانِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ أَوْ قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضَرَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكَهٖ ثَلَاثًا .

৩১৬৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আলা ইবনুল হায়রামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :  
মুহাজিরগণ হজ্জ সমাপনাতে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড) - ২৮

২১৬৫. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثَلَاثُ لَيَالٍ يُمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ -

৩১৬৫. হাসান আল-হলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আলা ইবনুল হায়রামী (রা) বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হজ্জ সমাপনান্তে মুহারিজগণ তিন রাত মক্কায় অবস্থান করবে।

২১৬৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَمْلَأَهُ عَلَيْنَا أَمْلَاءُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَكُثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثُ -

৩১৬৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আলা ইবনুল হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করার পর মুহারিজগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

২১৬৭. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْأَسْنَانِ مِثْلَهُ -

৩১৬৭. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) ..... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৭. بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَخِلَافِهَا وَشَجَرِهَا وَلَقَطَتِهَا إِلَّا لِمَنْشَدٍ عَلَى الدَّوَامِ

৭৯. অনুচ্ছেদ : মক্কার হরমে হওয়া, হরমের অভ্যন্তরে ও উপকণ্ঠে শিকার কার্য চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, এখানকার গাছপালা উপড়ানো ও ঘাস কাটা নিষেধ

২১৬৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ



لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خِلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبَيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ -

৩১৬৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, হিজরতের আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত থাকবে। তোমাদেরকে যখন জিহাদের আহ্বান জানানো হয় তখন জিহাদে যোগদান কর। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন : আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে সম্মানিত করেছেন- যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই শহরের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন। তিনি এই শহরে আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধ বৈধ করেন নি। আমার জন্য মাত্র একদিনের কিছু সময় তিনি এখানে যুদ্ধ বৈধ করেছিলেন। অতএব তথায় যুদ্ধ বিগ্রহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার কারণে এখানকার কোন কাঁটায়ুক্ত গাছ উপড়ানো যাবে না, এখানকার শিকারের পশাদ্ধাবণ করা যাবে না, এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না। তখন আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু ইয়থির (লম্বা ঘাস) সম্পর্কে (অনুমিত দিন)। কারণ তা স্বর্ণকার ও তাদের ঘরের কাজে লাগে। তিনি বললেন : কিন্তু ইয়থির (তোলার অনুমতি দেয়া হল)।

২১৬৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا  
الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقَتْلُ وَقَالَ  
لَا يُلْتَقِطُ لِقَطْتَهُ إِلَّا عَرَفَهَا -

৩১৬৯. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (রা) ..... মানসুর (র) থেকে এই সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে তিনি “যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন” কথাটুকুর উল্লেখ করেন নি এবং ‘কিতাল’ শব্দের পরিবর্তে ‘কতল’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ  
الْعَدَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَتُذِّنُ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ  
أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي  
وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ  
يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ  
بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ  
وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا

بِالْأَمْسِرِ وَلِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ -

৩১৭০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু শুরাইহ্ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবন সাঈদ (ইবনুল আস ইবন উমায়্যা) যখন মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনীসহ রওনা করেন তখন আবু শুরাইহ্ (রা.) তাকে বলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন একটি কথা বলতে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সকাল বেলা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- যা আমার দুই কান শুনেছে, আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে এবং উভয় চোখ সেই দৃশ্য দেখেছে। যখন তিনি তা বলেছিলেন, প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চয়ই মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা হারামে পরিণত করেছেন- কোন মানুষ তাকে হারামের মর্যাদার উন্নীত করে নি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে- তার পক্ষে সেখানে রক্ত প্রবাহিত করা বা সেখানকার কোন গাছ উপড়ানো হালাল নয়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের উদাহরণ পেশ করে এখানে রক্তপাত বৈধ করতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে এজনা অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তোমাদের জন্য কখনও অনুমতি দেন নি। আর আমার জন্য তিনি তাও এক দিনের সামান্য সময় সেখানে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে তার সেই হুঁমাত (মর্যাদা) গত কালের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা যেন (একথা) অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়। আবু শুরাইহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল- আমর আপনাকে কি জবাব দিল? তিনি বললেন, হে আবু শুরাইহ্! এ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। নিশ্চয়ই হারাম শরীফ কোন পাপীকে, কোন হত্যাকারীকে এবং কোন অনিষ্টকারীকে আশ্রয় দেয় না।

২১৭১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاتَّشَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يَخْتَلِي شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمَنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْأَذْخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبَيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَذْخَرُ فَقَامَ أَبُوهُ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩১৭১. যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ কে মক্কা বিজয় দান করলেন— তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চিত আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদান করেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনদেরকে মক্কা অভিযানে বিজয়ী করেছে। আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত বৈধ ছিল না। আর আমার জন্যও একদিনের কিছু সময় এখানে যুদ্ধ করা হালাল করা হয়েছিল। আমার পরে আর কারও জন্য তা কখনও হালাল হবে না। অতএব এখানকার শিকারের পশ্চাদ্ধাবণ করা যাবে না, একানকার কাঁটাদার গাছও উপড়ানো যাবে না এবং এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী (তা তুলে নিতে পারবে)। কারও কোন আত্মীয় নিহত হবে তার জন্য দু'টি অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে : হয় ফিদ্যা (রক্তপণ) গ্রহণ করতে হবে নতুবা হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে। আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু ইয়থির ঘাস যা আমরা কবরে দিয়ে থাকি এবং আমাদের ঘরের চালায় ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিন্তু ইয়থির ঘাস (এর কাটার অনুমতি দেওয়া হল)। ইয়ামানের অধিবাসী আবু শাহ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে (একথাগুলো) লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। ওয়ালীদ (র) বললেন, আমি আওয়াঈকে (র) জিজ্ঞাসা করলাম : “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন”— তাঁর একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, যে ভাষণ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিতে শুনলেন তা।

২১৭২. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتَحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَانْهَأ لَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَّا وَانْهَأ أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا وَانْهَأ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقِطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ يَغْنَى الدِّيَّةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَنْذِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بَيْوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَنْذِرَ -

৩১৭২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বানু লাইস কর্তৃক বানু খুয'আর এক ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ শেষোক্ত গোত্রের লোকেরা মক্কা বিজয়ের সময়ে প্রথমোক্ত গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি নিজ সাওয়ারীতে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ প্রতিরোধ করেন এবং তাঁর রাসূল

ﷺ ও মু'মিনদেরকে এর উপর বিজয়ী করেন। সাবধান! আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কখনও কারও জন্য তা হালাল নয়। সাবধান! আমার জন্যও এক দিনের সামান্য সময় এখানে (রক্তপাত) বৈধ করা হয়েছিল। সাবধান! এই মুহূর্তে আবার তা (আমার জন্যও) হারাম হয়ে গেল। অতএব এখানকার কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষও উপড়ানো যাবে না, গাছপালাও কাটা যাবে না এবং পথে পড়ে থাকা বস্তুও তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তি (তা তুলতে পারবে)। যার কোন আত্মীয় নিহত হয়েছে তার দু'টি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। হয় ফিদ্যা (রক্তপণ) গ্রহণ করতে হবে, নতুবা কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করতে হবে। রাবী বলেন, আবু শাহ (রা) নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তিনি বললেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। কুরায়শ বংশের এক ব্যক্তি বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস-আমরা তো তা আমাদের ঘর তৈরির কাজে এবং কবরে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইযখির ঘাস ব্যতীত।

## ৪০. بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السُّلَاحِ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

৮০. অনুচ্ছেদ : নিষ্প্রয়োজনে মক্কা শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ

৩১৭৩. حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعِينٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السُّلَاحَ -

৩১৭৩. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা হালাল নয়।

## ৪১. بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

৮১. অনুচ্ছেদ : মক্কায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জাযিয়

৩১৭৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قُلْتُ لِمَالِكٍ أُحَدِّثُكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُفْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهَا فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ -

৩১৭৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের সময়ে লৌহ শিরঞ্জাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি যখন তা মাথা থেকে নামিয়ে রাখলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ইব্ন খাতালাকে কা'বার গেলাফের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি



বললেন : তোমরা তাকে হত্যা কর। (ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইমাম যুহরী (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে তাঁকে এই হাদীস বলেছেন, কিনা), তিনি বলেন, হ্যাঁ।<sup>১</sup>

৩১৭৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سُودَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -

৩১৭৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ সাকাতী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুতায়বা (র) বলেন : “তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরামবিহীন অবস্থায় কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। কুতায়বা (র)-এর রিওয়াযাতে উল্লেখ রয়েছে যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন।

৩১৭৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سُودَاءُ -

৩১৭৬. আলী ইবন হাকীম আওদী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

৩১৭৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سُودَاءُ -

৩১৭৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জা'ফর ইবন আমর ইবন হুরায়স (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে (মক্কা বিজয়ের দিন) ভাষণ দেন।

৩১৭৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوَايَةِ الْحُلَوَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سُودَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمَنْبَرِ -

১. হানাফী মাযহাবে কোন অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ জাযিয় নয়। মক্কা বিজয়ের দিন যেহেতু মক্কা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য হালাল ছিল, তাই তিনি শিরত্বাণ পরিধানে মক্কায় প্রবেশ করেন।

৩১৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও হাসান আল-হলওয়ানী (র) ..... জাফর ইবন আমর ইবন হুরায়স (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিসরের উপর (উপবিষ্ট) দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে রেখেছেন। আবু বকর (র)-এর বর্ণনায় 'মিসরের উপর' কথাটুকু উল্লেখ নাই।

৪২. **بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا**

৮২. অনুচ্ছেদদ : মদীনা শরীফের ফযীলত, এই শহরে বরকত দানের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ, মদীনা ও হারামের মর্যাদা এবং এখানে শিকার ও এখানকার গাছপালা কর্তন নিষিদ্ধ ও মদীনার হারামের সীমা।

৩১৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمَدَّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ -

৩১৭৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন যয়িদ ইবন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন এবং এখানকার বাসিন্দাদের জন্য দু'আ করেছেন। আর আমি নিশ্চয়ই মদীনাকে হারামে পরিণত করলাম ঠিক যেভাবে ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামে পরিণত করেছেন। আমি এখানকার মুদ ও সা' (ওজন পরিমাপের দু'টি একক) এর জন্য দু'আ করলাম যেহেতু ইব্রাহীম (আ) মক্কার অধিবাসীদের জন্য দু'আ করেছেন।

৩১৮০. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وَهَيْبٍ فَكَرَوَايَةُ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَقِي رِوَايَتُهُمَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ -

৩১৮০. আবু কামিল আল জাহদারী আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আমর ইবন ইয়াহুয়া মাযিনী (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১৮১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ -

৩১৮১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামে পরিণত করেছেন, আর আমি দু'টি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তিনি মদীনাতে বসিয়েছেন।

৩১৮২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ ابْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَتَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِيْ أَدِيمِ خَوْلَانِيْ إِنْ شِئْتَ اقْرَأْتَكُهُ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ -

৩১৮২. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ..... নাফি' ইবন জুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইবন হাকাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি মক্কা ও তার বাসিন্দা এবং এর হারামের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। তখন রাফি' ইবন খাদীজ (রা) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার! আমি আপনাকে মক্কা, তার অধিবাসী এবং তার হারামের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করতে শুনিছি, অথচ আপনি মদীনা, তার অধিবাসী এবং তার হারামের মর্যাদা সম্পর্কে আপনি কিছুই বলেন নি; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর এই হাদীস আমাদের নিকট একটি খাওলানী চামড়ায় লিপিবদ্ধ আছে। আপনি চাইলে আমি তা আপনার সামনে পড়ে শোনাতে পারি। রাবী বলেন, মারওয়ান চুপ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, অবশ্য আমিও এ রকম কিছু শুনেছি।

৩১৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا لَا يَقْطَعُ عِضَاهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا -

৩১৮৩. আবু বকর ইবন শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ) মক্কার হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদীনাতে হারাম বলে ঘোষণা করছি- এর দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে। অতএব এখানকার কোন কাঁটায়ুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না।

৩১৮৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ﷺ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَّى الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَعَ عِضَاهُمَا أَوْ يُقْتَلَ صَيِّدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩১৮৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... আমির ইবন সাঈদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছি। এখানকার কাঁটায়ুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, মদীনা তার অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর স্থান, যদি তারা বুঝে। যে ব্যক্তি অনাগ্রহবশত মদীনা ত্যাগ করে, আল্লাহ তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করেন। আর যে ব্যক্তি এখানে ক্ষুধা ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী অথবা বলেছেন, সাক্ষী হব।

৩১৮৫. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي غَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرُّصَاصِ أَوْ ذُوبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ -

৩১৮৫. ইবন আবু উমর (র) ..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ..... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত ইবন নুমায়রের অনুরূপ। তবে এই হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) : যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখের আগুনে এমনভাবে বিগলিত করবেন, যেভাবে আগুনের তাপে সীসা গলে যায় অথবা লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

৩১৮৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْطِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفْلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى أَيْرُدَ عَلَيْهِمْ -

৩১৮৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আমির ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা) আল-আকীকে তার আবাসে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি ক্রীতদাসকে একটি গাছ কাটতে অথবা (লাঠি দিয়ে) এর পাতা ঝরাতে দেখলেন। অতএব তিনি তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি ফিরে এলে ঐ গোলামের মনিব এসে তার সাথে আলাপ করলেন এবং তাদের গোলামের নিকট থেকে তিনি যা কেড়ে নিয়েছেন তা তাদের কাছে অথবা তাদের গোলামের কাছে ফেরত দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, যে জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উপহার



স্বরূপ দিয়েছেন তা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতএব তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন।

৩১৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِيسِيِّ لِيْ غُلَامًا مِنْ غُلَامَانِكَ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِيْ أَبُو طَلْحَةَ يَرُدُّنِيْ وَرَأَاهُ فَكَانَتْ أَخْدُمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدْهَمٍ وَصَاعِهِمْ -

৩১৮৭. ইয়াহুইয়া ইবন আয়ুয (র) ..... আমর ইবন আবু আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের বালকদের মধ্য থেকে একজন বালক আমার খিদমতের জন্য খুঁজে আন। অতএব আবু তালহা (রা) আমাকে বাহনে তাঁর পিছনে বসিয়ে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই (বাহন থেকে) অবহরণ করতেন, আমি তাঁর প্রয়োজনীয় সেবা করতাম। এই হাদীসে তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হতে থাকলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টি গোচর হল- তিনি বললেন : “এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।” তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেনঃ “হে আল্লাহ! তাদের (মদীনার অধিবাসীদের) মুদ ও সা’-এ বরকত দান করুন।”

৩১৮৮- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

৩১৮৮. সাঈদ ইবন মানসূর (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অতিরিক্ত এই যে, তিনি (নবী সা) বলেছেন, “আমি মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি।”

৩১৮৯- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا قَالَ لِيْ هَذِهِ شَدِيدَةٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا -

৩১৮৯. হামিদ ইব্ন উমর (র) ..... আসিম (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মদীনাতে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, এখানে থেকে ওখানের মধ্যবর্তী স্থান। অতএব যে ব্যক্তি এখানে কোন পাপ করে, তিনি পুনরায় আমাকে বললেন, তা খুবই ভয়ংকর ব্যাপার যে এখানে কোন পাপ করে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফরয অথবা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না।<sup>১</sup> রাবী বলেন, আনাস (রা)-এর পুত্র বললেন, “অথবা যে কোন পাপীকে আশ্রয় দিল।”

৩১৯০. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يَخْتَلِي خِلَافَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

৩১৯০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আসিম আল আহওয়াল (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মদীনাতে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তা হারাম। অতএব এখানকার উদ্ভিদ উপড়ানো যাবে না। যে ব্যক্তি তা করবে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত।

৩১৯১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكْنَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَدْهَمٍ -

৩১৯১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আয় আল্লাহ! তাদের বরকত দান করুন দাড়িপাল্লায়, তাদের সা' এ এবং তাদের মুদ-এ।

৩১৯২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنِ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يَحْدُثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ -

৩১৯২. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ সাম্মী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন : “হে আল্লাহ! আপনি মক্কায় বরকত দান করেছেন, মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।”

৩১৯৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ خَطْبُنَا عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنْ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأَهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفَةٍ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْأَيْلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا آدَنَاهُمْ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ يَسْعَى بِهَا آدَنَاهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفَةٍ -

৩১৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব (র) ..... ইব্রাহীম তায়মী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের (আহলে বায়ত) কাছে আল্লাহর কিতাব ছাড়া যা আমরা পাঠ করি এবং এ সহীফা রাবী বলেন, অর্থাৎ ঐ সহীফা যা তাঁর তরবারীর খাপে ঝুলন্ত ছিল তা ছাড়া কিছু আছে, সে মিথ্যা বলে। এই সহীফায় উটের বয়স<sup>১</sup> এবং কিছু যখমের বর্ণনা ছিল। এর মধ্যে আরও ছিল, নবী ﷺ বলেন, মদীনার আইর ও সাওর এর মধ্যবর্তী স্থান হারাম। এখানে যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতী কর্মে লিপ্ত হয় অথবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিনাস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। যে অন্য পিতৃর সাথে নিজ বংশ দাবী করে অথবা নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না। রাবী বলেন, আবু বকর ও যুহায়রের হাদীস শেষে হয়ে গেছে। "তাদের নিনাস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকরী" এই কথা পর্যন্ত। তারা এর পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নি। তাদের উভয়ের বর্ণনায় "তাঁর তরবারীর খাপে ঝুলন্ত" কথাটুকু উল্লেখিত হয় নি।

২১৯৪. وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ وَكَيْعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩১৯৪. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে উল্লেখ আছে “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সাথে (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর) বিশ্বাসঘাতকতা করে তার উপর আল্লাহ, তাঁ ফিরিশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। তাদের (আলী ও ওয়াকী) উভয়ের বর্ণনায় “যে ব্যক্তি নিজ পিতৃ পরিচয়ের পরিবর্তে অন্য পিতৃপরিচয়ের দাবী করে” কথাটুকুর উল্লেখ এবং ওয়াকীর বর্ণনায় “কিয়ামতের দিন” কথাটুকুর উল্লেখ নাই।

৩১৯৫. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْدُمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ وَوَكَيْعٍ الْأَقُولَةَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَذَكَرَ اللَّعْنَةَ لَهُ -

৩১৯৫. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে ইবন মুসহির ও ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এদের বর্ণনায় যে “গোলাম নিজের মনিবের পরিবর্তে অন্যকে নিজের মনিব বলে পরিচয় দেয়” কথাটুকু নেই। আর তার প্রতি লা'নতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

৩১৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ أَوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -

৩১৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মদীনা হারাম। অতএব, যে এখানে কোন পাপে লিপ্ত হয় অথবা কোন পাপীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল (কিছুই) কবুল করা হবে না।

৩১৯৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا إِذَا هُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -

৩১৯৭. আবু বকর ইবন নাদর ইবন আবু নাদর (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি ‘কিয়ামতের দিন’ কথাটুকু বলেন নি। তিনি বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, “মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা



প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তা ও কার্যকর। কেউ যদি মুসলিম প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তবে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল হবে না।

২১৯৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظُّبَاءَ تَرْتَعُ الْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَا بَتْنِهَا حَرَامٌ -

৩১৯৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি মদীনা'য় হরিণ বিচরণ করতে দেখি তবে তাকে ভয় দেখাব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশ হারাম।

২১৯৯. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَا بَتْنِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظُّبَاءَ مَا بَيْنَ لَا بَتْنِهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى -

৩১৯৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশ হারাম ঘোষণা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশে হরিণ বিচরণ করতে দেখি, তবে আমি তাকে উত্যক্ত করব না এবং তিনি মদীনার চারপার্শ্বের বার মাইল পর্যন্ত চরণভূমি ঘোষণা করেছেন।

২২০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ فَمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرُ -

৩২০০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম (পাকা) ফল দেখতে পেত, তা নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তা গ্রহণ করতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন : “হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) বরকত দান করুন, আমাদের মদীনা'য় বরকত দান করুন, আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ-এ বরকত দান

করুন। হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ) আপনার বান্দা, প্রিয় বন্ধু ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছেন। আমিও আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করছি- যেমন তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছিলেন এবং তার সাথে অনুরূপ আরও কিছু।" রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কোন শিশুকে ডাকতেন এবং তাকে এই ফল দিয়ে দিতেন।

২২.১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا وَفِي مُدُنَا وَفِي صَاعِنَا بِرَكَّةٍ مَعَ بَرَكَةِ ثَمِّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ -

৩২০১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মৌসুমের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেয়া হত। তিনি তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায়ে আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) আমাদের মুদ-এ ও আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, বরকতের উপর বরকত দান করুন।” অতঃপর তিনি ফলটি তাঁর নিকট উপস্থিত সবচেয়ে শিশুকে দিয়ে দিতেন।

২২.২- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلِ الزَّمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لِيَالِي فَقَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَخْلَفَ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ لَأَمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْرَمَيْهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفِ اللَّهِ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَلَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ يَحْرُسُهَا حَتَّى تَقْدُمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ

أَوْ يُخْلَفُ بِهِ الشُّكُّ مِنْ حَمَامٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى آغَارَ عَلَيْنَا  
بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهَيِّجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ -

৩২০২. হাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন উলায়া (র) ..... আবু সাঈদ মাওলা মাহরী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা মদীনায়ে কষ্ট ও দুঃখে পতিত হন। তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যক অনেক এবং আমরা দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমি আমার পরিবারকে কোন শস্য শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের মনস্থ করেছি। আবু সাঈদ (রা) বললেন, তা করো না বরং মদীনাকে আঁকড়ে থাক। কারণ, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন যে এবং উসফান পর্যন্ত পৌঁছলেন, এখানে তিনি কয়েক রাত অবস্থান করলেন। লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি। অথচ আমাদের পরিবার পরিজন আমাদের পশ্চাতে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে এবং আমরা তাদের (নিরাপত্তার) ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না।

একথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন : কি ব্যাপার, তোমাদের একথা আমার নিকটে পৌঁছেছে। রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) কথাটা কিভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছেন তা আমার হৃদয় মনে নেই। সেই সত্তার নামে শপথ অথবা সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্য আমি মনস্থ করেছি, অথবা যদি তোমরা চাও- রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) কোনটি বলেছেন তা আমার সঠিক মনে নাই। তবে আমি নিশ্চিত আমার উদ্ভীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিব এবং মদীনায়ে পৌঁছা পর্যন্ত তার একটি গিটও খুলব না। (যাত্রা বিরতি করব না)। তারপর তিনি বললেন : “হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ) মক্কাতে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা পবিত্র ও সম্মানিত হয়েছে। আর আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম - যা দুই পাহাড়ের (আইর ও উহুদ) মধ্যস্থলে অবস্থিত। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না, এখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবহন করা যাবে না এবং পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত গাছপালার পাতাও পাড়া যাবে না। হে আল্লাহ! আমাদের এই শহরে বরকত দান করুন হে আল্লাহ! আমাদের সা’- এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের মুদ্-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! বরকতের সাথে আমাদের আরো দু’টি বরকত দান করুন।”

সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ বা গিরি সংকট নেই যেখানে তোমাদের মদীনায়ে ফিরে আসা পর্যন্ত দু’জন করে ফিরিশতা পাহারায় নিযুক্ত নেই। পুনরায় তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা রওনা হও।” অতএব আমরা রওনা হলাম এবং মদীনায়ে এসে পৌঁছলাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর নামে আমরা শপথ করি অথবা যাঁর নামে শপথ করা হয়- হাম্মাদ তাঁর উর্ধ্বতন রাবী কোনটি বলেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহে পড়েছেন। আমরা মদীনায়ে প্রবেশ করে বাহনের পিঠের হাওদা তখনও খুলি নি- ইত্যাবসরে আবদুল্লাহ ইবন গাতফান গোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে, অথচ ইতিপূর্বে একপে কিছু করার দুঃসাহস তাদের হয় নি।

২২.৩. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ -

৩২০৩. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের মুদ্র ও সা'-এ বরকত দিন এবং বরকতের সাথে আরও দু'টি বরকত দান করুন।

২২.৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩২০৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২২.৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْسٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لِيَأْلِيَ الْحَرَّةَ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ اسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَا وَاْنِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا أَمْرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَاْنِهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا -

৩২০৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ মাওলা মাহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল- হাররার রাতগুলোতে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এলেন এবং মদীনা থেকে (কোথাও) চলে যাওয়ার পরামর্শ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এখানকার দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতিও নিজের বৃহৎ পরিবারের অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁকে আরও জানালেন যে, তিনি এখানকার ক্রেশ ও ক্লম্ম আবহাওয়া বরদাশ্ত করতে পারছেন না। আবু সাঈদ (রা) তাঁকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমি তোমাকে মদীনা ত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এখানকার কষ্টসহ্য করে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই আমি তার জন্য শাফা'আত করব অথবা সাক্ষী হব, যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে।

২২.৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَا بَتَى الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ أَحَدُنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفْكُهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ -

৩২০৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারাম ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম



ঘোষণা করেছেন। (অধস্তন রাবী) আবদুর রহমান বলেন, অতঃপর আবু সাঈদ (রা) যদি আমাদের কারও হাতে পাখি দেখতে পেতেন তবে তিনি তার হাত থেকে পাখিকে মুক্ত করে ছেড়ে দিতেন।

২২.৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ-

৩২০৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ঐ স্থান হারাম ও নিরাপদ।

২২.৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ بَيْتَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَنَوَى أَصْحَابَهُ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَحَوْلِ حِمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ-

৩২০৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় এলাম এবং তা ছিল অস্বাস্থ্যকর স্থান। আবু বকর ও বিলাল (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের অসুস্থতা লক্ষ্য করে দু'আ করলেন : “হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় স্থান করুন যেমন মক্কাকে প্রিয় স্থান করেছেন অথবা আরও অধিক, তাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন, আমাদের জন্য এখানকার সা'ও মুদ-এর বরকত দান করুন এবং জ্বর জুহফায় সরিয়ে দিন।”

২২.৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَارِ نَحْوَهُ-

৩২০৯. আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৮২- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَفَضْلِ الصَّبْرِ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشِدَّتِهَا

৮৩. অনুচ্ছেদ : মদীনায় বসবাসের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং এখানকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফযীলত

২২.১০- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَانِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৩২১০. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এখানকার দুঃখ কষ্ট সবর করে আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই তার জন্য শাফা'আত করব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।

৩২১১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قُطَيْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَاعِ عَنْ يَحْنَسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَاتَتْهُ مَوْلَاهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَقْعُدِي لَكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩২১১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... যুবারের আযাদকৃত গোলাম ইউহান্নিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফিৎনার সময় আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন তার নিকট তার এক আযাদকৃত বাদী সালাম দিয়ে বল, হে আবু আবদুর রহমান! আমি (মদীনা থেকে) বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আমাদের উপর দিয়ে কঠিন সময় অতিবাহিত হচ্ছে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন, বোকা মেয়ে, থেকে যাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখ কষ্ট ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফা'আতকারী হব।

৩২১২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضُّحَّاكُ عَنْ قُطَيْبِ بْنِ الْخَزَاعِيِّ عَنْ يَحْنَسَ مَوْلَى مُصَنَّبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى الْأَوَانِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْمَدِينَةَ -

৩২১২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এখানকার দুঃখকষ্ট ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফা'আতকারী হব। 'এখানকার' বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে।

৩২১৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا -

৩২১৩. ইয়াহুইয়া ইবন আয্যাব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখকষ্ট ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করবে, তার জন্যই আমি কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী হব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।

৩২১৪. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন..... আগের হাদীসের অনুরূপ।

৩২১৫. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :  
যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখকষ্টের উপর সবার করবে..... আগের হাদীসের অনুরূপ।

৮৪. অনুচ্ছেদ : মহামারী ও দাঙ্গালের প্রবেশ থেকে মদীনা সুরক্ষিত

৩২১৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশ পথে ফিরিশতাগণ প্রহরারত। তথায় মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

৩২১৭. ইয়াহুইয়া ইবন আয্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... অবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : মাসীহ (দাজ্জাল) মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসে উহুদ পাহাড়ের পশ্চাতে অবতরণ করবে এবং ফিরিশতারা তার মুখ (গতি) সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবে আর তথায় সে ধ্বংস হবে।<sup>১</sup>

১. মাসীহ্' শব্দটি কুরআন মজীদে ঈসা (আ)-এর উপাধি হিসাবে এবং হদীস শরীফে তিনি ও দাঈয় উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আ)-কে এজন্য মাসীহ্ (স্পর্শকারী) বলা হয় যে, আল্লাহর হুকুমে কুষ্ঠরোগী তাঁর হাতের স্পর্শে আরোগ্য লাভ করত এবং জন্মাদ্য ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত। দাঈয়কে 'মাসূহ্' অর্থে মাসীহ্ বলা হয়। কারণ তার এক চোখ অন্ধ হবে অথবা সেও ঈসা (আ)-এর মত নিজেকে মাসীহ্ বলে দাবী করবে- (অনুবাদক)।

## ৯৫. بَابُ الْمَدِينَةِ تَنْفَى خَبْنَهَا وَتُسَمَّى طَابَةً وَطَيْبَةً

৮৫. অনুচ্ছেদ : মদীনা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস বের করে দেবে এবং মদীনার অপর নাম 'তাবা' ও 'তায়্যিবা'

৩২১৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَوَارِدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّا إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ إِلَّا أَنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تَخْرُجُ الْخَبِيثُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفَى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفَى الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ -

৩২১৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মদীনার) লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাত ভাইকে এবং নিকটাত্মীয়কে ডেকে বলবে, আস কোন উর্বর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করি, আস কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় গিয়ে বাস করি। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানত! সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি মদীনার উপর রিবজ হয়ে চলে যায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি তার স্থলবর্তী করবেন। সাবধান! মদীনা হচ্ছে হাপর তুল্য, যা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস (ময়লা) বের করে দেয়। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মদীনা তার বুক থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে না দেবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

৩২১৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفَى الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ -

৩২১৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এমন একটি জনপদে (হিজরতের) জন্য আদিষ্ট যা সমস্ত জনপদ খেয়ে ফেলবে (আধিপত্য বিস্তার করবে)। লোকেরা তাকে ইয়াসরীব নামে অভিহিত করেছে। অথচ তা হল মদীনা : তা লোকদের এমনভাবে বের করবে যেমনিভাবে হাপর লোহার ময়লা বের করে।

৩২২. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا كَمَا يَنْفَى الْكَبِيرُ الْخَبَثُ لَمْ يَذْكُرْ الْحَدِيدُ -



৩২২০. আমরুন নাকিদ, ইবন আবু উমর ও ইবন মুসান্না (র)..... ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকেও এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এরা দু'জন বলেছেন : “যেমন হাপর ময়লা দূর করে” এবং “লোহা” শব্দের উল্লেখ করেন নি।

২২২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفَى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا -

৩২২১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার) বায়'আত হল। তারপর বেদুঈন মদীনাতে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল। সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বল, হে মুহাম্মদ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলল, আমার বায়'আত ফিরিয়ে নিন। তিনি তা অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, ইয়া মুহাম্মদ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকার করলেন। তারপর বেদুঈন (মদীনা থেকে) চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “মদীনা হচ্ছে হাপর স্বরূপ, সে নিজের বুক থেকে ময়লা বহিষ্কার করে দেয় এবং পবিত্র জিনিস ধুয়ে মুছে সাফ করে”।

২২২২. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَاذٍ وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهَا طَيِّبَةٌ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَإِنَّهَا تَنْفَى الْخَبَثَ كَمَا تَنْفَى النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ -

৩২২২. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র) ..... যায়িদা ইবন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ হল তায়বা (পবিত্র) অর্থাৎ মদীনা, তা ময়লা দূর করে দেয় যেমন আগুন রূপার ময়লা দূর করে দেয়।

২২২৩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً -

৩২২৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ, হান্নাদ ইবন সারী ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা মদীনার নাম রেখেছেন ‘তাবা’।

## ৪৬. بَابُ تَحْرِيمِ إِرَادَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ وَإِنْ مَنْ أَرَادَ هُمْ بِهِ أَذَابَهُ اللَّهُ

৮৬. অনুচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা নিষিদ্ধ এবং যে তাদের ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ তাকে গলিয়ে দেবেন।

২২২৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْنَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২২৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, ইব্রাহীম ইবন দীনার ও মুহাম্মদ রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেছেন : যে ব্যক্তি শহরের অর্থাৎ মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতি করতে চাইবে আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

২২২৫. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقُرَاطَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يَحْنَسٍ بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا -

৩২২৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, ইব্রাহীম ইবন দীনার ও ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এখানকার (মদীনার) অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে গলিয়ে ফেলবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

২২২৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَيْسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩২২৬. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে ও নবী ﷺ-এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২২২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ أَخْبَرَنِي دِينَارُ الْقُرَاطِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২২৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াহ্বাস (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি করতে চাইবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

৩২২৮. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ -

৩২২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সা'দ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে আকস্মিক 'আক্রমণ' অথবা 'ক্ষতিসাধন' এর কথা উল্লেখ আছে।

৩২২৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَدْهَمٍ وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَفِيهِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২২৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও সা'দ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “হে আল্লাহ! মদীনাবাসীদের মুদ-এ বরকত দান করুন”..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এতে আরো আছে : “যে ব্যক্তি এখানকার অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।”

## ৪৭. بَابُ تَرْغِيبِ النَّاسِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

৮৭. অনুচ্ছেদ : শহর ও জনপদের বিজয় সত্ত্বেও মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করা

৩২৩০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي هَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُوْنَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُوْنَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُوْنَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

৩২৩০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... সুফিয়ান ইব্ন আবু যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। ফলে একদল লোক সপরিবারে মদীনা থেকে চলে যাবে উট হাঁকাতে হাঁকাতে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা বুঝতে পারত। এরপর ইয়ামান

বিজিত হবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকিয়ে সপরিবারের চলে যাবে (মদীনা থেকে)। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝতে পারত। এরপর ইরাক বিজিত হবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকিয়ে সপরিবারে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত।

২২২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

৩২৩১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... সুফিয়ান ইবন আবু যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামান বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে তথায় চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। তারপর শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে তথায় চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝতে পারত। তারপর ইরাক বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবার ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে তথায় চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত।

৪৪- بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ

৮৮. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে- মদীনা লোকদের জন্য কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও তারা সে স্থান ত্যাগ করবে।

২২২২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَدِينَةِ لَيْتَرُكْنَهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مَذَلَّةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السَّبَاعَ وَالطَّيْرَ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمٌ ابْنُ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ -

১. উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে- যা তাঁর ইত্তিকালের মাত্র চৌদ্দ বছরের মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করে। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগ থেকে উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালের মধ্যে সিরিয়া, ইয়ামান ও ইরাক বিজিত হয় এবং এসব এলাকার জনগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসদ্বয়েও নবী ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে- যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বাস্তবরূপ লাভ করবে।



৩২৩২. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা সম্পর্কে বলেছেন : “এখানকার লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে, সে স্থান তাদের জন্য কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও। আর তা এমনভাবে জনশূন্য হয়ে যাবে যে, তা হিংস্র জন্তু ও পাখির আবাসে পরিণত হবে।” ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবু সাফওয়ান- আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মালিক ছিলেন ইয়াতীম। তিনি ইব্ন জুরায়জের তত্ত্বাবধানে দশ বছর প্রতিপালিত হন।

২২২৩- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَتْرَكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانَهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى وَجُوهِهِمَا -

৩২৩৩. আবদুল মালিক ইব্ন ও'আয়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে তাদের জন্য তা (মদীনায় বসবাস) কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও এবং কেবল হিংস্র জন্তু ও পাখিরাই সেখানে বসবাস করবে। তারপর মুযায়না গোত্রের দু'টি রাখাল মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে উচ্চস্বরে নিজেদের মেঘপাল হাঁকিয়ে। তারা সে স্থান হিংস্র প্রাণীতে ভর্তি দেখতে পাবে। তারা সানিয়াতুল বিদা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে উপড় হয়ে পড়ে যাবে।

৪৯- بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْبَرِهِ وَفَضْلِ مَوْضِعِ مَنْبَرِهِ

৮৯. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রওযা ও তাঁর মিন্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত এবং মিন্বারের ফযীলত

২২২৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا تَرَى عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

৩২৩৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ মাজিনী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “আমার ঘরও আমার মিন্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি।”

২২২৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ مَنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

৩২৩৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমার ঘর ও আমার মিস্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩২৩৬. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي -

৩২৩৬. যুহায়র ইব্ন হারব ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার ঘরও আমার মিস্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিস্বার আমার (কাওসার নামক) হাওয়ের উপরে অবস্থিত।

## ৯. بَابُ فَضْلِ أَحَدٍ

৯০. অনুচ্ছেদ : উহদের ফযীলত

৩২৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَابِي الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أَحَدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৩৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবু হুমায়দ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে রওনা হলাম। তারপর আবু হুমায়দ (রা) হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বললেন, (যুদ্ধ শেষে) আমরা পুনরায় অগ্রসর হলাম এবং ওয়াদিল কুরায়<sup>১</sup> পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমি দ্রুত অগ্রসর হই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে চলতে চায় সে আমার সঙ্গে দ্রুত চলুক। আর যার ইচ্ছা। সে থেমেথেকে আসুক। তখন আমরা রওনা হলাম এবং অবশেষে মদীনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই (মদীনা) হচ্ছে তাবা এবং এই হচ্ছে উহদ আর উহদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

১. ‘ওয়াদিল কুরা’ মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকা। তৎকালে এখানে পানির একটি বৃহৎ উৎস থাকায় স্থানটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর নবী ﷺ এই এলাকা দখল করেন।

৩২২৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৩৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

৩২২৯. وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৩৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকালেন এবং বললেন, উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

## ৯১. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ

৯১. অনুচ্ছেদ : মক্কা ও মদীনার মসজিদঘরে সালাত আদায়ের ফযীলত

৩২২৬. حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعُمَرُو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪০. আমরুন নাকিদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আমার এই মসজিদে (মসজিদে নব্বীতে) এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়েও উত্তম।

৩২৪১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার (রাক'আত) সালাতের তুলনায় অধিক ফযীলত পূর্ণ।

৩২৪২. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحُمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي

مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنْ مَسْجِدُهُ أَخَرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشْكُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَنَا ذَلِكَ أَنْ نُسْتَنْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تَوَفَّى أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكُرْنَا ذَلِكَ وَتَلَا وَمَنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالِسًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَطْنَا فِيهِ مِنْ نَصْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنْ مَسْجِدِي أَخَرُ الْمَسَاجِدِ -

৩২৪২. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা)-এর শাগরিদ আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান ও আবু আবদুল্লাহ আগার (জুহায়না গোত্রের মুজাদাস) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত আদায় মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার (রাক'আত) সালাতের তুলনায় অধিক ফযীলতপূর্ণ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীগণের সমাপ্তি (সর্বশেষ নবী) এবং তাঁর মসজিদ (নবী-রাসূলগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে) সর্বশেষ মসজিদ। আবু সালামা ও আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, নিঃসন্দেহে আবু হুরায়রা (রা) যে সব কথা বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস থেকেই বলেছেন। এজন্য আমরা তাঁর ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে এই হাদীস সত্যায়িত করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। আবু হুরায়রা (রা)-এর ইত্তিকালের পর তাঁর নিকট থেকে এই হাদীসের সত্যায়ন সম্পর্কে আমরা পরস্পর আলোচনা করি এবং একে অপরকে দোষারূপ করি যে কেন আমরা এই হাদীস সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করি নি যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শোনে বর্ণনা করেছেন কিনা। এ অবস্থায় একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন কারিযের কাছে বসলাম এবং এই হাদীস ও তা আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন কারিয (র) আমাদের বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “অতএব অবশ্যই আমি নবীগণের সমাপ্তি এবং আমার মসজিদ সর্বশেষে মসজিদ”।<sup>১</sup>

১. গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী অমুসলিম কাদিয়ানীরা এই হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর মসজিদকে “সর্বশেষ মসজিদ” বলে ঘোষণা করেছেন- অথচ এটাই সর্বশেষ মসজিদ নয়, এরপরও পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনুকূপভাবে তিনি নিজেকে “সর্বশেষ নবী” বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই এর অর্থও অনিবার্যভাবে এই হবে যে, তিনিই সর্বশেষ নবী ﷺ নন, তাঁর পরেও নবী আসতে পারে (নাউযবিল্লাহ)।

বলুত এ ধরনের অপব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী বুঝার মত যোগ্যতা হতেও বঞ্চিত। এই অনুচ্ছেদের উল্লেখিত সব কয়টি হাদীস একবার পড়লেই জানতে পারা যায় যে, নবী ﷺ নিজের (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)



২২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ -

৩২৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কারিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়ে উত্তম অথবা এই মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের সমতুল্য কিন্তু মসজিদুল হারামের কথা স্বতন্ত্র।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) মসজিদকে কোন অর্থে সর্বশেষ মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর সূত্রে যেসব হাদীস ইমাম মুসলিম (র) সংকলন করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার তিনটি মাত্র মসজিদই অন্যান্য সাধারণ মসজিদ অপেক্ষা বেশী ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী। এই তিনটি মাত্র মসজিদে সালাত আদায় পৃথিবীতে অন্য সকল মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা অসংখ্য গুণ সাওয়াব বেশী হবে। এই কারণে কেবলমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করে যাওয়া জাযিয়। অপর কোন মসজিদেরই এই মর্যাদা নাই যে, বিশেষভাবে তাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কেউ সফর করে সেখানে যাবে এবং অধিক সাওয়াব লাভ হবে। এই তিনটি মসজিদের একটি হল মসজিদুল হারাম তথা কা'বা শরীফ যা আব্দুল্লাহর দু'জন প্রিয়নবী ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মসজিদ হচ্ছে হযরত সূলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস। তৃতীয় মসজিদ হচ্ছে মদীনার মসজিদ বা মসজিদুন নবাবী যার ভিত্তিপ্রস্তর স্বয়ং নবী ﷺ নিজ হাতে স্থাপন করেন।

অতএব নবী ﷺ-এর বাণী "আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ" এর তাৎপর্য এই যে, যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না- এ জন্য তাঁর মসজিদের পর এমন কোন চতুর্থ মসজিদ নির্মিত হবে না- যাতে নামায পড়লে অপর মসজিদ সমূহের তুলনায় অনেক বেশী সাওয়াব হবে এবং যাতে নামায পড়ার জন্য (অধিক সাওয়াব লাভের আশায়) সফর করে যাওয়া জাযিয় হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্মিত মসজিদই কোন নবী কর্তৃক নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটাই সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ সর্বশেষ মসজিদ।

মুসলিম উম্মাহ কাদিয়ানীদের যেসব কারণে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই খতমে নবুওয়াত, অর্থাৎ তাদের মতে নবী মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী নন, বরং তাঁর পরে আরও নবী আসবে এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তারা নবী বলে দাবী করেও মান্য করে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ নবী ﷺ-কে সর্বশেষ নবী বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মুসায়লামা কাফ্যাবের অনুরূপ ভণ্ড নবী বলে প্রমাণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না এ সম্পর্কে পাঠকগণকে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করছি : ১. খতমে নবুওয়াত- মুফতী মুহাম্মদ শফী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত), ২. খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী সমস্যা- মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ৩. কাদিয়ানী মাসআলা- সাযিাদ আবুল হাসান আলী নদভী, ৪. একই শিরোনামে মাওলানা মনযূর নু'মানী রচিত গ্রন্থ। (অনুবাদক)

৩২৪৪. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩২৪৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৪৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي ذَوْفَعُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا دَرَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪৫. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ।

৩২৪৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩২৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৪৭. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩২৪৭. ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি..... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩২৪৮. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩২৪৮. ইবন আবু উমর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৪৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنَّ شِفَانِي اللَّهُ لَا خُرْجَنَ فَلَا صَلَاتَيْنِ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ

تَجَهَّزْتُ تَرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلَمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتُ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُعْبَةِ -

৩২৪৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি স্ত্রীলোক রোগাক্রান্ত হওয়ার পর বলল, আল্লাহ্ আমাকে রোগমুক্তি দান করলে আমি গিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবশ্যই সালাত আদায় করব। তারপর সে আরোগ্য লাভ করল এবং (বায়তুল মুকাদ্দাস) যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল এবং সে নবী ﷺ এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেন, তুমি এখানে থাক, যা কিছু পাথের নিয়েছ তা খাও এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের সালাত আদায় কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : “এই মসজিদে এক (রাক‘আত) সালাত আদায় মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক‘আত) সালাত পড়ার চেয়েও অধিক ফযীলতপূর্ণ।

## ৯২- بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

৯২. অনুচ্ছেদ : তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা

২২৫০- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى -

৩২৫০. আমরুন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : উটের পিঠে হাওদা আঁটা যাবে না (সফর করা যাবে না) তিনটি মসজিদ ব্যতীত : এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা।

২২৫১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ -

৩২৫১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে নবী ﷺ-এর কথা এভাবে শুরু হয়েছে : “তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে।”

২২৫২- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ ابْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَعْرُ حَدَّثَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبْلِیَاءَ -

৩২৫২. হাক্কন ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেবলমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে : কা‘বা মসজিদ, আমার এই মসজিদ এবং ইলিয়ার মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস)

৯২. بَابُ بَيَانِ مَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

৯৩. অনুচ্ছেদ : যে মসজিদের ভিত্তি তাক্ওয়া উপর প্রতিষ্ঠিত তার বর্ণনা এবং তা হল মদীনায় মসজিদে নবাবী (সা)

৩২৫২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْخُرَاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَآخِذْ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءٍ فَضَرْبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ -

৩২৫৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান (র) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “যে মসজিদের ভিত্তি তাক্ওয়া উপর স্থাপিত হয়েছে” সেই মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতাকে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছলাম। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই মসজিদ কোটি যার ভিত্তি তাক্ওয়া উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাবী (আবু সাঈদ) বলেন, তিনি একমুষ্টি কঁকড় তুলে তুলে তা যমীনের বুকে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর বললেন : “তা তোমাদের এই মসজিদ মদীনার মসজিদ।” রাবী (আবু সালামা) বলেন, এখন আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত আমিও আপনার পিতাকে এভাবেই ঐ মসজিদের উল্লেখ করতে শোনেছি।

৩২৫৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْأَسْنَادِ -

৩২৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন আবু সাঈদের নাম উল্লেখিত হয় নি।

৯৪. بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

৯৪. অনুচ্ছেদ : কুবা মসজিদের ফযীলত এবং তাতে সালাত আদায় ও তা যিয়ারতের ফযীলত

৩২৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -



৩২৫৫. আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মানী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে মসজিদে যিয়ারতের জন্য যেতেন।

৩২৫৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رُكْعَتَيْنِ -

৩২৫৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে কু'বা মসজিদে আসতেন এবং তাতে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

৩২৫৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৫৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজের বা বাহনে চড়ে কু'বায় আসতেন।

৩২৫৮. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصْرِيُّ ثِقَاتٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ -

৩২৫৮. আবু মা'আন রুকাশী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩২৫৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৫৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে এবং পদব্রজে কু'বায় আসতেন।

৩২৬০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حَجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৬০. ইয়াহইয়া ইবন আয্যাব কুতায়বা ও ইবন হজর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে ও পদব্রজে কু'বায় আসতেন।

৩২৬১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلِّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ -

৩২৬১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) প্রতি শনিবার কুবায় আসতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রতি শনিবার এখানে আসতে দেখেছি।

৩২৬২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَغْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ -

৩২৬২. ইবন আবু উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি শনিবার কুবায় আসতেন। তিনি বাহনে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে তথায় আসতেন। ইবন দীনার (র) বলেন, ইবন উমর (রা) ও অনুরূপ আমল করতেন।<sup>১</sup>

৩২৬৩- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ -

৩২৬৩. আবদুল্লাহ ইবন হাশিম (র) ..... ইবন দীনার (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই সূত্রে “প্রতি শনিবার” কথাটুকু উল্লেখ নাই।

১. কুবা পল্লী মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং খেজুর বাগানে পরিবেষ্টিত। নবী ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই এই পল্লীতে অবস্থান করেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে তা কুবা মসজিদ নামে পরিচিত এবং দীর্ঘকালের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনো তা বর্তমান আছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে এটাই সেই মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী ﷺ কখনো পদব্রজে আবার কখনো বাহনে চড়ে প্রায়ই এখানে এসে বিশ্রাম নিতেন এবং উক্ত মসজিদের নামায পড়তেন (অনুবাদক)।

১০-كِتَابُ النِّكَاحِ

১৫. বিবাহ অধ্যায়

## ১৫. كِتَابُ النِّكَاحِ

### ১৫. বিবাহ অধ্যায়

۱- بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَ وَجَدَ مُؤْنَةً وَاسْتِغْفَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤْنِ بِالصُّومِ

১. অনুচ্ছেদ : দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে সামর্থ্য ব্যক্তির বিবাহ করা মুস্তাহাব। আর্থিক অস্বচ্ছল ব্যক্তি রোযা রাখবে

৩২৬৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْىَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ-

৩২৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ..... আল্ কামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-এর সঙ্গে মিনায় পৌঁছলাম। এ সময় উসমান (ইব্ন আফ্ফান) (রা) এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সঙ্গে এমন একটি যুবতী মেয়ের বিয়ে দেব না যে হয়ত আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) বললেন, আপনি যদি একথা বলেন তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : “হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা (বিবাহ) দৃষ্টিকে নিচ করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে। আর যে সক্ষম নয় তার সিয়াম পালন করা উচিত। কারণ তা তার জন্য যৌন কামনা দমনকারী।”



৩২৬৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ  
 إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا  
 عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ  
 يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ قُلْتُ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ  
 أَبِي مُعَاوِيَةَ -

৩২৬৫. উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... আলকামা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এ সাথে  
 মিনায় হাঁটছিলাম। এ সময় উসমান ইবন আফ্ফান (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। রাবী বলেন, তিনি বললেন  
 : হে আবু আবদুর রহমান! এখানে আসুন। রাবী বলেন, তিনি তাকে একান্তে ডেকে নিলেন এবং আবদুল্লাহ (রা)  
 যখন দেখলেন গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন নেই তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আলকামা! আস, তখন আমি  
 তাদের সাথে যোগ দিলাম। উসমান (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি তোমাকে একটি  
 কুমারী মেয়ের সাথে বিবাহ দিব না, হয়ত সে তোমার অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন,  
 আপনি যদি তাই বলেন, ..... অবশিষ্ট বর্ণনা আবু মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ।

৩২৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
 عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا  
 مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَرُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

৩২৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের  
 বলেছেন : হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বৈবাহিক জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম সে যেন বিয়ে করে।  
 কারণ তা দৃষ্টিকে নিচু করে দেয় এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যে (ভরণপোষণে) সমর্থ না হয়, তাকে  
 অবশ্যই সাওম পালন করতে হবে। কারণ তা তার যৌবন কামনা দমনকারী।

৩২৬৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  
 وَأَنَا شَابٌ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُبِّيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
 بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ الْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ -

৩২৬৭. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর নিকট গেলাম। এ সময় আমি যুবক ছিলাম। তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, “অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর বিলম্ব করি নি।”

৩২৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ الْبِثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ -

৩২৬৮. আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) এর নিকট গেলাম এবং আমি ছিলাম দলের মধ্যে সব চাইতে তরুণ। ..... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে “অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর বিলম্ব করি নি” কথাটুকু উল্লেখ নাই।

৩২৬৯. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

৩২৬৯. আবু বকর ইবন নাফি' আল-আব্দী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী নবী ﷺ-এর সহধর্মিনীদের নিকট তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, আমি কখনও বিয়ে করব না, কেউ বললেন, আমি কখনও গোশত খাব না, কেউ বললেন, আমি কখনও বিছানায় ঘুমাব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন : “লোকদের কি হল যে, তারা এরূপ এরূপ বলছে? অথচ আমি তো সালাত ও আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই, সাওম পালন করি এবং ইফতারও করি এবং বিয়েও করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুনাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার কেউ নয়।”

৩২৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

৩২৭০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর কৌমার্যব্রত (অবিবাহিত জীবন যাপন) অবলম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা নিজেদের খোজা করে নিতাম।

৩২৭১. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا -

৩২৭১. আবু ইমরান মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র)..... সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ (ইবন আবু ওয়াক্কাস) (রা)-কে বলতে শুনেছি- উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব। (রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খোজা করে নিতাম।

৩২৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَّبِعَ فَتَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصِمْنَا -

৩২৭২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) কে বলতে শুনেছেন, উসমান ইবন মাযউন (রা) কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (তা করতে) নিষেধ করে দেন। তিনি যদি তাঁকে অনুমতি দিতেন তবে অবশ্যই আমরা নিজেদের খোজা করে নিতাম।<sup>১</sup>

১. 'নিকাহ' শব্দের অর্থ 'সহবাস', 'বিবাহ'। এখানে শব্দটি বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানব জাতির মত বিবাহ প্রথাও একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়- যা প্রচলিত প্রথা বা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। তা উভয় পক্ষকে কতগুলো দায়িত্ব বহন ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত মানবীয় সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর। তাই দাম্পত্য বিধানের মৌলিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে তা অত্যন্ত নির্ভুল বুনিয়েদের উপর রচনা করা হয়েছে। মুসলমানগণ দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দীনের মধ্যে একটি উত্তম পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু বিধান লাভ করেছে।

ইসলামের দাম্পত্য বিধানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার হিফায়ত। এজন্য কুরআন মজীদে নিকাহ শব্দকে 'ইহসান' (إِحْسَان) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'হিসন' (حَسَن) শব্দের অর্থ দূর্গ, আর 'ইহসান' শব্দের অর্থ দূর্গে আবদ্ধ হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে হচ্ছে মুহসিন, অর্থাৎ সে যেন একটি দূর্গ নির্মাণ করেছে। আর যে স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয় সে হচ্ছে মুহসিনা, অর্থাৎ বিয়ের আকারে তার নিজের এবং নিজ চরিত্রের হিফায়তের জন্য যে দূর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে আশ্রয়গ্রহণকারিণী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করে সাংসারিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাদের বিবাহ করার মত সামর্থ্য নাই তাদেরকে রোযা রাখার মাধ্যমে জৈবিক শক্তি দমন পূর্বক নিজ চরিত্রের হিফায়ত করার উপদেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া কেবল বিবাহের মাধ্যমে বৈধ বংশধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব- (অনুবাদক)।

২. بَابُ نَدَبٍ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوقِعَهَا

২. অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তা স্ত্রীর সাথে অথবা ক্রীতদাসীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়

৩২৭৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيْنَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ -

৩২৭৩. আমর ইবন আলী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তার একটি চাড়মা পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর বের হয়ে সাহাবীদের নিকট এসে তিনি বললেন : স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তানের বেশে এবং ফিরে যায় শয়তানের বেশে। অতএব তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে। কারণ তা তার মনের ভেতর যা রয়েছে তা দূর করে দেয়।

৩২৭৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيْنَةً وَلَمْ يَذْكُرْ تَدْبِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ -

৩২৭৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি স্ত্রীলোক দেখলেন..... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে : “তিনি নিজ স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট এলেন, তখন তিনি একটি চামড়া পাকা করছিলেন” এবং “সে শয়তানের বেশে চলে যায়” উল্লেখ নাই।

৩২৭৫. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ -

৩২৭৫. সালামা ইবন শাবীব (র)..... জাবির (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কাউকে কোন স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তা তার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে সংগম করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করে।



## ২. بَابُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : মুত'আ বিবাহ তা বৈধ ছিল, পরে তা বাতিল করা হয়, তারপর বৈধ করা হয়, আবার বাতিল করা হয় এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত স্থির থাকবে

৩২৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَأَبْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمُرَاةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قرَأَ عَبْدُ اللَّهِ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » -

৩২৭৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র আল-হামদানী (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা) কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, আমরা কি খাসী হবে না? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন। তারপর তিনি পরিধেয় বস্ত্র দানের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্ট কালের জন্য নারীদের বিবাহ করার রুখসত দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) পাঠ করলেন : “হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।” (সূরা মায়িদা : ৮৭)

৩২৭৭. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ قرَأَ عَبْدُ اللَّهِ -

৩২৭৭. উসমান ইবন আবু শায়বা (রা) ..... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। তিনি বলেন নি যে, আবদুল্লাহ (রা) পড়েছেন।

৩২৭৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَارِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو -

৩২৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইসমাইল (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা ছিলাম যুবক। তাই আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি খাসী হব না? এতে ‘জিহাদ’ শব্দের উল্লেখ নাই।

৩২৭৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّامَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ

عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِغَيْرِ مَتْعَةِ النِّسَاءِ -

৩২৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ও সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক বেরিয়ে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মত 'আ বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

৩২৮০. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ سَيْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمَتْعَةِ -

৩২৮০. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম আল-আয়শী (র) ..... সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং আমাদের মত 'আর (সাময়িক বিবাহের) অনুমতি দিলেন।

৩২৮১. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمَتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ -

৩২৮১. হাসান হুলওয়ানী (র)..... আতা (র) বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) উমরা পালন করতে এলেন। তখন আমরা তাঁর আবাসে তাঁর নিকট গেলাম। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেসা করল। অতঃপর তারা মত 'আ সম্পর্কে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এর যুগে মত 'আ (বিবাহ) করেছি।

৩২৮২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الثَّمَرِ وَالْدَّقِيقِ الْإِيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ -

৩২৮২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা ময়দার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-এর যুগে মত 'আ বিবাহ করতাম। শেষ পর্যন্ত উমর (রা) আমার ইব্ন হুরায়সের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নিষিদ্ধ করেন।<sup>১</sup>

১. আমার ইব্ন হুরায়স কুফায় এসে তার মুক্তদাসীকে মত 'আ বিবাহ করেন : এর ফলে সে গর্ভবর্তী হলে তাকে নিয়ে তিনি উমর ফারুক (রা) এর নিকট উপস্থিত হন, এই সময় উমর ফারুক (রা) কঠোরভাবে মত 'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করেন (অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে বিস্তারিত আলোচনা প্রঃ)

২২৮৩. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبُكَرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ اتُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعْدِلْهُمَا -

৩২৮৩. হামিদ ইবন উমর বাকরাবী (র) ..... আবু নাদরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন যুযায়র (রা) দুই প্রকারের মুত'আ (তামাত্ত হজ্জ ও মুত'আ বিবাহ) নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করছেন। তখন জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে দুই প্রকারের মুত'আই করেছি। অতঃপর উমর (রা) আমাদের এই উভয়টিই করতে নিষেধ করলেন। অতএব আমরা তা আর করি নি।

২২৮৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامًا أَوْ طَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا -

৩২৮৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়্যাশ ইবন সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাস যুদ্ধের বছর তিন তিনের জন্য মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করেন।

২২৮৫. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءٌ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تَعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجُودَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشْبُ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخْلُ سَبِيلَهَا -

৩২৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... রাবী ইবন সাবরা আল-জুহানী (র) থেকে তাঁর পিতা সাবরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুত'আর অনুমতি দিলেন। তারপর আমিও অপর এক ব্যক্তি বনু আমির গোত্রের একটি মহিলার নিকট গেলাম। সে ছিল দেখতে লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট তরুণ উষ্ট্রীর ন্যায়। আমরা নিজেদেরকে তার নিকট (মুত'আ বিবাহের জন্য) পেশ করলাম। সে বলল, আমাকে কি দেবে? আমি বললাম,

আমার চাদর। আমার সাথীও বলল, আমার চাদর। আমার চাদরের তুলনায় আমার সংগীর চাদরটি ছিল উৎকৃষ্টতর; কিন্তু আমি ছিলাম তুলনায় কম বয়সের যুবক। সে যখন আমার সংগীর চাদরের প্রতি তাকায় তখন তা তার পসন্দ হয় এবং বলল, তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। অতএব আমি তার সাথে তিন দিন অতিবাহিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো কাছে মৃত'আ বিবাহের সূত্রে কোন স্ত্রী লোক থাকলে সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয় (ত্যাগ করে)।

২২৮৬. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مَفْضُلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنْ قَوْمِي وَلِيَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ الدِّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرِدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّيْنَا فَتَاةً مِّثْلَ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنِطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتَعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَأَبَاسٌ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩২৮৬. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র)..... রাবী ইবন সাব্বা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মক্কা বিজয়াভিযান রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা তথায় ১৫ দিন অর্থাৎ পূর্ণ ১৩ দিন এবং এক দিন ও এক রাত অবস্থান করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মৃত'আর অনুমতি দিলেন। তখন আমিও আমার গোত্রের এক ব্যক্তি বেরিয়ে পড়লাম। আমি তার তুলনায় আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলাম এবং সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের উভয়ের সাথে একটি করে চাদর ছিল। আমার চাদরটি ছিল পুরাতন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে অথবা উচ্চভূমিতে পৌঁছে একটি যুবতী মেয়ের সাক্ষাত পেলাম, যাকে দেখতে অনেকটা উঠতি বয়সের চালাক এবং লম্বাঘাড় বিশিষ্ট উদ্ভীর মত। আমরা প্রস্তাব দিলাম, আমাদের দু'জনের কারো সাথে তোমার মৃত'আ বিবাহ কি সম্ভব? সে বলল, তোমরা কী বিনিময় দিবে? তাদের প্রত্যেকে নিজনিজ চাদর মেলে ধরল। সে তাদের উভয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমার সংগীও তার দিকে তাকাল। যখন স্ত্রীলোকটি এর দিকে তাকায় বলল, তার এই চাদর পুরাতন এবং আমার চাদর একেবারে নতুন। স্ত্রীলোকটি তিনবার কি দুইবার বলল, তার চাদরটি গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি তাকে মৃত'আ বিবাহ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত ফিরে আসি নি।

২২৮৭. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بِنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشْرِ بْنِ وَزَّادٍ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقَ مَعَهُ -

৩২৮৭. আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর দারামী (র)..... সাবরা জুহানী (রা) বলেন, আমরা মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মক্কায় রওনা হলাম ..... বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে, স্ত্রীলোকটি বলল, “এটা কি ঠিক হবে?” তার চাদরটি পুরাতন এবং ছিড়ে গেছে।”

২২৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيَمُّوهُنَّ شَيْئًا -

৩২৮৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ..... সাবরা (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করেছেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতএব যার নিকট এই ধরনের বিবাহ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছ তা কেড়ে রেখে দিও না

২২৮৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩২৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল আযীয ইবন উমর (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সাবরা জুহানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (কা'বার) দরজা ও রুকনের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ..... বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২২৯০- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُنْتَعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا -

৩২৯০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবদুল মালিক ইবন রাবী ইবন সাবরা জুহানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান করেন। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত (নারী সঙ্গ ত্যাগ করে) বের হয়ে আসি নি।

৩২৯১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ ابْنُ سَبْرَةَ بْنُ مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ فَتَحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ وَصَاحِبُ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنْ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِرَاقِهِمْ -

৩২৯১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... সাবরা ইবন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাহাবীগণকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আর অনুমতি দেন। সাবরা (রা) বলেন, তখন আমি এবং সুলায়ম গোত্রের আমার এক সাথী বের হয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত আমার গোত্রের এক যুবতীকে পেয়ে গেলাম। সে জোয়ান উদ্ভীর ন্যায়। আমরা তার নিকট মুত'আ বিবাহের প্রস্তাব দিলাম এবং আমাদের চাদর তার সামনে পেশ করলাম। তখন সে তাকিয়ে দেখল এবং আমাকে আমার সংগীর তুলনায় সুন্দর দেখতে পেল, অপরদিকে আমার চাদরের তুলনায় আমার সংগীর চাদর উৎকৃষ্টতর দেখল। সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর আমার সংগীর চাইতে আমাকে অগ্রাধিকার দিল। তারা আমাদের সাথে তিন দিনের মুত'আ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিদায় করে দেওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন।

৩২৯২. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ ثُمَيْرٍ قَالَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ -

৩২৯২. আমরুন নাকিদ (র) .... রাবী' ইবন সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ মুত'আ (বিবাহ) করতে নিষেধ করেছেন।

৩২৯৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ -

৩২৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... রাবী' ইবন সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মুত'আ নিষিদ্ধ করেন।

৩২৯৪. وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ -

৩২৯৪. হাসান আল-হলওয়ানী (র) ..... রাবী' ইবন সাবরা জুহানী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের কালে স্ত্রীলোকদের সাথে মৃত'আ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর পিতা দু'টি লাল চাদরের বিনিময়ে মৃত'আ করেছিলেন।

৩২৯৫. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يَفْتُونُ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَلْفٌ جَافٌ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تَفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامٍ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرَّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَنَنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنُ سَيْفٍ اللَّهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ الْإِنصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامٍ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنَزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بَبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ.

৩২৯৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... উরওয়া ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) মক্কায় (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু লোক এমন আছে আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তেমনি অন্তরকেও অন্ধ করে দিন। তারা মৃত'আর পক্ষে ফাতওয়া দেয়। একথা বলে তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)। তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি একটি অসভ্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আমার জীবনের শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মৃত'আ প্রচলিত ছিল। ইবন যুবায়র (রা) তাঁকে বললেন, আপনি নিজে একবার করে দেখুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি তা (মৃত'আ) করেন তাহলে আপনার জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়েই আপনাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করব।

ইবন শিহাব (র) বলেন, খালিদ ইবনুল মুহাজির ইবন সাযফুল্লাহ (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি এক ব্যক্তির নিকট বসেছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে মৃত'আ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে মৃত'আর অনুমতি দিলেন। ইবন আবু উমরা আনসারী (রা) তাকে বললেন, থামুন। সে বলল, কেন? আল্লাহর শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন ﷺ-এর যুগে তা করা হত। ইবন আবু উমরা (রা) বললেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিরুপায় অবস্থায় তার অনুমতি ছিল (যেমন নিরুপায় অবস্থায়) মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের (গোশত ভক্ষণের) ন্যায়। অতঃপর আল্লাহ তার দ্বীনকে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করলেন এবং তা নিষিদ্ধ করলেন।

## বিবাহ অধ্যায়

ইবন শিহাব (র) বলেন, রাবী ইবন সাবরা জুহানী আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, নবী ﷺ-এর যুগে আমি দু'টি লাল চাদরের বিনিময়ে আমার গোত্রের একটি স্ত্রীলোকের সাথে মুত'আ করেছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুত'আ করতে নিষেধ করেন। ইবন শিহাব (র) আরও বলেন, আমি রাবী ইবন সাবরাকে উমর ইবন আবদুল আযীয (রা)-এর নিকট তা বর্ণনা করতে শুনেছি, আমি তখন (সেখানে) বসছিলাম।

৩২৯৬- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ إِلَّا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ -

৩২৯৬. সালামা ইবন শাবীব (র) ..... রাবী ইবন সাবরা জুহানী (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত'আ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, সাবধান! আজকের এই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম। যে কেউ (ইতিপূর্বে) মুত'আ বাবদ যা কিছু দিয়েছে, সে যেন তা ফিরত না নেয়।

৩২৯৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بَنِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ -

৩২৯৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

৩২৯৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتُهُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ -

৩২৯৮. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসমা আদ-দুবাইঈ (র) ..... মালিক (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আছে, মুহাম্মাদ ইবন আলী বলেন, তিনি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন, তুমি তো সৎপথ থেকে বিচ্যুত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন .... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩২৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بَنِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ -



৩২৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মৃত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

৩২... وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ -

৩৩০০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) নারীদের সাথে মৃত'আর ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আলী (রা) বললেন, থাম, হে ইবন আব্বাস। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মৃত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

৩৩.১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ -

৩৩০১. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) কে লক্ষ্য করে আলী (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মৃত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।<sup>১</sup>

১. 'মৃত'আ' এক ধরনের অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ। একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য মাহরের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। সময়সীমা শেষ হওয়ার পর বিবাহের চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং স্ত্রীলোকটি স্বামীর তালাক প্রদান ছাড়াই তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ইসলাম পূর্ব আরবে এই ধরনের বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী শরী'আতেও তা জায়গা ছিল। যুগ যুগ ধরে আরব সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরস্থির ও হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে যেভাবে মূলোচ্ছেদ করেছেন, ঠিক তদ্রূপ বিবাহের এই কুপ্রথাও তিনি সময়মত আন্তেআন্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর বিলুপ্তি সাধন করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের সময় তিনি এই বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, অতঃপর মক্কা বিজয়কালে আওতাস যুদ্ধ চলাকালীন তিন দিনের জন্য তার অনুমতি প্রদান করেন এবং পর পর তা হারাম ঘোষণা করেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় তিনি চিরকালের জন্য এই প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন (আবু দাউদ)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আততুজ্জামাহাবসমূহে এই বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন এবং হাদীস ও ফিকহের ইমামগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং তাবিঈদের মধ্যে আতা, তাউস ও সাঈদ ইবন জুবারের মতে নিরুপায় অবস্থায় এই ধরনের বিবাহ জাযিয়। কিন্তু ইবন আব্বাস (রা) শেষ জীবনে তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেছেন বলে কথিত আছে, যদিও তার সনদসূত্র দুর্বল বলে মুহাদ্দিসগণ মত প্রকাশ করেছেন (ফাতহুল রাবী, ৯ খ. পৃ. যাদুল মা'আদ, ২ খ. পৃ. ২৫৮)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলেও মৃত'আ বিবাহ হারাম প্রমাণিত হয়। কারণ যে নারীর সাথে মৃত'আ করা হবে সে না স্ত্রীরূপে গণ্য, না ক্রীতদাসীরূপে। সে যে ক্রীতদাসী নয় তা সুস্পষ্ট। (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

#### ৪- بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

৪. অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে তার ফুফুর কিংবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম

২. ৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا -

৩৩০২. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে একত্রে (একত্রে বিবাহ) করা যাবে না।

৩. ৩২. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعٍ ابْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةَ وَ عَمَّتِهَا وَ الْمَرْأَةَ وَ خَالَتِهَا -

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) আর সে স্ত্রীও নয়- এজন্য যে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন-বিধানের কোনটিই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। যেমন, সে পুরুষ লোকটির ওয়ারিস হতে পারে না এবং পুরুষ লোকটি ও তার ওয়ারিস হতে পারে না। তার তালাক বা ইদত পালনেরও কোন প্রশ্ন উঠে না। সে নফকার (ভরণ-পোষণ) দাবীও করতে পারে না এবং ঈলা, যিহার, লি'আন, খোলা ইত্যাদিও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন কি সে একই সময় চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সীমার বহির্ভূত। অতএব সে যখন "স্ত্রী" বা "দাসী" কোনটিই নয় তখন কি করে সে একজন পুরুষের জন্য হালাল হতে পারে বরং এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারীরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনকারী হিসাবেই গণ্য হবে।

ইয়ামিয়া মাযহাবের লোকেরা (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের বহির্ভূত) সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত بِمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ফَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ এবং তাদের ইমামদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে মৃত'আ বিবাহকে জাযিয় মনে করে। সুন্নী মুহাদ্দিসগণ প্রমাণ করেছেন যে, এসব হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আর কুরআনের আয়াত সম্পর্কে বলা যায় যে, উল্লেখিত আয়াত বৈধ পন্থায় বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রাপ্য মাহর প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মৃত'আ বিবাহ হয়রত উমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতকালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং নবী ﷺ কর্তৃক তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি বলে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয় তা আদৌ কোন ভিত্তি নেই। এর হারাম হওয়ার কথা স্বয়ং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, উমর (রা) এর উদ্যোগে নন। তিনি শুধু এই নিষেধাজ্ঞার প্রচারক ও তা কার্যকরকারী। নবী ﷺ যেহেতু এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করেন তাঁর জীবনের শেষদিকে, তাই তা সাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে পারে নি। এই কারণে উমর (রা) তার ব্যাপক প্রচার করেন এবং সরকারী ফরমানের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন।

তাছাড়া মৃত'আকে বৈধ মনে করা হলে তা এমন যৌন উজ্জ্বলতার দ্বার খুলে দিবে যে, ইসলামের মত একটি মানবতাবাদী মহান ধর্মে তা বৈধ হওয়া তো দূরের কথা- সুস্থ রুচি ও বিবেক ও তা সহ্য করতে পারে না। মৃত'আকে জাযিয় করতে হলে সমাজে বারবণীতাদের ন্যায় নিম্নস্তরের একদল নারীকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে- যাদের সাথে মৃত'আ করা যাবে। অথবা কেবল পরীষ লোকদের মেয়ে-বোনদের সাথে মৃত'আ করা হবে, আর ধনিক শ্রেণীর পুরুষের এর সুযোগ গ্রহণ করবে। নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর শরী'আতে একরূপ অন্যায় আচরণপূর্ণ কোন আইন থাকতে পারে না। - (অনুবাদক)

৩৩০৩. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চারজন মহিলা গ্রহণের ব্যাপারে এ নিষেধাজ্ঞা করেছেন যে, তাদের যেন কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে একত্র করা না হয়।

৩৩.৪. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلٍ بْنُ حَنْظَلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بِنْتِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ -

৩৩০৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভাইঝির উপর তার ফুফুকে বিবাহ করা যাবে না। অনুরূপভাবে খালার উপর বোনঝিকে বিবাহ করা যাবে না।

৩৩.৫. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةَ بِنْتُ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَفَرَرْتُ خَالَاتِهَا وَبَيْنَ أَبِيهَا وَبَيْنَ ابْنَةِ الْخَالَةِ -

৩৩০৫. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মহিলা ও তার ফুফুকে এবং কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। রাবী শিহাব (র) বলেন, আমরা মনে করি, পিতার খালা ও পিতার ফুফু এ পর্যায়ের।

৩৩.৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا -

৩৩০৬. আবু মান'ন রাকাসী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না তার ফুফুর উপরে।

৩৩.৭. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৩০৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩৩.৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفَى صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا -

৩৩০৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, তার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দিয়ে দরদাম না করে। ফুফুর উপরের তার ভাইঝিকে এবং খালার উপরে তার বোনঝিকে বিবাহ করা যাবে না। কোন স্ত্রীলোক যখন নিজের পাত্র ভরে নেওয়ার জন্য তার বোনের (অন্য স্ত্রী লোকের) তালাক দাবী না করে, বরং সে বিবাহ করুক। কারণ আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সে তা পাবেই।

৩৩.৯- وَحَدَّثَنِي مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفَى مَافِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَازِقُهَا -

৩৩০৯. মুহরিয ইবন আওন ইবন আবু আওন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফুফুর উপরে তার ভাইঝিকে এবং খালার উপর তার বোনঝিকে বিবাহ করতে এবং কোন মহিলা তার নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য তার বোনকে তালাকের দাবী করতে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহই তার রিয়িকদাতা।

৩৩.১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَالْأَفْطُ لَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

১. খালা, বোনঝি অথবা ফুফু- ভাইঝি এমন দু'জন মহিলা যে, তাদের যে কোন একজনকে পুরুষ কল্লনা করলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। (পরস্পরের মাহরাম হওয়ার কারণে) অতএব কোন ব্যক্তি বিবাহাধীনে যে মহিলা রয়েছে- তার বর্তমানে তার ভাইঝি, বোনঝি, ফুফু অথবা খালাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না। হাঁ ঐ মহিলা মারা গেলে অথবা তাকে তালাক দেওয়ার পর তার উল্লেখিত আত্মীয়দের যে কাউকে বিয়ে করা যাবে। বৈবাহিক সূত্রে এরা অস্থায়ী মাহরাম। অতএব এরা পর্দার আওতায় পড়বে।

'নিজের বোনের তালাক দাবী করা' বাক্যাংশের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। স্বামীর নিকট সতীনের তালাক দাবী করা অর্থাৎ স্বামীকে এই বলা যে, তুমি তাকে তালাক না দিলে আমি তোমার সংসারে থাকব না। এরূপ দাবী অবৈধ। অথবা কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিল। মহিলাটি তাকে বলল, তোমার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে আমি তোমার সাথে বিয়ে বসতে প্রস্তুত আছি। এরূপ দাবীও অবৈধ। তাই তার সতীনের সংসারে না গিয়ে অন্যত্র বিবাহ বসা উচিত। হাদীসে তাকে এই পরামর্শই দেওয়া হয়েছে। - (অনুবাদক)



أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا -

৩৩১০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কোন মহিলা ও তার ফুফুকে একত্র করতে এবং কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্র করতে।

৩৩১১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৩১১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

## ৫. بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرَمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

৫. অনুচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া দৃশ্যীয়

৩৩১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يَزُوجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبِيانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ -

৩৩১২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... নুবাইহ ইব্ন ওয়হ্ব (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) শায়বা ইব্ন জুবায়রের কন্যার সাথে নিজ পুত্র তালহার বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করলেন। অতএব তিনি উসমান (রা) এর পুত্র আবানের কাছে লোক পাঠালেন (তাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য)। তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। আর তিনি এ সময় আমীরুল হাজ্জ ছিলেন। আবান বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে) ইহরামধারী ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

৩৩১৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبِيانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْرَمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْكَحُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩১৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী (র)..... নুবাইহ ইব্ন ওয়হ্ব (র) বলেন, উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মামার আমাকে আবান ইব্ন উসমানের নিকট পাঠালেন এবং উদ্দেশ্যে যে, তিনি নিজ পুত্রের সাথে শায়বা ইব্ন

উসমানের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। তিনি (আবান) তখন হজ্জের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তো তাকে বেদুঈনের মত আচরণ করতে দেখেছি।” কারণ (এটাতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে,) ইহরাম বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি না বিবাহ করতে পারে, না বিবাহ করাতে পারে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীস উসমান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

২২১৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ -

৩৩১৪. আবু গাস্‌সান মিসমাসী ও আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করবে, না বিবাহ করাবে, আর না বিবাহের প্রস্তাব ও দিবে।

২২১৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْمُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ -

৩৩১৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

২২১৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ أَنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأَجِبْ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبَانَ أَلَا أَرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ -

৩৩১৬. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)..... নুবাইহ ইব্ন ওয়হ্ব (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন মামার হজ্জের মৌসুমে শায়বা ইব্ন জুবায়রের কন্যার সাথে নিজ পুত্র তালহার বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করলেন। এ সময় আবান ইব্ন উসমান ছিলেন আমীরুল হাজ্জ। অতএব তিনি (উমর) তার নিকট এই কথা বলে পাঠালেন, আমি তালহা ইব্ন উমরের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেছি। অতএব আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। আবান (র) তাঁকে বললেন, আমি তো তোমাকে নির্বোধ ইরাকীর মত আচরণ করতে

দেখছি। নিশ্চিত আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইহরামধারী ব্যক্তি বিবাহ করবে না।

২৩১৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ زَادَ ابْنُ ابْنِ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ-

৩৩১৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (র) ..... আবু শা'সাআ (র) থেকে বর্ণিত। ইবন আক্বাস (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় (মায়মুনাকে) বিবাহ করেছেন। ইবন নুমায়রের বর্ণনায় আরো আছে : আমি (ইবন নুমায়র) যুহরীর নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমাকে ইয়াযীদ ইবনুল আসাম অবহিত করেছেন যে, “তিনি ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাকে বিবাহ করেছেন।”

২৩১৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ-

৩৩১৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইবন আক্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামের অবস্থায় মায়মুনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

২৩১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْزَاةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالََةُ ابْنِ عَبَّاسٍ-

৩৩১৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইয়াযীদ ইবনুল আসাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিসের কন্যা মায়মুনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম মুক্ত অবস্থায় তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন আমার খালা এবং ইবন আক্বাস (রা) এরও খালা।<sup>১</sup>

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও হানাফী মাযহাবের মত অনুযায়ী ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। তাঁরা ইবন আক্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বল (র)-এর মতে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করলে তা বাতিল গণ্য হবে। তাঁদের মতে ইবন আক্বাস (রা) এর বর্ণনার তুলনায় মায়মুনা (রা) এর বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য- (অনুবাদক)

## ৬- بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِيَةِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرَكَ

৬. অনুচ্ছেদ : একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনুমতি দিলে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করলে (তা জায়য)

৩৩২০. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ -

৩৩২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন অন্যের দামাদামীর উপর দর বাড়িয়ে না বলে এবং অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

৩৩২১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ -

৩৩২১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দর দামের উপর দরদাম না করে এবং তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে সে অনুমতি দিলে (তা জায়য)।

৩৩২২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৩২২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উবায়দাল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে (এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

৩৩২৩. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৩২৩. আবু কামিল (র) ..... নাফি' (র) থেকে এই সূত্রে (অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

৩৩২৪. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَافِي إِنْأَتِهَا أَوْ مَافِي صَحْفَتِهَا زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَسْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -



৩৩২৪. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন- গ্রামের লোকদের পক্ষ থেকে পণ্য দ্রব্য শহরের লোকদের বিক্রয় করে দিতে, অথবা কৃত্রিম ক্রেতা সেজে দাম বাড়িয়ে বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অপরজনের প্রস্তাব দিতে, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের দরদাম করার উপর অপরজনের দরদাম করতে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার বোনের পাত্র পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার তালাক দাবী করতে। আমরের বর্ণনায় আরো আছে : “একজনের দর করার উপর অপরজনকে দর বাড়িয়ে বলতে।”

২৩২৫. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْآخَرَى لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنْثَانِهَا -

৩৩২৫. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে দালালী করার উদ্দেশ্যে) দাম বাড়িয়ে বলবে না, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাই এর বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য অপর স্ত্রীলোকের তালাক দাবী না করে।

২৩২৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَلَا يَزِدُّ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ -

৩৩২৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... যুহরী (র) থেকে এই সনদের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মারের বর্ণনায় আছে : “কোন ব্যক্তি যেন ক্রয়-বিক্রয়ে তার ভাইয়ের দামের উপ দিয়ে দাম বাড়িয়ে না বলে।”

২৩২৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ -

৩৩২৭. ইয়াহুইয়া ইবন আয্যাব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন মুসলিম যেন অপর মুসলিমের দামের উপর দাম না করে এবং তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

৩৩২৮. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَخُطْبَةِ أَخِيهِ -

৩৩২৮. আহমাদ ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। কিন্তু এরা বলেন, 'তার ভাইয়ের দামের উপর' তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর'।

৩৩২৯. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ -

৩৩২৯. আবু তাহির (র)..... উক্বা ইবন আমির (রা) মিশ্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তি ভাই। অতএব মু'মিনের জন্য তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলা এবং তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া হালাল নয়। তবে সে ( নিজের প্রস্তাব ) প্রত্যাহার করলে স্বতন্ত্র কথা।

## ৭. بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشُّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

৭. অনুচ্ছেদ : শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল

৩৩৩০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ وَالشُّغَارِ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -

৩৩৩০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার হল-কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং তাদের মধ্যে মাহর দেওয়া হবে না।

৩৩৩১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشُّغَارُ -

৩৩৩১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে এই সনদে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে উবায়দুল্লাহর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন : “আমি নাফি’ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, শিগার কি?”

৩৩৩২. ৩৩৩২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ -

৩৩৩২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার নিষিদ্ধ করেছেন।

৩৩৩৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا شُغَارَ فِي الْإِسْلَامِ -

৩৩৩৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি’ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “ইসলামে শিগার নাই।”

৩৩৩৪. ৩৩৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشُّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوْجَنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوْجَنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجُكَ أُخْتِي -

৩৩৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। ইবন নুমায়রের বর্ণনায় আরো আছে : “শিগার এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, তোমার কন্যাকে আমার সাথে বিবাহ দাও এবং আমিও আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব। তোমার বোনকে আমার সাথে বিবাহ দাও, আমিও তোমার সাথে আমার বোনকে বিবাহ দিব।”

৩৩৩৫. ৩৩৩৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৩৩৫. আবু কুরায়ব (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে ইবন নুমায়রের অতিরিক্ত বর্ণনা উল্লেখিত হয় নি।

৩৩৩৬. ৩৩৩৬. وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّغَارِ -



৩৩৩৬. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন।

## ৮. بَابُ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

৮. অনুচ্ছেদ : বিবাহের শর্তাবলী পূর্ণকরণ

২৩২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشَّرْطُ -

৩৩৩৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন আয়্যুব (র)..... উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলেছেন : “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে- তা হচ্ছে সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছ।” হাদীসের মূল পাঠে উদ্ধৃত শব্দাবলী আবু বকর ও ইব্ন মুসান্নার বর্ণনা থেকে গৃহীত। তবে ইব্ন মুসান্নার বর্ণনায় “শর্তাবলী” উল্লেখ আছে।

## ৯. بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

৯. অনুচ্ছেদ : পূর্ব বিবাহিতার মৌখিক সম্মতি গ্রহণ এবং কুমারীর নীরবতা সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হবে

২৩২৮- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْكِحُ الْاَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ -

৩৩৩৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বলেছেন : পূর্ব বিবাহিতাকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার (কুমারীর) সম্মতি কিভাবে নেওয়া যাবে? তিনি বললেন : সে নীরব থাকলে।

২৩২৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح



وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو  
النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  
بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ  
فِي هَذَا الْحَدِيثِ -

৩৩৩৯. যুহায়র ইবন হারব, ইব্রাহীম ইবন মুসা, আমরুন নাকিদ, মুহাম্মদ ইবন রাফি ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর  
রহমান সকলেই..... ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে এই সনদে হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা  
করেছেন। হিশাম, শায়বান ও মু'আবিয়া ইবন সাল্লাম- এ হাদীসে তাদের শব্দ অভিন্ন।

২২৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا  
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَوَانُ مَوْلَى  
عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا اسْتَأْمَرُ  
أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ تَسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ أَذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ -

৩৩৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) ..... আশিয়া (রা)  
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : যে মেয়েকে তার অবিভাবক  
বিবাহ দেয়, তার নিকট থেকেও সম্মতি নিতে হবে কি না? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ, তার সম্মতি নিতে  
হবে। আশিয়া (রা) বলেন, আমি তাঁকে পুনর্বার বললাম, সে তো লজ্জায় পড়বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার  
নীরবতাই তার সম্মতি।

২২৪। حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَأَذْنُهَا  
صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ -

৩৩৪১. সাঈদ ইবন মানসুর ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ  
বলেছেন : পূর্ব বিবাহিতা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে) নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের  
তুলনায় অধিক হক্কার। কুমারীকে তার থেকে তার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে, তার নীরবতাই তার সম্মতি।

৩৩৪২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأُذْنُهَا سَكُونُهَا -

৩৩৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্ব বিবাহিতা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং কুমারীর সম্মতি নিতে হবে। নীরবতাই তার সম্মতি।

৩৩৪৩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِيْ نَفْسِهَا وَأُذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصُمَّتْهَا إِقْرَارُهَا -

৩৩৪৩. ইবন আবু উমর (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্ব বিবাহিতা তার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং পিতা কুমারী কন্যার নিজের ব্যাপারে তার সম্মতি নিবে। নীরবতাই তার সম্মতি। কখনও তিনি বলেছেন : তার নীরবতাই তার স্বীকৃতি।

৩৩৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَعَّكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمُيْمَةً فَاتَتَنِي أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَخْتُ بِي فَاتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَ هَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَاسْلَمْتُنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحَتْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَاسْلَمْتُنِي إِلَيْهِ -

৩৩৪৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আশিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিয়ে করেছেন, আমার বয়স তখন ছয় বছর। তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘরে যান, তখন আমার বয়স নয় বছর। আয়িশা (রা) বলেন, আমরা হিজরত করে মদীনাতে পৌঁছার পর আমি একমাস যাবৎ জুরে আক্রান্ত ছিলাম এবং আমার মাথার চুল পড়ে গিয়ে কানের কাছে (কিছু) থাকে। (আমার মা) উম্মে রুমান আমার নিকট এলেন, আমি তখন একটি দোলনার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথীরাও ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, আমি তার নিকট গেলাম। আমি বুঝতে পারি নি যে, তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন। আমি তখন বলছিলাম,

আহ, আহ। অবশেষে আমার উদ্বেগ দূরীভূত হল। তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে আমার কল্যাণ ও রহমতের জন্য দু'আ করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি (মা) আমাকে তাঁদের নিকট সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমার মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন। আমি কোন কিছুতে ভীত শংকিত হইনি। চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং তাঁরা আমাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করলেন।

২২৪৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَالْأَفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ -

৩৩৪৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন এবং আমার নয় বছর বয়সে তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করেন।

২২৪৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزَفَّتْ إِلَيْهِ وَفِي بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعَبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ -

৩৩৪৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার সাত<sup>১</sup> বছর বয়সে নবী ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তাকে নয় বছর বয়সে তাঁর ঘরে বধুবেশে নেওয়া হয় এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর খেলার পুতুলগুলোও ছিল। তাঁর আঠার বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইত্তিকাল করেন।

২২৪৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ -

৩৩৪৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন, তার নয় বছর বয়সে তিনি তাকে নিয়ে বাসর যাপন করেন এবং আঠার বছর বয়সে তিনি ইত্তিকাল করেন।

১. কোন হাদীসে আয়িশা (রা)-এর বয়স ছয় বছর, আবার কোন হাদীসে সাত বছর উল্লেখ আছে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, ঐ সময় তার বয়স ছয় বছর পূর্ণ হয়ে সাত বছর শুরু হয়েছিল। তাই কোন হাদীসে ছয় বছর আবার কোন হাদীসে সাত বছর এসেছে।

## ১০. بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْآبِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ

১০. অনুচ্ছেদ : পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে

২২৪৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ -

৩৩৪৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সহিত প্রথম মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চাইতে অধিক সন্তোষ্য ছিলেন? আয়িশা (রা) তাঁর বংশের মেয়েদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো উত্তম মনে করতেন।

## ১১. بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

১১. অনুচ্ছেদ : শাওয়াল মাসে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এবং এই মাসে স্ত্রীর সহিত মিলন ও মুস্তাহাব

২২৪৯. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ - ৩৩৪৯. ইবন নুমায়র (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আয়িশা (রা)-এর কর্মপন্থা উল্লেখিত হয় নি।

## ১২. بَابُ نَدَبٍ مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ إِلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفُّهَا قَبْلَ خِطْبَتِهَا

১২. অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে বিবাহের পূর্বে তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় এক নজর দেখে নেওয়া উত্তম

২২৫০. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرْتُ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا -

৩৩৫০. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে বলল যে, সে আনসার সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে



বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি তাকে একবার দেখেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন : যাও! তুমি তাকে এক নয়র দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছুটা ক্রটি আছে।

৩৩০১. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعٍ أَوْاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعٍ أَوْاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ قَبِعْتُ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِيهِمْ -

৩৩০১. ইয়াহইয়া ইবন মাসীন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি দেখে নিয়েছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ক্রটি থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখে নিয়েছি। তিনি বললেন, কি পরিমাণ বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করেছ? লোকটি বললো, চার উকিয়ার বিনিময়ে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাক। আমাদের নিকট এমন কিছু নেই যা দিয়ে তোমাকে দান করতে পারি। তবে আমি তোমাকে শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি যার লব্ধ গণীমাত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বনু আব্সের বিরুদ্ধে একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন যার সাথে তিনি ঐ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন।

১৩- بَابُ الصُّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَغْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمٍ حَدِيدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يَخْجِفُ بِهِ -

১৩. অনুচ্ছেদ : মাহর - কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি বস্তু কম বা বেশি মাহর হতে পারে এবং যার জন্য কষ্টকর না হয় তার জন্য পাঁচ শত দিরহাম মাহর দেওয়া মুস্তাহাব

৩৩০২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ شَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ

شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْتَظِرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِذَا رَأَى قَالَ سَهْلٌ مَالُهُ رِءَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا عَدَدُهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ -

৩৩৫২. কুতায়বা ইবন সাঈদ আস্-সাকাফী (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিয়ে নিচে নামালেন। তারপর তিনি তাঁর শির মুবারক নত করলেন। মহিলা যখন বুঝতে পারল যে, তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন নি, তখন সে বসে পড়ল। তারপর জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তাহলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সাহাবী বললেন, না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি বাড়ী যাও দেখ, কোন কিছু পাও কিনা। সাহাবী বাড়ী গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, আমি বাড়ীতে কোন কিছুই পাই নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দেখ, লোহার আংটি হলেও (পাও কিনা)। সাহাবী আবার গেল এবং ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি লোহার একটি আংটিও পাই নি। তবে আমার এ লুংগীটি আছে। (বর্ণনাকারী) সাহল (রা) বলেন, তার চাদরও ছিল না- এর অর্ধেক তার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার লুঙ্গি দ্বারা কি করবে? তা যদি তুমি পর তাহলে স্ত্রীর জন্য সেটির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি সে তা পরিধান করে তাহলে (তোমার জন্য) সেটির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর সে ব্যক্তি বসে রইল। অনেক ক্ষণ বসার পর উঠে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফিরে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। যখন সে এল রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কুরআনের কোন অংশ তোমার জানা আছে? উত্তরে সে বলল : অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এভাবে সে সূরাগুলোর সংখ্যা বলে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি এগুলো মুখস্ত পাঠ করতে পার? সাহাবী বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যাও তোমাকে এসব সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়ে দিলাম। এ হল ইবন আবু হাযিমের বর্ণনা। আর ইয়াকুবের বর্ণনা শব্দের দিকে দিয়ে এর কাছাকাছি।

২৩৫২- وَحَدَّثَنَا هُشَامٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَوَرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ -

৩৩৫৩. খালফ ইবন হিশাম, যুহায়র ইবন হারব, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু হাযিম (র) সূত্রে সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য কেউ কেউ এক অপর থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে যাদিদার হাদীসে রয়েছে, “নবী ﷺ বললেন : তুমি যাও, আমি তোমার সাথে একে বিবাহ দিলাম। তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও।”

৩৩৫৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَمَةَ بْنِ الْهَادِحِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِزَوْاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشْرُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خُمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِزَوْاجِهِ -

৩৩৫৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহে মাহর কি পরিমাণ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর বিবিগণের মাহরের পরিমাণ ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্। তিনি বললেন, তুমি কি জান এক নাশ্ এর পরিমাণ কতটুকু? আমি বললাম, ‘না’। তিনি বললেন, এক নাশ্ এর পরিমাণ হল আধা উকিয়া। সুতরাং মোট হল পাঁচ শত দিরহাম। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনীগণের মাহর।

৩৩৫৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৫৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামিমী, আবুর রাবী, সুলায়মান ইবন দাউদ আতাকী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর কাপড়ে হলদে রং দেখে বললেন, এ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক নওয়াত ওয়নের সোনার বিনিময়ে এক

মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহু তোমাকে বরকত দান করুন, তুমি অলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়।

৩৩৫৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) এক নওয়াত ওয়নের সোনার বিনিময়ে বিবাহ করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন : “তুমি অলীমা কর, যদি তা একটি বকরী দ্বারাও হয়।”

৩৩৫৭. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৫৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) এক নওয়াত ওয়নের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী ﷺ তাকে বললেন: “তুমি অলীমা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।”

৩৩৫৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً -

৩৩৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও আহমাদ ইব্ন খারাম (র)..... শু'বা সূত্রে ছমায়দ থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে ওয়াহবেবের হাদীসের রয়েছে, আবদুর রহমান (রা) বললেন : আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি.....।

৩৩৫৯. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّاضِرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَاةٌ وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ -



৩৩৫৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা বাসর যাপনের প্রফুল্লতা দেখতে পেলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক আনসার মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মাহর দিয়েছ? আমি বললাম, এ নওয়াত। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে : স্বর্ণের।

২৩৬. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ -

৩৩৬০. ইবনুল মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান (রা) এক নওয়াত ওয়নের স্বর্ণের টুকরার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

২৩৬১. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ -

৩৩৬১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এতে রয়েছে, তিনি বললেন : আবদুর রহমান ইব্ন আউফের সন্তানদের একজন বলেছেন : স্বর্ণের।

#### ১৪- بَابُ فَضِيلَةِ اعْتِاقِ أَمَتِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১৪. অনুচ্ছেদ : দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত

২৩৬২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَغْلَسُ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا وَدَيْفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَأَنَا رُكْبَتِي لَتَمْسُرُ فَخَذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَنَحَسَرَ الْأَزَارُ عَنْ فَخَذِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخَذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ فَقَالُوا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُوءَةً وَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَهُ دُحْيَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَخُذْ صَفِيَّةً بِنْتَ حَيْيٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَعْطَيْتَ دُحْيَةَ صَفِيَّةً بِنْتُ حَيْيٍ سَيِّدَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ مَا تَصْلُحُ إِلَّا

لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ  
غَيْرَهَا قَالَ وَاعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا  
وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ  
ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ  
بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالثَّمَرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ  
وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩৬২. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধে যান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বারের কাছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ এবং আবু তালহা (রা) সাওয়ার হলেন। আমি ছিলাম আবু তালহা (রা)-এর রাদীফ (তাঁর বাহনে তার পশ্চাতে উপবিষ্ট) নবী ﷺ খায়বারের গলি দিয়ে রওনা দিলেন। এ সময় আমার হাঁটু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উরুদেশ স্পর্শ করছিল এবং নবী ﷺ-এর উরু থেকে লুঙ্গী সরে যাচ্ছিল। আর আমি নবী ﷺ-এর উরুর শুভ্রতা দেখছিলাম। যখন তিনি বস্তীতে প্রবেশ করলেন তখন বললেন, আল্লাহ আকবার, খায়বার ধ্বংস হউক। বস্তুর আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ! একথা তিনি তিনবার বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ সময় লোকজন তাদের কাজে বের হচ্ছিল। তারা বলতে লাগলো, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ (এসেছেন)। বর্ণনাকারী আবদুল আযীয বলেন, আমাদের কোন কোন উস্তাদ বলেছেন, 'পুরা বাহিনী সহ'। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বার জয় করলাম, এবং বন্দীদের একত্রিত করা হল। তখন দাহিয়া (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কয়েদীদের মধ্যে থেকে আমাকে একজন দাসী প্রদান করুন। তিনি বললেন : যাও, একজন দাসী নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়া বিনত হুযাইকে নিয়ে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া নাবী আল্লাহ! আপনি বনু কুরায়যা ও বনু নযীরের সর্দার হুযাইনের কন্যা সাফিয়াকে দাহিয়াকে দিয়ে দিয়েছেন। ইনি একমাত্র আপনারই উপযুক্ত হতে পারে। তিনি বললেন, তাকে সাফিয়াসহ ডাক : তারপর দাহিয়া (রা) সাফিয়াসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি দাহিয়া (রা)-কে বললেন, তুমি সাফিয়া ব্যতীত কয়েদীদের মধ্য থেকে অন্য কোন দাসী নিয়ে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সাফিয়াকে আযাদ করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। আনাসকে লক্ষ্য করে সাবিত (রা) বললেন, হে আবু হামযা! তিনি তাঁকে কী মাহর দিলেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর সত্তাকে মুক্তি দান করেন এবং এর বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি যখন (ফেরার) পথে ছিলেন তখন উম্মু সুলায়ম (রা) সাফিয়া (রা)-কে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন এবং রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর উদ্‌যাপনের পর ভোর হলে তিনি ঘোষণা করলেন, যার নিট যা কিছু আছে তা নিয়ে যেন উপস্থিত হয়। আর তিনি চামড়ার বড় দস্তুরখান বিছালেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে কেউ পানীয়, কেউ খেজুর ও কেউ ঘি নিয়ে হাযির হল। তারপর এসব মিলিয়ে তারা হাযস তৈরী করেন। আর তাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অলীমা।

২২৬২. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ  
الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ  
ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ  
الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ  
أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي زَهِيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ  
الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ  
الرَّزَّاقُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزْوِجَ  
صَفِيَّةً وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا -

৩৩৬৩. আবুর রাবী যাহরানী, কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ওবারী, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন রফি' (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাফিয়ায়াকে আযাদ করলেন এবং তার আযাদীকে মাহর ধার্য করলেন। অপর এক হাদীসে মু'আয তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "নবী ﷺ সাফিয়ায়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁর আযাদীকে মাহর ধার্য করেন।"

২২৬৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي  
بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الذِّي يُعْتَقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ  
أَجْرَانِ -

৩৩৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে তার দাসী আযাদ করে তাকে বিয়ে করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

২২৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ  
أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمْتُ تَمَسُّرُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
فَاتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفَوْسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ  
وَمَرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا نَزَلْنَا  
بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحْيَةَ  
جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْوَاسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سَلِيمٍ تُصَنِّعُهَا



لَهُ وَتَهَيَّنُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ  
 اللَّهِ ﷺ وَلِيْمَتَهَا الثَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَحَصَّتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ  
 فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنَ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَذَرِي أَتَزَوَّجُهَا أَمْ  
 انْخَذَهَا أَمْ وَلَدٍ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ  
 يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْرِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ  
 دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعُضْبَاءُ وَنَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَذَرْتُ  
 فَقَامَ فَسْتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعِدِ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوْقِعْ  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ قَالَ أَنْسَرُ وَشَهِدْتُ وَلِيْمَةً زَيْنَبَ فَاشْبَعِ النَّاسُ  
 خَبْرًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَّغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ  
 بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامًا  
 عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ  
 بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَّغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا  
 الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ  
 الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَابِ أَرَى  
 الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةُ « لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ  
 لَكُمْ » الْآيَةُ -

৩৩৬৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধে আমি আবু তালহা (রা)-এর পিছনে সাওয়ার ছিলাম। আমার পা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কদম মুবারক স্পর্শ করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বারবাসীদের নিকট পৌঁছলাম। তারা তখন চতুষ্পদ জন্তু, কোদাল, বস্তা ও রশি নিয়ে বের হচ্ছিল। তারা বলতে লাগলো মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পঞ্চবাহিনী (পূর্ণ বাহিনী) নিয়ে এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খায়বার ঋৎস হোক, আমরা যখন কোন শত্রু দলের আংগিনায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃত লোকদের প্রভাত হয় মন্দ। বর্ণনাকারী বলেন, (ঐ অভিযানে) আব্দুল্লাহ তাদের পরাজিত করেছেন। দাহিয়া (রা)-এর ভাগে পড়ে সুন্দরী দাসী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতজন দাসের বিনিময়ে সে দাসীকে খরীদ করে নেন।



অতঃপর তিনি তাকে উম্মু সুলায়ম (রা)-এর হাওয়ালা করেন যাতে তিনি তাঁকে ঠিকঠাক করে প্রস্তুত করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাবী একথাও বলেছেন, সে যেন তাঁর ঘরে ইদত পূর্ণ করে। তিনি ছিলেন ছুয়াইর কন্যা সাফিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর, পানীয় ও ঘি দিয়ে তার অলীমা করলেন। এ উদ্দেশ্যে যমীনের কিছু অংশ গর্ত আকারের করে তাতে চামড়ার বড় দস্তুরখান বিছিয়ে দেওয়া হয়। এতেই পানীয় ও ঘি রাখা হয়। সকলেই তা তৃপ্তির সাথে আহার করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা বলতে লাগল : আমরা জানি না, তিনি তাকে বিবাহ করলেন, না উম্মু ওলাদ (দাসী) রূপে গ্রহণ করলেন। আবার কয়েকজন বলতে লাগল, যদি তিনি তাঁর পর্দার ব্যবস্থা না করেন তবে তিনি তাঁর উম্মু ওলাদ। তিনি যখন বাহনে সাওয়ার হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলেন। এরপর সাফিয়া (রা) উটের পিছনের দিকে বসলেন। তখন লোকেরা জানতে পারল যে, তিনি তাঁকে বিবাহ করেছেন।

সাহাবীগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দ্রুত অগ্রসর হতে থাকলেন এবং আমরাও দ্রুত চললাম। তখন নবীজীর আসবাব উটনীটি হোচট খেয়ে যমীনে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যমীনে পড়ে যান এবং সাফিয়া (রা) ও পড়ে যান। তিনি দাঁড়িয়ে সাফিয়া (রা)-কে পর্দার দ্বারা আবৃত করে দেন। এ দেখে কতিপয় মহিলা বলতে লাগল, ইয়াহুদী মহিলাকে আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আবু হামযা! সত্যিই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ উটনী থেকে যমীনে পড়ে গিয়েছিলেন? তিনি শপথ করে বললেন, হাঁ। আনাস (রা) বলেন, আমি নিজে যায়নাব (রা)-এর অলীমা অনুষ্ঠানে ছিলাম। সে অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত আহার করিয়ে ছিলেন। সেই অলীমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন অলীমার কাজ শেষ করে উঠলেন আমিও তাঁর পিছনে চললাম। তখনও দু'জন লোক ঘরে কথাবার্তায় ব্যস্ত রইল, তারা বের হল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের নিকট গেলেন এবং প্রত্যেককেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গৃহবাসী! তোমরা কেমন আছ? উত্তরে প্রত্যেকেই বলেন, "আমরা ভাল আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেমন আছেন? উত্তরে প্রত্যেকেই বলেন, "আমরা ভাল আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার নব পরিণীতাকে কেমন পেয়েছেন? বললেন, ভালই। তিনি যখন এ কাজ শেষ করে ফিরে এলেন আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। যখন তিনি দরজার কাছে এলেন— দেখলেন যে, সে দু'জন আলোচনায় রত আছে। তারা তাঁকে ফিরে যেতে দেখে উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার মনে নেই, ঘর থেকে ঐ দু'জন লোকের বের হয়ে যাওয়ার কথা আমি তাঁকে জানিয়ে ছিলাম, না এ ব্যাপারে তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। তিনি আবার ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। যখন তিনি দরবার চৌকাঠে পা রাখলেন তখন তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন, আর আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন— "তোমরা নবীর ঘরে তাঁর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না।"

২৩৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدَحِيَّةٍ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا قَالَ فَبُعِثَ إِلَى دَحِيَّةٍ

فَاعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ أَصْلَحِيهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدُ فَضْلٍ زَادَ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنَسُ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيئَنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطِيئَتَهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيئَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَتَرَهَا قَالَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُنْظَرْ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصُرْعَتِهَا -

৩৩৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবদুল্লাহ ইবন হাশিম ইবন হাযান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়া (রা) দাহিয়া (রা)-এর ভাগে পড়েন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলো, আমরা কয়েদীদের মধ্যে তাঁর কোন জুড়ি দেখি নি। আনাস (রা) বলেন, তখন তিনি দাহিয়াকে ডেকে পাঠালেন এবং সাফিয়ার বদলে তাকে যা তিনি চাইলে তা দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি সাফিয়াকে আমার মায়ের হাওয়ালা করলেন এবং বললেন, তুমি তাকে (সাজিয়ে) ঠিকঠাক করে দাও। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার থেকে বের হয়ে পড়লেন। যখন ছেড়ে আসলেন তখন অবতরণ করলেন। তারপর সাফিয়ার উপর একটি তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। ভোরে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার কাছে উদ্ধৃত খাদ্য আছে সে যেন তা আমার কাছে নিয়ে আসে। আনাস (রা) বলেন, তখন লোকজন তার উদ্ধৃত খেজুর এবং উদ্ধৃত ছাত্তু আনতে লাগল। এমনকি এগুলোর একটি স্থূপ পরিমাণ জমা করে হাযস তৈরী করল। তারপর সকলে হাযস থেকে খেতে লাগল এবং বৃষ্টির পানির হাউয থেকে তারা পানি পান করতে লাগল। বর্ণনাকারী (সাবিত) বলেন, আনাস (রা) বলেন, তাই ছিল হযরত সাফিয়া (রা)-এর অলীমা। তিনি বলেন, তারপর আমরা রওনা দিলাম এবং যখন মদীনার প্রাচীরগুলো দেখতে পেলাম তখন মদীনার জন্য আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমরা আমাদের সাওয়ারীগুলোকে দ্রুত চালনা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাওয়ারীকে দ্রুত চালালেন। আনাস (রা) বলেন, সাফিয়া তাঁর পিছনে তাঁর সাথে সাওয়ার করে গিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী হোচট খায়। ফলে তিনি ও সাফিয়া (রা) পড়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা কেউ তাঁর ও সাফিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁকে আবৃত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরাপর সহধর্মীনিগণ বের হয়ে সাফিয়াকে একজন আর একজনকে দেখাতে লাগলেন এবং তাঁর মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে আফসোস করতে লাগলেন।

## ১৫- بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَتَزْوِيلِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

১৫. অনুচ্ছেদ : যয়নাব বিনত জাহশকে বিবাহ করা, পর্দার হুকুম নাখিল হওয়া এবং বিবাহের অলীমা সাবিত হওয়া

২২৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِزُحٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثُ بِهِزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَى فَاَنْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُكَ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَعُ حُجْرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقْلُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبَتْ ادْخُلُ مَعَهُ فَالْقَى السَّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ « لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ » -

৩৩৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত পূর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়িদ (রা)-কে বললেন, তুমি যয়নাবের নিকট আমার কথা উল্লেখ কর। আনাস (রা) বলেন, যয়িদ (রা) রওনা হলেন এবং তাঁর নিকট গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করছিলেন। যয়িদ (রা) বলেন, আমি যখন তাঁকে দেখলাম তাঁর মর্যাদা আমার অন্তরে এমনভাবে জাগ্রত হল যে, আমি তাঁর প্রতি তাকাতে পারলাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাই আমি তাঁর দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়লাম এবং পিছনের দিকে সরে পড়লাম। এরপর বললাম, হে যয়নাব! রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে স্মরণ করে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে কিছুই করব না যে পর্যন্ত না আমি আমার রবের কাছ থেকে নির্দেশ লাভ না করি। এরপর তিনি তার সালাতের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে কুরআন নাখিল হল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে যয়নাবের বিনা অনুমতিতেই তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (যয়নাবের সেই বিবাহ উপলক্ষে) দুপুর বেলায় আমাদের



রুটি গোশত খাইয়েছেন। খাওয়া- দাওয়ার পর লোকেরা বের হয়ে গেল কিন্তু কয়েকজন লোক খাওয়ার পর আলাপে মশগুল থাকল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে পড়লেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বিবিগণের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সালাম করতে লাগলেন। আর বিবিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার এ স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন, আমার মনে নেই, (আলাপের) সে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার কথা আমিই তাঁকে জানিয়ে ছিলাম না তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তারপর তিনি চললেন এবং সে ঘরে প্রবেশ করলেন আমিও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। আর পর্দার বিধান নাযিল হল। আনাস (রা) বলেন, লোকদের উপদেশ দিলেন দেওয়ার যা ছিল। ইবন রাফি' তার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করতে গিয়ে এ আয়াত উল্লেখ করেন : (অর্থ) "তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য প্রভুতির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করবে না..... কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।"।

২৩৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ لِي زَيْنَبُ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً -

৩৩৬৮. আবুর রাবী যাহরানী, আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন ও কুতায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন মহিলার জন্য- আবু কামিল বলেন, তাঁর কোন স্ত্রীর জন্য সেরূপ অলীমা করতে দেখি নি যেমন অলীমা করেছেন যযনাবের জন্য। তার জন্য তিনি একটি বকরী যবাই করেছেন।

২৩৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبَّادٍ بْنُ جَبَلَةَ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرْكُوهُ -

৩৩৬৯. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আব্বাদ ইবন জাবালা ইবন আবু রাওয়াদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যযনাব (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এত অধিক পরিমাণ অথবা উত্তমভাবে অলীমা করেছিলেন, যা তিনি তাঁর সহধার্মিনীদের জন্য কারো জন্য করেন নি। সাবিত বুনাযী জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কী দিয়ে অলীমা করেছিলেন? তিনি (আনাস রা) বললেন, সবাইকে তিনি রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। এমনকি তারা উদ্বৃত্ত রেখে গেল।

২৩৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي



حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَآخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةً وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ ادْخُلْ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا» -

৩৩৭০. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী, আসিম ইব্ন নযর তায়মী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন যায়নাব বিনত জাহশ (রা)-কে বিবাহ করেন তখন তিনি লোকদের দাওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া করে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ যেন দাঁড়াতে উদ্যত হলেন তবুও তারা উঠল না। এরূপ দেখে তিনি উঠে গেলেন। তারা উঠে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে যারা উঠবার তারা উঠে গেল। আসিম ও ইব্ন আবদুল আ'লার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে- আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তিনজন লোক ঘরে বসে রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করার জন্য এসে দেখতে পান যে, কয়েকজন লোক বসে আছে। এরপর তারাও উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, আমি এসে তাদের চলে যাবার সংবাদ নবী ﷺ-কে দিলাম। আনাস (রা) বলেন, তিনি এসে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে অগ্রসর হলাম। এ সময় তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা বুলিয়ে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : “তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করবে না..... - আল্লাহর দৃষ্টিতে ইহা গুরুতর অপরাধ”।

২২৭১- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَزَوُّجُهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضْرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسُّتْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ -

৩৩৭১. আমরুন নাকিদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার হুকুম সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে সবার চাইতে বেশী অবগত। এ ব্যাপারে উবাই ইবন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনত জাহশের স্বামী হন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন মদীনাতে। এ উপলক্ষে তিনি দ্বিপ্রহরের সময় খাওয়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন এবং তারা তাঁর সঙ্গে বসল। লোকদের যারা উঠে যাবার উঠে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠলেন এবং রওনা হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলতে থাকলাম। তিনি আশিয়া (রা)-এর হজরায় পৌঁছলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, তারা (উপবিষ্ট লোকজন) বেরিয়ে গেছে তখন তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। দেখা গেল, তখন তারা তাদের জায়গায় বসা আছে। তখন তিনি ফিরে গেলেন এবং আমি ও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। তিনি আশিয়া (রা)-এর হজরায় পৌঁছলেন। আবার তিনি যয়নাবের ঘরের দিকে ফিরলেন। দেখা গেল, লোকেরা চলে গেছে। তখন তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন। আর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২২৭২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّيْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّيْ وَهِيَ تَقْرِيكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّيْ تَقْرِيكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَعْنِيْ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِيْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتُ وَسَمِي رَجُلًا - قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِي وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عِدَّتْكُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءُ ثَلَاثِمِائَةٍ وَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ هَاتِ الثَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَحَلَّقُوا عَشْرَةَ عَشْرَةَ وَلِيَّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجْتُ طَائِفَةً وَدَخَلْتُ طَائِفَةً حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِيْ يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفٌ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتَقَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرَخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ

فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَى وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ » إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحَدُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجِبْنَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৭২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (যয়নাব বিনত জাহশকে) বিবাহ করেন এবং তাঁর সহধর্মিনীর কাছে গেলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলায়ম (রা) হায়স তৈরী করেছিলেন এবং তা একখানি ছোট পাত্রে রেখে আমাকে বললেন, হে আনাস! ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, ইহা আমার মা আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম পৌঁছিয়েছেন। (আরও বলা যে) তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সামান্য (হায়স) আপনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে (দেওয়া হল)। আনাস (রা) বলেন, আমি হায়স নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন : এ সামান্য (হায়স) আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া হল। তিনি বললেন, ইহা রাখ। তারপর বললেন : তুমি যাও, অমুক অমুক অমুককে দাওয়াত দাও এবং সেসব লোককেও যাদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। এ বলে, তিনি লোকদের নাম বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন বর্ণিত লোকদের দাওয়াত দিলাম এবং তাদেরও যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। সাবিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (আমন্ত্রিত লোকদের) সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিনশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আনাস! (হায়সার) পাত্রটি নিয়ে এসো। আনাস (রা) বলেন, দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকজন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে ও উহার চতুর্পার্শ্বে ভীড় করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, - তোমরা দশ দশ জন করে একত্রিত হয়ে প্রত্যেকেই পাত্র থেকে নিজের সামনের স্থান থেকে খাদ্য গ্রহণ কর। আনাস (রা) বললেন, সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তিনি বলেন, একদল গেল আরেক দল প্রবেশ করল। এভাবে সকলে খাবার কাজ সেরে নিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস! (হায়সার পাত্র) উঠাও। তিনি বলেন, এরপর আমি পাত্রটি তুলে নিলাম। পাত্রটি রাখার সময় এতে খাদ্য বেশী ছিল কি না সেটি উঠাবার সময় তা আমি বুঝতে পারি নি। আনাস (রা) বলেন, তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেখানে) বসা ছিলেন এবং তাঁর সহধর্মিনী (যয়নাব) দেয়ালমুখী হয়ে পিছনে ফিরে রইলেন। তাদের উপস্থিতি তাঁর কাছে কষ্টকর মনে হল। তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য বিবিদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তাঁরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসেছেন, তারা বুঝতে পাল যে, তাদের অবস্থিতি তাঁর জন্য কষ্টকর হয়েছে। আনাস (রা) বলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি দরবার দিকে এগিয়ে গেল এবং সবাই বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং পর্দা টেনে দিলেন এবং পর্দার ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘরে বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার কাছে ফিরে এলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আয়াত লোকদের কাছে পাঠ করলেন- (অর্থ) “হে



মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহার গ্রহণের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করবে না, তবে তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং আহারের পর তোমরা চলে যাবে এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়"..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। রবী জা'দ (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি লোকদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এ আয়াতের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্যে। আর নবী ﷺ-এর বিবিগণকে পর্দার আড়ালে নেওয়া হল।

৩২৭২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ أَهَدَتْ لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ» قَالَ قَتَادَةُ غَيْرِ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ أَطْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔

৩৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাবকে বিবাহ করলেন তখন উম্মু সুলায়ম (রা) পাথরের একটি পাত্রে তাঁর জন্য হায়স পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি যাও, মুসলিমদের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দাও। তারপর যার সাথে সাক্ষাৎ হল আমি তাকে দাওয়াত দিলাম। তারা তাঁর কাছে আসতে শুরু করল এবং খেয়ে চলে যেতে লাগল। আর নবী ﷺ তাঁর হাত খাদ্যের উপর রাখলেন এবং তাতে দু'আ পড়লেন। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি যা পাঠ করার তা পড়লেন। যারই সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাকেই দাওয়াত দিতে বাদ দেইনি। সকলেই খেল এবং তৃপ্ত হল। তারা বেরিয়ে গেল কিন্তু তাদের একদল রয়ে গেল। তারা তাঁর সেখানে দীর্ঘালাপে লিপ্ত রইল। নবী ﷺ তাদের কিছু বলতে লজ্জাবোধ করছিলেন। তাই তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন এবং তাদের ঘরে রেখে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন-(অর্থ) “হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে আহার্য প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহার গ্রহণের জন্য তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। কাতাদা (র) বলেন, তোমরা আহার্য প্রস্তুতির সময়ের যদি অপেক্ষা না কর তবে তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।” (৩৩ : ৫৩)



## ১৬. بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

১৬. অনুচ্ছেদ : দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ

৩২৭৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا -

৩৩৭৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রা) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেনই দাওয়াতে সাড়া দেয়।

৩২৭৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُبِيدُ اللَّهِ يَنْزِلُهُ عَلَى الْعُرْسِ -

৩৩৭৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা কবুল করে। (রাবী) খালিদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ (র) একে বিবাহের অলীমা বলে গ্রহণ করেছেন।

৩২৭৬. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ -

৩৩৭৬. ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কাউকে বিবাহের অলীমার দাওয়াত দেওয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

৩২৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ -

৩৩৭৭. আবুর রাবী ও আবু কামিল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে তাতে সাড়া দিবে।

৩২৭৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৩৭৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে দাওয়াত দেয় সে যেন তার দাওয়াতে সাড়া দেয়, অনুষ্ঠানই হউক বা সে রকম (অন্য কোন অনুষ্ঠান)।

৩৩৭৭. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيَجِبْ -

৩৩৭৯. ইসহাক ইবন মানসুর (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কাউকে কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা এ ধরনের অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন সাড়া দেয়।

৩৩৮০. حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

৩৩৮০. হুমায়দ ইবন মাস'আদা বাহিলী (রা)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “যখন তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা দাওয়াতে আসবে।”

৩৩৮১. وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَانِمٌ -

৩৩৮১. হারুন ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এ দাওয়াতে সাড়া দিবে যখন তোমাদেরকে তার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বিবাহের দাওয়াতে বা বিয়ে ছাড়া অন্য যে কোন দাওয়াতে আসতেন। এমনকি তিনি সাযিম অবস্থায়ও (দাওয়াতে আসতেন)।

৩৩৮২. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كِرَاعٍ فَاجِيبُوا -

৩৩৮২. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের বকরীর পায়া খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা তাতে সাড়া দিও।

৩৩৮৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ -

৩৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন মাসান্না (র) .....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন দাওয়াতে সাড়া দেয়। তারপর ইচ্ছা করলে আহাির করবে, না হয় না করবে। ইব্ন মাসান্না (র) তার বর্ণনায় 'পানাহারের দিকে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৩৩৮৪. ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবু যুবায়র (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।  
 ৩৩৮৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সাযিম হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ- সালাত রত থাকবে। আর যদি সাযিম না হয় তাহলে সে আহাির করবে।

৩৩৮৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, সে অলীমার খাদ্য কতই না মন্দ যা খাওয়ার জন্য কেবল ধনীদেব দাওয়াত দেওয়া হয়, আর গরীবদেব তা থেকে বঞ্চিত করা হয় বলে তারা তাতে যোগ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল।

৩৩৮৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সাযিম হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ- সালাত রত থাকবে। আর যদি সাযিম না হয় তাহলে সে আহাির করবে।

৩৩৮৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সাযিম হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ- সালাত রত থাকবে। আর যদি সাযিম না হয় তাহলে সে আহাির করবে।

৩৩৮৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সাযিম হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ- সালাত রত থাকবে। আর যদি সাযিম না হয় তাহলে সে আহাির করবে।

৩৩৯০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সাযিম হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ- সালাত রত থাকবে। আর যদি সাযিম না হয় তাহলে সে আহাির করবে।

৩৩৯১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সাযিম হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ- সালাত রত থাকবে। আর যদি সাযিম না হয় তাহলে সে আহাির করবে।

শনে তিনি হাসলেন এবং বললেন, না ধনীদেব খাদ্য সব চাইতে মন্দ খাদ্য নয়। সুফিয়ান (র) বললেন, আমার পিতা যেহেতু ধনী লোক ছিলেন এ জন্য এ হাদীসখানি আমাকে ঘাবড়িয়ে তুলেছিল, যখন আমি তা শুনেতে পেলাম। তাই আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করি। (ইমাম) যুহরী (র) উত্তর দিলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান আরাজ (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, অলীমার খাদ্য সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য। অতঃপর তিনি মালিক (র)-এর হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন।

২২৮৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ -

৩৩৮৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিকৃষ্ট খাদ্য হলো অলীমার খাদ্য। মালিক এর হাদীসের অনুরূপ।

২২৮৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ -

৩৩৮৯. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

২২৯০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيَدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

৩৩৯০. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিকৃষ্টতম খাদ্য হল অলীমার খাদ্য যেখানে আগমনকারীদের বাধা দেওয়া হয়। আর অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না সে অল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল।

১৭- بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطْلَقَةُ ثَلَاثًا لِمُطْلَقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَّأَهَا ثُمَّ يَفَارِقَهَا وَتَنْقُضَ عِدَّتِهَا

১৭. অনুচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হালাল হবে না তালাকদাতার জন্য, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ করে এবং সে তার সাথে সহবাস করে এবং তারপর তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদত শেষ হয়

২২৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ



رِفَاعَةُ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَّاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنْ مَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثُّوبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِ عُسَيْلَتِكَ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩৯১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ এর স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রিফা'আর নিকট ছিলাম। সে আমাকে তালাক দিয়েছে পূর্ণ তালাক। তারপর আমি আবদুর রহমান ইবন যুবাযরকে বিবাহ করি। তার কাছে রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মত। এত রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, (তা হয় না) যে পর্যন্ত না তুমি তার বসাস্থাদন করবে এবং সে তোমার বসাস্থাদন করবে। আয়িশা (রা) বলেন, তখন আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর কাছে এবং খালিদ ইবন সাদ্দ (রা) ছিলেন দরযায়। তিনি (প্রবেশের) অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! আপনি কি শুনে নাই এই মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চস্বরে কী কথা বলছে।

২৩৯২- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبِتَّ طَلَّاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهَذْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقِ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يَنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرَجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩৯২. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... উরওয়া ইবন যুবাযর (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রিফা'আ কুরায়ী (রা) তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে তাকে পুরাপুরি তালাক দিয়ে দেয়। তারপর সে স্ত্রী লোকটি আবদুর রহমান ইবন যুবাযর (রা)-কে বিবাহ করে। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে ছিল রিফা'আর অধীনে। সে তাকে পুরোপুরি তিন দিন তালাক দেয়। অতঃপর সে আবদুর রহমান ইবন যুবাযর (রা)-কে বিবাহ করে। আল্লাহর কসম, তার

সাথে তো রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মত। এ বলে মহিলা তার উড়নার আঁচল ধরে দেখাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সম্ভবত রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না তা হয় না, যতক্ষণ না সে তোমার রসাস্বাদন করে এবং তুমি তার রসাস্বাদন কর। আবু বকর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসছিলেন। আর খালিদ ইব্ন সায়িদ ইব্ন আস (রা) ছিলেন হজরার দরযায় বসা। তাকে (ঘরে প্রবেশ করার) অনুমতি দেওয়া হয় নি। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রা) আবু বকর (রা)-কে ডেকে বললেন, আপনি কেন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার এ সব কথা প্রকাশ করা থেকে বারণ করছেন না।

২৩৯২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا أُخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ -

৩৩৯৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রিফা'আ কুরায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। এরপর সে আবদুর রহমান ইব্ন যুবারকে বিয়ে করে। তারপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রিফা'আ তাকে পুরোপুরি তিন তালাক দিয়ে দেয়। এরপর ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৩৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَزَوِّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أُتِحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا -

৩৩৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন আলা হামদানী (র) ..... আয়িশা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাকে একজন বিবাহ করে, অতঃপর সে তাকে তালাক দেয়। এরপর সে মহিলা আরেকজনকে বিয়ে করে। কিন্তু সে তার সাথে সংগমের আগেই তালাক দেয়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কি? তিনি বললেন : না, যে পর্যন্ত না সে ঐ স্ত্রীর রসাস্বাদন করে।

২৩৯৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৩৯৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আবু মু'আবিয়া সহ সকলেই হিশাম (রা) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

২৩৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ -

৩৩৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তারপর অন্য একজন তাকে বিয়ে করে। এরপর সে তাকে সংগমের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। পরে প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে চায়- এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন : না, তা হবে না যে পর্যন্ত না তারা একে অন্যের রসাস্বাদন করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী রসাস্বাদন করেছিল।

৩৩৯৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ -

৩৩৯৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইয়াহুইয়া অর্থাৎ ইবন সাঈদ সহ সকলেই উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। উবায়দুল্লাহ সূত্রে ইয়াহুইয়ার হাদীসে বলেন যে, কাসিম আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

## ১৮. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجَمَاعِ

১৮. অনুচ্ছেদ : মিলনের প্রাকালে যা পাঠ করা মুস্তাহাব

৩৩৯৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْلَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَلَّهِمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا -

৩৩৯৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলতে চায় সে যেন বলে (অর্থ : ) “বিসমিল্লাহ হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন, আর আমাদের যা তুমি দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখবে”। কেননা এ মিলনে তাদের ভাগ্যে যদি কোন সন্তান হয় তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।

## ১৯. بَابُ جَوَازِ جِمَاعِ امْرَأَتِهِ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبْرِ

১৯. অনুচ্ছেদ : মলমলার ব্যতীত স্ত্রীর সম্মুখ বা পশ্চাদ দিক থেকে সঙ্গম করা জাযিয়

৩৩৯৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ

الثَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنْ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ -

৩৩৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... শু'বা (র) থেকে ইব্ন নুমায়র তাঁর পিতা থেকে। আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) আবদুর রায্যাক (র) থেকে, সকলেই সাওরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন- তারা উভয়ে মানসূর থেকে জারীরের হাদীসের মর্মানুযায়ী, তবে শু'বা তার হাদীসে “বিসমিল্লাহ” এর উল্লেখ করেন নি এবং সাওরী সূত্রে আবদুর রায্যাক এর রিওয়ায়াতে ‘বিসমিল্লাহ’ রয়েছে। আর ইব্ন নুমায়র এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মানসূর বলেছেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন, ‘বিসমিল্লাহ’।

২৪০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَنَزَلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» -

৩৪০০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বরক ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদীরা বলত, কোন লোকে স্ত্রীর পিছন দিক থেকে তার যোনি দ্বারে সংগম করলে এতে সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় অর্থাৎ “স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্রে। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার”।

২৪০১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَيْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ فَانْزَلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» -

৩৪০১. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা বলত যে, স্ত্রীর পিছন দিক থেকে যোনি দ্বারে যদি সঙ্গম করা হয় এবং এতে সে যদি গর্ভবর্তী হয় তাহলে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। রাবী বলেন, এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়- “স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্রে, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার”।

২৪০২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ



جَرِيرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يَحْدُثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّبَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّبَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِيَامٍ وَاحِدٍ -

৩৪০২. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ, হাক্কন ইবন আবদুল্লাহ, আবু মা'আন রাকাসী ও সুলায়মান ইবন মা'বাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে যুহরী সূত্রে বর্ণিত। নু'মান অতিরিক্ত বলেছেন, স্বামী ইচ্ছে করলে উপুড় করে, ইচ্ছা করলে উপুড় না করে তবে একই দ্বারে হতে হবে।

## ২. بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

২০. অনুচ্ছেদ : স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ

২৪.৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَحْدُثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ -

৩৪০৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বামীর বিছানা পরিহার করে কোন স্ত্রী রাত্রি যাপন করলে ফজর পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার প্রতি লা'নত করতে থাকে।

২৪.৪- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ -

৩৪০৪. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব (র) ..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদের বর্ণনায় বলেছেন, ফিরে না আসা পর্যন্ত কথার উল্লেখ আছে।

২৪.৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاطِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا -

৩৪০৫. ইব্ন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি না হয়, ততক্ষণ আসমানবাসী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

২৪.৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُم عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهِا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

৩৪০৬. আবু বকর ইব্ন শায়বা, আবু কুরায়ব, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে না আসে তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফিরিশতাগণ ভোর হওয়া পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে।

## ২১- بَابُ تَحْرِيمِ افْتِشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

২১. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

২৪.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا -

৩৪০৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, তারপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।

২৪.৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ أَعْظَمَ -

৩৪০৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত খিয়ানতকারী যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। ইবন নুমায়র বলেন, ان اعظم ان স্থলে اعظم হবে।

## ২২- بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

২২. অনুচ্ছেদ : আয়লের হুকুম

২৪. ৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صَرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صَرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ بِلْمُصْطَلِقٍ فَسَبَيْنَا كِرَانِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَأَنْسَأَلَهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خُلُقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَسْتَكُونُ.

৩৪০৯. ইয়াহুইয়া ইবন আবু আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র)..... ইবন মাহায়রিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু সিরমাহ আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবু সিরমাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু সাঈদ। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আয়ল সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বনু মস্তালিকের যুদ্ধ করছি। সে যুদ্ধে আমরা অনেক ভাল ভাল আর সুন্দরী বাদী হিসেবে লাভ করি। এদিকে আমরা দীর্ঘকাল স্ত্রী সংস্পর্শ বর্জিত ছিলাম। অন্যদিকে আমরা ছিলাম সম্পদের প্রতি অনুরাগী। এমতাবস্থায় আমরা বাদীদের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করার এবং আয়ল করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমরা এ কথাও আলোচনা করলাম যে, আমরা কি এ কাজ করতে যাব, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর নিকট আমরা এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করব না! তাই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : ঐ কাজ না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করার কথা লিখে রেখেছেন সে সব মানুষ সৃষ্টি হবেই।

৩৪১- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৩৪১০. বনু হাশিমের মুক্ত দাস মুহাম্মদ ইবন ফারাজ (র) ..... মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হাব্বান (র) থেকে উক্ত সনদে রাবী'আর হাদীসের মর্যাদায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি করবেন তা লিখে দিয়েছেন।”

৩৪১১. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنِّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنِّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ.

৩৪১১. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমান যু'বায়ী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দিনী লাভ করেছিলাম। (তাদের সাথে) আমরা আযল করছিলাম। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের বললেন, অবশ্যই তোমরা এ কাজ করবে। অবশ্যই তোমরা এ কাজ করবে। অবশ্যই তোমরা এ কাজ করবে। (বিশ্বয় প্রকাশ করে বললেন) বস্তুত কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার তা সৃষ্টি হবেই।

৩৪১২. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ.

৩৪১২. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইবন সীরীন (র) মা'বাদ ইবন সীরীন (র) সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আনাস ইবন সীরীন) বলেন, আমি তাকে (মা'বাদ ইবন সীরীন) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ নবী ﷺ থেকে। তিনি বলেন, এটা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এটা হল তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪১৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ.

৩৪১৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ও মুহাম্মদ ইবন হাতীম (র) ..... শু'বা (র)-এর সূত্রে আনাস ইবন সীরীন (র) থেকে অনুরূপ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের হাদীসে



রয়েছে- নবী ﷺ আযল সম্পর্কে বলেছেন : এ কাজ না করবে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটা তাকদীরের অন্তর্গত। রাবী বাহযের বর্ণনায় রয়েছে যে, শু'বা (র) বলেছেন : আমি তাকে (আনাস ইবন সীরীন) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৪১৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرَ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ -

৩৪১৪. আবুর রাবী যাহরানী ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এ হল তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ (র) বলেন, নবী ﷺ-এর উক্তি 'লা আলাইকুম' 'তোমাদের কোন ক্ষতি নেই'-নিষেধাজ্ঞারই নিকটবর্তী।

৩৪১৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَأَى الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَاذَا كُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ هَذَا زَجْرًا -

৩৪১৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে আযল সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা তা কেন কতে চাও? তারা বলল, এমন লোক আছে যার স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করায় সে তার সঙ্গে সংগত হয়। অথচ এতে সে গর্ভবতী হোক তা সে পসন্দ করে না। আবার কোন লোকের দাসী আছে, সে তার সঙ্গে সংগত হয় কিন্তু এতে সে গর্ভবতী হোক তা সে অপসন্দ করে। তিনি বললেন, 'তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তা তাকদীরের উপর নির্ভরশীল'। ইবন আওন (র) বলেন, আমি এ হাদীস হাসান (র)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এ হল সতর্কবাণী স্বরূপ।

৩৪১৬- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرَ يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ فَقَالَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشَرَ -

৩৪১৬. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) ..... ইব্ন আওন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ সূত্রে ইব্রাহীমকে হাদীস বর্ণনা করেছি অর্থাৎ আযল সম্পর্কে। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন বিশর (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ -

৩৪১৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মা'বাদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ- এ বলে তিনি বর্ণিত ইব্ন আওনের হাদীসের ন্যায় الْقَدَر পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

২৪১৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسُ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا -

৩৪১৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী ও আহমাদ ইব্ন আবদা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেন এ কাজ করে-তিনি এ ব্যাপারে একথা বলেন নি, “তোমাদের কেউ যেন এ কাজ না করে। কোন সৃষ্টি জীব নেই যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি।”

২৪১৯. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ يَعْنَى عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعَهُ شَيْءٌ -

৩৪১৯. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : সব পানিতেই সন্তান পয়দা হয় না। মূলত আল্লাহ যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না।

২৪২০. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৪২০. আহমাদ ইবন মুনযিল বাসরী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৪২১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ أَعَزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا -

৩৪২১. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার একটি দাসী আছে যে আমাদের খিদমত ও পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। আমি তার নিকট আসা যাওয়া করে থাকি, কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পসন্দ করি না। তখন তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে তার সাথে আয়ল করতে পার। তবে তার তাকদীরে সন্তান থাকলে তা তার মাধ্যমে আসবেই। কিছু দিন অতিবাহিত করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ মর্মে জানিয়ে ছিলাম যে, তার তাকদীরে যা আছে তা আসবেই।

২৪২২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعَزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -

৩৪২২. সাঈদ ইবন আমর আশ'আসী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, আমার একটি দাসী আছে। আমি তার সাথে আয়ল করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ কাজ আল্লাহর ইচ্ছা কিছুতেই প্রতিহত করতে পারে না। রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে দাসীটির কথা আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম সে গর্ভবতী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “আমি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল।”

৩৪২৩. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ النُّوفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ -

৩৪২৩. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে থেকে এসে সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৪২৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ -

৩৪২৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম আর কুরআনও নাযিল হত। এর উপর ইসহাক আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) বলেন, এতে যদি নিষেধ করার মতো কিছু থাকত, তবে কুরআন তা নিষেধ করে দিত।

৩৪২৫. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৪২৫. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) বলেছেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় আযল করতাম।”

৩৪২৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا يَنْهَانَا -

৩৪২৬. আবু গাস্‌সান মিসমায়ী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় আযল করতাম। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে এ থেকে তিনি নিষেধ করেন নি।

## ২৩. بَابُ تَحْرِيمِ وَطْئِ الْحَامِلِ الْمُسَبِّبَةِ

২৩. অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী যুদ্ধবন্দি দাসীর সাথে সংগম করা হারাম

৩৪২৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ



ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُّجِجٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ -

৩৪২৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আসন্ন প্রসবা জৈনিকা গর্ভবতী দাসীকে তাঁবুর দরজায় আনা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন : সম্ভবত এই ব্যক্তি তার সাথে সংগম করতে চায়। লোকেরা বলল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি মনে করেছি, তাকে এমন লা'নত দিই, যে লা'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। কিভাবে সে তাকে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে ওয়ারিস বানাবে অথচ তা তার জন্য বৈধ নয়? কেমন করে সে তাকে (সন্তানকে) খাদিম বানাবে অথচ সে তার জন্য বৈধ নয়।

২৪২৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৪২৮. আবু বকর ইব্ন শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে বর্ণিত।

## ২৪. بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطَى الْمَرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

২৪. অনুচ্ছেদ : 'গীলা' অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগমের বৈধতা এবং আয়ল মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে

৩৪২৯. وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلْفُ فَقَالَ عَنْ جَدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالْإِسْنَادِ -

৩৪২৯. খালফ ইব্ন হিশাম ও ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... জুদামা বিন্ত ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে করলাম। এরপর আমার নিকট আলোচনা করা হল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকেরাও তা করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। খালফ তার সনদ বর্ণনায় বলেছেন যে, জাদামা আসাদিয়া থেকে বর্ণিত। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, বিশ্বস্ত হল 'জুদামা'- যা ইয়াহুইয়া তার বর্ণনায় বলেছেন।

৩৪৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ

عُكَاشَةُ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغِيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقَرِّي وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُنِلَتْ -

৩৪৩০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবু উমর (র)..... উকাশার ভগ্নি জুদামা বিনত ওয়াহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি তখন বলছিলেন, আমি স্তন্যদায়িনী মহিলার সাথে সংগম করা নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম, এমতাবস্থায় আমি রোম ও পারস্যবাসী লোকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে অবগত হলাম যে, তারা তাদের স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম করে থাকে, কিন্তু তা তাদের সন্তান সন্ততির কোন রূপ ক্ষতি করে না। তারপর লোকেরা তাকে আয়ল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হল গোপন হত্যা। রাবী উবায়দুল্লাহ তাঁর বর্ণনায় মুকরী সূত্রে আয়াতটুকুও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ “যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।” (৮১ : ৮-৯)।

৩৪৩১-وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةٍ بِنْتِ وَهَبِ الْأَسَدِيَّةِ إِنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيْلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالُ -

৩৪৩১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জুদামা বিনত ওয়াহব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (এরপর) সাঈদ ইব্ন আবু আয্যাব (র) থেকে বর্ণিত আয়ল ও গিলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে (গিলার পরিবর্তে) ‘গিয়াল’ উল্লেখ করেন।

৩৪৩২-وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعَزَّلُ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا

ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ رُوَيْتِهِ إِنَّكَ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَاضِيَ لَكَ فَارِسَ  
وَالرُّومَ -

৩৪৩২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আয়ল করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এ কাজ কেন কর? লোকটি বলল, আমি তার সন্তানের ক্ষতির আশংকা করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি এ কাজ ক্ষতিকর হত তাহলে তা পারস্য ও রোমবাসীদেরকেও ক্ষতিসাধন করত। রাবী যুহায়র তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, এ কাজ (আয়ল) যদি এ উদ্দেশ্যেই হয় তাহলে তা করা সঠিক নয়। কেননা তা পারস্য ও রোমবাসীদের কোন প্রকার ক্ষতি করে নি।

۱۶- کِتَابُ الرُّضَاعَةِ

১৬. দুধপান অধ্যায়



## ১৬. كِتَابُ الرُّضَاعَةِ

### ১৬. দুধপান অধ্যায়

২৪৩৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فَلَانًا حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرُّضَاعَةَ تُحَرِّمُ الْوِلَادَةَ -

৩৪৩৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আয়িশা (রা) সূত্রে আমরাহ (র) বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অবস্থান করছিলেন; তিনি তখন কোন কে ব্যক্তির হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি লাভের আওয়ায শুনতে পেলেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোক আপনার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি জানি, অমুক হাফসার রাযাদি চাচা। আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি তার (আয়িশার) রাযাদি চাচা জীবিত থাকতেন তা হলে তিনি তার নিকট প্রবেশ করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ নিশ্চয় দুধ সম্পর্ক সেই সব লোকদের হারাম করে দেয়, যাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।

২৪৩৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ -

৩৪৩৪. আবু কুরায়ব ও আবু মা'মার ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম হযালী (র) ..... আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “দুধ সম্পর্কে সে সব লোকদের হারাম করে দেয়, যাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।”

২৪৩৫. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -

৩৪৩৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা) সূত্রে উপরোক্ত হিশাম ইবন উরওয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪২৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَاتَيْتُ أَنْ أَدْنِي لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِأَلَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْنِي لَهُ عَلَى -

৩৪৩৬. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... উরওয়া (র) আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু কায়সের ভাই আফলাহ একবার তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন তাঁর রাযাঈ চাচা। এ ছিল পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। তিনি বলেন, আমি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন আমি যা করেছি সে সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তাঁকে (রাযাঈ চাচাকে) আমার নিকট আসার অনুমতি দিই।

২৪২৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرُّضَاعَةِ أَفْلَحُ ابْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرَبَّيْتُ بِذَاكَ أَوْ يَمِينُكَ -

৩৪৩৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধ চাচা আফলাহ ইবন আবুল কুয়ায়স আমার কাছে এলেন। তারপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে রাবী তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন, আমি বললাম, আমাকে এক মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ তো করান নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার দু' হাত বা ডান হাত ধূলিমলিন হোক।

২৪২৮- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرُّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَدْنِي لِأَفْلَحَ حَتَّى أَتَاذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعْنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَى فِكْرِهِتُ أَنْ أَدْنِي لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنِي لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَاكَ كَأَنْتِ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ -

৩৪৩৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উরওয়া (র) বলেন, আয়িশা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল কুয়ায়সের ভাই আফলাহ এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। আবুল কুয়ায়স ছিলেন আয়িশা (রা)-এর রাযাঈ পিতা। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি আফলাহকে আমার কাছে আসার অনুমতি দিব না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থেকে অনুমতি না নিই। কেননা, আবুল কুয়ায়স সে তো আমাকে দুধ পান করান নি, বরং আমাকে দুধপান করিয়েছে তার স্ত্রী। আয়িশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু কুয়ায়সের ভাই আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন, কিন্তু আমি আপনার অনুমতি না নিয়ে তাঁকে আমার কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করলাম। রাবী বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে অনুমতি দাও। উরওয়া বলেন, এ কারণেই আয়িশা (রা) বলতেন, "তোমরা দুধপানের সম্পর্কে দ্বারা ঐ সব লোকদের হারাম গণ্য করবে যাদের তোমরা বংশগত সম্পর্কের দ্বারা হারাম গণ্য কর।"

২৬২৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَارِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمَّكَ تَرَبَّتْ بِمَيْنِكَ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعْتَ عَائِشَةَ -

৩৪৩৯. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে যে, আবুল কুয়ায়সের ভাই আফলাহ আয়িশা (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এতে আরো বর্ণিত আছে যে, সে তো তোমার চাচা। তোমার হাত ধূলিমলিন হোক। আর আবুল কুয়ায়স ছিলেন আয়িশা (রা)-কে যে মহিলা স্তন্যদান করে ছিলেন তার স্বামী।

২৬৬০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ اسْتَأْذِنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمَّكَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ -

৩৪৪০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধচাচা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আমার দুধচাচা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার চাচা তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে। আমি বললাম, আমাকে তো দুধপান করিয়েছে নারী, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধপান করায় নি। তিনি বললেন, অবশ্যই সে তোমার চাচা। অতএব সে যেন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

৩৪৪১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهَذَا  
الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৩৪৪১. আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... হিশাম (র) এই সনদে আবু কুয়ায়সের ভাই আয়িশার কাছে প্রবেশের  
অনুমতি চাইলেন-এর পর উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৪৪২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ  
قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ -

৩৪৪২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ। অবশ্য তিনি বলেছেন, আয়িশা  
(রা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন আবুল কুয়ায়স।

৩৪৪৩. وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ  
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ  
عَلَى عَمِّي مِنَ الرُّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدَتْهُ قَالَ لِي هِشَامُ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَلَمَّا جَاءَ  
النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ قَالَ فَهَلَّا أَذِنْتَ لَهُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ أَوْ يَدُكَ -

৩৪৪৩. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আয়িশা (রা) বলেন, একদা আমার দুধচাচা  
আবুল জা'দ আমার নিকট প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম। রাবী ইবন জুরায়জ  
বলেন, আমাকে হিশাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তি তো আবু কুয়ায়স। যখন নবী ﷺ এলেন তখন আয়িশা (রা) তাঁকে  
উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বললেন, কেন তুমি তাকে অনুমতি প্রদান করলে না? ধুলায় ধুসরিত  
হোক তোমার ডান হাত অথবা তিনি বলেছেন, ধুসরিত হোক তোমার হাত।

৩৪৪৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ  
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّاهُ مِنَ الرُّضَاعَةِ  
يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ  
فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

৩৪৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহু' (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে,  
আফলাহ নামক তাঁর দুধচাচা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করে দেন।  
তারপর তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তার থেকে পর্দা  
করবে না। কেননা দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারা ঐসব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়।



২৪৪৫- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحَ بْنَ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَأَرْسَلَ ابْنِي عَمَّكَ أَرْضَعْتُكِ امْرَأَةً أُخَى فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ عَمُّكَ -

৩৪৪৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আন্বারী (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আফলাহ ইবন কুয়ায়স আমার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে জানালেন যে, আমি তোমার চাচা। আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছেন। এরপর ও আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন এবং আমি তাঁর কাছে এ বিষয় উল্লেখ করি। তিনি বললেন, সে তোমার নিকট আসতে পারে। কেননা, সে তোমার চাচা।

২৪৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتَوَقَّعُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدْعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أُخَى مِنَ الرِّضَاعَةِ -

৩৪৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কী ব্যাপার আপনি কুরায়শী মহিলাদের প্রতি অগ্রহী আর আমাদের প্রতি অমনোযোগী? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি? আমি বললাম, হাঁ হাম্‌যার কন্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

২৪৪৭- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৪৪৭. উসমান ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ..... সবাই আ'মাশ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪৪৮- وَحَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أُخَى مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ -

৩৪৪৮. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সঙ্গে হামযার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার রাযাঈ ভাইয়ের কন্যা। আর দুধপান দ্বারা ঐ সব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়।

২৪৪৭- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَيْبِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ هَمَامٍ سَوَادٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ -

৩৩৪৯. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, শু'বা (র) সূত্রে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা, সাঈদ ইবন আবু আরুবা সূত্রে কাতাদা (র) থেকে উক্ত হাদ্দাদের সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে শু'বার হাদীসে রাযাঈ ভাইয়ের বেটি পর্যন্ত এবং সাঈদের হাদীসে এ-ও আছে যে, দুধ সম্পর্কে তারা হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কে হারাম হয়।

২৪৫০- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حَمِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ أَنْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بِنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ إِنْ حَمْزَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ -

৩৪৫০. হাক্কন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইবন ইসা (র)..... ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হামযার কন্যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন থেকে দূরে কেন অথবা বলা হল আপনি কি হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন না? তিনি বললেন, হামযা হল আমার রাযাঈ ভাই।

২৪৫১- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوْ تُحْبِسُ ذَلِكَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مِنْ شَرِكْنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ

فَإِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا ثَوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ -

৩৪৫১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ..... উম্মু হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার কি আমার বোন বিন্ত আবু সুফিয়ানের প্রতি আপনার আগ্রহ আছে? তিনি বললেন, আমি কি করব? আমি বললাম, আপনি তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? আমি বললাম, আমি তো একাই আপনাকে চাচ্ছি না। আপনার সান্নিধ্য কল্যাণ লাভে আমার সঙ্গে যারা শরীক হয়েছে তাঁদের সাথে আমার বোনও থাকুক, আমি তাই বেশী পসন্দ করি। তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমি এ মর্মে অবহিত হয়েছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুরাহকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, উম্মু সালামার কন্যা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার কোলে রাবীবা তথা প্রতিপালিতা নাও হতো তাহলেও সে আমার জন্য হালাল হত না। যেহেতু সে হল আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে এবং তার পিতা আবু সালামাকে সুওয়ায়বা দুধপান করিয়েছেন। অতএব তোমরা আমার সাথে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবে না।

২৪৫২- وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً -

৩৪৫২. সুয়ায়দ ইবন সাঈদ ও আমরুন নাকিদ (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

২৪৫২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي عَزْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مِنْ شَرِكْنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ -



৩৪৫৩. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র) ..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বোন আয়্যাহকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? তিনি বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আপনাকে একাকী চাচ্ছি না। আর কল্যাণে যে আমার শরীক হবে, সে আমার বোন হওয়াই বেশী পসন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে তো বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুর্রাহকে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন। তিনি উত্তর করলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে আমার অভিভাবকত্বে প্রতিপালিতা নাও হতো তবু সে একারণে আমার জন্য হালাল হতো না যে, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকেও তার পিতা আবু সালামাকে সুওয়ায়বা দুধপান করিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।

৩৪৫৪. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوُ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ -

৩৪৫৪. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স এবং আবদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) সূত্রে ইবন আবু হাবীবের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (র) ব্যতীত তারা কেউ নিজে হাদীসে আয়্যার নাম উল্লেখ করেন নি।

৩৪৫৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ سُؤَيْدُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ -

৩৪৫৫. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও সুয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুয়ায়দ ও যুহায়রের বর্ণনায় 'নবী' বলেছেন, দু'এক চুমুকে হারাম করে না।

৩৪৫৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمْتَ امْرَأَتِي الْأُولَى



أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدَثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَا تُحْرَمُ الْأَمْلَاجَةُ وَالْأَمْلَاجَتَانِ قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ -

৩৪৫৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... উম্মুল ফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী ﷺ-এর কাছে এল। সে বলল, ইয়া নবী আল্লাহ! আমার এক স্ত্রী ছিল। তার উপর আর একটি বিবাহ করলাম। এমতাবস্থায় প্রথমা স্ত্রী বলছে যে, সে আমার নবাগতা স্ত্রীকে এক চুমুক বা দু'চুমুক দুধ পান করিয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এক চুমুক বা দু'চুমুক হারাম করে না। আমরা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফলের বর্ণনায় অনুরূপ আছে।

৩৪৫৭. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْفَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحْرَمُ الرُّضَاعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا -

৩৪৫৭. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ, ইবন মাসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র) ..... উম্মুল ফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী আমির ইবন সা'সার এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া নবী আল্লাহ! একবার মাত্র দুধপানে কি হরমত সাবিত করে? তিনি বললেন, না।

৩৪৫৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحْرَمُ الرُّضْعَةُ أَوْ الرُّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ -

৩৪৫৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... উম্মুল ফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : একবার দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক, দু'চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না।

৩৪৫৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةٍ ابْنِ بَشَّارٍ أَوْ الرُّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرُّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ -

৩৪৫৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইবন আবু আকুবা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। ইসহাক ইবন বিশরের রিওয়ায়াতে বলেন, দু'বার দুধপান অথবা দু'চুমুক। ইবন আবু শায়বা বলেন, দু'বার দুধপান অথবা দু'চুমুক।

২৪৬০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحْرَمُ الْأَمْلَاجَةُ وَالْأَمْلَاجَتَانِ -

৩৪৬০. ইবন আবু উমর (র) ..... উম্মুল ফায়ল (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কিংবা দু'বার চুমুকে হারাম করে না।

২৪৬১. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّرِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ أَتُحْرَمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لَا -

৩৪৬১. আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... উম্মুল ফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, এক চুমুক দুধপান কি হারাম করে? তিনি বললেন, না।

২৪৬২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مِنْ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ -

৩৪৬২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল عشر وضعات معلومات “দশবার দুধপানে হরমত সাবিত হয়।” তারপর তা রহিত হয়ে যায় عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مِنْ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (পাঁচবার পান দ্বারা হরমত সাব্যস্ত হয়) তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইত্তিকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হত।”

২৪৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ يَذْكُرُ الَّذِي يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسُ مَعْلُومَاتٍ -

৩৪৬৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কানাবী (র) ..... আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি দুধপানের ঐ পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করলেন যার দ্বারা হরমত সাব্যস্ত হয়। আমরাহ বললেন যে, আয়িশা (রা) বলেছিলেন, আল-কুরআনে নাযিল হয় عشر رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ নির্ধারিত দশবার দুধপানে তারপর নাযিল হয় خَمْسُ مَعْلُومَاتٍ “নির্ধারিত পাঁচবার দুধপানে।”

৩৪৬৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عُمَرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩৪৬৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আমরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

৩৪৬৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৪৬৫. আমরুন নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুহায়লের কন্যা সাহ্লা নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথে সালিমের দেখা সাক্ষাৎ করার কারণে আমি আবু হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির আলামত দেখতে পাচ্ছি অথচ সালিম হল তাঁর হালীফ (পোষ্য পুত্র)। নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমি কেমন করে তাকে দুধপান করাব, অথচ সে একজন বয়স্ক পুরুষ। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন, আমি জানি যে, সে একজন বয়স্ক পুরুষ। আমর (রাবী) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন, সালিম বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ইবন আবু উমরের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

৩৪৬৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حَذِيفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حَذِيفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حَذِيفَةَ -

৩৪৬৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইবন আবু উমর (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুযায়ফার মুক্তদাস সালিম (র) আবু হুযায়ফা ও তাঁর পরিবারের সাথে একই ঘরে বসবাস করত। একদা



সুহায়লের কন্যা (হুযায়ফার স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিকট এসে বলল, সালিম বয়স্ক পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে, সে বুঝে লোকে যা বুঝতে পারে অথচ সে আমাদের নিকট প্রবেশ করে থাকে। আমি ধারণা করি এই কারণে আবু হুযায়ফার মনে অভিযোগের ভাব সৃষ্টি হয়েছে। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তাঁকে দুধপান করিয়ে দাও, তুমি তাঁর জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুযায়ফার মনের অভিযোগ দূরীভূত হবে। তারপর তিনি তার (আবু হুযায়ফার) নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি তাকে (সালিমকে) দুধপান করিয়েছি। তাতে আবু হুযায়ফার মনের অসন্তোষ দূর হয়ে যায়।

৩৬৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنَ عَمْرِو جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهَبْتُهِ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثَهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ -

৩৬৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সুহায়ল ইব্ন আমরের কন্যা সাহলা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালিম (আবু হুযায়ফার মুক্তদাস আমাদের সাথে একই ঘরে থাকে; অথচ সে বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও, তাতে তুমি তাঁর প্রতি হারাম হয়ে যাবে। রাবী (ইব্ন আবু মুলায়কা) বলেন, অতঃপর আমি একবছর বা প্রায় একবছর কাল ভয়ে উক্ত হাদীস বর্ণনা করি নি। তারপর কাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনি আমার নিকট এতদিন এমনি এক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমি অদ্যাবধি কারোর নিকট বর্ণনা করি নি। তিনি বললেন, তা কোন হাদীস? তখন আমি তাকে ঐ হাদীস খানার বিষয় অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তা আমা হতে এ সূত্রে বর্ণনা কর যে, আয়িশা (রা) আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

৩৬৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْغُلَامُ الْإِيقَعُ الَّذِي مَا أَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَّا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ -

৩৬৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... উম্মু সালমা (রা) আয়িশা-কে বললেন, তোমার নিকট বালিগ হওয়ার নিকটত্বী ছেলে প্রবেশ করে থাকে, কিন্তু আমার নিকট ঐ ধরনের ছেলের প্রবেশ করাকে পছন্দ করি না। রাবী বলেন, আয়িশা (রা) বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সুন্দর আদর্শ বিদ্যমান নেই? তিনি আরো বললেন, একদা আবু হুযায়ফার স্ত্রী আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালিম আমার নিকট প্রবেশ করে থাকে,



অথচ সে একজন বয়স্ক পুরুষ এবং এজন্য আবু হুযায়ফার অন্তরে কিছুটা অসন্তোষভাব বিদ্যমান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও যাতে সে তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে।

২৬৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدْ اسْتَفْنَى عَنِ الرُّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لَحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ -

৩৪৬৯. আবু তাহির ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) ..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা) একদিন আয়িশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর কসম আমি পছন্দ করি না যে, যে ছেলে দুধপানের সম্পর্ক থেকে মুক্ত আমাকে দেখুক। তিনি বললেন, কেন? একদা সুহায়লের কন্যা সাহ্লা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমার নিকট সালিমের প্রবেশ করার কারণে আমি আবু হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আয়িশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে তোমার দুধপান করিয়ে দাও। সাহ্লা বললেন, সে (সালিম) তো দাড়ি বিশিষ্ট। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাতে আবু হুযায়ফার মুখমণ্ডলের মলিনতা দূর হয়ে যাবে। সাহ্লার বর্ণনা, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, তারপরে আমি আবু হুযায়ফার চেহারায় মলিনতা আর দেখতে পাই নি।

২৬৮- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرُّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرُّضَاعَةِ وَلَا رَأَيْنَا -

৩৪৭০. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র) ..... উম্মু সালামা (রা) বলতেন, নবী ﷺ-এর সকল সহধর্মিনী দুধপান সম্পর্কের দ্বারা কাউকে তাদের নিকট প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং তারা আয়িশা (রা)-কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এটাকে (প্রাপ্ত বয়সে দুধপান দ্বারা হরমত সাব্যস্ত হওয়াকে) একটি বিশেষ অনুমতি মনে করি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল সালিমের জন্য দিয়েছিলেন। অতএব এ ধরনের দুধপানের মাধ্যমে কেউ আমাদের নিকট প্রবেশ করতে পারবে না এবং আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না।

৩৪৭১. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ أَنْظِرْنِ اخْوَتَكُنَّ مِنَ الرُّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

৩৪৭১. হান্নাদ ইবন সারী (র) ..... আয়িশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন তখন আমার নিকট একজন পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। তাতে তাঁর মন অতি ভারত্নান্ত হয় এবং আমি তার চেহারা যন্ত্রোনের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারা তোমাদের দুধ ভাই, তা তোমরা ভাল করে দেখে নিও। কেননা রায়'আত সাবিত হয় যখন দুধপানের দ্বারা সন্তানের ক্ষুধা নিবারিত হয়।

৩৪৭২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سَفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ -

৩৪৭২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার, উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... সকলেই আশ'আস ইবন শা'সা আবুল আহওয়াস (র) বর্ণিত হাদীসের মর্যাদায় বর্ণনা করেন। তবে তাঁরা বলেন, “ক্ষুধার কারণ”।

## ১. بَابُ جَوَازِ وَطْئِ الْمُسَبِّبَةِ بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَنْفَسَخَ نِكَاحَهُ بِالسَّبْيِ

১. অনুচ্ছেদ : ইসতিবরার পর যুদ্ধ বন্দির সাথে সংগম করা জাযিয় এবং তার স্বামী বর্তমান থাকলে সে বিবাহ বাতিল

৩৪৭৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ الْهَشَمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ

غَشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أَيْ فَهِنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ -

৩৪৭৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মায়াসারা কাওরারীরা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়েনের যুদ্ধের সময় একটি দল আওতাসের দিকে পাঠান। তারা শত্রুদলের মুখোমুখি হয়েও তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে এবং তাদের অনেক কয়েদী তাদের হস্তগত হয়। এদের মধ্য থেকে দাসীদের সাথে সহবাস করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী যেন না জাযিয় মনে করলেন, তাদের মুশরিক স্বামী বর্তমান থাকার কারণে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন “এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধ্বা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ” অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তারা তাদের ইদত পূর্ণ করে নিবে।

২৪৭৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ -

৩৪৭৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হুনায়েন যুদ্ধের সময় একটি ছোট সেনাদল পাঠান- পরবর্তী অংশ ইয়াযীদ ইব্ন যুরাইর এর হাদীসের মর্মানুসারে। তবে এতে রয়েছে- তাদের (সধ্বাদের) মধ্য থেকে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তারা তোমাদের জন্য হালাল। এই বর্ণনায় “যখন তারা তাদের ইদত পূর্ণ করে নিবে”- অংশটুকুর উল্লেখ নেই।

২৪৭৫- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৪৭৫. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র)..... কাতাদা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

২৪৭৬- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبِيًّا يَوْمَ أُوطَاسٍ لَهُنَّ أَرْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» -

৩৪৭৬. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আওতাসের যুদ্ধে কিছু কয়েদী সাহাবাদের হস্তগত হয়, যাদের স্বামী ছিল। তারা (তাদের সাথে সংগম) ভয় পেলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়- “এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধ্বা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।”

২৪৭৭- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৪৭৭. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব (র) ..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

## ২- بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقُّىُ الشُّبُهَاتِ

২. অনুচ্ছেদ ৪ সন্তান বিছানার অধিপতির এবং সন্দেহ পরিহার

২৪৭৮- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْغَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَأْسُودَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ زَمْعَةَ قَوْلَهُ يَا عَبْدُ -

৩৪৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস এবং আবদ ইবন জাম'আ উভয়ে একটি সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া করেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সন্তান উতবা ইবন আবু ওয়াক্কাস, আমার ভাইর বेटা। তিনি আমাকে ওসিয়ত করেছেন যে, এ সন্তান তারই পুত্র। আপনি তার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আর আবদ ইবন জাম'আ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সন্তান আমার ভাই। আমার পিতার ঔরসে দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানটির গঠনাকৃতির দিকে লক্ষ্য করলেন। দেখতে পেলেন উতবার সাথে স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে আবদ (ইবন জাম'আ)! সন্তান তো বিছানার অধিপতির আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (এর শাস্তি)। হে সাওদা বিন্ত জাম'আ! তুমি এর থেকে পর্দা করবে। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখে নি। মুহাম্মদ ইবন রুমহ 'ইয়া আবদু' শব্দটি উল্লেখ করে নি।

২৪৭৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْغَاهِرِ الْحَجَرُ -



৩৪৭৯. সাঈদ ইব্ন মানসূর প্রমুখ ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না এবং মা'মার সূত্রে যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে উভয়ে তাদের হাদীসে শুধু 'সন্তান তো বিছানার অধিপতির' কথাটুকু বর্ণনা করেছেন,- 'ব্যভিচারীর জন্য পাথর' অংশের উল্লেখ করেন নি।

২৪৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

৩৪৮০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিছানা যার সন্তান তার আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (এর শাস্তি)।

২৪৮১. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ -

৩৪৮১. সাঈদ ইব্ন মানসূর, যুহায়র ইব্ন হারব, আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ ও আমরুন নাকিদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে, সাঈদ ও আবু সালামা অথবা তাদের একজন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে, আমর থেকে মা'মার সূত্রে নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

### ৩. بَابُ الْعَمَلِ بِالْحَاقِ الْقَانِفِ الْوَلَدِ

৩. অনুচ্ছেদ : কায়ফ কর্তৃক পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক নিরূপণ

২৪৮২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورٍ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّأً نَظَرَ انْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ -

৩৪৮২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহু ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনি আনন্দে আমার নিকট প্রবেশ করলেন যে, তাঁর চেহারার

রেখাগুলো চমকচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আয়িশা! তুমি কি জান না যে, সবে মাত্র মুজাযযিয যায়িদ ইবন হারিসা এবং উসামা ইবন যায়িদেদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে গেল যে, এদের উভয়ের পাগুলো পরস্পরের অঙ্গ।

৩৪৮৩. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزَّزًا الْمُدَلِّجِيَّ دَخَلَ عَلَى فِرَافِئِ أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ -

৩৪৮৩. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, খুব প্রফুল্ল চিত্তে। তিনি বললেন : হে আয়িশা তুমি কি জান না যে, এ মুজাযযিয-ই মুদলিজী আমার কাছে প্রবেশ করে উসামা এবং যায়িদকে দেখতে পেল। তারা ঢাকা ছিল এবং তাদের মাথাও আবৃত ছিল ও পা বেরিয়ে ছিল। তখন সে বলল, এ পাগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে অভিন্ন।

৩৪৮৪. وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَانِفٌ "وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ" وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَاعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ -

৩৪৮৪. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জইনেক কায়ফ এল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন উপস্থিত। উসামা ইবন যায়িদ এবং যায়িদ ইবন হারিসা তখন পার্শ্বের উপর শায়িত ছিলেন। কায়ফ তাদের দেখে বললেন, এদের উভয়ের পা গুলো পরস্পর পরস্পর থেকে অভিন্ন। এ মন্তব্যে নবী ﷺ খুশী এবং আয়িশা (রা)-কে অবহিত করেন।

৩৪৮৫. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزَّزٌ قَانِفًا -

৩৪৮৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... সকলেই যুহরী (র) সূত্রে তাদের সনদে হাদীসের মর্যাদা বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে, তিনি ছিলেন একজন কায়ফ।

#### ৪- بَابُ قَدَرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبَكْرُ وَالثِّيْبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزُّفَافِ

৪. অনুচ্ছেদ : বাসর ঘর উদ্ব্যাপনের পর স্ত্রী বাকিরা বা সাযিয়াবা হলে স্বামীর সাথে থাকার ব্যাপারে কি পরিমাণ সময় লাভের অধিকারিনী।

২৪৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ أَنْ شِئْتَ سَبَّغْتَ لَكَ وَإِنْ سَبَّغْتَ لَكَ سَبَّغْتَ لِنِسَائِي -

৩৪৮৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে তিন দিন অবস্থান করেন এবং তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে তোমার গৃহকর্তার কাছে কোন প্রকার অবজ্ঞা নেই। তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার কাছে সাত দিন থাকব। যদি আমি তোমার কাছে সাতদিন থাকি তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গেও সাতদিন করে থাকব।

২৪৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ أَنْ شِئْتَ سَبَّغْتَ عِنْدَكَ وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثٌ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلَاثٌ -

৩৪৮৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু বকর ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করলেন এবং তিনি (উম্মু সালামা) (রাত যাপনের পরে) নবী ﷺ-এর নিকট থাকা অবস্থায় যখন সকাল হল তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার প্রতি তোমার স্বামীর কোন অনাদর অনগ্রহ নেই। তুমি চাইলে তোমার কাছে সাতদিন (একাধারে) অবস্থান করব এবং তুমি চাইলে তিনদিন করব, এরপর (পালা করে) পরিক্রমা করব। উম্মু সালামা (রা) বললেন, তিন দিন (অবস্থান) করুন।

২৪৮৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتَ زِدْتُكَ وَحَاسَبْتُكَ بِهِ لِلْبَكْرِ سَبْعٌ وَلِلثِيْبِ ثَلَاثٌ -

৩৪৮৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... আবু বকর ইব্ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করলেন এবং তাঁর সংগে বাসর যাপনের পর বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন উম্মু সালামা (রা) তাঁর কাপড় টেনে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি চাইলে তোমার এখানে (অবস্থানের মেয়াদ) বাড়িয়ে দিব এবং তোমার নামে তা হিসাবে ধরব। (নিয়ম হল নব বিবাহিতা) কুমারীর জন্য সাত দিন ও বিধবার জন্য তিন দিন (প্রাথমিক অধিকার)।

৩৪৮৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلَهُ -

৩৪৮৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৪৯০. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَكْرَانُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَبِّحَ لَكَ وَأُسَبِّحَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّغْتَ لَكَ سَبَّغْتُ لِنِسَائِي -

৩৪৯০. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ..... আবু বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন হিশাম (র) সূত্রে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তিনি কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন যার মাঝে এ কথাটিও রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : তুমি যদি চাও তবে আমি তোমাকে সাতদিন সময় দিব এবং আমার অন্য স্ত্রীদেরও সাতদিন করে সময় দিব। তোমাকে সাতদিন সময় দিলে আমার অন্য স্ত্রীদেরও সাতদিন করে সময় দিতে হবে।

৩৪৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ أَنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَّقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ -

৩৪৯১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিধবা (স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায়) কুমারীকে বিয়ে করলে তার কাছে (প্রথমবারে লাগাতর) সাতদিন অবস্থান করবে এবং কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিধবাকে বিয়ে করলে তার কাছে তিনদিন অবস্থান করবে। (মধ্যবর্তী রাবী) খালিদ (রা) বলেন, যদি আমি বলি যে, তিনি (উর্ধতন রাবী আনাস) হাদীসটির সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত করে মারফু' করেছেন তবে আমি তা সত্যই বলে জানব। তবে কিনা তিনি বলেছিলেন, সুন্নাত সম্মত করেছেন তবে আমি তা সত্যই বলে জানব। তবে কিনা তিনি বলেছিলেন, সুন্নাতসম্মত পন্থা এটাই।



৩৪৭২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبُكَرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৩৪৯২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত পদ্ধতি হল (নব বিবাহিতা) কুমারীর নিকট সাতদিন অবস্থান করা। খালিদ (র) বলেন, আমি চাইলে বলতে পারি যে, তিনি (আনাস রা) হাদীস টি নবী ﷺ পর্যন্ত মারফু' সনদে উন্নীত করেছেন।

৫. بَابُ الْقِسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانُ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

৫. অনুচ্ছেদ : রাত যাপনে স্ত্রীদের মাঝে পালাবন্টন এবং প্রত্যেকের কাছে এক রাত পরের দিবাভাগ সহ অবস্থান করা সুন্নাত

৩৪৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكَرُّنَ يَجْتَمِعْنَ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَتَقَا وَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَّتَا وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْضُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَا نَقْضِي النَّبِيَّ ﷺ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا -

৩৪৯৩. আবু বকর আবু শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষ পর্যায়ে নবী ﷺ-এর নয়জন সহধর্মিনী ছিলেন। নবী ﷺ তাদের মাঝে পালাবন্টন কালে নয় দিনের আগে (পালার) প্রথমা স্ত্রীর কাছে পুনরায় পৌঁছতেন না। প্রতি রাতে নবী ﷺ যে ঘরে অবস্থান করতেন সেখানে তারা (নবী পত্নীগণ) সমবেত হতেন। একরাতে তিনি যখন আয়িশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন তখন যয়নাব (রা) সেখানে আগমন করলে নবী ﷺ তার দিকে নিজের হাত প্রসারিত করলেন। আয়িশা (রা) বললেন, ও তো যয়নাব! ফলে নবী ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। তখন তারা দু'জন (আয়িশা ও যয়নাব) কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। এমনকি তাদের বচসার আওয়ায চড়ে গেল, ওদিকে সালাতের ইকামত (এর সময় উপস্থিত) হল। ঐ অবস্থায় আবু বকর (রা) সেখান দিয়ে (সালাতে) যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ দু'জনের আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বের হয়ে আসুন এবং ওদের মুখে ধূলা-মাটি ছুঁড়ে (দিয়ে মুখ বন্ধ করে) দিন। তখন নবী ﷺ বের হয়ে এলেন। আয়িশা (রা) বললেন, এখন নবী ﷺ তাঁর সালাত আদায় করবেন, তার পরে তো আবু বকর (রা) এসে আমাদের বকাবকি ও গালমন্দ করবেন, পরে (তা-ই হল)। নবী ﷺ তাঁর সালাত সমাধা করলে আবু বকর (রা) আয়িশা (রা)-এর নিকটে এসে তাকে কড়াকড়া কথা বললেন এবং বললেন, তুমি এমনটা করে থাক!

## ৬. بَابُ جَوَازِ هَيْبَتِهَا نَوْبَتِهَا لِضَرْبِهَا

৬. অনুচ্ছেদ ৪ সতীনকে নিজের পালা হিবা করা বৈধ

২৪৯৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسَاحَتِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ -

৩৪৯৪. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা বিনত যাম্'আ (রা)-এর চেয়ে অধিক পসন্দনীয় কোন নারীকে আমি দেখি নি যার 'খোলসে' আমি আমার অবস্থান পসন্দ করব- এমন এক নারী যার মাঝে ছিল (ব্যক্তিত্ব সুলভ) তেজস্বীতা। আয়িশা (রা) বলেন, বৃদ্ধা হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর প্রাপ্য (পালার) দিনটি আয়িশা (রা)-কে হিবা করে দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে আমার পালার দিনটি আয়িশার জন্য দিয়ে দিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দু'দিন পালা বন্টন করতেন, তার নিজের (এক) দিন এবং সাওদা (রা)-এর (এক) দিন।

২৪৯৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ هَذَا الْأَسْنَارِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبُرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي -

৩৪৯৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আমরুন নাকিদ, মুজাহিদ ইবন মুসা সকলে হিশাম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেন যে, সাওদা (রা) যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন ..... (পূর্বোক্ত যুহায়র সনদের উর্ধতন রাবী) জারীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে (মুজাহিদ সনদের উর্ধতন রাবী) শাকীক (র) তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন যে, সাওদা (রা) বলেছেন, সে (আয়িশা রা) ছিল প্রথম নারী (কুমারী) যাকে নবী ﷺ আমার পরে বিয়ে করেছিলেন।

২৪৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ» قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ -

৩৪৯৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (স্ত্রী হওয়ার জন্য) আত্মনিবেদিতা হত আমি তাদের নির্লজ্জতায় বিষয় প্রকাশ করতাম এবং বলতাম, কোন নারী কি (এভাবে নির্লজ্জ হয়ে) আত্মনিবেদন করতে পারে? পরে যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন- “তুমি তাদের (স্ত্রীগণের মধ্যে) যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার এবং যাকে তুমি দূরে রেখেছ তাকে (পুনরায়) কামনা করলে তাতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।” (আহূযাব : ৫১)। আয়িশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : আল্লাহর কসম! আমি তো দেখছি আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে দ্রুতই সাড়া দিয়ে থাকেন।

২৪৭৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةً تَهْبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ» فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيَسَارِعُ لَكَ فِي هَؤُلَاءِ -

৩৪৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কোন নারী কি কোন পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদিতা করতে লজ্জাবোধ করে না? অবশেষে আল্লাহ নাযিল করলেন, “তুমি তাঁদের যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার” তখন আমি বললাম, “অবশ্যই আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।”

২৪৭৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرَفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعَشَهَا فَلَا تَزْعُرُوهَا وَلَا تَزْلُزِلُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعُ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءُ الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ -

৩৪৯৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সারিফ নামক স্থানে ইবন আব্বাস (রা)-এর সংগে নবী পত্নী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, ইনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর কফিন (লাশ) তুলবে তখন তাকে খুব জোড়ে নাড়া দিবে না এবং কাঁপাবে না; নরম ও আলতোভাবে তাঁকে তুলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নয়জনের স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের আটজনের জন্য রাত যাপনের পালা নির্ধারণ করতেন এবং একজনের জন্য করতেন না। (মধ্যবর্তী) রাবী আতা (র) বলেন, যার জন্য পালা নির্ধারণ করতেন না তিনি হলেন সাফিয়া বিন্ত হুয়াই ইবন আখতার (রা)।<sup>১</sup>

১. এতে রাবী বিশ্বস্তির শিকার হয়েছেন। যথার্থ তথ্য মতে পালা বিহীন স্ত্রী ছিলেন সাওদা (রা) (পূর্বের হাদীস দ্র.) -অনুবাদক।

৩৪৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرُهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ -

৩৪৯৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন জুরায়জ (র) সূত্রে ..... ঐ সনদে বর্ণিত। এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, আতা (র) বলেছেন, ইনি (সাফিয়া/মায়মুনা) ছিলেন তাঁদের মাঝে সব শেষে মৃত্যুবরণকারিনী, তিনি মদীনায়ে মৃত্যুবরণ করেন।<sup>১</sup>

## ৭. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

৭. অনুচ্ছেদ : দীনের মানদণ্ডে বিবাহের জন্য কন্যা পসন্দ করা মুস্তাহাব

৩৫০০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ -

৩৫০০. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদের বিয়ে করা হয়- কন্যার ধন- সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপ- গুণের কারণে এবং তার দীনদারীর কারণে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও! তোমার দু'হাত ধুলিমাখা হোক।<sup>২</sup>

৩৫০১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرٍّ أَمْ ثِيْبٌ قُلْتُ ثِيْبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكَرٍّ تَلَاعِبْتُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذْنُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ -

১. ইনি সর্বনামটির উদ্দেশ্য নিকট পূর্বে উল্লেখিত সাফিয়া (রা) হলে 'মদীনায়ে মৃত্যুবরণ' তথ্যটি যথার্থ। আর মূল আলোচিতা মায়মুনা (রা) হলে তথ্যটি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, তাঁর মৃত্যু সর্বসম্মতভাবে সারিক্কে হয়েছিল। -অনুবাদক।

২. আরবী ভাষাবিদগণ বাক্যটি দু'আ, বিশ্বাস, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। এখানে বর্ণিত বিষয়ে অনুপ্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।



৩৫০১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালে আমি একটি মহিলাকে বিয়ে করলাম। পরে আমি নবী ﷺ -এর সংগে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, হে জাবির ! তুমি বিয়ে করেছে? আমি বললাম, জি হাঁ। তিনি বললেন, কুমারী কিংবা বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, তবে কুমারী নয় কেন? তুমি তার সঙ্গে সোহাগ ক্ষুতি করতে ( সে ও তোমার সংগে হাস্য লাস্য করত)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কয়েকটি (অবিবাহিতা) বোন রয়েছে তাই আমার আশংকা হল যে, বধু (কুমারী হলে সে) আমার ও বোনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে (অন্তরায় হবে)। নবী ﷺ বললেন : তবে তো তা-ই ঠিক। মহিলাকে বিয়ে করা হয় তার দীনদারীর কারণে, তার সম্পদের কারণে ও তার রূপ লাভণ্যের কারণে, তোমার কর্তব্য ধার্মিকাকে গ্রহণ করা, তোমার কপাল ভাল হোক”।

## ৪. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

৮. অনুচ্ছেদ : কুমারীর পাণিগ্রহণ মুস্তাহাব

৩৫০২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهِ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا فَهَلْ جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ -

৩৫০২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কোন কুমারীকে কিংবা কোন বিধবাকে? আমি বললাম, একটি বিধবাকে। তিনি বললেন, তবে কুমারীরাও তাদের আমোদ ক্ষুতি হতে তুমি কোথা (কুমারীর সংগ সুধা তুমি ত্যাগ করলে কেন)? (মধ্যবর্তী) রাবী শু'বা (র) বলেন, পরে আমি আমার ইব্ন দীনার (র)-এর নিকট এ হাদীস উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমিও তো জাবির (রা)-এর নিকট তা শুনেছি। তিনি তো বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : তবে কোন কিশোরী (তরুণী) কে কেন নয়- যে তোমার সংগে হাস্য-লাস্য করত তুমিও তার সঙ্গে আমোদ ক্ষুতি করত?

৩৫০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَكَذَا وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَكَذَا وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَأَنَّى كَرِهْتَ أَنْ أَتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيَنَّهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيَّ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ

قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ وَتَضَاحُكُهَا وَتَضَاحُكَ -

৩৫০৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা) মৃত্যু (শাহাদাত) বরণ করলেন এবং নয়টি (কিংবা তিনি বলেছেন, সাতটি) কন্যা রেখে গেলেন। পরে আমি (জাবির) এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা কুমারী কিংবা বিধবা? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : বরং বিধবা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তবে তা কোন তরুণী (কুমারী) কেন নয় যে, (ইয়াহইয়া রিওয়ায়াতে) তুমি তাঁর সংগে আমোদ ক্ষুতি করবে সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করবে কিংবা তিনি বলেছিলেন, তুমি তার সঙ্গে হাস্য-রস করতে সেও তোমার সঙ্গে হাস্য-রস করত। জাবির (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ নয়টি (কিংবা সাতটি) মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমি তাদের মাঝে তাদের মত একজনকে নিয়ে আসা অপসন্দ করলাম। তাই আমি এমন একটি মহিলাকে নিয়ে আসা পছন্দ করলাম যে তাদের দেখাশুনা করবে এবং তাদের গুধরে দিবে ও গড়ে তুলবে। নবী ﷺ বললেন, তবে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তিনি আমাকে (এ ধরনের) কোন উত্তম কথা বললেন। আবুর রাবী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে- “তুমি তার সংগে আমোদ ক্ষুতি করবে ও তার সংগে হাস্য-রস করবে, সেও তোমার হাস্য রস করবে।

৩৫০৪. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِمْ وَتَمْشُطُهُمْ قَالَ أَصَبْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৩৫০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিবাহ করেছ হে জাবির? তিনি হাদীসটির পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন- যার শেষে রয়েছে- এমন একটি মহিলাকে যে তাদের তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের মাথা আঁচড়ে দিবে। নবী ﷺ বললেন : “তুমি সঠিক করেছ” ..... এর পরের অংশ তিনি (কুতায়বা) উল্লেখ করেন নি।

৩৫০৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي لِي قُطُوفٌ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَخَسَّ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَأَنَّ مَعَهُ فَأَنْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ الْأَيْلِ فَأَلْتَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرسٍ فَقَالَ أَبْكَرُ أَتَزَوَّجُهَا أَمْ ثَيْبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً

تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ امْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَوْ عِشَاءً كَى تَمْتَشِطَ الشَّعِشَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَقَالَ إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ -

৩৫০৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক গায়ওয়ায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমরা যখন ফিরে প্রত্যাগমন করতে লাগলাম তখন আমি আমার একটি ধীরগামী উটে করে দ্রুত চলার চেষ্টা করলাম। আমার পিছন থেকে একজন আরোহী আমার সংগে মিলিত হল এবং সে তার হাতের একটি ছোট্ট বর্শা দিয়ে আমার উটকে ধোঁচা দিল। ফলে আমার উটটি তোমার দেখা উটপালের শ্রেষ্ঠ উটের ন্যায় দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। আমি তখন পিছনের দিকে তাকালাম- দেখি যে, আমি রয়েছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে। তিনি বললেন, হে জাবির! তোমার এ ব্যস্ততা কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি ঘরে নতুন স্ত্রী রেখে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কোন কুমারীকে বিয়ে করেছ কিংবা কোন বিধবাকে? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : বিধবাকে। নবী ﷺ বললেন, কোন তরুণী (কুমারী)-কে কেন বিয়ে করলে না- যার সংগে তুমি ক্রিয়া-কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সংগে আমোদ-আহলাদ করত। জাবির (রা) বললেন, আমরা যখন মদীনার সন্নিগটে উপনীত হয়ে সেখানে প্রবেশ করতে উদ্যত ছিলাম তখন নবী ﷺ বললেন, একটু অবকাশ দাও, রাত পর্যন্ত অর্থাৎ ইশার সময় আমরা প্রবেশ করব- যাতে এলোকেশিনী তার তার কেশ বিন্যাস করে নিতে পারে এবং স্বামী প্রবাসিনী 'পরিচ্ছন্নতা' অর্জনের প্রস্তুতি নিতে পারে। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ আরো বললেন, তুমি যখন পৌঁছে যাবে তখন সংগে সুখ লাভ করবে (সন্তান অন্ত্রেষায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে)।

২৫.৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَّجَنِي بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي كُفَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَزَوَّجْتُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبْكَرًا أَمْ ثَيْبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيْبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنْ لِي أَخَوَاتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ اتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُنَّ وَتَمَشُطُهُنَّ وَتَقُومَ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأَوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعِ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أَوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْحَجَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِي



جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمْلَكَ  
وَلَكَ ثَمَنُهُ -

৩৫০৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -এর সংগে একটি গায়ওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমার উটটি আমাকে ধীরগামীতার শিকার বানাল। রাসূলুল্লাহ তখন আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, হে জাবির! আমি বললাম, জী! তিনি বললেন, তোমার ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমার উট আমাকে ধীরগামীতায় ফেলে দিয়েছে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গিয়েছি। তখন নবী ﷺ নেমে পড়ে তার (বাকামাথা) লাঠি দিয়ে উটকে গুতো দিলেন। এরপর বললেন, আরোহণ কর, আমি তখন আরোহন করলাম। আমি (উটটিকে তার অতি দ্রুত গামীতার কারণে) রাসূলুল্লাহ -কে অতিক্রম করে যেতে দেখে ঠেকাতে লাগলাম। তখন নবী (স) বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম : বিধবা। তিনি বললেন, তবে কোন (কুমারীকে) কেন বিয়ে করলে না, যার সংগে তুমি ক্রীয়া-কৌতুক করতে, সেও তোমার সংগে আমোদ ফুর্তি করত? আমি বললাম, আমার বেশ ক'টি বোন (অবিবাহিতা) রয়েছে। তাই আমি এমন নারীকে বিয়ে করি: পসন্দ করলাম যে তাদের গুছিয়ে রাখবে, তাদের মাথা আচড়ে দিবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে। নবী বললেন, তুমি তো (মদীনায়ে) উপনীত হতে যাচ্ছ; তাই যখন পৌছে যাবে তখন 'সঙ্গ সুখ! সঙ্গ সুখ!' (অর্থাৎ সন্তান অন্বেষণ সহবাস করবে এবং কিংবা এতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে)। পরে তিনি বললেন, তোমার উটটি বেঁচবে কি? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি তখন আমার নিকট হতে এক উকিয়ার (চল্লিশ দিরহাম সমমূল্যের) বিনিময়ে কিনে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ যথাসময়ে মদীনায়ে পৌছলেন। আমিও সকালে আগমন করে মসজিদে (নববীতে) পৌছলাম এবং তাঁকে মসজিদের দরজায় পেয়ে গেলাম। তিনি বলেন, আমি যখন এলাম তুমি কি তখন এসেছ? আমি বললাম, জী হা। তিনি বললেন, তবে তোমার উটটি রেখে দাও এবং (মসজিদে) প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। জাবির বলেন, আমি প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। পরে ফিরে এলে নবী আমাকে এক উকিয়া ওয়ন করে দেওয়ার জন্য বিলাল (রা) কে হুকুম করলেন। বিলাল (রা) তখন আমাকে ওয়ন করে দিলেন এবং ওয়নে পাল্লা ঝুকিয়ে দিলেন। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি চলে যেতে লাগলাম। আমি কিছু দূর চলে গেলে নবী বললেন : জাবিরকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন আমাকে ডাকা হল। আমি (মনে মনে) বললাম, এখন উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন অথচ আমার কাছে ওর চেয়ে অধিক অপসন্দনীয় আর কিছু ছিল না। তিনি বললেন, "তোমার উট তুমি নিয়ে যাও আর তোমার মূল্য তোমারই রইল"।

## ৯. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

৯. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সদুপদেশ দেয়া

৩৫০৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا  
حَيَّوَةُ أَخْبَرَنِي شَرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -



৩৫০৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র আল-হামদানী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।

৩৫০৮. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِذَا زَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكَتْهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سِوَاءً .

৩৫০৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে তখন তা ভেংগে ফেলবে আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে।

যুহায়র ইব্ন হারব ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... (যুহরীর ভ্রাতৃপুত্র - তার চাচা যুহরী সূত্রে) (উপরোক্ত সনদের ন্যায়) ইব্ন শিহাব যুহরী (র) সূত্রে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৫০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ قَالَ فَضْرِبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ نَحْسَهُ أَرَاهُ قَالَ بِشْيٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ كَانَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لَأَكْفُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَنْزَوِجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثِيْبًا أَمْ بِكَرًا قَالَ قُلْتُ ثِيْبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوِجْتَ بِكَرًا تُضَاحِكُكَ تُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ .

৩৫০৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমি ছিলাম আমার একটি (পানিবাহী) উটের পিঠে। ওটি ছিল কাফিলার পশ্চাদবর্তীদের মাঝে। জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিটুনি দিলেন কিংবা

(বর্ণনা দিধা) তিনি বলেছেন যে, তাকে খোঁচা দিলেন- আমার (আবু নাযর) ধারণা, তিনি (জাবির) বলেছেন যে, কোন কিছু দিয়ে যা তার সঙ্গে ছিল। জাবির (রা) বলেন, এরপরে সে (উট) কাফিলার লোকদের আগে আগে চলে যেতে লাগল এবং আমাকে (আমার ধরে রাখা লাগামসহ) টেনে নিয়ে যেতে লাগল। এমন কি আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখছিলাম। জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এত এত-র বিনিময় এটি তুমি আমার কাছে বেচবে কি? এবং আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : এটি আপনার জন্য ইয়া নবী আল্লাহ! তিনি বললেন, এত এত-তে সেটি তুমি আমার কাছে বেচবে কি? এবং আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, এটি আপনার। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে আরও বললেন, তোমার পিতার (মৃত্যুর) পরে তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, জি হাঁ। তিনি বললেন, বিধবাকে না কুমারীকে? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, বিধবাকে। তিনি বললেন, “তবে তুমি কোন কুমারীকে বিয়ে করলে না কেন- যে তোমাকে আমোদ-প্রমোদে রাখত আর তুমি তার সঙ্গে ক্রীড়া ক্ষুর্তি করতে। রাবী আবু নাযরা (র) বলেন, এ কথাটি (অর্থাৎ আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করুন!) ছিল একটি বাক্যাংশ যা মুসলামনগণ তাদের কর্তাবার্তায় (কথার মাত্রা ও বাচনভংগী রূপে) উচ্চারণ করতেন। তারা বলতেন একরূপ ও এমন কর ..... আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করুন।

৩৫১. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا -

৩৫১০. আমরুন নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের একটি হাড় দিয়ে। সে কখনো তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। আর তাকে সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে- আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হল তাকে তালাক দেওয়া।

৩৫১১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ امْرَأً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَتْكَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

৩৫১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন হয়ত উত্তম কথা বলবে অন্যথায় চূপ থাকবে। আর নারীদের প্রতি কল্যাণের (ও সদাচরণের) উপদেশ অঙ্গীকার গ্রহণ কর। কেননা পাজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাজরের সবচেয়ে বেশি বাঁকা হল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে (যথাবস্থায়) ছেড়ে রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। নারীদের প্রতি কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ কর ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হও।

৩৫১২. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ -

৩৫১২. ইব্রাহীম ইবন মুসা রাযী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মু'মিন পুরুষ কোন মু'মিন নারীর প্রতি বিদেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার কোন চরিত্র অভ্যাসকে অপসন্দ করলে তার অন্য কোন (চরিত্র-অভ্যাস) টি সে পসন্দ করবে। ..... কিংবা (এ ধরনের) অন্য কিছু বলেছেন।

৩৫১৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ أَبِي عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৫১৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫১৪. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩৫১৪. হারুন ইবন মা'রফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যদি হাওয়া (আ) না হতেন তবে যুগ যুগান্তরে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না।

৩৫১৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا بَنُو إِسْرَافِيلَ لَمْ يَخْبِثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْتَنِزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩৫১৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....হাম্মাদ ইবন মুনায্জিহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আমাদের কাছে আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মাঝে অন্যতম ..... রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : বনু ইসরাঈলীরা না হলে খাদ্য নষ্ট হত না এবং গোশত বিকৃত দুর্গন্ধযুক্ত হত না এবং হাওয়া (আ) না হলে যুগ যুগান্তরে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না।



১৭-كِتَابُ الطَّلَاقِ

১৭. তালাক অধ্যায়

## ১৭. كِتَابُ الطَّلَاقِ

### ১৭. তালাক অধ্যায়

১- بَابُ تَحْرِيمِ طَلَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

১. অনুচ্ছেদ : সম্মতি ব্যতীত ঋতুমতীকে তালাক প্রদান হারাম, যদি তালাক দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে এবং তালাক প্রদানকারীকে রাজ্জ'আতের নির্দেশ দিতে হবে

৩৫১৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسُرَ فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ -

৩৫১৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামীমী (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে তিনি (ইব্ন উমর) তাঁর স্ত্রীকে হায়িয় অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা)-এ বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে) আদেশ কর, যেন সে তাকে (স্ত্রীকে) রাজ্জ'আত করে (পুনঃ স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে) নেয়। অতঃপর তার (হায়েয হতে) পবিত্র হওয়ার পরে পুনঃ হায়িয় এবং তার পরে পুনঃ পবিত্র (তুহর) হওয়া পর্যন্ত তাকে স্থিতিবস্থায় রেখে দেয়। এরপর পরবর্তী সময় তার ইচ্ছা হলে তাকে (স্ত্রী রূপে) রেখে দিবে। আর ইচ্ছা হলে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে। এটা হল সে ইন্দ্রত' যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন।

৩৫১৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُسَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ

১. "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছে কর, তখন তাদের তালাক দিও ইন্দ্রতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ..... (সূরা আত তালাক : ১) এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত।

تَحِيضٌ عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَزَادَ ابْنُ رُمُحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .

৩৫১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ্ (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় এক তালাক দিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে হুকুম দিলেন যেন সে স্ত্রীকে রাজ'আত করে নেয়। অতঃপর পবিত্র হওয়ার পরে পুনঃ আর একটি হায়িয় হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিবে। এরপর তার (এ পরবর্তী) হায়িয় হতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। তখন যদি তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা হয় তবে পবিত্র হওয়ার সময় তার সংগে সহবাস করার আগে তাকে তালাক দিবে। এটাই হল সে ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক প্রদানের আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন। ..... ইব্ন রুমহ্ (র) তার রিওয়ায়াতে অধিক বলেছেন- এবং এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে আবদুল্লাহ (রা) তাদের (প্রশ্নকর্তাদের) যে কাউকে বলতেন : দেখ, তুমি তোমার স্ত্রীকে (যতক্ষণ) একবার কিংবা দুইবার তালাক দিলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এরূপ (রাজ'আত) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিলে তবে সে (স্ত্রী) তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে- যতক্ষণ না তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে সে বিয়ে করে। আর তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে বিধান দিয়েছিলেন তাতে তুমি তার প্রতি অবাধ্যতা দেখালে। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন : রাবী লায়স (র) (কুতায়বা প্রমুখের শায়খ) তার 'একটি তালাক' কথাটি স্পষ্ট করে দিয়ে উত্তম কাজ করেছেন।<sup>১</sup>

৩৫১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدْعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعْتَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ وَاحِدَةً اُعْتَدَبَها .

৩৫১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম, তখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা)

১. যেহেতু এ নির্ণয়ের কারণে এতে তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার এবং এ ধরনের অন্যান্য অপব্যবহার সুযোগ গ্রহণের অবকাশ রহিত হয়েছে। -অনুবাদক

বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তাকে রাজ'আত (পুনঃ গ্রহণ) করে। তারপর পবিত্র হয়ে পুনরায় আর একটি মাসিকে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত তাকে স্থিতিবস্তায় রেখে দিবে। পরে যখন পবিত্র হবে তখন তার সঙ্গে সহবাস করার আগে (সহবাস মুক্ত তুহর কালে) তাকে তালাক দিবে কিংবা তাকে (স্ত্রী রূপে) রেখে দিবে। কেননা, এটাই হল সে ইদত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। রাবী উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি শায়খ নাফি' (র)-কে বললাম, ধার্য করা হল।

২৪১৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْيَرْجِعْهَا -

৩৫১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে নাফি' (র)-এর উদ্দেশ্যে উবায়দুল্লাহ (র)-এর বক্তব্যটি এতে উল্লিখিত হয়নি। এছাড়া ইবন মুসান্না (রা) তার রিওয়ায়াতে বলেছেন فَلْيَرْجِعْهَا এবং আবু বকর (র) বলেছেন فَلْيَرْجِعْهَا (শব্দদ্বয় প্রত্যাহার করা অর্থে সমার্থক)

৩৫২০. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِّلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِّلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِّلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِّلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَآئَتْ مِنْكَ -

৩৫২০. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে তার ঋতুকালীন অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে (ইবন উমরকে) হুকুম দিলেন যে, স্ত্রীকে সে রাজ'আত (পুনঃগ্রহণ) করে নিবে। এরপর তাকে অপর একটি ঋতুতে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিবে। অতঃপর (ঋতু হতে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। পরে তার সঙ্গে সহবাস করার আগেই তাকে তালাক দিবে। এটাই হল সেই ইদত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য মহামহীয়ান আল্লাহ হুকুম করেছেন। রাবী (নাফি') বলেন, পরবর্তীতে স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তালাক প্রদানকারী পুরুষ (এর মাস'আলা) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে ইবন উমর (রা) বলতেন, যদি নাফি' তুমি তাকে এক কিংবা দুই তালাক দিয়ে থাক, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হুকুম দিয়েছেন যে, সে তাকে রাজ'আত



করে নিবে। তারপর আর একটি হায়িযে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে, এরপর পবিত্রতা (তুহর) পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। অতঃপর স্পর্শ (সহবাস) করার আগেই তালাক দিবে (যদি ইচ্ছা কর)। আর যদি নাকি তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে থাক তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছ- তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তোমাকে যে আদেশ প্রদান করেছেন সে ব্যাপারে এবং সে স্ত্রী তোমার সংগ হতে বিচ্ছিন্ন (বাইন) হয়ে গিয়েছে।

৩৫২১- حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً لِيُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حِيضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةَ سَوَى حِيضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَّاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ حِيضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَّاقِهَا وَرَاجِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩৫২১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম- তখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হলেন। পরে বললেন, তাকে আদেশ কর যে যেন তাকে রাজ'আত করে নেয়- যতক্ষণ না যে হায়িয কালে তাকে তালাক দিয়েছে সেটি ব্যতীত আর একটি হায়িযে সে ঋতুমতী হয়। তখন যদি তাকে তালাক দেওয়া তার মনঃপুত হয় তবে যেন তার হায়িয থেকে পবিত্র হওয়া অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করার আগে তাকে তালাক দেয়। তিনি আরো বললেন, এটিই হল ইদতের (সময় নির্ণয়ের) জন্য তালাক প্রদান যেমন আল্লাহ হুকুম করেছেন। (সালিম বলেন) আবদুল্লাহ (রা) তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। সেটি তার তালাক গণনা করা হল (অর্থাৎ এক তালাক ধরা হল) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুসারে আবদুল্লাহ (রা) তাকে (স্ত্রীকে রাজ'আত করে নিয়েছিলেন)।

৩৫২২- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَّاجِعْتُهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا .

৩৫২২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... (পূর্বোক্ত সনদের ন্যায়) যুহরী (র) সূত্রে ঐ সনদে বর্ণিত। তবে এতে রাবী (সরাসরি ইব্ন উমরের উক্তি উদ্ধৃত করে) বলেছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, পরে আমি তাকে রাজ'আত করে নিলাম এবং তাকে যে তালাকটি দিয়েছিলাম তা তার জন্য (একটি) তালাকরূপে হিসাব করা হল।

৩৫২৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

৩৫২৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র) ..... সালিম (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে তার হায়িয়া অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ-এর সকাশে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তাঁকে আদেশ কর যেন সে তাকে রাজ'আত করে নেয়। পরে যেন তাকে তুহর (পবিত্র) অবস্থায় কিংবা গর্ভাবস্থায় (অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে) তালাক দেয়।

৩৫২৪. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ أَوْ يُمْسِكُ.

৩৫২৪. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম আওদী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে যখন সে হায়িয় অবস্থায় ছিল - তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) এ বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাকে হকুম কর যেন সে তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে নেয়। অবশেষে সে আর একটি হায়িয়ে ঋতুমতী হওয়ার পরে আবার পবিত্র হলে, তখন তাকে তালাক দিবে কিংবা (স্ত্রী রূপে) রেখে দিবে।

৩৫২৫. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتُهُمْ أَنْ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَابٍ يُونُسَ ابْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهُ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَقَّ.

৩৫২৫. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ..... ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশ বছর আমি এ অবস্থায় অবস্থান করলাম যে, আমি অবিস্মৃত মনে করি না এমন লোক আমাকে এ মর্মে হাদীস শোনাচ্ছিল যে, ইবন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীর হায়িয় অবস্থায় তাকে তিন তালাক দেওয়ার পরে তাকে রাজ'আত করে নেওয়ার জন্য তিনি

আদিষ্ট হয়েছিলেন। আমি এ বর্ণনাকারীদের প্রতি অনাস্থা ও সন্দেহপোষণ করছিলাম না অথচ আমি ছিলাম প্রকৃত হাদীসের পরিচয় লাভে বঞ্চিত। অবশেষে আমি আবু গাল্লাব ইউনুস ইবন জুবায়র আল-বাহিলী (র)-এর সংগে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছিলেন স্থিরমতি-অস্থাভাজন। তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি (নিজে) ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (ইবন উমর) তাঁকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তার হায়িয চলাকালে এক তালাক দিয়েছিলেন। তখন তাকে রাজ'আত করে নেওয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হলেন। তিনি (আবু গাল্লাব) বলেছেন, তবে আর কি! যদি নাকি তিনি (ইবন উমর) অপারগ হয়ে থাকেন ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। (তাতে কার কি আসে যায়)।

২০২৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ -

৩৫২৬. আবুর রাবী ও কুতায়বা (র) ..... (পূর্বোক্ত সনদের রাবী) আয্যাব (র)-এর সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ..... উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে হুকুম করলেন।

২০২৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُاجِعَهَا حَتَّى يُطْلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَالَ يُطْلَقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا -

৩৫২৭. আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র) ..... আয্যাব (র)-এর সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ সনদের হাদীসে রাবী বলেছেন, পরে উমর (রা)-এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তাঁর (ইবন উমরের) প্রতি আদেশ প্রদান করলেন। যাতে অবশেষে তাকে (স্ত্রীকে) সহবাসবিহীন তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দিতে পারে। তিনি (নবী ﷺ) আরো বললেন, তার (স্ত্রীর) ইদত (এর সময়) এর পূর্ব ভাগে (আগমন কালে) তাকে তালাক দিবে।

২০২৮. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُاجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৩৫২৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম আদ দাওরাকী (র) ..... (মুহাম্মদ ইবন সীরীন সূত্রে) ইউনুস ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর হায়িয অবস্থায় তাকে তালাক দিল .....। তিনি বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জান কি সে তাঁর স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায়

তালাক দিয়েছিল? তখন উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে হুকুম করলেন যে, সে (ইবন উমর) তাকে (স্ত্রী) রাজ'আত করে নিবে। এরপর তার ইন্দতের (নিশ্চয়তায়ুক্ত সময়ের) প্রতীক্ষায় থাকবে। ইউনুস (র) বলেন, তখন আমি তাকে (ইবন উমরকে) বললাম, কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে হায়িয় অবস্থায় তালাক দিবে তখন ঐ তালাকটি হিসাবে গণনা করা হবে কি? তিনি বললেন, তবে আর কি যদি নাকি সে অক্ষম হয় গিয়ে থাকে কিংবা বোকামী করে থাকে (তাহলে কি তার একাজের পরিণতি দেখা দিবে না)?

৩৫২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيرَأَجِعَهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسِبْتُ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৩৫২৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম- তখন সে হায়িয় অবস্থায় ছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবী ﷺ বললেন : সে যেন তাকে রাজ'আত করে নেয়। পরে যখন সে (হায়িয় হতে) পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিবে। রাবী ইউনুস (র) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, সে (তালাক) টি কি হিসাব করা হবে? তিনি বললেন, কোন বিষয় তাকে বাধা দিবে- বলত যদি সে অপারগ হয়ে থাকে এবং আহম্বুকী করে থাকে।

৩৫২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرَّةٌ فَلِيرَأَجِعَهَا فَإِذَا طَهَّرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِيُطَهِّرَهَا قَالَ فَرَأَجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِيُطَهِّرَهَا قُلْتُ فَأَعْتَدْتُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ قَالَ مَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ -

৩৫৩০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আনাস ইবন সীরীন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে তার সে স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যাকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তাকে আমি তালাক দিয়েছিলাম- যখন সে হায়িয় অবস্থায় ছিল। আমি বিষয়টি উমর (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি তা নবী ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তার স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। পরে যখন সে পাক হবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করলে) তার পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেয়। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, তবে কি হায়িয় অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি আপনি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, আমি কেন সেটা গণনায় ধরবো না? যদি আমি অক্ষম হই অথবা নিবুর্কিতা প্রকাশ করি (তাহলে কি আমার এ কাজ গণনায় আসবে না)?



৩৫২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسِبُ بِذَلِكَ التَّطْلِيقَ قَالَ فَمَهْ -

৩৫২১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিই। উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাঁকে আদেশ কর সে যেন তাঁর স্ত্রীকে রাজ'আত করে। পরে যখন সে পবিত্র হবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করলে) তাকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়। আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, তবে কি হায়য অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি আপনি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, তবে কী করব।

৩৫২২. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعَهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ -

৩৫২২. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ও আবদুর রহমান ইবন বিশর (র) ..... (পূর্বোক্ত সনদের ন্যায়) শু'বা (র) সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ দু'জনের হাদীসে يراجعها স্থলে ليرجعها রয়েছে এবং এদের হাদীসে আরো রয়েছে যে, আনাস (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি সেটি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, তবে আর কি হবে?

৩৫২৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبْرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ -

৩৫২৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইবন তাউস (র)-এর পিতা (তাউস) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক প্রদানকারী পুরুষ (এর মাসআলা) সম্পর্কে ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনলেন। তখন ইবন উমর (রা) বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবন উমর কে জান কি? লোকটি বলল, হাঁ। ইবন উমর (রা) বললেন, সে তো তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সংবাদ অবহিত করলে তিনি তাকে (স্ত্রীকে) পুনঃগ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তাঁকে আদেশ প্রদান করলেন। ইবন তাউস (র) বলেন, আমি তাঁকে (পিতাকে) এর অধিক বলতে শুনি নি।

২০২৪- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرَاجِعَهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» -

৩৫৩৪. হাক্কন ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু যুযায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আযযার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আবদুর রহমান ইবন আয়মান (র)-কে ইবন উমর (রা)-এর কাছে প্রশ্ন করতে শুনলেন, আবু যুযায়র (র) তখন শুনছিলেন- “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিল তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইবন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইবন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিল যখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তাকে তালাক দিয়েছে। “নবী ﷺ তাঁকে বললেন, সে যেন তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। সুতরাং (এভাবে) তিনি তাকে (স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আরো বললেন, যখন (হায়য হতে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন (ইচ্ছে করলে) যেন তালাক দেয় কিংবা রেখে দেয়। ইবন উমর (রা) বলেন, এবং (এ সময়) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ : فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন তাদের তালাক দিও তাদের ইদ্দতের (সময় আগমনের) অগ্রভাগে (সূরা আত তালাক : ১)।”

২০২৫- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ -

৩৫৩৫. হাক্কন ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু যুযায়র (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে পূর্বোক্ত বর্ণনায় ন্যায় রিওয়াযাতে করেছেন।

২০২৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ

১. فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ এভাবে ইবন আক্বাস ও ইবন উমর (রা)-এর বিরল (শায) কিরা'আত রয়েছে। মাশহুর কিরা'আত হল- لِعِدَّتِهِنَّ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে-। অনুবাদক

بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِمٌ أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عُرَّةَ -

৩৫৩৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... আবু যুবার (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি উরওয়া (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইবন আয়মান (রা)-কে ইবন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন- আবু যুবার তখন গুনছিলেন- (পূর্বোক্ত হারুন ইবন আবদুল্লাহ প্রথম সনদের উর্ধতন) রাবী হাজ্জাজ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে কিছু অধিক তথ্য রয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, “উরওয়ার মাওলা বলে রাবী বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। মূলত হবে আয্বার মাওলা।

## ২. بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

২. অনুচ্ছেদ : তিন তালাক প্রসঙ্গ

৩৫৩৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَفْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَا عَلَيْهِمْ أَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ -

৩৫৩৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... ইবন আক্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-এর যুগে ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হত। পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দিই ..... (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে।) সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।<sup>১</sup>

১. ইসলামের প্রথম যুগে আবু বকর (রা)-এর যুগ মুসলমানগণ খুব অল্পই তালাক বিধি প্রয়োগ করতেন এবং একান্ত অপারগ হলে এক তালাক প্রদানেই তারা অভ্যস্ত ছিলেন। তবে কখনো বা কেউ তিনবার উচ্চারণ করতেন এবং এতেও তাদের উদ্দেশ্যে হত এক তালাক দেওয়া। পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করে তারা এক তালাক প্রদানের ইচ্ছাটিকেই সফল করতেন। তিন তালাক দেওয়া সাধারণত তাদের উদ্দেশ্যে হত না। পরবর্তী সময় হযরত উমর (রা)-এর যুগে মানুষের এ নীতিতে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তালাকের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে ও বহুল পরিমাণে তিন তালাক প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে। ফলে উমর ফারুক (রা) প্রকৃত মাস'আলায় জনতার ভুল বুঝাবুঝির আশংকা করেন। যেহেতু তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-এর তালাক প্রদানের ঘটনা হতে অবগত ছিলেন যে, তালাক প্রদানের পদ্ধতি অবৈধ হলেও তালাক সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং তিন তালাক প্রদান করলে তা সর্বাবস্থায়ই তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। অতএব, তিনি যথার্থ মাস'আলাটির প্রকাশ ঘটাতে এবং কার্যকর রূপে বাস্তবায়িত করতে মনস্ত করলেন। এ সিদ্ধান্ত কোন নতুন বিষয় ছিল না। কেননা তেমন হলে সকল সাহবী (রা) তা কখনো মেনে নিতেন না। (নব্বীকৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ অবলম্বনে, অনুবাদক)



৩৫৩৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ -

৩৫৩৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, আবুস সাহবা (র) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনার সেই সব (বিরল ও অভিনব প্রকৃতির হাদীস) হতে কিছু উপস্থাপন করুন না! রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা) এর যুগে তিন তালাক কি এক (তালাক) ছিল না? তিনি বললেন, 'তা ছিল তো'; পরে যখন উমর (রা)-এর যুগে লোকেরা বেধড়ক ও উপর্যুপরি তালাক দিতে লাগল তখন উমর (রা) সেটিকে (অর্থাৎ তিন তালাকের যথার্থ বিধি) তাদের জন্য কার্যকর করলেন।

৩৫৩৯. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَاجَارَهُ عَلَيْهِمْ -

৩৫৩৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবুস সাহবা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর সময়ে কি তিনি তালাককে এক তালাক ধরা হত? তিনি বলেন, হ্যাঁ এরূপই ছিল। তবে উমর (রা)-এর যমানায় লোকেরা বেধড়ক ও উপর্যুপরি তালাক দিতে লাগল। তারপর তিনি সেটিকে যথার্থভাবে কার্যকর করেন (অর্থাৎ তিন তালাকে পরিণত করেন।)

### ৩. بَابُ وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

৩. অনুচ্ছেদ : তালাকের নিষ্যাত না করে স্ত্রীকে 'হারাম' সাব্যস্ত করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে

৩৫৪০. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينُ يُكْفَرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » -

৩৫৪০. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... হিশাম দাস্তাওয়াই (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে (লিখিতরূপে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাঈদ) বলেছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা সম্বন্ধে বলতেন যে, তা কসম (ইয়ামীন)



সাব্যস্ত হবে, তার কাফ্ফারা আদায় করবে। ইবন আব্বাস (রা) (এ প্রসঙ্গে) আরো বলেছেন, (পবিত্র কুরআনের) (আয়াত উদ্ধৃত করে-) “لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ” (সূরা আয্যাব ৪: ২১)।

৩৫৪১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يَكْفَرُهَا وَقَالَ «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» -

৩৫৪১. ইয়াহুইয়া ইবন বিশর হারীরী (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম (ঘোষণা) করলে তা কসম সাব্যস্ত হবে, তার কাফ্ফারা আদায় করবে। তিনি আরো বলেছেন : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

৩৫৪২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمُكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَطَّأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ «لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» إِلَى قَوْلِهِ إِنْ تَتَوَبَّا لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا -

৩৫৪২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... উবায়দ ইবন উমায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আশিয়া (রা)-কে এ মর্মে হাদীসের খবর প্রদান করতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ (আসর পরবর্তী সময় হুজরাসমূহে আবর্তন কালে) যায়নাব বিনত জাহশ (রা) -এর গৃহে অবস্থান করে সেখানে মধু পান করেন। আয়িশা (রা) বললেন, আমি ও হাফসা মিলে এ রূপ যুক্তি- পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের মাঝে যার কাছেই নবী ﷺ (প্রথমে) আগমন করবেন সে বলবে- “আমি আপনার মুখে ‘মাগাফীর’-এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফীর খেয়েছেন।” পরে তিনি এদের কোন একজনের কাছে গেলে সে তাঁকে অনুরূপ বলল। নবী ﷺ বললেন, ..... বরং আমি তো যায়নাব বিনত জাহশের ঘরে মধু পান করেছি এবং পুনরায় কখনো পান করব না। তখন নাযিল হল-

১. অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (র) একজন রাবীর মাধ্যমে আবু উসামা (র) হতে এ হাদীস আহরণ করেছেন। আর আবু ইসহাক ইব্রাহীম- যিনি ইমাম মুসলিমের বিশিষ্ট শাগরিদ- তিনিও অন্য একটি সনদে একজন রাবী- হাসান ইবন বিশরের মাধ্যমে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন। ফলে এ হাদীসে তার সনদ উন্নীত হয়ে তার শায়খ ইমাম মুসলিমের সমপর্যায়ে পৌঁছেছে। -অনুবাদক।

(“হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, আপনি তা হারাম করেছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তোদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। শ্রবণ কর-নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী-এ বিষয় কিছু ব্যক্ত করলেন; কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে তা অবহিত করল? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে- আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন” (সূরা আত্ তাহরীম : ১-৪) এতে “যদি তোমরা উভয় তাওবা কর (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর) দ্বারা আয়িশা ও হাফসা (রা) উদ্দেশ্য। এবং “যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন”- দ্বারা “বরং আমি মধুপান করেছি এবং আর কখনো পান করবো না উদ্দেশ্য”।

৩৫৪২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عَكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَقَوْلِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لَا فَقَوْلِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ إِنْ يَوْجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ فَقَوْلِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقَوْلِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَذَبْتُ أَنْ أَبَادِنَهُ بِالَّذِي قُلْتُ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكَ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي قَالَ أَبُو اسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهِذَا سَوَاءٌ وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-



৩৫৪৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) (আবু উসামা সূত্রে) ..... হিশামের পিতা (উরওয়া) সূত্রে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্ট দ্রব (হালুয়া) ও মধু পসন্দ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল- আসরের সালাত আদায়ের পরে স্ত্রীদের ঘরে ঘরে এক চকর গিয়ে আসতেন এবং তাদের সান্নিধ্য- সন্নিহিত গমন করতেন। এভাবে তিনি হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে স্বাভাবিক-ভাবে আবদ্ধ থাকার সময়ের চেয়ে অধিক সময় আবদ্ধ রইলেন। আমি (আয়িশা) এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে আমাকে বলা হল- তাকে (হাফসাকে) তাঁর গোত্রের কোন মহিলা এক পাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তাই সে তা থেকে কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পান করিয়েছিল। (আয়িশা বলেন,) আমি বললাম, ওহে! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাঁর জন্য কৌশলের ফাঁদ পাতব। আমি বিষয়টি সাওদা (হাফসা)-এর সংগে আলোচনা করলাম এবং তাঁকে বললাম, নবী ﷺ তোমার কাছে আগমন করলে তিনি তো তোমার সন্নিহিত আসবেন, তখন তুমি তাঁকে বলবে, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন। তখন তিনি তো তোমাকে বলবেন- ই 'না' তখন তুমি তাঁকে বলবে, "(তবে) এ দুর্গন্ধ কিসের? আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে- এটা ছিল তাঁর কাছে অতি অসহনীয় বিষয়। তখন তিনি তোমাকে বলবেন-ই হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তুমি তখন তাঁকে বলবে, 'ঐ মধুর মৌমাছি- উরফুত (গাছের কষ) চুষেছে।' আর আমিও তাঁকে এভাবেই বলব। আর তুমিও হে সাফিয়া! তাই বলবে। পরে যখন নবী ﷺ সাওদা (রা)-এর কাছে গেলেন- আয়িশা (রা) বলেন, সাওদা (রা)-এর বর্ণনা- "কসম সে সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই! তুমি আমাকে যা কিছু বলেছিলে তা তাঁর কাছে প্রকাশ করেই দিচ্ছিলাম প্রায়- তিনি (নবী ﷺ) তখন দরজায়- তোমার ভয় (তা আর করা হল না)। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকটবর্তী হলে সে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন, 'না'। সে (সাওদা) বলল, 'তবে এ ঘ্রাণ কিসের? নবী ﷺ বললেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। সাওদা বলল, '(তবে-তাই) তার মৌমাছি উরফুত চুষেছে।' পরে নবী ﷺ আমার নিকট আগমন করলে আমিও তাঁকে অনুরূপ বললাম। অতঃপর সাফিয়া (রা)-এর কাছে গেলে সেও অনুরূপ বলল। পরে (আবার) নবী ﷺ হাফসা-এর নিকট গেলে সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে তা পান করতে দিব না? নবী ﷺ বললেন, "তার প্রতি আমার কোন চাহিদা নেই।" আয়িশা বলেন, সাওদা (রা) বলতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে (একটি প্রিয় পানীয় হতে) বঞ্চিত করে দিয়েছি।' আয়িশা (রা) বলেন, চুপ থাক। (ইমাম মুসলিম-এর শাগরিদ) আবু ইসহাক ইবরাহীম (গ্রন্থকার হতে এ গ্রন্থের রিওয়ায়াতকারী) বলেন, হাসান ইবন বিশর (র) আবু উসামা (র) সূত্রে আমাকে অবিকল এ হাদীস শুনিয়েছেন। সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

#### ৪. بَابُ بَيَانِ أَنْ تَخْيِيرُهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

৪. অনুচ্ছেদ : ইখতিয়ার প্রদান করলে তালাকের নিয়্যাত না করলে তালাক হবে না

৩৫৪৪. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ

أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ  
قَالَتْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ  
«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُمْ  
وَأَسْرَحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأُخْرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ  
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا» قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَالْأُخْرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ -

৩৫৪৪. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া তুজায়বী (র) ..... আবু সালামা ইবন আবদুল রহমান ইবন  
আওফ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ইখতিয়ার প্রদানে আদিষ্ট  
হলে বিষয়টি আমাকে দিয়ে সূচনা করলেন। তিনি বললেন, “আমি তোমার কাছে একটি বিষয় উপস্থান করছি,  
তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত তুমি তাতে তাড়াহুড়া না করলে তোমার কোন লোকসান হবে  
না।” আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ নিশ্চিত অবগত ছিলেন যে, আমার মা-বাপ আমাকে তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ  
ঘটাবার পরামর্শ দিতে প্রস্তুত হবেন না। আয়িশা (রা) বলেন, অতঃপর নবী ﷺ (ইখতিয়ারের বিষয়ের বিবরণ  
প্রদানে) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন :

“(হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো  
আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা  
আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা  
প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন”। (সূরা আহযাব : ২৮-২৯)। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম : এ ব্যাপারে আবার  
আমার মা-বাপের সঙ্গে পরামর্শ করব? আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই ইখতিয়ার করছি”।  
তিনি বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তেমনই করেন যেমন আমি করেছিলাম।

৩৫৪৫. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ  
«تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ» فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتَ  
تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُؤْثِرْ أَحَدًا  
عَلَى نَفْسِي -

৩৫৪৫. সুরায়জ ইবন ইউনুস (র) ..... মু‘আযা আদাবিয়া (র) সূত্রে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,  
“আপনি তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান  
দিতে পারেন” (সূরা আহযাব : ৫১) আয়াত নাযিল হওয়ার পরে (ও) আমাদের কোন এক স্ত্রীর পালার দিনে  
(অন্যদের জন্য) আমাদের নিকট হতে অনুমতি চাইতেন। তখন মু‘আযা (র) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ



আপনার নিকট অনুমতি চাইলে আপনি তাঁকে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম : এ বিষয়টি আমার অধিকারে থাকলে তো কাউকে আমি আমার উপর অগ্রাধিকার দিতাম না। (অর্থাৎ অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি অধিকারমূলক ছিল না। বরং তা ছিল নৈতিক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সৌজন্যমূলক আচরণ মাত্র। সুতরাং সেখানে অনুমতি না দেওয়ার অবকাশ ছিল না। অন্যথায় আমি অনুমতি প্রদানে রাযী হতাম না।

৩৫৪৬. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫৪৬. হাসান ইবন ইসা (র) ..... আসিম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৫৪৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عِثْرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا -

৩৫৪৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া তামীমী (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা উহা তালাক মনে করি নি।

৩৫৪৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أَبَالِي خَيْرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا -

৩৫৪৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদানে আমার কোন পরোয়া নেই- একবার শতবার কিংবা হাজারবার যদি সে আমাকে পসন্দ করে থাকে। আর আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এতে কি তালাক হয়ে গিয়েছে? (না এতে তালাক হয় নি)।

৩৫৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ نِسَاءٍ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا -

৩৫৪৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা (ইখতিয়ার প্রদান করা) তালাক বলে গণ্য হয় নি।

৩৫৫০. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا -

৩৫৫০. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর আমরা তাকে গ্রহণ করলাম। এটা আমাদের উপর তালাক বলে গণ্য হয় নি।

৩৫৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خِيرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَرَنَاهُ فَلَمْ يَغْدُهَا عَلَيْنَا شَيْئًا -

৩৫৫১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর আমরা তাকে গ্রহণ করলাম। এটা আমাদের উপর তালাক বলে গণ্য হয় নি।

৩৫৫২. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ -

৩৫৫২. আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৫৩. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا زَوْجُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَا قَوْلُنَا شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَّأتُ عَنْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلُنَنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عَنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ﷺ فَقُلْنَا وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمُ اجْرَاءُ عَظِيمًا» قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أَحَبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَوِيكَ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوِي بَلْ أَخْتَارُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالِدَارُ الْآخِرَةُ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي

قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلْنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعْتَنًا وَلَا مُتَعْتَنًا وَلَكِنْ  
بَعَثْنِي مُعَلِّمًا مُبْسِرًا -

৩৫৫৩. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আবু বকর (রা)-কে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা) এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হল। তিনি নবী ﷺ-কে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন আর তখন তাঁর চতুর্পার্শ্বে তাঁর সহধর্মিণীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রা) বলেন, উমর (রা) বললেন : নিশ্চয়ই আমি নবী ﷺ-এর নিকটে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে। এপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি যদি খরিজার কন্যাকে (উমর (রা)-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোষ তলব করতে দেখতেন তাহলে (তৎক্ষণাৎ) আপনি তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তার স্কন্ধে আঘাত করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চতুর্পার্শ্বে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে খোরপোষ দাবী করছে। অমনি আবু বকর (রা) আয়িশা (রা)-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে আঘাত করলেন। উমর (রা) ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ের আঘাত করলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন জিনিস দাবী করছে যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা (নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি তাঁদের (তাঁর সহধর্মিণীগণের) থেকে একমাস কিংবা উনত্রিশ দিন পৃথক রইলেন। এপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হল- (অর্থ) “হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজনের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (আহযাব : ২৮- ২৯) তিনি (জাবির রা) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়িশা (রা)-কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ তামীল করতে) শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়িশা! আমি তোমার কাছে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পসন্দ করি। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে বিষয়টা কি (আমি জানতে পারি)? তখন তিনি তার কাছে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোন প্রয়োজন নেই)। না, বরং আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার সকাশে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, তাঁদের যে কেউ সে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি অবশ্যই তাঁকে তা বলে দিব। কারণ আল্লাহ্ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও অত্যাচারী রূপে নয় বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসাবে প্রেরণ করেছেন।



৩৫৫৪- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكِ أَبِي زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ مَالِي وَمَالِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُحِبُّكَ وَلَوْ لَا أَنَا لَطَلَّقَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلُّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جَذَعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَظَّرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى فُلْمٍ يَقُلُ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَظَّرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَظَّرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى فُلْمٍ يَقُلُ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِيْ عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنَّى أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنَّيْ جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِيْ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ أَرْقُهَا فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى إِلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرُ فِيْ جَنْبِهِ فَتَنَظَّرْتُ بِبَصَرِيْ خِزَانَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةِ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قَرَضًا فِيْ نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرْتُ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِيْ لَا أَبْكِيْ وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرُ فِيْ جَنْبِكَ وَهَذَا خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيْهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرٌ وَكَيْسَرِيْ فِي الثَّمَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلَّا تَرْضَى إِنْ تَكُونَ



لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ  
الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ  
وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَمًا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهُ  
بِكَلَامِ الْآرِجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ التَّخْيِيرِ عَسَى  
رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ وَأَنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ  
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ  
وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَا عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تَطْلُقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أَحْدَثُهُ حَتَّى  
تَحْسَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَثُرَ فَضْحِكُ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ  
اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَتْ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّهْتُ بِالْجِدْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى  
الْأَرْضِ مَا يَمْسُهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتُ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنْ  
الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلَّقْ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ « وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » فَكُنْتُ  
أَنَا أَسْتَنْبِطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ -

৩৫৫৪. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে সাময়িকভাবে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি মসজিদে নব্বীতে প্রবেশ করলাম। আমি দেখতে পেলাম লোকেরা হাতে কংকর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে (যা দুশ্চিন্তার সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে)। তারা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা ছিল তাঁদের উপর পর্দার নির্দেশ আসার পূর্বসূরী। উমর (রা) বললেন, আমি আজই প্রকৃত ঘটনা জেনে নিব। তাই আমি আয়িশ (রা)-এর নিকটে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু বকর তনয়া! তোমার অবস্থা কি এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আগে নিজের ঘরের খবর নিন। তিনি বলেন, তখনই আমি হাফসা বিনত উমর (রা)-এর কাছে এলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে হাফসা! তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ? আল্লাহর কসম! আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে ভালবাসেন না। আর আমি

না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন। একথা শুনে তিনি অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তখন আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন? সে (হাফসা রা) বলল, তিনি ঐ উচু ঠোঙে অবস্থান করছেন। আমি সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করলাম। তখন আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চৌকাঠটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়ে নির্মিত যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠানামা করতেন। আমি রাবাহকে ডাকলাম এবং বললাম, হে রাবাহ! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। তখন রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল। এরপর আমার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সে কিছুই বলল না। তখন আমি বললাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। এরপর রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল এবং আমার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সে এবার ও কিছুই বলল না। তখন আমি উচ্চস্বরে বললাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। সে সময় আমি ভেবেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়ত ধারণা করছেন আমি আমার কন্যা হাফসার কারণেই এখানে এসেছি। আল্লাহ্ কসম! যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্দান উড়িয়ে দিবার নির্দেশ দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ সব কথা আমি উচ্চস্বরেই বলছিলাম। তখন সে (রাবাহ) আমাকে ইশারায় উপরে উঠতে বলল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পত্র নির্মিত একটি চটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়াছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর চাদরখানি তাঁর শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তাঁর পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না আর বাহুতে চটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামানাদির দিকে তাকলাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (সাড়ে তিন কেজি পরিমাণ) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ সলমের কিছু পাতা (এক প্রকার গাছের পাতা যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়।) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া যা পাকানো ছিল না। তখন তিনি বলেন, এই সব দেখে আমার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, হে খাতাবের পুত্র! কিসের তোমার কান্না পেয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! কেন আমি কাঁদব না। এই যে চটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই! তখন তিনি বললেন, হে খাতাব তনয়! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগ বিলাস) আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট। এরপর উমর (রা) বলেন, যখন আমি তাঁর সকাশে উপস্থিত হই তখন থেকেই আমি তাঁর চেহারা গোন্ধার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সহধর্মিণীগণের কোন আচরণ আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে কি? আপনি যদি তাঁদের তালাক প্রদান করে থাকেন (তাতে আপনার কিছু আসে যায় না) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনার সংগে আছেন। তাঁর সকল ফিরিশতা, জিব্রীল, মীকাদীল, আমি, আবু বকর (রা) সহ সকল ঈমানদার আপনার সঙ্গে আছেন। তিনি (উমর (রা) বলেন, আল-হামদুলিল্লাহ, আমি যখনই কোন কথা বলি তাতে প্রায়ই আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্ আমার কথা সত্য প্রমাণিত করবেন। তখন ইখতিয়ার সম্পর্কিত এই আয়াত নাযিল হল- "যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাঁ প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর সহধর্মিণী দিবেন।" (সূরা আত-তামরীম : ৫)।

"আর তোমরা দুইজন যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্, জিবরীল, সংকর্মপরায়ণ ঈমানদারগণ তাঁর সাহায্যকারী। অধিকন্তু ফিরিশতারাও তাঁর সাহায্যের জন্য সদা তৎপর। (সূরা তাহরীম : ৪)।

আয়িশা বিনত আবু বকর (রা) ও হাফসা (বিনত উমর) (রা) এই দু'জন নবী ﷺ এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাঁদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম মুসলমানরা (চিন্তাযুক্ত হয়ে) মাটির কংকর মারছে এবং বলছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি কি তাদের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিব যে, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের তালাক দেন নি? তিনি বললেন, হাঁ তোমার মনে চাইলে। এভাবে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। পরিশেষে দেখলাম তাঁর চেহারা থেকে গোস্বার ছাপ একেবারে মুছে গেছে এবং তিনি এমনভাবে হাসি দিলেন যে, তাঁর দাঁত দেখা গেল। তাঁর দাঁত ছিল সকলের চাইতে সুন্দর। এরপর নবী ﷺ সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন এবং আমিও খেজুর গাছের কাণ্ড নির্মিত (সিঁড়ির) কাঠ ধরে নিচে নেমে এলাম। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে নিচে নামলেন যেন তিনি সমতল যমীনে হাঁটছেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে কাণ্ডটি স্পর্শ করেন নি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এই বালাখানায় ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করছেন। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এরপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম, তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দেননি। তখন এই আয়াত নাযিল হল— "যখন শান্তি কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। যদি তারা বিষয়টি আল্লাহর রাসূল এবং নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করত তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধানী তারা এর যথার্থতা নিরূপণ করতে সক্ষম হত।" মোটকথা আমি (উমর রা) এই বিষয়টির সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন।

৩০০০- حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بِلَالٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ مَكَّثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلْتُ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى قَرَعْتُ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مِنْذُ سَنَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتُ أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ



قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ اعْتَمَرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لَكَ أَنْتَ وَلِمَا هَهُنَا وَمَا تَكْلُفُكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمُهُ غَضِبَانَ قَالَ عُمَرُ فَأَخَذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرَجُ مَكَانِي حَتَّى ادْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بِنْتُةَ ابْنِكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمُهُ غَضِبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحْذَرُكَ عِقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بِنْتُةَ لَا يَغُرُّكَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى ادْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقِرَائَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ فَأَخَذْتَنِي أَخْذًا كَسَرْتَنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَيْرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَيْرِ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانِ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَاتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِي يُدْقُ الْبَابَ وَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ أَخَذُ ثَوْبِي فَأَخْرَجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشَوَهَا لَيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرْظًا مُضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبًا مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كِسْرِي وَقِيَصِرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ .

৩৫৫৫. হারুন ইবন সাসিদ আয়লী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ এক বছর যাবত ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, একটি আয়াত সম্পর্কে উমর উবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা



করব। কিন্তু আমি তার গাভীর কারণে তাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি। একবার তিনি হজ্জ পালনের জন্য রওনা হলেন, আমিও তাঁর সংগে বেরিয়ে পড়লাম। যখন আমরা কোন এক রাস্তা দিয়ে চলছিলাম এই সময় তিনি (প্রকৃতির) প্রয়োজনে পিলুগাছের ঝোঁপের দিকে গেলেন। আমি তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে ফিরে এলেন। এরপর আমি তাঁর সংগে রওনা করলাম। (এক মওকা পেয়ে) আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনীগণের মধ্যে থেকে কোন দু'জন তাঁর অগ্রিয় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করেছিল? তিনি বললেন, তারা ছিল হাফসা (রা) ও আয়িশা (রা)। তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা) বলেন, আমি তাঁকে (উমর (রা)-কে) বললাম : আল্লাহর কসম! দীর্ঘ এক বছর যাবত এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব বলে মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম, কিন্তু আপনার ভয়ের কারণে সাহস পাইনি। তিনি (উমর রা) বললেন, কখনো এরূপ করবে না বরং আমার কাছে কোন বিষয়ের জ্ঞান আছে বলে তোমার ধারণা হলে তুমি অবশ্যই সে সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে। যদি তা আমার জানা থাকে তাহলে তোমাকে অবহিত করবই। রাবী (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! জাহিলিয়া যুগে আমরা নারী জাতির জন্য কোন অধিকার স্বীকার করতাম না। এরপর আল্লাহ তাদের অধিকার সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের জন্য যা পালা নির্ধারণের ছিল তা নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি বলেন, আমি কোন একদিন এক বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী আমার কাছে এসে বলল, আপনি যদি এরূপ এরূপ করতেন তাহলে বেশ ভাল হত। আমি তাকে বললাম, তোমার কি হয়েছে? তুমি এখানে এলে কেন? আমি যে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি তাতে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন? তখন সে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি তো আমাকে মুখ খুলতেই দিচ্ছেন না, কী আশ্চর্য! অথচ আপনার (স্নেহের) কন্যাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে প্রতি উত্তর করে, যার ফলে তিনি সারা দিন রাগান্বিত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। উমর (রা) বলেন, এরপর আমি (তড়িঘড়ি) আমার চাদর গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সোজা হাফসার কাছে পৌঁছলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে আমার কন্যা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার প্রতি উত্তর করে থাক, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সারা দিন রাগান্বিত থাকেন? হাফসা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা সত্যিই তাঁর কথার প্রতি উত্তর দিয়ে থাকি; তখন আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহর শান্তির ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির ভীতি প্রদর্শন করছি। হে আমার কন্যা! ঐ মেয়েটি যেন তোমাকে ধোকায়ে ফেলতে না পারে যাকে তাঁর সৌন্দর্য ও তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরাগ গর্বিতা করে ফেলেছে (এর দ্বারা তিনি আয়িশা (রা)-কে বুঝাতে চাইছেন)। এরপর আমি সেখানে থেকে বেরিয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আমি তাঁর সংগে কথা বললাম। তখন উম্মু সালামা (রা) আমাকে বললেন, কী আশ্চর্য! হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি সব কিছুতেই দখল নিতে চাচ্ছ? এমন কি তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিনীগণের মধ্যকার বিষয়ে দখল নিতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর কথা আমাকে এমনভাবে জন্ম করল যে, আমি হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। তাই আমি তার নিকট হতে কেটে পড়লাম। এদিকে আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে তিনি আমাকে জানাতেন এবং তিনি তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে আমি তার কাছে এসে তাকে (আলোচ্য বিষয়ে) জানাতাম। সে সময়ে আমরা জনৈক গাস্‌সানী বাদশার আক্রমণের আশংকা করছিলাম। কারণ তখন আমাদের মাঝে সংবাদ (গুজব) ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সে আমাদের উপর হামলার পায়তারা করছে।

তাই ভয়-ভীতি ও দৃষ্টিভ্রান্তি আমাদের অন্তর ছিল আচ্ছন্ন। ইত্যবসরে আমার আনসারী বন্ধুটি এসে দরজা খটখটাতে লাগলেন এবং বললেন, খুলে দিন, খুলে দিন! আমি বললাম, তাহলে গাস্‌সানীরা কি এসেই পড়ল। তিনি (আমার আনসারী বন্ধুটি) বললেন, (না, গাস্‌সানীরা আসে নি) তবে তার চাইতে ও সাংঘাতিক কিছু। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, তখন আমি বললাম, হাফসা ও আয়িশার নাক ধুলোয় মলিন হোক। এরপর আমি আমার কাপড় চোপড় পরিধান করলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বালাখানায় দেখতে পেলাম। সেটা ছিল এমন ছাদযুক্ত কামরা যাতে খেজুর কাণ্ড নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কৃষ্ণকায় গৃহভৃত্য সেই কামরার দরজায় বসা ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, আমি উমর। আমাকে অনুমতি এনে দাও। সে অনুমতি নিয়ে এলে আমি ভিতরে প্রবেশ করে এই ঘটনা বিশদভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খুলে বললাম। আমি যখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁলাম, তখন তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তিনি তখন একটি সাদামাটা চাটাইয়ের উপর (কাত হয়ে শায়িত) ছিলেন, তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝখানে অন্য কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল চামড়ার তৈরি একটি বালিশ যার মধ্যে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। তাঁর পায়ের কাছে ছিল স্তূপকৃত সলম গাছের কিছু পাতা এবং শিয়রের কাছে বুলন্ত ছিল একটি কাঁচা চামড়া। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাই-এর দাগ দেখতে পেলাম, এতে আমি কাঁদলাম। তিনি বললেন, (হে খাতাব তনয়) তুমি কাঁদছ কেন? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পারস্য সম্রাট ও রোমক সম্রাট কত বিলাসবাসনে কাটাচ্ছে আর আপনি হলেন, আল্লাহর রাসূল, (আপনার অবস্থা এই)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (হে উমর) তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নয় যে, তাদের জন্য কেবল দুনিয়া (পার্থিব ভোগ-বিলাস) আর তোমার জন্য রয়েছে আখিরাত (চিরস্থায়ী সুখ শান্তি)।

৩৫৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ كُنْخُو حَدِيثَ سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجْرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ -

৩৫৫৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর সঙ্গে রওনা হয়ে যখন 'মারক্বু যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তিনি বিস্তারিতভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইব্ন বিলাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি (ইব্ন আব্বাস রা) বলেন : আমি (উমর রা)-কে বললাম, সেই দু'জন মহিলার ঘটনা আমাকে বলবেন কি? তিনি বললেন, তারা ছিল হাফসা ও উম্মু সালামা (রা)। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন যে, 'এরপর আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) হজরায় দিকে এলাম তখন সব ঘরেই কান্নাকাটি অব্যাহত ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে একমাস ইলা করেছিলেন। যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন তিনি তাদের কাছে ফিরে এলেন।

৩৫০৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَّيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ ادْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَاتَيْنِ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ -

৩৫৫৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (দীর্ঘদিন যাবত) মনে মনে ইচ্ছাপোষণ করে আসছিলাম যে, ঐ দু'জন মহিলা সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করব যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর অপ্রিয় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা দান করেছিল। আমি দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করলাম কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞাসা করার মওকা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত মক্কায় রওনা হওয়ার পথে আমি তার সফর সঙ্গী হলাম। পদযাত্রায় তিনি যখন 'মারকয্ যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি তার প্রযোজন পূরণের (ইসতিন্জা ইত্যাদির জন্য) ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এরপর তিনি বললেন, আমাকে এক বদনা পানি দাও। আমি এক বদনা পানি সহ তার কাছে উপস্থিত হলাম। যখন তিনি হাজত সমাধা করে ফিরে এলেন তখন আমি (উযর) পানি ঢেলে দেওয়ার জন্য তার কাছে গেলাম। তখন আমি সেই প্রশ্নের কথা স্বরণে আনলাম। এরপর আমি তাকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই মহিলা দু'জন কারা ছিল? তখন আমার কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, সে দু'জন ছিল আয়িশা (রা) ও হাফসা (রা)।

৩৫০৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَتَقَارِبًا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّرَ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَاتَيْنِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا قَالَ عُمَرُ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهُ مَسْأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمَهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَشَرَ



قُرَيْشٌ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تَرَا جِعْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَا جِعْنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرَا جِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَرَوَّاجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرَا جِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ أَحَدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَاِنْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَا جِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ أَحَدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قَدْ قُلْتُ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَخَسِرَ أَفْتَأَمَنْ أَحَدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا تَرَا جِعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِّبْنِي مَا بَدَاكَ وَلَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ يَرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنْ غَسَّانُ تَنْعُلُ الْخَيْلَ لِيَتَغَزَوْنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ امْرَأٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي ثُمَّ تَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَاتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَاِنْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَرُ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَائُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى



امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تَرَا جِعْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَا جِعْنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَا جِعَكَ  
 فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَرَا جِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ أَحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ  
 خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفْتَأْمَنُ أَحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ  
 ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكْتَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى  
 حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرُّكَ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْ سَمُ مِنْكَ وَأَخْبَأُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
 مِنْكَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ اسْتَأْنِسْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي  
 الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهْبَأُ ثَلَاثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهُ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسٍ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى  
 جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ  
 مُوجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
 لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدَائِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ  
 أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعْدَهُنَّ فَقَالَ إِنْ الشَّهْرَ  
 تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَنْتِ ذَاكِرُ لِكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى  
 تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَى الْآيَةِ « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكَ حَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظِيمًا »  
 قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنْ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوَافِي هَذَا  
 اسْتَأْمَرُ أَبَوَى فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ  
 عَائِشَةَ قَالَتْ لَا تُخْبِرُ نِسَائِكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِنْ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا  
 وَلَمْ يُرْسَلْنِي مُتَعَنِّتًا قَالَ قَتَادَةُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا مَالَتْ قُلُوبُكُمَا -

৩৫৫৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইবন আবু উমর (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।  
 তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে থেকে যে দু'জন মহিলা সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করার  
 জন্য বহুদিন যাবত আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : “তোমাদের দু'জনের হৃদয়  
 অন্যায় প্রবণ হয়েছে মনে করে তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আস তাহলে আল্লাহ তোমাদের  
 ক্ষমা করবেন”। (সূরা আত-তাহরীম : ৪)।

পরিশেষে উমর (রা) হজ্জ পালনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমিও হজ্জ পালনের জন্য তাঁর সফর সংগী হলাম। এরপর (হজ্জ সমাপন করে ফেরার পথে) আমরা কোন এক রাস্তা দিয়ে চলার সময় উমর (রা) এক পার্শ্বে মোড় নিলেন। আমিও পানির বদনাসহ তাঁর সংগে রাস্তার পার্শ্বে গেলাম। তিনি তাঁর হাজত পূরণ করলেন এবং আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর উভয় হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উযু করে নিলেন। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের সে দু'জন মহিলা কারা ছিল যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন :

“তোমাদের দু'জনের হৃদয় অন্যায় প্রবণ হয়েছে মনে করে তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন।” (তাহরীম : ৪)।

উমর (রা) বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! এতো তোমার জন্য আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হচ্ছে (তুমি এত বিলম্বে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে কেন?) যুহরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি (উমর রা) জিজ্ঞাসিত বিষয়টি (ইব্ন আব্বাসের এ বিষয়ে বিলম্বে প্রশ্ন করাকে) অপসন্দ করলেও তা বর্ণনা করতে কিছুই গোপন করলেন না। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন ছিল হাফসা ও আয়িশা (রা)। এরপর তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমরা কুরায়শ বংশের লোকেরা (জাহিলিয়া যুগে) আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভুত্ব করে চলত। যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন এমন লোকদের দেখতে পেলাম যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করছিল। এমনি পরিবেশে আমাদের নারীরা তাদের (মদীনাবাসীদের) নারীদের অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, সে সময় মদীনার উচ্চভূমির অধিবাসী বনু উমায়্যা ইব্ন যায়িদের বংশধরদের মধ্যে আমার বসতবাটি ছিল। এরপর একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। সে আমার কথার প্রতি উত্তর করতে লাগল। আমি আমার সঙ্গে তার প্রতি উত্তর করাকে খুবই অপ্রিয় মনে করলাম। সে বলল, আপনার সংগে আমার কথার প্রতি উত্তর করাকে অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর সঙ্গে কথার প্রতি উত্তর করে থাকে। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তখন আমি রওনা করে (আমার মেয়ে) হাফসার কাছে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে প্রতি উত্তর কর? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তোমাদের যে কেউ এরূপ আচরণ করে সে আসলেই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের মধ্যে কি কেউ বিপদমুক্ত ও নিরাপদ হতে পারে যদি আল্লাহ তাঁর রাসূলের ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ হন। এরূপ হলে তো তার ধ্বংস অনিবার্য। তুমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে তাঁর কথার প্রতি উত্তর লিগু হয়ো না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু দাবী করবে না, তোমার মনে যা চায় তা আমার কাছে চাইবে। তোমার সতীন তোমার চাইতে অধিকতর সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট তোমার তুলনায় অধিকতর প্রিয়পাত্রী। সে যেন তোমাকে ধোঁকায় পতিত না করে ফেলে। এর দ্বারা তিনি (উমর (রা) আয়িশা (রা)-কে বুঝাতে চাইছেন। তিনি বলেন, আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দুই বন্ধু পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (তাঁর মজলিসে) যেতাম। একদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন অপরদিন আমি উপস্থিত হতাম। এভাবে ইব্ন তিনি আমাকে ওহী ইত্যাদির খবর দিতেন আমিও অনুরূপ খবর তাকে পৌঁছাতাম। সে সময় আমরা বেশ করে আলোচনা করতে ছিলাম যে, গাস্‌সানী বাদশাহ নাকি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জন্য ঘোড়ার ক্ষুরে নাল লাগাচ্ছে। একদিন আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং ইশার সময় (রাত্রিকালে) আমার কাছে (ফিরে) এলেন। তিনি এসে আমার ঘরের দরজা

খটখটালেন এবং আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে তাঁর কাছে ছুটে এলাম। তিনি বললেন, একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি বললাম, সে কি? গাসসানীরা তাহলে এসে গেছে নাকি? তিনি বললেন : না, তারা আসেনি বরং ব্যাপার তার চাইতেও সাংঘাতিক ও দীর্ঘতর। নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিনীদের তালাক দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফসা হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি পূর্ব থেকেই ধারণা পোষণ করে আসছিলাম যে, এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এরপর আমি ফজরের সালাত আদায় করে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় পরিধান করলাম। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি হাফসার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন সে কাঁদছিল। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন। সে (শ্বাসরুদ্ধ করে) বলল, আমি জানি না। তবে তিনি তাঁর ঐ বালাখানায় নির্জনবাস করছেন। আমি তাঁর কৃষ্ণকায় গৃহভৃত্যের কাছে এলাম। এরপর সে ভিতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকাল। এরপর সে বলল, আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কাছে আপনার কথা উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব আছেন (কিছুই বলছেন না)। তারপর আমি চলে এলাম এবং মিথারের কাছে এসে বসে পড়লাম। তখন আমি দেখতে পেলাম সেখানে একদল লোক বসা আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি খানিকটা বসলাম। এরপর আমার মনের প্রবল আকঙ্ক্ষা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল। তখন আমি সেই গৃহভৃত্যটির কাছে চলে এলাম এবং তাকে বললাম, উমরের জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। সে ভেতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, আপনি আপনার বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব আছেন। আমি তখন পিছনে ফিরে চললাম অমনি সে গৃহভৃত্যটি আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আপনি প্রবেশ করুন; তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলাম। আমি দেখতে পেলাম, তিনি খেজুর পাতার তৈরি একটি চাটাই এর উপর হেলান দিয়ে আরাম করছেন যা তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার সহধর্মিনীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি তাঁর মাথা উঁচিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহ আকবার। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন : আমরা যখন মদীনায এলাম তখন দেখতে পেলাম, এখানকার পুরুষ লোকদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভূত্ব বিস্তার করে আসছে। এতে তাদের দেখাদেখি আমাদের স্ত্রীরাও তাদের অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হলাম। অমনি সে আমার কথার প্রতি উত্তর শুরু করে দিল। আমি তার প্রতি উত্তর করাকে খুবই খারাপ মনে করলাম। সে বলে ফেলল, আপনার সংগে প্রতি উত্তর করাকে আপনি এত খারাপ মনে করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রতি উত্তর করে থাকে, এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি বললাম, তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আচরণ করলে সে হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে থেকে কারো উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হওয়ার কারণে যদি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়ে যান তাহলে তার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু স্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বলে দিয়েছি যে, তোমার সতীন সৌন্দর্যে তোমার তুলনায় অগ্রগামিনী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমার চাইতে অধিকতর আদরিনী— তা যেন তোমাকে ধোকার জালে আবদ্ধ করতে না পারে। এতে আবার তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সংগে একান্তে আলাপ করতে চাই। তিনি বললেন : হাঁ, করতে পার। তারপর আমি বললাম এবং মাথা উঁচিয়ে তাঁর কোঠার (এদিক ওদিক) তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহর কসম! আমি সেখানে



তিনখানি চামড়া ব্যতীত নয়ন জুড়ানো তেমন কিছু দেখতে পাইনি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আপনার উম্মাতকে প্রাচুর্য দান করেন। পারসিক ও রোমাকদের তো বৈষয়িক সুখ সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য) করে না। তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাতাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহের জালে আচ্ছন্ন আছ। আসলে তারা তো এমন সম্প্রদায় যাদের পার্থিব জীবনে ক্ষণিকের তরে সুখ সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাঁর সহধর্মিনীগণের আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে কসম করেছিলেন যে, দীর্ঘ একমাস তাদের সংগে একত্রে অতিবাহিত করবেন না। শেষাবধি আল্লাহ তাঁকে এই আচরণের জন্য তিরস্কার করেন। যুহরী (র) বলেন, উরওয়া (রা) আয়িশা (রা)-এর সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কসম করেছিলেন একমাস পর্যন্ত আমাদের কাছে আসবেন না অথচ ঊনত্রিশ দিন পরই আপনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন। আমি এই দিনগুলো হিসেব করে রেখেছিলাম। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। এরপর তিনি বললেন, হে আয়িশা! আমি তোমাকে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সে সম্পর্কে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তখন তিনি আমাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন : “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ বিলাসের উপকরণের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন”। (সূরা আহযাব : ২৮- ২৯)। আয়িশা (রা) বলেন, এটা নির্ঘাত সত্য যে, আমার পিতামাতা কন্ঠনিকালেও আমাকে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দিবেন না। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ বিষয়ে কি আমি আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করতে যাব? নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করি। মা'মার (র) বলেন, আয়্যুব আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়িশা (রা) বলেছেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিনীগণের কাছে বলবেন না যে, আমি আপনাকেই ইখতিয়ার করে নিয়েছি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহ আমাকে মুবাশ্শিগ (সত্যপ্রচারক) রূপে প্রেরণ করেছেন, বিপদে নিক্ষেপকারীরূপে পাঠান নি। কাতাদা (র) **صَغَتْ قُلُوبُكُمَا** এর অর্থ **مَالَتْ قُلُوبُكُمَا** “তোমাদের হৃদয় (অন্যায় প্রবণতার দিকে) ঝুঁকে পড়েছিল” বলে উল্লেখ করেছেন।

## ৫. بَابُ الْمُطَلَّاقَةِ الْبَائِسِ لَا نَفَقَةَ لَهَا

৫. অনুচ্ছেদ : বায়িন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য খোরপোষ নেই

৩০০৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِيِّ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا



مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَتَكَحَّتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَتْ بِهِ -

৩৫৫৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু আমর ইবন হাফস (রা) (তার স্বামী) অনুপস্থিতিতে তাকে বায়েন তালাক দেন। এরপর সামান্য পরিমাণ যবসহ উকীলকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে তিনি (ফাতিমা (রা) তার উপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। সে (উকীল) বলল, আল্লাহর কসম! তোমাকে (খোরপোষরূপে) কোন কিছু দেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। তখন তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সব খুলে বললেন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমার জন্য তার (তোমার স্বামী আবু আমর ইবন হাফস রা-এর) দায়িত্বে কোন খোরপোষ নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মু শারীকের ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি এও বললেন, সে মহিলা (উম্মু শারীক) এমন একজন স্ত্রীলোক যার কাছে আমার সাহবীগণ ভীড় করে থাকেন। তুমি বরং ইবন উম্মু মাকতুম (রা)-এর বাড়ীতে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে থাক। কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে প্রয়োজনবোধে তুমি তোমার পরিধানের বস্তু খুলে রাখতে পারবে। ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, যখন আমার ইদ্দত পূর্ণ হল তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম যে, মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) ও আবু জাহম (রা) আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবু জাহম এমন লোক যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না। আর মু'আবিয়া তো কপর্দকহীন গরীব মানুষ। তুমি উসামা ইবন যায়িদেদের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। কিন্তু আমি তাঁকে পসন্দ করলাম না। এরপর তিনি আবার বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে কর। তখন আমি তাঁর সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আল্লাহ এতে (তার ঘরে) আমাকে বিরাট কল্যাণ দান করলেন। আর আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম।

৩৫৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى -

৩৫৬০. কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার স্বামী তাকে তালাক দেন। এরপর তার স্বামী তার জন্য (ইদতকালীন সময়ের বায় নির্বাহের জন্য) সামান্য পরিমাণ খোরপোষ দিয়েছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই (এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরে আনব। যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য হয় তবে তা আমি এই পরিমাণ উসূল করব যাতে সুচারুভাবে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়। আর যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য না-ই হয় তাহলে আমি তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। তিনি বলেন, এরপর আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উত্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই, বাসস্থানও নেই।

৩৫৬১. حَدَّثَنَا فَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْسٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَفَقَةَ لَكَ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَيَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ -

৩৫৬১. কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র) ..... আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-কে (তার স্বামীর তালাক সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, তার মাখযুমী স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে খোরপোষ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি সেখান থেকে সরে পড় এবং ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে তার কাছে অবস্থান কর। কারণ একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি প্রয়োজনবোধে তোমার গাত্রবস্ত্র খুলে রাখতে পারবে।

৩৫৬২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلِقِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي تَفْرِقَاتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلِ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقِيَنِي بِنَفْسِكَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ أَرْسَلِ إِلَيْهَا أَنْ أُمِّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّكَ إِذَا وَضَعْتَ خِمَارَكَ لَمْ يَرَكَ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ -

৩৫৬২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... দাহহাক ইব্ন কায়সের ভগ্নী ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী আবু হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) তাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি ইয়ামন চলে



যান। তখন তার (আবু আমরের) পরিবারের লোকজন তাকে (ফাতিমাকে) বলল, তোমার জন্য আমাদের দায়িত্বে কোন খোরপোষ নেই। এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) একদল লোকসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তিনি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। তারা বললেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আবু হাফস তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন। এখন তার স্ত্রী কি খোরপোষ পাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই; তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। তিনি তাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি আমাকে না জানিয়ে বিবাহের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তিনি তাকে ইদ্দত পালনের জন্য উম্মু শারীকের ঘরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাকে লোক নারফত জানিয়ে দিলেন যে, উম্মু শারীক এমন একজন মহিলা যার কাছে প্রাথমিক হিজরতকারী সাহাবীগণ আসা যাওয়া করে থাকেন। সুতরাং তুমি অন্ধ ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে চলে যাও। কারণ সেখানে তুমি প্রয়োজনবোধে তোমার দোপাট্টা (ওড়না) নামিয়ে রাখলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। যখন তার ইদ্দত পূর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা)-এর সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

৩৫৭২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ ابْتَغَى النِّفْقَةَ وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو لَا تَفُوتِنَا بِنَفْسِكَ -

৩৫৬৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন হজর ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু মাখযুমের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে বায়িন তালাক দিলেন তখন আমি তার পরিবার পরিজনের কাছে লোক পাঠিয়ে খোরপোষের দাবী জানালাম। এরপর তারা (বর্ণনাকারীত্রয়) আবু সালমার সূত্রে ইয়াহুইয়া ইব্ন কাসীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে গেলেন। তবে মুহাম্মদ ইব্ন আমর বর্ণিত হাদীসে "আমাকে বাদ দিয়ে তুমি তোমার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিও না" বলে উল্লেখ রয়েছে।

৩৫৬৪. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصٍ ابْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا

مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّاقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -

৩৫৬৪. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাকে চূড়ান্ত তিন তালাক দিলেন। তখন তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা)ভাবলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাবেন এবং তার স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র অবস্থানের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে সিদ্ধান্ত জেনে নিবেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) নির্দেশ দিলেন যে, তুমি অন্ধ ইব্ন উম্মু মাকতুমের ঘরে চলে যাও। মারওয়ান (উমায়্যা গভর্নর) তালাকপ্রাপ্তা মহিলার (স্বামীর) ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে তার (আবু সালামার) বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়িশা (রা) ও ফাতিমা বিনত কায়সের বিষয়টি (স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করা) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩৫৬৫- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ -

৩৫৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) এই সনদে উরওয়ার উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) ফাতিমার উক্ত ঘটনা অস্বীকার করেছেন।

৩৫৬৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَارْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكَ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَمِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ فَاسْتَأْذَنْتَهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَارْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعَصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيَّنِّي وَبَيِّنْكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْآيَةُ » قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا -



৩৫৬৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে গমন করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী ফাতিমা বিনত কায়সকে অবশিষ্ট এক তালাকের কথা বলে পাঠালেন (দুই তালাক আগেই দিয়েছিলেন)। তিনি হারিস ইব্ন হিশাম ও আবু রাবী'আকে নিজের পক্ষ থেকে তার (স্ত্রীকে) খোরপোষ হিসেবে কিছু দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন তারা দু'জন তাকে (ফাতিমাকে) বললেন, আব্দুল্লাহর কসম! তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে তুমি গর্ভবতী হলে ভিন্ন কথা। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাদের দু'জনের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে স্বামীর ঘরে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, ইব্ন উম্মু মাকতূমের কাছে চলে যাও। সে অন্ধ মানুষ। তুমি প্রয়োজনবোধে তার নিকট গাত্র বস্ত্র খুলতে পারবে এবং সে তোমাকে দেখতে পাবে না। এরপর যখন তার ইদ্দত পূর্ণ হল তখন নবী ﷺ তাঁকে উসামা ইব্ন যায়িদের সংগে বিয়ে দিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে (উমায়্যা গভর্নর) মারওয়ান এই হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে কাবীসা ইব্ন যুওয়াবকে তার কাছে পাঠান। তখন তিনি তার (কাবীসার) কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেন। এই খবর শুনে মারওয়ান বললেন, একজন মহিলা ছাড়া অন্য কারো কাছে আমার এই হাদীস শুনি নি। আমরা (এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিতর্কিত মত গ্রহণ করব যার উপর আমরা মুসলিম জনসাধারণকে পেয়েছি। ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর নিকট মারওয়ানের মন্তব্য পৌঁছলে তিনি বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্য কুরআনই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। আব্দুল্লাহ বলেছেন : “তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না”। তিনি বলেন, এই আয়াত সে সব মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের জন্য রাজ'আতের অধিকার আছে। তাই তিন তালাকের পর নতুন করে আর কি থাকতে পারে? এরপর তোমার কী করে বলতে পার যে, যে মহিলা গর্ভবতী নয় তার জন্য কোন খোরপোষ নেই? এরপরও তোমরা তাকে কিসের ভিত্তিতে তোমাদের ঘরে আটক করে রাখবে?

৩৫৬৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَيْتَةُ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ-

৩৫৬৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তার (ফাতিমা বিনত কায়স) কাছে গেলাম এবং তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বাসস্থান ও খোরপোষের জন্য তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হলাম। তিনি বলেন, কিন্তু আমার পক্ষে বাসস্থান ও খোরপোষের রায় দেননি। উপরন্তু তিনি আমাকে ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।

২৫৬৮. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَأَسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ -

৩৫৬৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৫৬৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَجِيمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَاتَّحَفْتُنَا بِرُطْبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَفْتُنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا أَيْزَنْ تَعْتَدُ قَالَتْ طَلَّقْنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدُ فِي أَهْلِي -

৩৫৬৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাতিমা বিনত কায়সের কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদেরকে ইব্ন তাবা নামক টাটকা খেজুর দ্বারা আপ্যায়িত করলেন এবং গম ও সূত ছাতুর শরবত পান করালেন। এরপর আমি তাকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে ইদত পালন করবে কোথায়? তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ আমাকে আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ইদত পালনের অনুমতি দিলেন।

২৫৭০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ -

৩৫৭০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ কোনটাই নেই।

২৫৭১. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَزِيقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقْنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَارْدَتْ النُّقْلَةَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ عَمْرٍو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَعْتَدِي عِنْدَهُ -

৩৫৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন। এতে আমি তার ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। (এই পর্যায়ে)

আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার চাচাত ভাই আমার ইবন উম্মু মাকতুমের বাড়ীতে চলে যাও এবং তাঁর ঘরেই ইদ্দত পালন করতে থাক।

৩৫৭২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تَحَدَّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا تَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَذَرِي لَعْلَهَا حَفِظْتُ أَوْ نَسِيتُ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ » -

৩৫৭২. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদের সংগে সেখানকার বড় মসজিদে বসা ছিলাম। শাবী ও আমাদের সংগে ছিলেন। তিনি ফাতিমা বিনত কায়স বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের সিদ্ধান্ত দেন নি। তখন আসওয়াদ তার হাতে এক মুঠো কংকর নিয়ে শাবীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। এরপর বললেন, সর্বনাশ! তুমি এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করছ? (অথচ) উমর (রা) বলেছেন, আমরা আব্বাহর কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাহ এমন একজন মহিলার উক্তি কারণে ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা জানি না, সে স্বরণ রাখতে পেরেছে অথবা ভুলে আব্বাহর তা'আলা বলেছেন : "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিস্কার করে দিয়ো না এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।" (সূরা তালাক : ১)।

৩৫৭৩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ -

৩৫৭৩. আহমাদ ইবন আবদা যাব্বি (রা) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে আবু আহমাদ আয্হার ইবন রুযায়ক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩৫৭৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي فَأَذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا

مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَأَمَالٍ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ -

৩৫৭৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আবু বকর ইব্ন আবু জাহম ইব্ন সুখায়র আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকার দেন নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তোমার ইদত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। এরপর আমি তাঁকে ইদত পূর্ণ হওয়ার কথা জানারাম। তখন মু'আবিয়া (রা), আবু জাহম (রা) ও উসামা (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো একজন গরীব মানুষ, তার কোন ধনসম্পদ নেই। আর আবু জাহম-সে তো স্ত্রীদের প্রহারকারী। তবে উসামা- তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পার। তখন তিনি তার হাতের ইশারায় বললেন, উসামা তো এরূপ এরূপ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন, তখন আমি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হলাম; (আল্লাহ আমাকে প্রাচুর্য ও বিত্তবৈভবে পরিপূর্ণ করে দিলেন) ফলে আমি ঈর্ষার কেন্দ্রে পরিণত হলাম।

২০৭৫- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَى زَوْجِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصٍ بْنُ الْمُغِيرَةِ عِيَّاسُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخُمْسَةِ أَصْعِ تَمْرٍ وَخُمْسَةِ أَصْعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَالِي نَفَقَةُ الْآ هَذَا وَلَا أَعْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَشَدَّدْتُ عَلَى ثِيَابِي وَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكَ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ أَعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِي ثَوْبَكَ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَاذْنِبِي قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ وَيَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৩৫৭৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবু বকর ইব্ন আবু জাহম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়সকে বলতে শুনেছি যে, আমার স্বামী আবু আমর হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) আয়্যাম ইব্ন আবু রাবী'আকে আমার নিকটে আমাকে তালাক দেওয়ার সংবাদ দিয়ে পাঠান। তিনি তার সাথে আমার খোরপোষের জন্য পাঁচ সা' (এক ছা সাড়ে তিন কেজির সমান) খেজুর এবং পাঁচ সা' যব পাঠিয়ে দেন। তখন আমি তাকে বললাম, আমার জন্য কি খোরপোষ এই পরিমাণ? আমি তোমাদের ঘরে ইদত পালন করব না। তিনি (আয়্যাম)



বললেন, না তা হতে পারে না। তিনি (ফাতিমা) বললেন, আমি তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে তোমাকে কত তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। তিনি বললেন, সে (আয়্যাশ) ঠিকই বলেছে। তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি তোমার চাচাতো ভাই ইবন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে ইদত পালন কর। সে একজন অন্ধ মানুষ। তুমি প্রয়োজনবোধে তার কাছে কাপড় চোপড় খুলে রাখতে পারবে। এরপর তোমার ইদত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স (রা) বলেন, আমার ইদতকাল অতিবাহিত হলে বেশ কয়েকজন লোক আমার কাছে বিয়ের পায়গাম পাঠালেন। তার মধ্যে মু'আবিয়া ও আবু জাহমও ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেনঃ মু'আবিয়া তো একজন গরীব মানুষ, নগণ্য সম্পদের অধিকারী আর আবু জাহম তো নারীদের প্রতি কঠোর (অথবা বলেন) সে স্ত্রীদের লাঠিপেটা করে অথবা এরূপ কিছু বললেন। তবে উসামা ইবন যায়িদকেই গ্রহণ করা তোমার জন্য উচিত হবে।

৩৫৭৬. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فُخِرَجَ فِي غَزْوَةٍ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ -

৩৫৭৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... আবু বকর ইবন আবু জাহম (রা) বলেন, আমি এবং আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান ফাতিমা বিনত কায়সের কাছে গেলাম। এরপর আমরা তাকে (তার তালাক সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আবু আমর হাফস ইবন মুহীরার স্ত্রী ছিলাম। একবার তিনি নাজরানের যুদ্ধে রওনা হয়ে গেলেন। এরপর আবু বকর ইবন আবু জাহম (রা) ইবন মাহদী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, “তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স) বলেন, আর আমি তাকে বিয়ে করলাম। এরপর আবুল্লাহ ইবন যায়িদের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করলেন এবং আমাকে তার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

৩৫৭৭. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًا بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ -

৩৫৭৭. উবয়দুল্লাহ ইবন মু'আয আন্বারী (র) ..... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে আমি এবং আবু সালমা (রা) ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বললেন যে, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়েছেন।

৩৫৭৮. حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولٌ اللَّهُ ﷺ سَكُنِي وَلَا نَفَقَةَ -

৩৫৭৮. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র) ..... ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য বাসস্থান এবং খোরপোষের ফয়সালা দেন নি।

৩৫৭৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرْوَةُ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ -

৩৫৭৯. আবু কুরায়ব (র) ..... হিশাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) আবদুর রহমান ইব্ন হাকামের কন্যাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি তাকে তিন তালাক দেন এবং তাকে তার থেকে বের করে দেন। উরওয়া (র) এত তাদের ভর্তসনা করেন। তারা বললেন, ফাতিমা বিনত কায়স (রা) ও তো ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। উরওয়া বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁর কাছে এই ঘটনা উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, ফাতিমা বিনত কায়সের জন্য কোন কল্যাণ নেই যে, সে এই হাদীস বর্ণনা করবে।

৩৫৮০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَفْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمْرَهَا فَتَحَوَّلَتْ -

৩৫৮০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছেন, আমার আশংকা হয় যে, তিনি আমার উপর চড়াও হবেন। তখন তিনি তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন।

৩৫৮১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سَكُنِي وَلَا نَفَقَةَ -

৩৫৮১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়সের জন্য একথা বলায় কোন কল্যাণ নেই যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নেই।

৩৫৮২- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَى إِلَى فُلَانَةٍ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا الْبَيْتَةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِنْسَمًا صَنَعْتَ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَأَخِيرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ -

৩৫৮২. ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... আবদুর রহমান ইবন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উরওয়া ইবন যুযায়র (র) আয়িশা (রা)-কে বললেন, হাকামের অমুক মেয়েটির সম্পর্কে আপনি কি অবহিত নন যে, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়েছেন? এরপর সে ঘর থেকে বের হয়েছে। তিনি বললেন, আপনি কি ফাতিমার উক্তি শুনে নিন? তখন তিনি (উরওয়া র) বললেন, তার উক্তি বর্ণনার মধ্যে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

## ২- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

৬. অনুচ্ছেদ : বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং বিধবার জন্য ইদত পালনকালে প্রয়োজনে দিনের বেলায় ঘরের বাইর যাওয়া যায়

৩৫৮৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللُّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلَى فَجِدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ أَتَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا -

৩৫৮৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হন। এরপর তিনি তাঁর (খেজুর বাগানের) খেজুর পাড়ার ইচ্ছা করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে বাইরে যেতে বাঁধা দিলেন। তখন তিনি নবী ﷺ এর কাছে এলেন। নবী ﷺ বললেন, হাঁ তুমি তোমার বাগানের খেজুর পাড়ার জন্য বাইরে যেতে পার। কারণ সম্ভবত তা থেকে অন্যদের সাদাকা করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করবে।

## ৭- بَابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَغَيْرُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

৭. অনুচ্ছেদ : বিধবা ও অন্যান্য তালাপ্রাপ্তা মহিলার সন্তান প্রসবের সাথেসাথে ইদতপূর্ণ হওয়া

৩৫৮৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارِبًا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ



الزُّهْرِيُّ بِأَمْرِهِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعِيدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشُبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَّجِمَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جُمِعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَافْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّنَوُّجِ أَنْ يَدَّالِيَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بِأَسَأَ أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَ فِي ذِمِّهَا غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَقْرِبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ -

৩৫৮৪. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আরকাম যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবায়'আ বিনত হারিস আসলামীর কাছে চলে যান। এরপর তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফাতওয়া চাইছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন তখন উমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবায়'আ তাকে জানিয়েছেন- তিনি বনু আমির ইবন লুই গোত্রের সা'দ ইবন খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদরী সাহাবী এবং বিদায় হজ্জের সময় ওফাত পান। সে সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইস্তিকালের অব্যবহিত পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বনু আবদুদ দার গোত্রের আবু সানাবিল ইবন বা'কাক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, মতলব কি? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি! সম্ভবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবায়'আ বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে একথা বলল, তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলে এলাম। এরপর আমি তাঁকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। ইবন শিহাব (র) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রসূতির জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে আমি দৃশ্যীয় মনে করি না, যদিও সে তখন নিফাসের ইদত পালনরত থাকে। তবে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্বামী যেন স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে।

২৫৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي



هُرَيْرَةٌ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجًا بَلِيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا أُخْرَى  
الْأَجْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ  
أَخِي يَعْزِي أَبَا سَلَمَةَ فَيَبْعَثُونَا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ  
فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجَهَا بَلِيَالٍ  
وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ -

৩৫৮৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনায়ী (র) ..... সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা এমন একজন মহিলার কথা আলোচনা করছিলেন যিনি তাঁর স্বামীর ইনতিকালের কয়েক দিন পরেই সন্তান প্রসব করেছেন। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তার ইদত হবে দু'টির মধ্যে দীর্ঘতরটি। আবু সালামা (রা) বললেন, তার ইদত পূর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দু'জনে বিতর্ক শুরু করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি আমার ভতিজা আবু সালামার পক্ষে। এরপর তারা সবাই ইবন আব্বাসের মুক্তদাস কুরায়বকে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। সে তাদের কাছে এসে বললো যে, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন, সুবায়'আ আসলামিয়া তার স্বামীর ইনতিকালের কয়েক রাত পরই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করেন। তখন তিনি তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।

৩৫৮৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو  
النَّاقِدُ قُلَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ  
قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَلَوْ يُسَمُّ كُرَيْبًا -

৩৫৮৬. মুহাম্মদ ইবন রুমহ, আবু বকর ইবন শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে লায়স (র) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে “তারা সবাই উম্মু সালামার কাছে সংবাদ পাঠালেন” এবং তিনি (লায়স) কুরায়বের নাম উল্লেখ করেন নি।

## ৮. بَابُ وَجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاءِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

৮. অনুচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদতে বিধবা স্ত্রীর শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যান্যদের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম।

৩৫৮৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ  
حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ  
زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا سُفْيَانٌ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ  
بَطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ

مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَلْفِ رَجُلٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتُ بِطَيِّبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَلْفِ رَجُلٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْكَيْتُ عَيْنَهَا أَفَنُكِّحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَرْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ أَحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِمَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ جَفْشًا وَلَبِستُ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمْسُ طَيِّبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْتَضِرُ بِهِ فَقَلَمًا فَتَقْتَضِرُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بِعَرَّةٍ فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيِّبٍ أَوْ غَيْرِهِ -

৩৫৮৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... হুমায়দ ইবন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনত আবু সালামা (রা) তাকে এই তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (হুমায়দ ইবন নাফি') বলেন, (১) যায়নাব (রা) বলেছেন, যখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান ইনতিকাল করেন তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, উম্মু হাবীবা (রা) হলদে বর্ণের মিশ্রিত সুগন্ধি আনালেন অথবা অন্য কোন প্রসাধনী চেয়ে পাঠালেন। এরপর তা থেকে একটি বালিকাকে নিজ হাতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার দুই কপালে হাত মুছে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে মহিলার জন্য তার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করতে পারবে।

যায়নাব (রা) বলেন, এরপর আমি (নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী) যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তার ভাই ইনতিকাল করেছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি ও সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন এবং তার থেকে স্পর্শ করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তার জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করা যাবে। এরপর যায়নাব (রা) বলেন, আমি আমার মা উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে

শুনেছি যে, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কন্যাকে রেখে তার স্বামী ইনতিকাল করেছেন। তার (শোক পালন করতে গিয়ে) চোখে অসুখ হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কি তার চোখে সুরমা ব্যবহার করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'না'। এরপর সে দুই কি তিনবার জিজ্ঞাসা করল। প্রতিবারই তিনি বললেন, 'না'। এরপর তিনি বললেন, তার ইদত তো চার মাস দশদিন। অথচ জাহিলিয়া যুগে তোমাদের একজন মহিলা বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। হুমায়দ (রা) বলেন, আমি যায়নাবকে বললাম, এ যাবৎ উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার তাৎপর্য কি ছিল? তখন যায়নাব (রা) বললেন, সে কালে কোন স্বামী ইনতিকাল করলে তাকে একটি সংকীর্ণ কক্ষে (কুঠুরিতে) প্রবেশ করতে হত। ছিড়ে-ফারা কাপড় চোপড় পরিধান করতে হত। সে কোন প্রসাধনী দ্রব্য স্পর্শ করতে পারত না কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করত না। এমনিভাবে দীর্ঘ একটি বছর কেটে যেত। এরপর তার সামনে আনা হত গাধা, বকরী কিংবা পাখী জাতীয় কোন প্রাণী এবং সে ঐ প্রাণীকে স্পর্শ করে ইদত পূর্ণ করত। সে যে প্রাণীকে স্পর্শ করত তা খুব কমই বাঁচত। এরপর সে ঐ সংকীর্ণ কুঠুরী থেকে বের হয়ে আসত। তখন তার হাতে উটের বিষ্ঠা দেওয়া হত এবং সে তা ছুঁড়ে মারত। এরপর সে তার পসন্দসই প্রসাধনী সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হত।

২৫৮৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوَفِّي جَمِيمُ الْأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذَرَا عَيْنِهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ أَثْلَى عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৫৮৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হুমায়দ ইবন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়নাব বিনত উম্মু সালামাকে বলতে শুনেছি যে, উম্মু হাবীবা (রা)-এর একজন নিকট আত্মীয় ইনতিকাল করেন। এপর তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চেয়ে পাঠান এবং তার তার দুই বাহুতে মেখে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি তা এ জন্য করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করা যাবে। আর যায়নাব (রা) এই হাদীসখানা তার মা (উম্মু সালামা রা) এবং নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৫৮৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تَحَدَّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوَفِّي زَوْجَهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ أَحْدَاكُنْ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفْلًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -



৩৫৮৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়নাব বিনত উম্মু সালামাকে তাঁর মায়ের সূত্রে বলতে শুনেছি যে, এক মহিলার স্বামী মারা গেল। লোকেরা তার চোখের ব্যাপারে আশংক্যবোধ করল। তখন তারা নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তারা তাঁর কাছে মহিলার চোখে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জাহিলিয়া যুগে স্বামীর মৃত্যুতে তোমাদের কেউ কেউ সাদা-মাটা কাপড় চোপড় কিংবা চিড়ে-ফাড়া বস্ত্র পরিধান করে একটি সংকীর্ণ কক্ষে পুরো এক বছর (ইদত পালনের জন্য) অতিবাহিত করত। এরপর কোন কুকুর তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে সে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে বাইরে বের হয়ে পড়ত। এই কুসংস্কারের পরিবর্তে চার মাস দশদিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে তোমরা কি সক্ষম হবে না?

৩৫৯০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمَّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ -

৩৫৯০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি চোখে সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস এবং নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে থেকে কোন একজনের বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশী উল্লেখ করেছেন- “মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। যায়নাব তার নাম উল্লেখ করেন নি।”

৩৫৯১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَحْدُثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْطُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنْ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ -

৩৫৯১. আবু বাকর ইব্ন শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়নাব বিনত আবু সালামাকে উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা শুনেছেন। তারা উল্লেখ করেন যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) কাছে উত্থাপন করলেন যে, আমরা মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে। (তার শোক পালন করতে গিয়ে) তার চোখে অসুখ হয়েছে। সে এখন তার চোখে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (জাহিলিয়া যুগে স্বামীর মৃত্যুতে) তোমাদের কেউ এক বছর পূর্তি পর্যন্ত উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। আর এখন তো মাত্র চার মাস দশ দিন।

৩৫৯২. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ أَمَا أَتَى أُمِّ حَبِيبَةَ



نَعَى أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِي بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضِيهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯২. আমরুন নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র) ..... যায়নাব বিনত আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী হাবীবা (রা)-এর কাছে তার পিতা আবু সুফিয়ানের ইনতিকালের খবর পৌঁছল তখন তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন এবং তার দুই হাত গায়ে ভাল করে তা মেখে নিলেন। আর বললেন, আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। কেননা সে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

৩৫৯৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا -

৩৫৯৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইব্ন রুমহু (র) ..... হাফসা (রা) কিংবা আয়িশা (রা) থেকে পৃথকভাবে অথবা তাদের দু'জন থেকে যৌথভাবে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন করবে।

৩৫৯৪. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ -

৩৫৯৪. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ..... নাকিদ (র) থেকে লায়স বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৯৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯৫. আবু গাস্‌সান মিসমায়ী ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... সাফিয়্যা বিনত আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী উমরের কন্যা হাফসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাবী কর্তৃক বর্ণিত এ

বর্ণনাটি লায়স ও ইব্ন দীনার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ আছে “ কারণ সে তার (স্বামীর) জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। ”

৩৫৭৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ -

৩৫৯৬. আবুর রাবী (র) ..... সাফিয়া বিনত আবু উবায়দ (র) নবী ﷺ-এর জনৈক সহধর্মিনী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৩৫৭৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا -

৩৫৯৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আযিশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন করবে।

৩৫৭৮. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ -

৩৫৯৮. হাসান ইব্ন রাবী (র) ..... উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলা তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করবে না। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করবে। এই সময় সীমায় (ইদতের মেয়াদকালে) সে রঙীন কাপড় চোপড় পরিধান করবে না। তবে কালো রঙে রঞ্জিত চাদর পরিধান করতে পারবে। সে চোখে সুরমা লাগাবে না এবং কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং সে হাযিয থেকে পবিত্র হলে (পবিত্রতার নির্দশন স্বরূপ) কুস্ত ও আযফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

৩৫৯৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَدْنَى طَهْرَهَا نُبْذَةُ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৩৫৯৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... এ সনদে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আমরুন নাকিদ ও ইয়াযীদ ইবন হারুন (র) বলেন, সে তার হাযিয থেকে পবিত্র হওয়ার পর কুস্ত ও আয্ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

৩৬০০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ الْمَرْأَةُ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৩৬০০. আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালনের নিয়ম ছিল। আমরা চোখে (ইন্দ্রতকালীন) সময়ে সুরমা লাগাতাম না, কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতাম না এবং রঙীন কাপড়-চোপড় পরতাম না। তবে আমাদের মধ্য থেকে কোন মহিলা যখন হাযিয থেকে পবিত্র হয়ে গোসল করত তখন দুর্গন্ধ দূর করার জন্য তাকে কুস্ত ও আয্ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হত।

۱۸- كِتَابُ اللُّعَانِ

১৮. লি'আন অধ্যায়



## ১৮-كِتَابُ اللُّعَانِ

### ১৮. লি'আন অধ্যায়

২৬.১-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ شَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُيُومِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلَّ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَسْمِعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُيُومِرُ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ لِعُيُومِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُيُومِرُ وَاللَّهِ وَلَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُيُومِرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي سَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُيُومِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ -

৩৬০১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ সাক্কদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, উয়ায়মির আজলানী (রা) আসিম ইব্ন আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে তাকে বললেন, হে আসিম! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) পায়; তবে তোমার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর তখন তো তোমরা তাকে (কিসাসের বিনিময়ে) হত্যা করবে। যদি তা না হয় তবে সে কী করবে? হে আসিম! তুমি আমার জন্য এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা কর। তখন আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রকম প্রশ্ন করা অপসন্দ করলেন এবং এটি দৃষ্টীয় মনে করলেন। আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনলেন এতে বড়ই দুঃখিত হলেন। যখন আসিম ফিরে এলেন, তখন উয়ায়মির তার কাছে

এসে বললেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কী বলেছেন? আসিম উয়ায়মিরকে বললেন, তুমি আমার কাছে ভাল কাজ নিয়ে আস নি। তুমি যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলেছ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অপসন্দ করেছেন। উয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে ক্ষান্ত হব না। তখন উয়ায়মির গেলেন এবং লোক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) দেখতে পায় তাহলে সে কি তাকে কতল করে ফেলবে? এরপর তো (কিসাস হিসাবে) আপনারা তাকে কতল করে ফেলবেন। অথবা সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (আল্লাহর) হুকুম নাখিল হয়েছে। তুমি যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো। সাহল বললেন, এরপর তারা উভয় (স্বামী-স্ত্রী) লি'আন করলেন। আর আমিও তখন লোকজনদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। যখন তারা লি'আন সমাধা করলেন তখন উয়ায়মির বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি তাকে আমার স্ত্রীতে বহাল রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবো। একথা বলেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দেওয়ার আগেই। ইবন শিহাব (র) বলেন, তখন থেকে লি'আনকারীদের জন্য এটাই সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হল।

২৬.২- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدَ سَنَةٍ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتْ السَّنَةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا -

৩৬০২. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আজলান গোত্রের উয়ায়মির আনাসারী আসিম ইবন আদীর কাছে এলেন ..... পরবর্তী অংশ মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি তার হাদীসে একথাও বলেছেন, “উয়ায়মির তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেওয়াতে পরবর্তীতে লি'আনকারীদের জন্য তা সুন্নাত রূপে পরিগণিত হল।”। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, “সাহল বলেছেন- সে মহিলাটি ছিল গর্ভবতী। সে গর্ভজাত সন্তানটি পরবর্তীতে তারই পুত্র হিসেবে গণ্য হয়।” এরপর এই বিধান প্রবর্তিত হল যে, সে তার মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার মা আল্লাহর নির্ধারিত হিস্যা হিসেবে তার থেকে মিরাসের অধিকারী হবে।

২৬.২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمُتَلَاعِنِينَ وَعَنِ السَّنَةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاعَنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ -

৩৬০৩. মুহাম্মদ ইবন রা'ফি (র) ..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবন শিহাব (র) বনু সাঈদা গোত্রের সাহল ইবন সা'দ বর্ণিত দুই লি'আনকারী ও তার বিধান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি (সাহল) বলেন, জনৈক আনসারী নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সংগে (সঙ্গম করতে) অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এরপর পুরো ঘটনাসহ হাদীস বর্ণনা করেন। এতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদের ভেতরে উভয়ে লি'আন করলেন আর আমি উপস্থিত ছিলাম। আর তিনি এ হাদীসে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে নবী ﷺ-এর সম্মুখেই তাকে পৃথক করে দেন। তখন নবী ﷺ বললেন : এ-ই উভয় লি'আনকারীর মধ্যকার বিচ্ছেদ।

২৬. ৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي امْرَأَةٍ مُصْغَبٍ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةً مُتَوَسِّدٌ وَسَادَةً حَشَوَهَا لَيْفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنُ فَلَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ « فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لِأَوَّلِ الَّذِي بَعَثْتَ بِالْحَقِّ أَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَنِ الصَّدَقَيْنِ وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৬০৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আবের স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে দুই লি'আনকারীর মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা হবে কি না। তিনি বলেন, তখন আমি কী বলব তা আমার ভাষা ছিল না এরপর আমি মক্কায় ইব্ন উমর (রা)-এর বাসভবনে গেলাম। আমি তাঁর গোলামকে বললাম, আমার জন্য অনুমতি নিয়ে এসো। সে বলল, তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, ইব্ন জুবায়র? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, ভিতরে এসো। আল্লাহর কসম! এই সময় তোমার বিশেষ প্রয়োজনই নিয়ে এসেছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি একটি কঞ্চল বিছিয়ে একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে আছেন। বালিশটি খেজুর ছোবড়ায় ভর্তি ছিল। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! দু'জন লি'আনকারী-এদের কি পৃথক করা হবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! হাঁ। সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? যদি সে বলাবলি করে তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ করবে। যদি সে নীরব থাকে, তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কি করে নীরব থাকবে। তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ চুপ রইলেন; কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার নিজের উপরই তা ঘটেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াতগুলো নাযিল করেন- "আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই- তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যের ধরন হবে এই যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, সে অবশ্য সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব" (সূরা নূর ৪:৬-৯)।

তিনি তাকে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তাকে নসীহত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শান্তি আখিরাতের শান্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, 'না'। সেই মহান সত্তার কসম- যিনি আপনাকে নবী হিসেবে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার (আমার স্ত্রীর) উপর কোন মিথ্যা আরোপ করি নি। এরপর তিনি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে নসীহত করলেন, তাকে পরকালের ভয় দেখালেন, সর্বোপরি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শান্তি আখিরাতের শান্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, না সেই মহান সত্তার কসম- যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লি'আন বাক্য পাঠ করাতে শুরু করলেন। তখন সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কথায় সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তা হলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক। এরপর তিনি (নবী ﷺ) স্ত্রীলোকটিকে ডেকে পাঠালেন। সে ও আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (মহিলার) উপর আল্লাহর গযব পতিত হোক। তখন নবী ﷺ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।



৩৬.৫- وَحَدَّثَنِيهِ عَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْمُتْلَاعَيْنِ زَمَنَ مُسْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَذَرِ مَا أَقُولُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتْلَاعَيْنِ أَيْفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৬০৫. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বললেন, মুস'আব ইবন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি উত্তর দেব। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর কাছে এলাম এবং সে দুই লি'আনকারী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তাদের বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে আপনার মত কি? এরপর তিনি ইবন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৬.৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَأَسْبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَأَمَالُ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا قَالَ زُهَيْرٌ فِي رَوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৬০৬. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লি'আনকারীদ্বয়ের (লি'আন বাক্য পাঠের ব্যাপারে) হিসাব আদ্বাহর দায়িত্ব। তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (তোমার স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মালের (প্রদত্ত মাহর) কি হবে। তিনি বললেন, তুমি তোমার মাল পাবে না। যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে তোমার দেওয়া সম্পদ ঐ বস্তুর বিনিময়ে বলে গণ্য হবে যা দ্বারা তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করেছ। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে তার থেকে মাল ফেরত পাওয়া দূরের কথা। যুহায়র (র) তার বর্ণনায় বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র)-এর সূত্রে ইবন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন।

৩৬.৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ -

৩৬০৭. আবুর রাবী যাহরানী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আজলান গোত্রের দুই জনকে (স্বামী-স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী। এরপর তোমাদের কেউ কি তাওবার জন্য প্রস্তুত আছে?

৩৬.৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬০৮. ইবন আবু উমর (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন যে, আমি লি'আন সম্পর্কে ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

৩৬.৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِصْمَعِيِّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يَفْرُقِ الْمُصَنَّبُ بَيْنَ الْمُتْلَاعَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ -

৩৬০৯. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব (ইবন যুবায়র) (রা) তার শাসনামলে লি'আনকারীদের বিচ্ছিন্ন করেন নি। সাঈদ বলেন, এরপর বিষয়টি আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ বনী আজলান গোত্রের দু'জনকে (স্বামী-স্ত্রীকে) বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

৩৬১. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِأَمِّهِ قَالَ نَعَمْ -

৩৬১০. সাঈদ ইবন মানসূর, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার স্ত্রীর উপর লি'আন করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানের বংশ পরিচয় তার মায়ের সাথে যুক্ত করেন। রাবী ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে নafi' (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি (মালিক) বলেন, হ্যাঁ।

৩৬১১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৬১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আনসারী পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করালেন এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন।

৩৬১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৬১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩৬১৩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِرِزْهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جِلْدَتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتْلَتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهُ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جِلْدَتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتْلَتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجْعَلْ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » هَذِهِ الْآيَاتُ فَايْتَلَى بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاَعْنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ فَابْتَ فَلَعَنْتُ فَلَمَّا أَذْبَرَا قَالَ لَعْلَهَا أَنْ تَجِيَّ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا -

৩৬১৩. যুহায়র ইবন হারব, উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার জুমু'আর রাতে মসজিদে ছিলাম। তখন জনৈক আনসারী সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায়, সে যদি এ নিয়ে কথা বলে, তাহলে আপনারা তো তাকে কোড়া লাগাবেন? অথবা যদি সে যদি তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তো আপনারা তাকে কতল করবেন। যদি সে নীরব থাকে তাহলে তো তাকে সংঘাতিক গোস্থা (হযম) করে নীরব থাকতে হবে। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবই। পরদিন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সে প্রশ্ন করল। সে বলল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে অন্য



কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) দেখতে পায় এবং সেই এ নিয়ে কথা বলে তাহলে আপনারা তাকে কতল করে ফেলবেন। আর যদি নীরব থাকে তবে তো তাকে গোঁড়া চেপে নীরব থাকতে হবে। (সুতরাং তার উপায় কি?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি এর ফয়সালা দাও এবং তিনি দু'আ করতে লাগলেন। তখন লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হল—

“আর যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ দেয় অথচ তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই”— এই আয়াতগুলো। (সূরা : নূর ৬-৯)।

এরপর সে ব্যক্তি লোকজনের সামনে লি'আনের পরীক্ষার সম্মুখীন হল। তারপর সে তার স্ত্রীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল এবং তারা উভয়ে লি'আন করল। লোকটি আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদী। এরপর পঞ্চমবারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপরে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। এরপর মহিলাটি লি'আনের জন্য অগ্রসর হল। নবী ﷺ তাকে বললেন : থাম (যদি তোমার স্বামীর উক্তি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তুমি তা স্বীকার করে নাও)। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং লি'আন করে ফেলল। যখন তারা দু'জন ফিরে চলল তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, সম্ভবত এই মহিলা কৃষ্ণকায় কুক্ষিত কেশধারী সন্তান প্রসব করবে। অবশেষে তার গর্ভে একটি কৃষ্ণকায় কুক্ষিত কেশধারী সন্তানই জন্ম নিয়েছিল।

৩৬১৪. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫১৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৬১৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنْ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضُ سَبِطًا قَضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ -

৩৫১৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি বিষয়ে আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জ্ঞান তার কাছে আছে। আনাস (রা) বলেন, হিলাল ইবন উমায়্যা (রা) শরীক ইবন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলেন। তিনি ছিলেন বারা ইবন মালিকের বৈপিত্র্যে ভাই। ইসলামে ইনিই সর্বপ্রথম লি'আন করেন।



রাবী বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সংগে লি'আন সম্পন্ন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা ঐ মহিলার প্রতি নম্র রাখবে। যদি সে সরল কেশধারী গৌর বর্ণের লালচোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে সে হিলাল ইবন উমায়্যার ঔরষজাত সন্তান। আর যদি সে (মহিলা) সুরমা চোখ বিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশ, সরু নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে সে শরীক ইবন সাহমার সন্তান। রাবী আনাস (রা) বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, ঐ মহিলাটি সুরমা চোখ বিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশধারী সরুনলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে।

৩৬১৬-وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ وَاللَّفْظُ لَابْنِ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمُ مَا ابْتُلَيْتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفِرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ لَا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَا عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ -

৩৬১৬. মুহাম্মদ ইবন রুমহু ইবন মুহাজির ও ইসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (রা) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লি'আনের আলোচনা করা হয়। তখন আসিম ইবন আদী (রা) ঐ বিষয়ে কিছু কথা বলে ফিরে গেলেন। তখন তার গোত্রের একজন লোক তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক (অপরিচিত) লোককে দেখতে পেয়েছে। তখন আসিম (রা) বললেন, আমি আমার উক্তির (বক্তব্যের) কারণে এই মুসীবতে পতিত হলাম। তখন তিনি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। এরপর সে তাকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করল যাকে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল। এ লোকটি ছিল হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট কঞ্চকায় ও সরল কেশধারী। আর সে যাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল সে ছিল সুঠাম দেহী, ছোট নলা ও বাদামী রং বিশিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আত্বাহ! তুমি বিষয়টি সমাধা করে দাও। সে মহিলা এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যে ছিল ঐ লোকটির মত যাকে স্বামী তার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করালেন। তখন জনৈক ব্যক্তি সে মজলিসেই ইবন আব্বাস (রা)-কে বলল, এই কি সেই মহিলা যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "যদি আমি বিনা প্রমাণে কাউকে 'রজম' করতাম তবে একেই রজম করতাম।" তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, না- সে ছিল অপর এক মহিলা যার অশ্লীলতা মুসলমানদের মাঝে প্রকাশিত ছিল।

২৬১৭- وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا -

৩৬১৭. আহমাদ ইবন ইউসুফ আযদী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'জন লি'আনকারীর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল। পরবর্তী অংশ লায়সের হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য এতে সুঠাম দেহী উল্লেখ করার পর তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, "সে ছিল কুঞ্চিত কেশধারী।"

২৬১৮- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالْأَفْطُ لِعَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذَكَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ هُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَتِلِكَ امْرَأَةً أَعْلَنْتُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رَوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -

৩৬১৮. আমরুন নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। যে, ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকটে দুই লি'আনকারীর বিষয় আলোচনা করা হল। তখন ইবন শাদ্দাদ (র) বললেন, এরা কি ঐ দু'জন যাদের সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে 'রজম' করতাম তবে ঐ মহিলাকে 'রজম' করতাম। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, 'না' এ সে মহিলা নয়। সে ছিল অপর এক মহিলা যার ব্যাপার প্রকাশ্য ছিল। ইবন আবু উমর (র) তার বর্ণনায় কাসিম ইবন মুহাম্মদের সূত্রে বলেন যে, আমি এ হাদীস ইবন আব্বাসের কাছে শুনেছি।

২৬১৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّارَوْرَدِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَالَ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ -

৩৬১৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন উবাদা আনসারী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে লোকটি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে তার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে পায়? সে কি তাকে কতল করে ফেলবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না। সা'দ (রা) বললেন, নিশ্চয় (সে তাকে কতল করবে),

সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা শোন; তোমাদের সরদার কী বলছেন।

৩৬২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمْلَهُ حَتَّى آتَى بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ -

৩৬২০. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন উবাদা (রা) বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আমার স্ত্রীর সংগে কাউকে দেখতে পাই তাহলে চারজন সাক্ষী হাযির করা পর্যন্ত আমি কি তাকে অবকাশ দেব? তিনি বললেন, হাঁ।

৩৬২১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمْسَهُ حَتَّى آتَى بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيَدُّكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي -

৩৬২১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি আমার স্ত্রীর সংগে কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে চারজন সাক্ষী হাযির না করা পর্যন্ত আমি কি তাকে স্পর্শ করতে পারব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হাঁ, পারবে না। তিনি (সা'দ) বললেন, কখন নয়, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, অবশ্যি আমি তার (চারজন সাক্ষী হাযির করার) আগেই দ্রুত তার প্রতি তলোয়ার ব্যবহার করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে শোন, তোমাদের সরদার কী বলছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আমি তার চাইতেও অধিকতর আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ আমার চাইতেও অধিক মর্যাদাবান।

৩৬২২. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدِ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ



مِنَّا وَمَا بَطُنَ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  
بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ  
ذَلِكَ وَعَدَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ -

৩৬২২. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওযারীরা ও আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র) ..... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন উবাদা (রা) বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অপর কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে আমার তরবারীর ধার দিয়ে তার উপর আঘাত হানব- পার্শ্ব দিয়ে নয়। একথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্য হয়েছে? আল্লাহর কসম! আমি তার চাইতে অধিকতর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহ আমার তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান। আল্লাহ তাঁর আত্মমর্যাদার কারণে প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অশ্লীল কর্ম হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কেউ নেই এবং আল্লাহর চাইতে অধিকতর ওযর পসন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর চাইতে অধিকতর প্রশংসা পসন্দকারী কেউ নেই। এই কারণে তিনি জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন।

৩৬২৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ  
بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرُ مُصَفِّحٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ -

৩৬২৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনার অনুরূপ 'তরবারীর পার্শ্ব দিয়া নয়' শব্দটির উল্লেখ করেছেন এবং তিনি 'তা থেকে' শব্দটি বলেন নি।

৩৬২৪. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  
وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا  
أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا  
مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى آتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقٌ قَالَ  
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعُهُ عِرْقٌ -

৩৬২৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু ফাজারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। এরপর



সে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার নিকট কি কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমার উট আছে। তিনি বললেন, সে গুলোর রং কি রকম? সে বলল, লাল রং এর উটও আছে। তিনি বললেন, এই মেটে রং কোথেকে এল? সে বলল, সম্ভবত তা পূর্ববর্তী বংশদারা থেকে নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তোমার এই কালো সন্তানটির ব্যাপারে ও সম্ভবত পূর্ববর্তী বংশ থেকে নিয়ে এসেছে।

৩৬২৫. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدْتُ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينْلِيذٍ يُعْرَضُ بِلَانٍ يَنْفِيهِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرْخَصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ -

৩৬২৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) সূত্রে ইব্ন উয়ায়না (র) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, “সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। এই উক্তি দ্বারা সে ঐ সময় তার পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আর হাদীসের শেষ ভাগে এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, “তারপর তিনি তাকে ঐ সন্তানের পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যানের অনুমতি দেন নি।

৩৬২৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّيْثُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلَوْنَهَا قَالَ حُمْرُ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَّى هُوَ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزْعُهُ عِرْقُ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزْعُهُ عِرْقُ لَهُ -

৩৬২৬. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে এবং তাকে আমার অন্তর গ্রহণ করে না। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার কাছে উঠ আছে কি? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, সে গুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি বললেন, সে গুলো মধ্যে কি মেটে (কালো) রং এর ও আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই রং কোথেকে এল? সে বলল, সম্ভবত তার বংশধারার

কোন শিকড় নিয়ে এসেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার এই কালো সন্তানের ক্ষেত্রে ও হয়ত সে তার পূর্ব পুরুষের কোন শিকড় নিয়ে এসেছে।<sup>১</sup>

৩৬২৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৩৬২৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ বিবরণ পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অংশ তাদের হাদীসের অনুরূপ।

۱۹۔ کتابُ العتقِ

১৯. দাসমুক্তি অধ্যায়

## ১৭. كِتَابُ الْعِتْقِ

### ১৯. দাসমুক্তি অধ্যায়

২৬২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمٌ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاءُوهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَفْقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

৩৬২৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শরীক (যৌথ মালিকানধীন) ক্রীতদাসের বেলায় তার নিজস্ব অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার (মুক্তিদাতার) কাছে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে যা উক্ত ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে যায়— তবে ন্যায় সংগতভাবে মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদারদের হিস্যার মূল্যও তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর ক্রীতদাসটি পুরোপুরিভাবে তার পক্ষ থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি সে (পুরো অংশের মূল্য পরিশোধে) সক্ষম না হয় তাহলে সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে ততটুকু মুক্ত হয়ে যাবে।

২৬২৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْرُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ عَنْ أَبِي ذَنْبٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ -

৩৬২৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহু, শায়বান ইবন ফাররুখ, আবুর রাবী, আবু কামিল, ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইবন মানসুর, হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মালিক (র) নাসি' (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণিত।



৩৬২০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النُّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ -

৩৬২০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন: যে ক্রীতদাসটি দু'জনের মালিকানাধীন তার একজন নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে অপরজনের হিস্যার ও সে যিম্মাদার হবে (যদি সে বিত্তবান হয়)।

৩৬২১. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ -

৩৬২১. আমরুন নাকিদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের বেলায় নিজেরা হিস্যা মুক্ত করে দিলে তার বাকী অংশ তার সম্পদ দ্বারাই মুক্ত করতে হবে যদি সে ধনবান হয়। আর যদি সে বিত্তশালী না হয় তাহলে সে ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে আবাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করতে হবে। তবে তার উপর তার সামর্থের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না।

৩৬২২. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمٌ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةٌ عَدْلٌ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الذِّي لَمْ يُعْتَقَ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ -

৩৬২২. আলী ইবন খাশরাম (র) ..... সাঈদ ইবন আবু আরুবা (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশী উল্লেখ করেছেন যে, “যদি সে মুক্তিদাতা বিত্তবান না হয় তখন ঐ ক্রীতদাসের প্রচলিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এরপর সে তার অবশিষ্ট মুক্ত করার লক্ষ্যে উপার্জনে নিয়োজিত করতে হবে। তবে এই ব্যাপারে তাকে সাধ্যাতীত কষ্টে ফেলা যাবে না।

৩৬২৩. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَوْمٌ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ عَدْلٌ -

৩৬২৩. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ওয়াহব ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাতাদা (র)-কে এ সনদে ইবন আবু আরুবা এর হাদীসের মর্যাদাযায়ী হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন, “ক্রীতদাসের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।”

# ১- بَابُ بَيَانِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

১. অনুচ্ছেদ : মুক্তদাসে অভিভাবকত্ব হবে মুক্তিদাতার জন্য

২৬২৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُمَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৩৪. ইয়হইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার একটি ক্রীতদাসী খরিদ করে তাকে মুক্ত করে দিবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তখন সে ক্রীতদাসীর মনিবেরা তাকে জানানলেন যে, আমরা আপনার কাছ থেকে এই শর্তে ক্রীতদাসটি বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা'র' অধিকারী আমরাই থাকব। তিনি বলেন, এরপর বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, এই শর্ত তোমাকে 'ওয়ালা' থেকে বঞ্চিত করবে না। কেননা মুক্তিদাতার জন্যই 'ওয়ালা'র হক' নির্ধারিত।

২৬২৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضَى عَنْكَ كِتَابَتُكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَأْنُ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ -

৩৬৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর লিখিত মুক্তি চুক্তির বিনিময় পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আয়েশা (রা)-এর কাছে এল। সে তার লিখিত মুক্তিপণের কিছুই আদায় করে নি। তখন আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও। যদি তারা এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করে যে, আমি তোমার লিখিত মুক্তিপণের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করলে তোমার ওয়ালা আমার প্রাপ্য হবে, তবে তা আমি করতে পারি। বারীরা তার মনিবদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। কিন্তু তারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করল না এবং বলে পাঠাল, যদি তিন সাওয়াবের আশায় তোমার লিখিত মুক্তিপণ আদায়ের দায়িত্ব

১. الولاء আরবী শব্দ। এর অর্থ অধিকারী হওয়া, স্বত্ববান হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী বিধানের পরিভাষায় ক্রীতদাস-দাসীর অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির অভিভাবকত্বকে 'ওয়ালা' বলা হয়। ক্রীতদাস-দাসীর মৃত্যুর পর তার মনিব তার 'ওয়ালা'-এর উত্তরাধিকারী। আর আবাদকৃত দাসের 'ওয়ালা'-এর অধিকারী হয় মুক্তিদাতা।

নেন তাহলে নিতে পারেন, তবে তোমার 'ওয়ালা' আমাদের জন্যই থাকবে। এরপর তিনি (আয়েশা রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে পার। কেননা 'ওয়ালা' মুক্তিদাতার জন্যই নির্ধারিত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ লোকদের কী হয়েছে তারা এমন কতক শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে ব্যক্তি এমন শর্তারোপ করবে যা আল্লাহর কিতাবে নেই- সে শর্তের কোন মূল্য নেই যদি ও সে একশো বার শর্তারোপ করে। আল্লাহর শর্তই কেবল যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য।

২৬২৬. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَّةٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ إِبْتَاعِي وَأَعْتِقِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ -

৩৬৩৬. আবু তাহির (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা) আমার কাছে এল। এরপর সে বলল, হে আয়িশা! আমি আমার মুনিবের কাছে লিখিত মুক্তিপণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি যে, বছরে এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) করে নয় বছরে সর্বমোট নয় উকিয়া পরিশোধ করব। এরপর লায়স (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু বেশী উল্লেখ আছেঃ "তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তাদের এ শর্ত করা তোমাকে 'ওয়ালা' প্রাপ্তি হতে বাধা দিবে না। তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে পার। উরওয়া ইবন যুবায়র (র) এই হাদীসে উল্লেখ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করেন।

২৬২৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتِبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ فَاتَّعَنِي فذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَأَنْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَهَا اللَّهُ إِذَا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمِيشَةَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ

وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَابَالَ رَجَالٌ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ  
لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৩৭. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা হামদানী (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বারীরা (রা) আমার কাছে এল। এরপর সে বলল, আমার মুনিব আমাকে প্রতি বছর একটি করে নয় বছরে নয়টি উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) আদায় করার শর্তে আমাকে মুক্তি দানের ব্যাপারে লিখিত চুক্তি করেছে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি (আয়িশা রা) তাকে বললাম, তোমার মুনিব যদি এই শর্তে রাজী হয় যে, তোমার মুক্তিপণ এক সঙ্গে আদায় করে দিলে তোমার 'ওয়ালা' আমার প্রাপ্য হবে তাহলে আমি তোমাকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। তখন বারীরা (রা) এই বিষয়টি তার মুনিবের কাছে উত্থাপন করলে তাদের জন্য 'ওয়ালা' ব্যাপারে তারা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এরপর সে আমার (আয়িশা রা-এর) কাছে এসে তাদের কথা বলল। তিনি বলেন, আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি রাযী নই। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি শুনলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। এরপর তিনি বললেন, হে আয়িশা! তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও এবং তাদের জন্য ওয়ালা'র শর্তে রাযী হয়ে যাও। প্রকৃত পক্ষে 'ওয়ালা' সেই পাবে যে মুক্তি দান করে। আমি (আয়িশা) তাই করলাম। রাবী বলেন, এরপর সন্ধ্যা বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন। এরপর বললেন : লোকের অবস্থা এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তারা এমন সব শর্তারোপ কর যা আল্লাহর কিতাবে নেই। স্মরণ রাখ, যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল বলে গণ্য, যদি ও শতবার শর্তারোপ করা হয়। আল্লাহর কিতাবের শর্তই যথার্থ সঠিক, আল্লাহর শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের মধ্যে কতক লোকের কী হয়েছে যে, তারা অপরকে বলে অমুককে মুক্ত করে দাও আর 'ওয়ালা' গ্রহণ করব আমরা? অথচ 'ওয়ালা' তো আসলে তারই যে আবাদ করে।

২৬২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرَهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ -

৩৬৩৮. আবু বকর ইবন শায়বা, আবু কুরায়ব, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ একই সনদে বর্ণিত আছে। তবে জারীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে- “তিনি বলেন, তার (বারীরার) স্বামী ছিল ক্রীতদাস। সে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দান করেছিলেন। (যখন সে মুক্ত হবে তখন ক্রীতদাস স্বামীর সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে কিংবা তা নাকচ করে দিতে পারবে- এই ইখতিয়ার তাকে দেওয়া হয়েছিল)। সে আত্মপক্ষই সমর্থন করল (ক্রীতদাস স্বামীকে পসন্দ করল না)। যদি সে স্বাধীন হত তাহলে তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাকে (বারীরাকে) ইখতিয়ার প্রদান করতেন না।” আর তাদের বর্ণিত হাদীসে ‘أَمَّا بَعْدُ’ (অতঃপর) শব্দটির উল্লেখ নেই।



২৬২৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَئِنْهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقْتُ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدَى لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ.

৩৬৩৯. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার কল্যাণে তিনটি শরী'আতী বিধান ছিল-

১. তার মুনিবেরা তাকে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং তার 'ওয়ালার উপর তাদের অধিকার লাভের শর্তারোপ করেছিল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা 'ওয়ালার তারই প্রাপ্য যে আয়াদ করে।

২. যখন তাকে (বারীরাকে) মুক্ত করে দেওয়া হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (তার ক্রীতদাস স্বামীকে রাখা, না রাখার) ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর সে আত্মপক্ষ সমর্থন করল। (তার ক্রীতদাস স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করল।)

৩. তিনি (আয়িশ রা) বলেন, লোকেরা বারীরাকে সাদাকা খয়রাত করত এবং সে তা (সাদাকাকৃত জিনিস) থেকে আমাদের কাছে হাদিয়া পাঠাত। এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, "তা তার জন্য সাদাকা এবং তোমাদের জন্য হাদিয়া। সুতরাং তোমরা তা খেতে পার।"

২৬৬০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَنَسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

৩৬৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কতিপয় আনসার মুনিবদের কাছে থেকে বারীরাকে খরিদ করলেন। তবে তারা (সে সময়) 'ওয়ালার শর্তারোপ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'ওয়ালার তারই প্রাপ্য যে নি'আমতের অধিকারী (মুক্তিদাতা)। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। একবার সে আয়িশা (রা)-এর কাছে কিছু পরিমাণ গোশত হাদিয়া পাঠাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা যদি এই গোশত থেকে আমার জন্য কিছুটা রান্না করে আনতে.....। তখন আয়িশা (রা) বললেন, এতো বারীরার সাদাকা হিসেবে পেয়েছে (আর আপনার জন্য সাদাকা হারাম)। তিনি বললেন, তা তার জন্য সাদাকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩৬৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعَتِيقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَائِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيْرْتُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي -

৩৬৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুক্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা (বারীরার মনিবেরা) তার 'ওয়ালা'র অধিকার লাভের শর্তারোপ করে বসল। তখন তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। আসলে 'ওয়ালা' সেই পাবে যে মুক্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু গোশত হাদিয়া রূপে পেশ করা হল। তখন তারা নবী ﷺ-কে বললেন, এই গোশত বারীরাকে সাদাকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এতো তার জন্য সাদাকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (বারীরাকে) তার (ক্ৰীতদাস) স্বামীর ছিল স্বাধীন। শু'বা (র) বলেন, আমি পুনরায় তাকে (আবদুর রহমানকে) তার (বারীরার) স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার জানা নেই।

৩৬৪২. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৬৪২. আহমদ ইবন উসমান নাওফালী (র) ..... শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৪৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا -

৩৬৪৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বারীরার স্বামী ছিল ক্ৰীতদাস।

৩৬৪৪. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سَنَنٍ خَيْرْتُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقْتُ وَأَهْدَى لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَتَى بِخُبْزٍ وَأَدَمٍ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرْبُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكْرِهْنَا أَنْ

نُطْعَمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৪৪. আবু তাহির (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী অয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনায় তিনটি বিধান জারী হয়েছে—

১. যখন সে মুক্তি লাভ করেছিল তখন স্বামীর (বৈবাহিক সূত্র বহাল রাখা, না রাখার) ব্যাপারে তাকে ইচ্ছিত্যার প্রদান করা হয়েছিল।

২. তাকে গোশত সাদাকা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা (আয়িশার) কাছে এলেন। তখন গোশতের হাঁড়ি উনুনের উপর টগবগ করছিল। তিনি খাবার চাইলেন। তখন তাঁর সামনে রুটি এবং ঘর থেকে তরকারী পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন, আমি কি লক্ষ্য করি নি যে, উনুনের উপর হাঁড়ি আছে যার মধ্যে গোশত রয়েছে। তারা বললেন : জি হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওটা তো এমন গোশত যা বারীরাকে সাদাকা করা হয়েছে। আমরা তা থেকে আপনাকে খাওয়ানো পসন্দ করি না। তখন তিনি বললেন, এতো তার জন্য সাদাকা এবং তার পক্ষ থেকে তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩. নবী ﷺ তার (বারীরার) মুক্তির ব্যাপারে বললেন, আসলে ‘ওয়ালা’ তারই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

২৬৪৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَغْتَفِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৪৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আয়িশা (রা) একটি ক্রীতদাসী খরিদ করে মুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তার মুনিবেরা তাদের জন্য তার ‘ওয়ালা’ ব্যতিরেকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তিনি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্তি দিয়ে দাও। তা (মুক্তি দেওয়া) তোমাকে ‘ওয়ালা’ থেকে বাধাপ্রাপ্ত করবে না। কেননা ‘ওয়ালা’ তারই প্রাপ্য যে মুক্তিদান করে।

## ২- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَتْ

২. অনুচ্ছেদ : ওয়ালা বিক্রি কিংবা হেবা করা নিষিদ্ধ

২৬৪৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ قَالَ مُسْلِمٌ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ -

৩৬৪৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘ওয়ালা’ বিক্রি করা এবং তা হেবা (দান বা উইল) করা নিষিদ্ধ করেছেন। ইব্রাহীম (র) বলেছেন, আমি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন দীনারকে এই হাদীসে বলতে শুনেছি যে, “সকল মানুষ একই পরিবারভূক্ত।”

৩৬৪৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنْ التَّقْفِي لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَبَةَ -

৩৬৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, ইয়াহুইয়া ইবন আয্যাব, কুতায়বা ইবন হুজর, ইবন নুমায়র, ইবন মুসান্না ও ইবন রাফি' ..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সাকাফী (র) বর্ণিত হাদীসে উবায়দুল্লাহ সূত্রে উল্লেখ নেই। এই বর্ণনায় বিক্রির কথা আছে। তবে তিনি হেবার কথা উল্লেখ করেন নি।

### ৩. بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلَّى الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

৩. অনুচ্ছেদ : মুক্তদাসের জন্য তার মুক্তিদাতা ব্যতীত অন্য কাউকে মাওলা বানানো হারাম

৩৬৪৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالِيَ مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ -

৩৬৪৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ লিখিত ফরমান জারি করলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের উপর তৎকর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এরপর তিনি লিখলেন, মুক্তদাসের অনুমতি ব্যতীত কোন মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানের ক্রীতদাসের ওয়ালী হওয়া হালাল নয়। এরপর আমি জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে তিনি তার লিখিত ফরমানে তাকে লা'নত করেছেন।

৩৬৪৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -

৩৬৪৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ক্রীতদাস) তার মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বানাবে তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং তাঁর ফিরিশ্তাদেরও লা'নত। তার ফরয কিংবা নফল কিছুই (আল্লাহর কাছে) কবুল হবে না।



২৬৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

৩৬৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মুনীবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মাওলা বানাবে তার উপর আল্লাহর লা'নত, ফিরিশ্তা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে তার কোন ফরয কিংবা নফল আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।

২৬৫১. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ دِينَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالِي غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.

৩৬৫১. ইব্রাহীম ইবন দীনার (র) ..... আমাশ (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত- তবে তিনি এতে বলেছেন : “কোন ব্যক্তি তার মুনীবের অনুমতি ছাড়া অন্যকে মাওলা বানাবে .....।”

২৬৫২. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ خُطْبَانَا عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصُّحُفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةُ مُعَلَّقَةٍ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْأَيْلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ نَتَمَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

৩৬৫২. আবু কুরায়ব (র) ..... ইব্রাহীম তায়মী (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যাকে আমরা অধ্যয়ন করি সে নির্জল মিথ্যা বলছে। সে (বর্ণনাকারী) বলল, সে সময় তার (আলীর) তরবারীর খাপের মধ্যে একখানি পুস্তিকা ঝুলানো ছিল। এই পুস্তিকায় উটের দাঁতের বিবরণ ছিল এবং যখমের দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে বিধান ছিল। এতে আরও উল্লেখ ছিল যে, নবী ﷺ বলেছেন : মদীনার ‘আয়র’ থেকে ‘সাওর’ পর্বত পর্যন্ত এলাকা হারাম (সংরক্ষিত স্থান)। যে ব্যক্তি এই এলাকায় বিদ্‌আত করবে অথবা কোন বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহর লা'নত, তাঁর ফিরিশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল কবুল করবেন না। সকল মুসলমানের দায়িত্ব অভিন্ন। একজন আদনা (সাধারণ) মুসলমানও এই

দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করবে অথবা যদি কোন ক্রীতদাস তার মুনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাওলা বানায়। তার উপর আল্লাহর লা'নত, ফিরিশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল (ইবাদত) কবুল করবেন না।

#### ৪- بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

৪. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাস মুক্ত করার ফযীলত

৩৬৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ أَرْبَابٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ -

৩৬৫৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিবে আল্লাহ তার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

৩৬৫৪- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ -

৩৬৫৪. দাউদ ইবন রুশায়দ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিবে আল্লাহ তার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন-এমন কি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জা স্থানও।

৩৬৫৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ -

৩৬৫৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাস মুক্ত করবে আল্লাহ তার (শরীরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (শরীরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন- এমন কি তিনি তার (মুক্তদাসের) গুণ্ডস্থানের পরিবর্তে তার (মুক্তকারীর) গুণ্ডস্থানও রক্ষা করবেন।

৩৬৫৬- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَأَقْدُ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ أَلْفٍ دِينَارٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ -

৩৬৫৬. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করলে আল্লাহ তার (মুক্ত দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতার) প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। তিনি (বর্ণনাকারী সাঈদ ইবন মারজানা (র) বললেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস শোনার পরপরই আলী ইবন হুসায়ন (রা) -এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে হাদীসখানি উপস্থাপন করলাম। তখনই তিনি তাঁর একটি গোলাম (ক্রীতদাস) মুক্ত করে দিলেন যার বিনিময় মূল্য হিসেবে তিনি ইবন জাফরকে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার পরিশোধ করেছিলেন।

### ৫. بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

৫. অনুচ্ছেদ : পিতাকে মুক্ত করার ফযীলত

৩৬৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رَوَايَةٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدُهُ -

৩৬৫৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সন্তান তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। তবে হাঁ, সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাস হিসেবে দেখতে পায় এবং তখনই তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয় (তাহলে ভিন্ন কথা)।

ইবন আবু শায়বা (রা)-এর বর্ণনায় ولد والده 'সন্তান তার পিতাকে' শব্দটির উল্লেখ আছে।

৩৬৫৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدَاهُ -

৩৬৫৮. আবু কুরায়ব, ইবন নুমায়র ও আমরুন নাকিদ (র) ..... সুহায়ল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তারা তাদের বর্ণনায় ولد والده 'সন্তান তার পিতাকে' কথাটি বলেছেন।

۲۰- کِتَابُ الْبَيْوَعِ

২০. ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়



## ২. كِتَابُ الْبَيْعِ

### ২০. ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

#### ১. بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

১. অনুচ্ছেদ : মুলামাসা ও মুনাবাযা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল

৩৬৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

৩৬৫৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়হইয়া তামীমী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুলামাসা ও মুনাবাযা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

৩৬৬০. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৬০. আবু কুরায়ব ও ইবন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৬৬১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬৬১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৬৬২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৬২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২৬৬৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْنَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَإِنْ يَلْمَسُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْمُلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ -

৩৬৬৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুলামাসা ও মুনাবাযা এ দু'প্রকার কেন-বেচা নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' মানে চিন্তা ভাবনা না করেই ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের কাপড় স্পর্শ করা। আর 'মুনাবাযা' মানে (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে একে অন্যের প্রতি কাপড় ছুড়ে দেওয়া এবং কারো নিকিষ্ট কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা।

২৬৬৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسَ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِأَيْلٍ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ -

৩৬৬৪. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দু'ধরনের কেনা-বেচা করতে ও দু'প্রকার কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন। কেনা-বেচার মধ্যে তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হল। (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) একজন অপরজনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা রাতে হোক কিংবা দিনে হোক। একপ করা ছাড়া (মাল) উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখা হয় না। আর 'মুনাবাযা' হল, পরস্পর একজনের প্রতি অপরজনের কাপড় ছুড়ে মারা এবং একপ করলেই ভালরূপে দেখে শুনে রাখী হওয়া ছাড়াই উভয়ের মধ্যে কেনা-বেচা সম্পন্ন হয়ে যেত।

২৬৬৫- وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৬৬৫. আমরুন নাকিদ (র) ..... ইবন শিহাব (র) থেকে একই সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

## ২. بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

২. অনুচ্ছেদ : পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় বাতিল

২৬৬৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ -

৩৬৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

## ৩. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

৩. অনুচ্ছেদ : হাবালুল হাবালা বিক্রয় হারাম

২৬৬৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ -

৩৬৬৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি “হাবালুল হাবালা” শর্তে কেনা-বেচা নিষেধ করেছেন।

২৬৬৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجِ فَتَنَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ -

৩৬৬৮. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা ‘হাবালুল হাবালা’ শর্তে উটের গোশত কেনাবেচা করত। “হাবালুল হাবালা” হল এমন শর্তে উটনী খরিদ করা যে, এর বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চা গর্ভধারণ করলে মূল্য পরিশোধ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

#### ৪- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيفِ -

৪. অনুচ্ছেদ : কোন ভাইয়ের ক্রয়ের সময় তার দামের চাইতে বেশী দাম বলা, কেউ কোন বস্তু কেনার জন্য দরাদরি করছে তার উপরে দরাদরি করা, খরিদ করার ইচ্ছা ছাড়াই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম বলা এবং বেশী দেখানোর জন্যে ওলানে দুখ জমা করা হারাম

৩৬৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ -

৩৬৬৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের দামের উপর দাম চড়িয়ে কোন বস্তু ক্রয় না করে।

৩৬৬৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ -

৩৬৭০. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক যেন তার অপর ভাইয়ের খরিদ করার সময় বেশী দাম বলে ক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপরে তার অনুমতি ছাড়া প্রস্তাব না পাঠায়।

৩৬৭১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -

৩৬৭১. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “কোন মুসলমান যেন অপর মুসলমানের দামের উপর দাম না বলে।”

৩৬৭২- وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَاةٍ الدَّوْرَقِيُّ عَلَى سَيْمَةِ أَخِيهِ -



৩৬৭২. আহমাদ ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ভাইয়ের দরদাম করার সময় কেউ যেন ঐ জিনিসের দরদাম না করে। দাওরাকীর রিওয়ায়াতে **عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ** এর স্থলে **عَلَى سَيْمَةِ أَخِيهِ** বলা হয়েছে।

৩৬৭৩. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْأَيْلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ -**

৩৬৭৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেনার উদ্দেশ্যে কাফিলার সাথে আগেই গিয়ে সাক্ষাৎ করা যাবে না।<sup>১</sup> তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্যে ছাড়া মালের দাম বলে বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীতে গিয়ে লোকের থেকে খরিদ না করে। আর উট ও বকরীর ওলানে দুধ জমা করে রেখ না। এ অবস্থায় কেউ তা খরিদ করলে তার জন্য দু'পথের এক পথ অবলম্বনের অনুমতি রয়েছে- হয় সে তা রেখে দিবে, না হয় সে তা ফেরৎ দিবে এক সা' খেজুরসহ।<sup>২</sup>

৩৬৭৪. **حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقَّى لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنِ التَّجَشُّرِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -**

৩৬৭৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- পণ্য দ্রব্য নিয়ে আগমনকারীদের সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে খরিদ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে, শহরে লোকদেরকে এগিয়ে গিয়ে গ্রাম্য লোকের থেকে পণ্য ক্রয় করতে, কোন নারীকে তার বোনের তালাক দিতে বলতে, মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে, বিক্রয়ের পূর্বে দোহন না করে ওলানে দুধ জমা করে রাখতে এবং অপর ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম করতে।

৩৬৭৫. **وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نَهَى وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ -**

১. গ্রামের উৎপাদনকারীরা মালামাল নিয়ে যখন শহরের দিকে যাত্রা করে সে মাল সরাসরি শহরে পৌঁছেলে দাম কমে যাবে এই আশংকায় শহর থেকে গিয়ে ঐ মাল কিনে নেওয়া। এতে সরবরাহ কমে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়- এজন্য এ ধরনের ক্রয় নিষেধ করা হয়েছে।

২. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু ক্রেতা ফেরৎ দেওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত উক্ত জাতুর দুধ দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

৩৬৭৫. আবু বকর ইবন না'ফি, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে শুনদুর ও ওয়াহব এর হাদীসে আছে, "তিনি নিষেধ করেছেন।" আর আবদুস সামাদের হাদীসে আছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, যেমনটি আছে শু'বা থেকে মু'আয বর্ণিত হাদীসে।

৩৬৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ -

৩৬৭৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। খরিদ করার ইচ্ছা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

## ৫. بَابُ تَحْرِيمِ تَلْقَى الْجَلْبِ

৫. অনুচ্ছেদ : পণদ্রব্য (বাজারে পৌঁছার পূর্বে) এগিয়ে গিয়ে খরিদ করা হারাম

৩৬৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَتَلْقَى السَّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلْقَى -

৩৬৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইবন নুমায়র (রা) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, পণদ্রব্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে ক্রয়ের জন্যে যেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। এ হল ইবন নুমায়রের বর্ণনা। আর অপর দু'জন বলেছেন, নবী ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে পণ্য বহনকারী কাফিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৭৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -

৩৬৭৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ (র) হতে ইবন নুমায়রের বর্ণনার অনুরূপ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

৩৬৭৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ تَلْقَى الْبُيُوعِ -

৩৬৭৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি পণদ্রব্য আসার পথে এগিয়ে গিয়ে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।

২৬৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتْلَقَى الْجَلْبُ -

৩৬৮০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পণ্য বহনকারীদের সাথে অগ্নগামী হয়ে সাক্ষাৎ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

২৬৮১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقُرْنُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -

৩৬৮১. ইবন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অগ্নগামী হয়ে কাফেলার সহিত মিলিত হয়ো না। যদি কেউ এরূপ করে এবং তার থেকে কোন বস্তু খরিদ করে তবে বিক্রিতা মালিক বাজারে পৌঁছার পর (বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার ব্যাপারে তার ইচ্ছাতির থাকবে।)

## ৬. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَائِيِ -

৬. অনুচ্ছেদ : শহরবাসী লোকের জন্যে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করা হারাম

২৬৮২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَائٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَائٍ -

৩৬৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহরে লোক যেন পল্লী-লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে। যুহায়র বর্ণনা (র) করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহরে লোককে পল্লী লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২৬৮৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتْلَقَى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَائٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَائٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا -

১. কেননা এরূপ বিক্রয়ে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতক একে জাযিয় বলেছেন, কেউ মাকরুহ বলেছেন, কেউবা এ হাদীস মানসুখ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৬৮৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রগামী হয়ে পণ্যবহনকারী কাফিলার সাথে মিলিত হতে এবং শহরবাসীকে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী (তাউস) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করার অর্থ কি? তিনি বললেন, সে তার দালাল হবে না।

৩৬৮৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ غَيْرَ أَنْ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى يَرْزُقُ -

৩৬৮৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামীমী ও আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহরের লোক গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় করতে পারবে না। লোকেদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিয়কের যে সুবিধা আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন সে ব্যবস্থা চালু থাকতে দাও।

৩৬৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬৮৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৬৮৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ -

৩৬৮৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে শহরের লোকের বিক্রয় থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে চাই সে ভাই হোক বা পিতা।

৩৬৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهَيْنَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৩৬৮৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, শহরের লোক যেন গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে।



## ৭- بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصْرَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ : ওলান ফুলিয়ে বিক্রির হুকুম

২৬৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاءً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حَلَابَهَا أَمْسَكْهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৮৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি অদোহিত ফুলান ওলান বিশিষ্ট বকরী খরিদ করে, তবে বাড়ী নিয়ে দোহনের পরে সে ইচ্ছা করলে রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারে। ফেরত দিলে এক সা' খেজুর ও সাথে দিবে।

২৬৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ شَاةً مُصْرَاءً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৮৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, আর যদি ফেরত দেয় তবে সে সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

২৬৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقْدِيَّ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَأَسْمَرَءَ -

৩৬৯০. মুহাম্মদ ইবন আমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। সে যদি উক্ত বকরী ফেরত দেয় তবে তার সাথে এক সা' খাদ্য বস্তুও দিবে। এজন্য উৎকৃষ্ট গম দেওয়া জরুরী নয়।

২৬৯১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاءً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَأَسْمَرَءَ -

৩৬৯১. ইবন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলানে দুধ ফুলান বকরী কিনবে তার জন্য অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয় বহাল রাখবে আর এক সা' খেজুর সহ ফেরত দিবে- এজন্য উত্তম গম দেওয়া জরুরী নয়।

৩৬৯২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -

৩৬৯২. ইবন আবু উমর (র) উপরে উল্লিখিত হাদীসটি আবদুল ওয়াহুব থেকে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন। অবশ্য আবদুল ওয়াহবের বর্ণনায় شاة এর স্থলে غنم আছে।

৩৬৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصْرَاءً أَوْ شَاةً مُصْرَاءً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَالْأُفْلَيْرُذُهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৯৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) হুমাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণনা করেন। হুমাম (র) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি ওলান ফুলান উষ্ট্রী বা বকরী খরিদ করে তবে দুধ দোহনের পরে তার অবকাশ থাকবে। হয় তা রেখে দিবে অথবা এক সা' খুরমা সহ ফেরত দিবে।

## ৮. بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمُبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

৮. অনুচ্ছেদ : ক্রয় করা বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করলে বিক্রি বাতিল হবে

৩৬৯৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاغَ طَعْمًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ -

৩৬৯৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবুর রাবী আতাকী ও কুতায়বা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে সে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি সকল বস্তুর বেলায় এই একই হুকুম।

৩৬৯৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৬৯৫. ইবন আবু উমর, আহমাদ ইবন আবদা, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... আমর ইবন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।



৩৬৯৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ -

৩৬৯৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রি করতে পারবে না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার ধারণা খাদ্য দ্রব্যের যে নির্দেশ, অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ও এই একই নির্দেশ।

৩৬৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ -

৩৬৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুয়ায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে, সে তা পরিমাপ করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী তাউস (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাসের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, লোকজন স্বর্ণ ও খাদ্য দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে? আবু কুয়ায়ব 'বাকী' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

৩৬৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ -

৩৬৯৮. আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা কানাবী ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ খাদ্য দ্রব্য খরিদ করলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে।

৩৬৯৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ -

৩৬৯৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতাম। তখন তিনি এই মর্মে আদেশ দিয়ে আমাদের কাছে লোক পাঠাতেন যে, এ মাল বিক্রি করার পূর্বেই যেন ক্রয়ের স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়।

৩৭০০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ -

৩৭০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করবে সে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, আমরা কাফিলা থেকে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রি করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

৩৭০১. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ -

৩৭০১. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারবে না, যতক্ষণ না হস্তগত করে ও নিজের অধিকার তাতে প্রতিষ্ঠিত করে।

৩৭০২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاغَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ -

৩৭০২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আলী ইবন হুজর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে সে তা হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে পারবে না।

৩৭০৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَحْوِلُوهُ -



৩৭০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে স্থানান্তর করার পূর্বে বিক্রি করলে লোকদের শাস্তি দেওয়া হত।

২৭.৪-وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرِبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ -

৩৭০৪. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে লোকেরা অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করত এবং নিজেদের থাকার জায়গায় না নিয়েই ক্রয় স্থলে তা বিক্রি করে দিত। এ কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হত। ইবন শিহাব (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা অনুমান করে খাদ্য বস্তু ক্রয় করত। এরপর তা বাড়ী নিয়ে আসত।

২৭.৫-حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنِ ابْتِاعَ -

৩৭০৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে তা পরিমাপ করার আগে বিক্রি করতে পারবে না। আবু বকরের বর্ণনায় مَنْ اشْتَرَى-এর স্থলে مَنِ ابْتِاعَ রয়েছে।

২৭.৬-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرَّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكَّكَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَتَنَظَّرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ -

৩৭০৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা মারওয়ানকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি সূদী কেনাবেচা বৈধ করে দিয়েছেন? মারওয়ান বললেন : না, আমি তা করি নাই। আবু হুরায়রা (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি রেশন কার্ড বিক্রি বৈধ করে দিয়েছেন? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ রূপে বুঝে পাওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর মারওয়ান এক বক্তৃতায় তা বিক্রি করতে লোকদের নিষেধ করে দেন। রাবী সুলায়মান (র) বলেন : আমি দেখলাম যে, মানুষের কাছ থেকে সরকারী কর্মচারীগণ রেশন কার্ড ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৩৭.৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ابْتِغَتْ طَعَامًا فَلَاتَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ-

৩৭০৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন জুরায়জ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : তুমি যখন কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় কর, তখন তা পুরোপুরি বুঝে পাওয়ার আগে বিক্রি করো না।

## ৯- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صَبْرَةِ الثَّمَرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ

৯. অনুচ্ছেদ : পরিমাণ না জানা স্থপীকৃত খুরমা নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম

৩৭.৮- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ الثَّمَرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الثَّمَرِ-

৩৭০৮. আবু তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে স্থপীকৃত খুরমা বিক্রি করতে যার পরিমাপ জানা নাই।

৩৭.৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الثَّمَرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ-

৩৭০৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন অনুরূপভাবে বিক্রয় করতে। তবে বর্ণনাকারী রাওহা (র) হাদীসের শেষ অংশ উল্লেখ করেন নাই।

## ১০. بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعِينَ

১০. অনুচ্ছেদ ৪ ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে খিয়ারে মজলিস থাকবে

২৭১০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ -

৩৭১০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই অপরের উপর (ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

২৭১১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضُّحَّاكُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ -

৩৭১১. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবনল মুসান্না, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে, যুহায়র ইবন হারব ও আলী ইবন হুজর এবং আবুর রাবী ও আবু কামিল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে, ইবনুল মুসান্না ও ইবন আবু উমর এবং ইবন রাফি' (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরে উল্লিখিত নাসি' থেকে মালিক এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণন করেন।

২৭১২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خِيرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ -

৩৭১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনাবেচা করলে যতক্ষণ তারা একে অন্যের থেকে আলাদা না হয় বরং একত্রিত থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রত্যেকেরই কেনাবেচা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। কিংবা যদি একজন অপরজনকে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার ইখতিয়ার প্রদান করে এবং এরূপ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় তবে এ ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পর তারা একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং উভয়ের কেউ-ই ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান না করে থাকে তবে তাও বহাল থাকবে।

৩৭১৩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجِبَ زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يَقْبِلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنِيئَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ -

৩৭১৩. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত করে তখন তাদের প্রত্যেকেরই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে অবকাশ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অন্যের থেকে আলাদা না হয়ে যায়। অথবা যদি ক্রয় বিক্রয় খিয়ারের শর্তে হয়ে থাকে তখনও খিয়ার বহাল থাকবে।

৩৭১৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ -

৩৭১৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, ইয়াহুইয়া ইবন আযুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কেনা-বেচা চূড়ান্ত হবে না যতক্ষণ না তারা পরস্পর আলাদা হয়ে না যায়। কিন্তু খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে; (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও খিয়ার বহাল থাকবে)।

৩৭১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ



بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا -

৩৭১৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আমর ইব্ন আলী (র) ..... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে পরস্পর আলাদা হবার পূর্ব পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।

৩৭১৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً -

৩৭১৬. আমর ইব্ন আলী (র) ..... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র) বলেন, হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) কা'বার ভিতরে ভূমিষ্ট হন ও একশ' বিশ বছর জীবিত থাকেন।

## ১১- بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

১১. অনুচ্ছেদ : কেনা-বেচায় ধোকা খাওয়া

৩৭১৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حَجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ -

৩৭১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হজর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানাল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে তাকে ধোকা দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন : তুমি যার সাথে কেনা-চেনা করবে তাকে বলে দিও, কোন প্রকার ধোকা থাকবে না। এরপর থেকে যখনই সে কিছু খরিদ করত, তখনই বলে দিত কোন প্রকার ধোকা থাকবে না।

৩৭১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ -

৩৭১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এদের বর্ণিত হাদীসে এ কথাটি নেই যে, “এরপর থেকে সে যখনই কিছু খরিদ করত তখনই বলে দিত কোন প্রকার ধোকা থাকবে না”।

## ১২. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ بَدْوَ صِلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقِطْعِ

১২. অনুচ্ছেদ ৪ ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ

৩৭১৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ -

৩৭১৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই।

৩৭২০. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৭২০. ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭২১. وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السَّنْبَلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيَ -

৩৭২১. আলী ইবন হুজর সা'দী ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে এবং সাদা হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুক্ত হওয়ার পূর্বে ছড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি নিষেধ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই।

৩৭২২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُو وَصِلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصَفَرَتُهُ -

৩৭২২. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহারযোগ্য হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পূর্বে তোমরা ফল খরিদ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, খাওয়ার যোগ্য হওয়ার অর্থ লাল বর্ণ ও মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা।

৩৭২৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْأِسْنَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৩৭২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন আবু উমর (র) ..... ইয়াহইয়া (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন, যতক্ষণ না তা আহারযোগ্য হয়। এর পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নি।

৩৭২৪. حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ -

৩৭২৪. ইবন রাফি' (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবদুল ওয়াহব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৭২৫. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ -

৩৭২৫. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক ও উবায়দুল্লাহ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاةٌ -

৩৭২৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহারযোগ্য না হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রি করো না।

৩৭২৭. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لَابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ -

৩৭২৭. যুহায়র ইবন হারব (র) সুফিয়ান (র)-এর সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না (র) শু'বা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য শু'বার বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, ইবন উমর (রা)-এর কাছে আহারযোগ্য হওয়ার অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়া।

৩৭২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيَبَ -

৩৭২৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন অথবা তিনি বলেন, আমাদের নিষেধ করেছেন ফল পরিপক্বতা লাভের পূর্বে তা বিক্রি করতে।

৩৭২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ -

৩৭২৯. আহমাদ ইবন উসমান নাওফলী ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফল আহারযোগ্য হওয়ার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৩৭২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْعَ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُوْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُخَزَّرَ -

৩৭৩০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র) ..... আবুল বখ্তারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গাছের খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছের খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তা খাওয়া হয় বা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং ওজন করা যায়। রাবী বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাবে ওজন করবে? তখন তার পাশেই অবস্থানকারী জনৈক ব্যক্তি উত্তর দিল- পরিমাপ করবে।

৩৭২৯. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا -

৩৭৩১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ফল খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে তোমরা খরিদ করো না।

## ১২. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالثَّمَرِ الْغَرَايَا

১৩. অনুচ্ছেদ : শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম কিন্তু আরায়া হারাম নয়

৩৭২২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْغَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تَبَاعَ -



৩৭৩২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ভিন্ন সূত্রে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, যাদিদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরায়া ধরনের কেনা-বেচার অনুমতি দান করেছেন। ইব্ন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় **أَنْ تُبَاعَ** শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

২৭২২-وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَالْأَفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ -

২৭৩৩. আবু তাহির ও হারমালা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ফল খরিদ করো না খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে এবং তাজা রসযুক্ত খেজুর খরিদ করো না খুরমার বিনিময়ে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৭২৪-وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ أَنْ يَبَاعَ الثَّمَرُ الْخُلُ بِالثَّمَرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمَحِ وَاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالْقَمَحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ وَقَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يَرْخُصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ -

৩৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালার নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল, গাছের খেজুর খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মুহাকালার হল, ক্ষেতের শস্য অনুমান করে সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং প্রস্তুত করা গমের পরিবর্তে জমি বর্গা দেওয়া। ইব্ন শিহাব (র) সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে ক্রয় করো না। আর খুরমার বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করো না।

সালিম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন সাবিত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর 'আরায়া' শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তাজা অথবা শুকনা খেজুরের ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দান করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোন ফলের ব্যাপারে তিনি অনুমতি দেন নি।

৩৭৩৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ -

৩৭৩৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরায়ার মালিককে এ অনুমতি দিয়েছেন যে, সে আরায়াকৃত গাছের তাজা খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরে বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে।

৩৭৩৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا -

৩৭৩৬. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরায়া পদ্ধতির অনুমতি প্রদান করেছেন। বাড়ীর মালিক আরায়া করা ফল অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে রাখতে পারে তাজা রসযুক্ত খেজুর খাওয়ার জন্যে।

৩৭৩৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... নাফি' (র) থেকে একই সূত্রে উক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭৩৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৩৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র)-এর সূত্রে উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি কিছু অতিরিক্ত বলেছেন যে, খেজুর গাছের আরায়া হল- নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ কোন কাওমকে দান করা। এরপর তারা ঐ গাছগুলোর খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।

৩৭৩৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلَاتِ لِبَطْنِ أَهْلِهِ رُطْبًا يَخْرُصُهَا تَمْرًا -

৩৭৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র) ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরায়া পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

ইয়াহুইয়া বলেন, আরায়া হল নিজে পরিবারবর্গকে তাজা রসাল খেজুর খাওয়াবার জন্যে গাছের ঝুলন্ত খেজুর অনুমান দ্বারা পরিমাণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে খরিদ করে রাখা।

৩৭৪০. - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا -

৩৭৪০. ইব্ন নুমায়র (র) ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দানকৃত খেজুর অনুমানে পরিমাপ করে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

৩৭৪১. - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُوْخَذَ بِخَرْصِهَا -

৩৭৪১. ইবনুল মুসান্না (র) ..... উবায়দুল্লাহর সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, তা অনুমান করে গ্রহণ করবে।

৩৭৪২. - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا -

৩৭৪২. আবূর রাবী, আবূ কামিল ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... রাফি' (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, আরায়া ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনুমানের ভিত্তিতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেছেন।

৩৭৪৩. - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَكْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرَّبَا تِلْكَ الْمُرَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ بِأَخْذِهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا -

৩৭৪৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র) ..... সাহল ইব্ন আবূ হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছে, এটাই সুদ, এটাই 'মুযাবানা'। অবশ্য তিনি আরায়াকৃত দু'একটা খেজুর গাছের বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। বাড়ীর মালিক এর পরিমাণ অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে রেখে দিবে এবং তাজা ফল খাবে।

৩৭৪৪. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا رُمَيْحٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ্ (র) ..... বাশীর ইবন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাযাকত খেজুর গাছের ফল অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

৩৭৪৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ اسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا مَكَانَ الرَّبَا الزُّبْنَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّبَا -

৩৭৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... বাশীর ইবন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে তার মহল্লায় বসবাসকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- রাবী সাকাফী (র) সুলায়মান ইবন বিলাল (র) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইসহাক ও ইবন মুসান্না 'সুদ' এর স্থলে 'মুযাবানা' বলেছেন। আর ইবন আবু উমর 'সুদ' বলেছেন।

৩৭৪৬. وَحَدَّثَنَا هُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৭৪৬. আমরুন নাকিদ ও ইবন নুমায় (র) ..... সাহল ইবন আবু হাস্মার সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত বর্ণনায় অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حُثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ -

৩৭৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও হাসান হলওয়ানী (র) ..... রাফি' ইবন খাদীজ ও সাহল ইবন আবু হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' অর্থাৎ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের কাঁচা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরাযার মালিকগণ ব্যতীত। কেননা তাদেরকে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।



৩৭৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنِبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحَصِينِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خُمُسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمُسَةِ يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ خُمُسَةٌ أَوْ دُونَ خُمُسَةٍ قَالَ نَعَمْ -

৩৭৪৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরায়া শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ে ফলের পরিমাণ অনুমানের ভিত্তিতে পাঁচ ওসকের কম বা পাঁচ ওসকের মধ্যে করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। দাউদের এ ব্যাপারে সন্দেহ যে, কথা এভাবে বলেছেন—পাঁচ বা পাঁচের কম। তখন মালিক বললেন, হ্যাঁ।

৩৭৪৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا -

৩৭৪৯. ইয়াহুইয়া ইবন তামীমী (র) ..... ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল বৃক্ষের তাজা খেজুর পরিমাপ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং গাছের তাজা আঙ্গুর পরিমাপ করে কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৭৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا -

৩৭৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুযাবান করতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হল বৃক্ষের তাজা খেজুর অনুমানে খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা ও কাঁচা আঙ্গুর পরিমাপ নির্ধারণ করে কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং ক্ষেতের গম অনুমানে পরিমাপ করে সংগৃহীত গমের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৭৫১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৫১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৭৫২. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابِنَةِ بِبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّبِيبِ بِالْعَنْبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ -

৩৭৫২. ইয়াহুইয়া ইবন মাসীন, হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হুসায়ন ইবন ইসা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল গাছের খেজুর পরিমাপ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং কাঁচা আঙ্গুর পরিমাপ করে কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর যে কোন ফল অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

২৭৫৩. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابِنَةِ وَالْمُرَابِنَةُ أَنْ يَبَاعَ مَافِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِثَمَرٍ بِكَيْلٍ مُسْمًى إِنْ زَادَ فَلَيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى -

৩৭৫৩. আলী ইবন হুজর ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল বৃক্ষের মাথায় যে খেজুর আছে তার পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারিত পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা- এই শর্তের উপর যে, যদি বেশী হয় তবে তা আমার থাকবে। আর যদি কম হয় তবে সে ক্ষতি আমার উপরই বর্তাবে।

২৭৫৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৭৫৪. আবুর রাবী ও আবু কামিল (র) ..... আযুব (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৭৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابِنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرُ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ كَانَ زَرْعًا -

৩৭৫৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানে যদি খেজুর গাছ থাকে তবে তার কাঁচা খেজুর পরিমাপ করে খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি আঙ্গুর থাকে তবে তা পরিমাপ করে কিশমিশের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি তা ক্ষেতের ফসল হয় তবে তাকে কি পরিমাণ খাদ্য হবে তা অনুমান করে সেই পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করা- এ সব থেকে তিনি নিষেধ করেছেন।

৩৭৫৬. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ ح وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৭৫৬. আবু তাহির, ইবন রাফি' ও সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে নাসি' (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি অন্যান্যের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

#### ১৪- بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ

১৪. অনুচ্ছেদ : ফলবান খেজুর গাছ বিক্রি করা

৩৭৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرَتِهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৫৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি নর খেজুরের রেনু প্রবিষ্ট করান খেজুর গাছ বিক্রি করে তবে ঐ গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য। অবশ্য ক্রেতা যদি খেজুর নেওয়ার শর্ত করে থাকে তবে তা তার হবে।

৩৭৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَمِيعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتَرَى أَصُولُهَا وَقَدْ أُبْرَتْ فَإِنْ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أُبْرَهَا إِلَّا يَشْتَرِطُ الَّذِي اشْتَرَاهَا -

৩৭৫৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন নুমায়র ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন তাবিরকৃত খেজুর গাছ যদি মূলসহ ক্রয় করা হয় এবং ক্রেতা যদি ফল পাওয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকে, তবে তার ফল তাবিরকারীরই প্রাপ্য।

৩৭৫৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُبْرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أُبْرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ' (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবির করার পর মূল গাছটি বিক্রি করে দিলে ঐ গাছের খেজুর তাবিরকারী পাবে, যদি ক্রেতা ফল পাওয়ার শর্ত করে না থাকে।

৩৭৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهِمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৭৬০. আবুর রাবী, আবু কামিল ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... নাফি'র সূত্রে এই হাদীস উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

৩৭৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تَوَبَّرَ فَتَمَرَّتْهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৬১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তাবিরকৃত খেজুর গাছ খরিদ করবে সে যদি উক্ত গাছের ফল পাওয়ার শর্ত না করে থাকে তবে ঐ গাছের ফল বিক্রেতার প্রাপ্য এবং কেউ যদি গোলাম খরিদ করে এবং উক্ত গোলামের মাল পাওয়ার শর্ত না করে থাকে তবে সে মাল বিক্রেতারই প্রাপ্য।

৩৭৬২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৬২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এই হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৭৬৩. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩৭৬৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

১৫. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بَدْوِ صِلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السَّنِينِ -

১৫. অনুচ্ছেদ : মুহাকলা, মুযাবানা, মুখাবারা, খাবার যোগ্য হওয়ার আগেই ফল বিক্রি ও মু'আওমা অর্থাৎ কয়েক বছরের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

৩৭৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ



نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلَا يَبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا -

৩৭৬৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকাল্লা, মুযাবানা, মুখাবারা ও খাওয়ার যোগ্য হওয়ার আগে ফল ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। আর আরায়া ছাড়া দীনার ও দিরহামের বিনিময় ব্যতীত ফল বিক্রি করা যাবে না।

৩৭৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

নিষেধ করেছেন - অতঃপর তিনি উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৭৬৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

মুখাবারা, মুহাকাল্লা, মুযাবানা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ছাড়া ফল বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু আরায়া'র বিনিময়ে যাবে।

আতা (র) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ ধরনগুলো সম্পর্কে জাবির (রা) আমাদেরকে ব্যাখ্যা দান করেছেন; মুখাবারা হল- এক ব্যক্তিকে শস্যহীন তন্য ক্ষেত প্রদান করে। এরপর সে তাতে ফসল উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন ফসলে অংশগ্রহণ করে। আর মুযাবানা হল- গাছের উপরিস্থিত তাজা খেজুর অনুমানে পরিমাপ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর মুহাকাল্লা ফসলের মধ্যে অনুরূপ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে অর্থাৎ- ক্ষেতের বিদ্যমান শস্যকে অনুমানে পরিমাপ করে সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৭৬৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النُّخْلُ حَتَّى تُشْفَى وَالْأَشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبَاعَ النُّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

৩৭৬৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালফ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালার, মুযাবানার, মুখাবারার এবং খেজুর লাল বা মেটে লাল অথবা খাদ্যোপযোগী হওয়ার পূর্বে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। মুহাকালার হল-ক্ষেতের শস্য নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। মুযাবান হচ্ছে- গাছের খেজুর কয়েক ওসক খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। মুখাবারার বলা হয়- এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা এইরূপ নির্দিষ্ট কোন অংশকে।

যায়িদ (র) বলেন, আমি আতা ইবন আবু রাবাহকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কি জাবির ইবন আবদুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এইরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৭৬৮. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَقِّحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

৩৭৬৮. আবদুল্লাহ ইবন হাশিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানার, মুহাকালার, মুখাবারার এবং ফল পাকার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম পাকার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল বর্ণ বা মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

৩৭৬৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ وَاللَّفْظُ لِعَبِيدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السَّنِينِ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنِ الثَّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

৩৭৬৯. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ ইবন উবায়দ শুবারী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালার, মুযাবানার, মু'আওমার ও মুখাবারার থেকে নিষেধ করেছেন।

উভয়ের একজনে বলেন, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করার নাম মু'আওমা। তিনি নিষেধ করেছেন কিছু অংশ বাদ দেওয়া হতে আর অনুমতি দিয়েছেন আরায়া করতে।

৩৭৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَنٍ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعَ السَّنَيْنِ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ -

৩৭৭০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) ..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথাটি উল্লেখ করেন নি যে, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করার নাম মু'আওমা।

## ১৬. بَابُ كَرَاءِ الْأَرْضِ

১৬. অনুচ্ছেদ : জমি বর্ণা দেওয়া

৩৭৭১. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السَّنَيْنِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيَبَ -

৩৭৭১. ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্ণা দিতে, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করতে এবং ফল পরিপক্বতা লাভ করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৭২. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْحَضْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ -

৩৭৭২. আবু কামিল জাহদারী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্ণা দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৭৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقِبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السُّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ -

১. এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের মর্মে জমি বর্ণা দেওয়া নিষিদ্ধ বুঝা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক গৃহীত খায়বারের ভূমি ব্যবস্থা দ্বারা বর্ণা দেওয়া জায়েজ প্রমাণিত। জমির মালিক জমি চাষাবাদ না করলে তা কৃষককে আদ্বাহর ওয়াস্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া উত্তম বিধায়, বর্ণা দেওয়া মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এই নিষেধ মানে মাকরুহ তানজিহ। আর বর্ণা দেওয়াও বৈধ। তবে এই পরিমাণ ফসল দিতে হবে বা এই অংশের ফসল দিতে হবে - এরূপ শর্ত করে বর্ণা দেওয়া না জাযিব।

৩৭৭৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে। যদি সে নিজে তা না করে তবে যেন তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দিয়ে দেয়।

৩৭৭৪. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشْلُ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرَجَالٍ فُضُولُ أَرْضَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ -

৩৭৭৪. হাকাম ইব্ন মুসা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার কোন ভাইকে (চাষাবাদ করতে) দেয়। আর যদি সে তা অস্বীকার করে তাহলে তার জমি সে আটকিয়ে রাখুক।

৩৭৭৫. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْفَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ -

৩৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রমের উপরে বা ফসলের অংশ দিয়ে জমি বর্ণা নিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৭৬. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤْجِرْهَا إِيَّاهُ -

৩৭৭৬. ইব্ন নুমায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তাতে চাষাবাদ করে। তা যদি সে না পারে অথবা অক্ষম হয়, তাহলে সে যেন তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে (চাষাবাদ করতে) দেয়। কিন্তু বর্ণা দিবে না।

৩৭৭৭. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانَ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَعَدَّكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِهْهَا قَالَ نَعَمْ -

৩৭৭৭. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন মুসা (র) আতা-কে জিজ্ঞাসা করল আপনার নিকট জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) কি এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ



বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা চাষবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে চাষ করার জন্যে প্রদান করে। উহা বর্গায় দিবে না। তিনি বললেন, হাঁ।

৩৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ -

৩৭৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুখাবারা থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৭৭৯. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ مَيْمَنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكَرَاءَ قَالَ نَعَمْ -

৩৭৭৯. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা চাষবাদ করে অথবা আবাদ করার জন্যে তার অপর ভাইকে দেয়। তোমরা উহা বিক্রি করো না। (রাবী বলেন) আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিক্রি করো না এ কথা কি বর্গা দেওয়া? তিনি বললেন, হাঁ।

৩৭৮০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِىِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُخْرِثْهَا أَخَاهُ وَالْأُفْلِدَعُهَا -

৩৭৮০. আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জমি বর্গায় নিতাম এবং প্রাপ্য হিসেবে শস্য মাড়াই করার পর ছড়ায় যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা এবং এ ধরনের নগণ্য কিছু ভাগ পেতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার জমি আছে সে উহা আবাদ করুক অথবা তার অপর ভাইকে দিয়ে আবাদ করাক অন্যথায় সে নিজেই ধরে রাখুক।

৩৭৮১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرَّبْعِ بِالْمَازِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا -

৩৭৮১. আবু তাহির (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে আমরা খালের পার্শ্ববর্তী জমিতে তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে জমি বর্ণা নিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় দাঁড়িয়ে বললেন, জমি যার সেই তাতে চাষ করবে। আর যদি সে তা না করে তবে যেন তার ভাইকে আবাদ করতে দেয়। যদি তার ভাইকে তা না দেয়, তবে সে যেন তা আটকিয়ে রাখে।

৩৭৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهْبِهَا أَوْ لِيُعْرِهَا -

৩৭৮২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি- যার জমি আছে সে যেন তা দান করে অথবা শুনেছি যার জমি আছে সে যেন তা ধার দেয়।

৩৭৮৩. وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا -

৩৭৮৩. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ..... আ'মশ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন যে, সে যেন তা চাষ করে অথবা অন্য লোককে চাষ করতে দেয়।

৩৭৮৪. وَحَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ مَرْوٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكِيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ بَكِيرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -

৩৭৮৪. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জমি বর্ণা দিতে নিষেধ করেছেন। বুকায়র (র) নাফি'র সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি বর্ণায় দিতাম। এরপর রাফি' ইবন খাজীজের হাদীস শুনে তা পরিত্যাগ করি।

৩৭৮৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

৩৭৮৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খালি জমি দুই বা তিন বছরের জন্যে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৮৬. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَنٍ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السُّنَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .

৩৭৮৬. সাঈদ ইবন মানসূর, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন্ নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক বছরের জন্য জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবন আবু শায়বার বর্ণনায় আছে— কয়েক বছরের জন্যে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৮৭. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .

৩৭৮৭. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার অপর ভাইকে তা আবাদ করতে দেয়। এতে যদি সে অসম্মত হয়, তা হলে তার জমি যেন সে আটকিয়ে রাখে।

৩৭৮৮. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْحَقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزَابِنَةُ الثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْحَقُولُ كَرَاءُ الْأَرْضِ .

৩৭৮৮. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুযাবানা ও হকূল থেকে নিষেধ করতে শুনেছেন। তখন জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুযাবানা হল কাঁচা খেজুরের সাথে খুরমা বিনিময় করা। আর হকূল হল জমি বর্ণা দেওয়া।

৩৭৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ .

৩৭৮৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকলা ও মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৭৯০. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابِنَةِ اشْتِرَاءِ الثَّمَرِ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ -

৩৭৯০. আবু তাহির (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবান ও মুহাকলা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার বুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকলা হল জমি ইজারা দেওয়া।

২৭৭১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْحَبَرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلِ فِرْعَوْنَ رَافِعُ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ -

৩৭৯১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু রাবী আতাকী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুখাবারা করায় কোন দোষ মনে করতাম না। এভাবে যখন প্রথম বছর গত হল, তখন রাফি' (রা) বললেন, নবী ﷺ এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

২৭৭২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ كُلُّهُمُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ -

৩৭৯২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আলী ইবন হুজর, ইব্রাহীম ইবন দীনার ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আমরা ইবন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইবন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে- এরপর এ কারণে আমরা তা পরিত্যাগ করি।

২৭৭৩- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَتَعْنَا رَافِعُ نَفْعَ أَرْضِنَا -

৩৭৯৩. আলী ইবন হুজর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফি' (র) আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে লাভবান হতে বাধা দান করেছেন।

২৭৭৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِئُ مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بَلَّغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنْ



النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكْتُهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا -

৩৭৯৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) তাঁর জমি ইজারা দিতেন নবী ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর, উমর, উসমান ও মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফত কালের প্রথম যুগ পর্যন্ত। এরপর মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর কাছে এ সংবাদ গেল যে, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) এ সংক্রান্ত নবী ﷺ-এর নিষেধসূচক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি ইজারা দিতে নিষেধ করতেন। এরপরে ইব্ন উমর (রা) তা ত্যাগ করেন। এরপর হতে যখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি বলতেন- ইব্ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৭৯৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمُ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةٍ قَالَ فَتَرَكْتُهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يَكْرِيهَا -

৩৭৯৫. আবুর রাবী, আবু কামিল ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আলিয়ার বর্ণনায় আয়্যুব (র) অতিরিক্ত বলেছেন যে, এরপর ইব্ন উমর (রা) তা পরিত্যাগ করেন এবং আর কখনও জমি ইজারা দেন নি।

৩৭৯৬. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى آتَاهُ بِالْبِلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ -

৩৭৯৬. ইব্ন নুমায়র (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা আমি ইব্ন উমরের সাথে রাফি' ইব্ন খাদীজের নিকট গেলাম। বালাত নামক স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৯৭. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৯৭. ইবন আবু খালফ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার রাফি'র নিকট আসেন। এরপর নবী ﷺ-এর এই হাদীস উল্লেখ করেন।

৩৭৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنَبِيُّ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ -

৩৭৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) জমি বর্গা দিতেন। নাফি' বলেন, এরপর রাফি' বর্ণিত একটি হাদীস তাকে জানান হল। রাবী বলেন, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে তার নিকট গেলেন। তিনি জনৈক চাচার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলেন। তাতে উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, এরপর থেকে ইবন উমর (রা)-এ কাজ ত্যাগ করেন এবং আর কখনও জমি বর্গা দেন নি।

৩৭৯৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৯৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আওন থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত। রাবী বলেন, এরপর তিনি তার চাচার সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বলে শোনান।

৩৮০০. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عُمَى وَكَانَ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ -

৩৮০০. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স ইবন সা'দ (র) ..... সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নিজের জমি বর্গা দিতেন। পরে তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, রাফি' ইবন খাদীজ (রা) আনসারী জমি বর্গা দিতে নিষেধ করে থাকেন। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ

করে জিজ্ঞাসা করেন, হে ইব্ন খাদীজ! জমি বর্ণার ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন? রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহকে বললেন, আমি আমার দু'জন চাচার নিকট শুনেছি— যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা পরিবারবর্গের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্ণা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমি ভাল করেই জানতাম যে, জমি বর্ণা দেওয়া যায়। এরপর আবদুল্লাহ ভীত হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়ত এমন কিছু বলেছেন, যা তিনি জানতে পারেন নি। সুতরাং তিনি জমি বর্ণা দেওয়া ত্যাগ করেন।

২৮.১- وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُكْرِمُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةً اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانًا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِمُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ -

৩৮০১. আলী ইব্ন হুজর সা'দী ও ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... রাফি' খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জমির মুহাকলা করতাম এবং এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতাম। এরপর একদা আমার এক চাচা আমাদের নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন একটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করা আমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর। তিনি আমাদেরকে জমি মুহাকলা করতে এবং তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আর জমির মালিককে নিজে চাষ করতে বা অপরের দ্বারা চাষ করাতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইজারা ইত্যাদি দিতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

২৮.২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمْدُ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِمُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ -

৩৮০২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমির মুহাকলা করতাম এবং এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের উপর ইজারা দিতাম। এরপর ইব্ন আলিয়ায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮.৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮০৩. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব, আমর ইবন আলী ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইয়া'লা ইবন হাকীম (রা)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮০৪. আবু তাহির (র) ..... রাফি'র সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাতে তার জনৈক চাচার কথা উল্লেখ করা হয় নি।

৩৮০৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুহায়র ইবন রাফি' (র) তাঁর চাচা হন। রাফি' বলেন, যুহায়র একদা আমার নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন একটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্যে ছিল লাভজনক। আমি বললাম, তা কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তাই তো সঠিক। তিনি বললেন, আমার নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে তোমরা মুহকলা কর? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা খালের পার্শ্বস্থ জমির ফসলের শর্তে কিংবা খুরমা বা যবের কয়েক ওসক প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, আর এরূপ করো না। তোমরা নিজেরা চাষ কর অথবা অপরকে দিয়ে চাষ করাও, তা না হলে ফেলে রাখ।

৩৮০৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... রাফি' (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। কিন্তু এতে তার চাচা যুহায়রের নাম উল্লেখ নেই।

৩৮০৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... রাফি' (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। কিন্তু এতে তার চাচা যুহায়রের নাম উল্লেখ নেই।



৩৮০৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... হানযালা ইব্ন কায়স (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি রাফি' ইব্ন খাদীজের নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি নিষেধ? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হলে কোন দোষ নাই।

২৮.৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا يَأْسُ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجُدُوَالِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكَ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءُ إِلَّا هَذَا فَلِذَاكَ زَجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا يَأْسُ بِهِ -

৩৮০৮. ইসহাক (রা) ..... হানযালা ইব্ন কায়স আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফি' ইব্ন খাদীজকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে লোকেরা পানির ধারার পার্শ্ববর্তী অংশ, খালের অগ্রভাগের সিক্ত অংশ ও ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধার শর্তে জমি বর্গা দিত। এতে কখনও এ অংশ বিনষ্ট হতো ও অপর অংশ ভাল থাকত। আবার কখনও এ অংশ ভাল থাকত আর অপর অংশ বিনষ্ট হত। আর এ ধরনের বর্গায় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হত না। এ কারণে তিনি এ থেকে নিষেধ করেন। আর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।

২৮.৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَفَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا -

৩৮০৯. আমরুন নাকিদ (র) ..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পরিমাণ জমির মালিক ছিলাম। এই শর্তে আমরা জমির ইজারা দিতাম যে, এই অংশ আমাদের আর ঐ অংশ তাদের। এরপর অনেক সময় এই অংশে ফসল উৎপন্ন হত আর ঐ অংশে কিছুই হত না। এরপর নবী ﷺ এ কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেন। আর রৌপ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নি।

২৮১- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৮১০. আবুর রাবী' ও ইবনুল মুসান্না (র) ..... ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

২৮১১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضُّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ -

৩৮১১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন সাযিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কালের নিকট মুযারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, সাবিত ইব্ন যাহহাক (রা) আমাকে জানিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযারা'আ থেকে নিষেধ করেছেন।

ইব্ন আবু শায়বার বর্ণনায় কথাটি এরূপ আছে যে, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন- আমি ইব্ন মা'কালের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেন নাই।

২৮১২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَلٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا -

৩৮১২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন সাযিব (র)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কালের নিকট উপস্থিত হই এবং মুযারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি জানান, সাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযারা'আ করতে নিষেধ করেছেন এবং ইজারা দিতে আদেশ করেছেন আর বলেছেন- এতে কোন দোষ নেই।

২৮১৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَطَاؤُسُ انْطَلَقَ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْنَا مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا -

৩৮১৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, মুজাহিদ তাউসকে বললেন : আপনি আমাদের সাথে ইব্ন রাফি' ইব্ন খাদীজের নিকট চলুন এবং তদীয় পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি

শ্রবণ করুন। রাবী আমর (রা) বলেন, তখন রাবী তাউস (র) মুজাহিদকে তিরস্কার করেন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন- তবে আমি তা করতাম না। কিন্তু তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পক্ষে তার কোন জমি অপর ভাইকে মুফতে চাষাবাদ করতে দেওয়া তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।

২৮১৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا -

৩৮১৪. ইবন আবু উমর (রা) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুখাবারা করতেন। আমর বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি যদি এই মুখাবারা করা ছেড়ে দিতেন (তবে তা উত্তম হত)। কেননা লোকেরা ধারণা করে থাকে যে, নবী ﷺ মুখাবারা করতে বারণ করেছেন। তিনি বললেন, হে আমর! তাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অর্থাৎ ইবন আব্বাস, তিনি আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, তোমাদের কোন ভাইকে মুফতে জমি চাষাবাদ করতে দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।

২৮১৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৮১৫. ইবন আবু উমর, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও আলী ইবন হুজর (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮১৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ -

৩৮১৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কারুর জমি তার অপর ভাইকে মুফতে চাষাবাদ করতে দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন : একেই বলা হয় 'হাকুল' আর আনসারদের পরিভাষায় বলা হয় 'মুহাকাল'।

২৮১৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَتَتْهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ -

৩৮১৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার জমি আছে সে যদি তা অপর ভাইকে মুফতে চাষাবাদ করতে দেয় তবে তার জন্যে তা উত্তম।



۲۱۔ کِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

۲۱. মুসাকাত ও মুযারা'আত অধ্যায়

## ২১. كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

### ২১. মুসাকাত ও মুযারা'আত অধ্যায়

২৮১৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ-

৩৮১৮. আহমাদ ইবন হাম্বল ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরবাসীদের উৎপাদিত ফসল বা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন।

২৮১৯- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهَرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجُهُ كُلُّ سَنَةٍ مِائَةٌ وَسَقٍ ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ ثَمَرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ أَوْ يُضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقُ كُلُّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ-

৩৮১৯. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের জমি উৎপন্ন ফল বা শস্যের অর্ধেকের শর্তে প্রদান করেছিলেন। তিনি আপন বিবিদেরকে বছর প্রতি একশ' ওসাক প্রদান করতেন। তন্মধ্যে আশি ওসাক খুরমা আর বিশ ওসাক যব। উমর (রা) যখন খলীফা হন তখন খায়বারের জমি তিনি বন্টন করে দেন। তিনি নবী সহধর্মিনীদেরকে ইখতিয়ার দেন যে, তাঁরা ভূমি ও পানি নিবেন। (অর্থাৎ নিজেদের দায়িত্বে চাষাবাদের ব্যবস্থা করবেন) অথবা বার্ষিক হারে ওসাক গ্রহণ করবেন। তাঁরা এ ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন মতপোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ভূমি ও পানি নিলেন আর কেউ বার্ষিক হারে ওসাক গ্রহণ করলেন। আয়িশা ও হাফসা (রা) ভূমি ও পানি নিয়েছিলেন।

২৮২০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ -

৩৮২০. ইবন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের জমি খায়বারবাসীদের উৎপাদিত শস্য ও ফলের অর্ধেকের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন এরপর হাদীসটি আলী ইবন মুসহিরের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে এ কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি যে, আয়িশা ও হাফসা (রা) ভূমি ও পানি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ কথা বলেছেন যে, উমর (রা) নবী সহধর্মিনীদের ইখতিয়ার দেন জমি নিতে, তবে সেখানে পানির উল্লেখ করেন নি।

২৮২১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلْتُ يَهُودَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَكُمُ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُمْسَ -

৩৮২১. আবু তাহির (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন জানায় তাদের শ্রম বিনিয়োগের বিনিময়ে তাদেরকে তথায় থাকতে দেওয়ার জন্যে এই শর্তের উপর যে, উৎপন্ন ফসল ও ফলের অর্ধেক তারা পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপরোক্ত শর্তে যতদিন আমরা চাই ততদিনের জন্যে থাকার অনুমতি দিলাম। এরপরে আবদুল্লাহ থেকে ইবন নুমায়র ও ইবন মুসহিরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, খায়বারের প্রাপ্ত অর্ধেক ফলকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হত। আর তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন।

২৮২২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا -

৩৮২২. ইবন রুমহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, খায়বারের বাগান ও যমীন খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে প্রদান করেন যে, তারা নিজেদের অর্ধে তাতে কাজ করবে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ফলের অর্ধেক পাবেন।

২৮২৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِبْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَقِرْكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرَ إِلَى تَيْمَاءَ وَآرِبَحَاءَ -

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... উবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে হিজাজের মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন তখন তিনি তাদের তথা হতে বহিস্কার করতে চেয়েছিলেন। খায়বার যখন বিজয় হ তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাই তিনিই ইয়াহুদীদের বিতাড়িত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। পরে ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তথায় তাদের থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে এই শর্তের উপর যে, তারা শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতদিন এই শর্তের উপর আমাদের ইচ্ছা, থাকার অনুমতি দিলাম। এরপর তারা তথায় রয়ে গেল। পরে উমর (রা) তাদেরকে 'তায়মা' ও 'আরীহায়' বিতাড়িত করেন।

## ১- بَابُ فَضْلِ الْفَرَسِ وَالزَّرْعِ

১. অনুচ্ছেদ : ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত

২৮২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৩৮২৪. ইবন নুমায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ লাগাবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্যে দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খায় তাও দান স্বরূপ। পাখী যা খায় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ কিছু অন্যে কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ।



২৮২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَيْشَرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسَلِّمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

৩৮২৫. কুতায়বা ইবন সাদ্দ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদা উম্মু মুবাহশির নামী জনৈক আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই খেজুর গাছ কি কোন মুসলমান লাগিয়েছেন; না কোন কাফির? মহিলা উত্তর দিল মুসলমান। তিনি বললেন, “যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে মানুষ কিংবা জীব জন্তু অথবা অন্য কিছুতে খায় তবে তা তার পক্ষে দান স্বরূপ।”

২৮২৬. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ.

৩৮২৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইবন আবু খাল্ফ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে কোন হিংস্র জন্তু কিংবা পাখী অথবা অন্য কিছুতে খায় তবে এর জন্যে সে সাওয়াব পাবে। ইবন আবু খাল্ফ (র) লেছেন— পাখী বা এমন কিছু।

২৮২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبِدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمُّ مَعْبِدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسَلِّمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৩৮২৭. আহমাদ ইবন সাদ্দ ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা উম্মু মা'বাদ -এর বাগানে প্রবেশ করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মু মা'বাদ! এ গাছ কে লাগিয়েছে? কোন মুসলমান না কোন কাফির? সে জানাল, মুসলমান। তিনি বললেন, কোন মুসলমান যদি কোন গাছ লাগায়, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা পাখী ভক্ষণ করে, তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তা তার জন্যে দান স্বরূপ থাকবে।

৩৮২৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ كُلُّهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشَّرٍ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ امْرَأَةٍ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِي رِوَايَةِ اسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رَبُّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشَّرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَبُّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ -

৩৮২৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আমরুন নাকিদ (র) হাফস ইবন গিমাস (র) থেকে, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) একত্রে আবু মু'আবিয়া (রা) থেকে, আমরুন নাকিদ (র) আশ্কার ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন ফুযায়ল (র) থেকে এবং এরা প্রত্যেকেই আ'মাশ-এর সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তবে আশ্কার (র) থেকে আমরের বর্ণনায় ও মু'আবিয়ার থেকে আবু বকরের বর্ণনায় উম্মু মুবাশ্শির (রা)-এর নাম অতিরিক্ত এসেছে। আর ইবন ফুযায়লের বর্ণনায় যাদিদ ইবন হারিসার স্ত্রীর নাম সংযোজন করা হয়েছে। আর মু'আবিয়ার থেকে ইসহাকের যে বর্ণনা তাতে তিনি কখনও বা তার নাম ছাড়াই বর্ণনা করেন। আর এরা সকলেই নবী ﷺ থেকে ঐ রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে রূপ বর্ণনা করেছেন 'আতা' (র) আবু যুযায়র ও আমর ইবন দীনার (র)।

৩৮২৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا وَيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৩৮২৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ওবারী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দান স্বরূপ হবে।

৩৮৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَقِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لَأُمِّ مُبَشَّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৩৮৩০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা উম্মু মুবাশ্শির নামি এক আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, এ খেজুর গাছ কে লাগিয়েছে, কোন মুসলমান না কোন কাফির? তারা বলল, একজন মুসলমান। এরপর উপরে উল্লিখিত রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

## ২. بَابُ وَضْعِ الْجَوَانِحِ

২. অনুচ্ছেদ : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছেড়ে দেওয়া

২৮২১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا جَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ -

৩৮৩১. আবু তাহির ও মুহাম্মদ ইব্ন আক্বাদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি যদি তোমার অপর ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্যে বৈধ নয়। তোমার ভাইয়ের অর্থ বিনা অধিকারে কিভাবে গ্রহণ করবে?

২৮২২. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৩২. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮২৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لَأَنْسِرَ مَا زَهُوْهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ -

৩৮৩৩. ইয়াহইয়া ইব্ন আয্যুব, কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খেজুরের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। আমরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রং পরিবর্তন হওয়া বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, লাল রং বা মেটে লাল রং ধারণ করা। বল তো দেখি, আল্লাহ যদি ফল নষ্ট করে দেন তবে কোন অধিকারে তোমার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করতে পার?

২৮২৪. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُيَ قَالُوا وَمَا تَزْهِي قَالَ تَحْمَرُّ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ فَبِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ -



৩৮৩৪. আবু তাহির (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফলের রং পরিবর্তন হওয়ার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তারা বলল, রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল রং ধারণ করা। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ যদি ফল বিনষ্ট করে দেন তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে?

৩৮৩৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمَرْهَا اللَّهُ فَبِمِمْ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ -

৩৮৩৫. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যদি ফলের মধ্যে পূর্ণতা দান না করেন তাহলে কিভাবে তোমাদের একজন অপর ভাইয়ের অর্থ বৈধ করবে?

৩৮৩৬. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَأَبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِبِشْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَانِحِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْرِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا -

৩৮৩৬. বিশ্বর ইবনুল হাকাম, ইব্রাহীম ইবন দীনার ও আবদুল জব্বার ইবন আ'লা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য গ্রহণ না করতে নির্দেশ দান করেছেন। ইব্রাহীম (র) সুফিয়ানের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

### ৩. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدِّينِ

৩. অনুচ্ছেদ : ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করা মুস্তাহাব

৩৮৩৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفِرْأَمَانِهِ خَذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ -

৩৮৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তির খরিদকৃত ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক ঋণী হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে সাহায্য কর। লোকজন তাকে সাহায্য করল, কিন্তু ধান পরিশোধের পরিমাণ হল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাওনাদারদের বললেন, যা তোমরা পেয়েছ তা গ্রহণ কর; এর অতিরিক্ত আর পাবে না।



৩৮৩৮. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৩৮. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) ..... বুকাযর ইবনুল আশাজ্জ (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৩৯. وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوِضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا فَقَالَ آيْنَ الْمُتَالِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَهُ أَى ذَلِكَ أَحَبُّ -

৩৮৩৯. আমাদের একাধিক সাথী আমার নিকট ইসমাঈল ইবন আবু উয়ায়স (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা দরবার নিকটে দুই ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে ঝগড়া শুনতে পান। তাদের একজন অন্যজনের নিকট কোন এক বিষয়ে অব্যাহতি দেওয়ার ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করার আবেদন করছে। আর অপরজন বলছে যে, আল্লাহর শপথ! আমি তা করতে পারব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাদের দু'জনের কাছে গেলেন এবং বললেন, পুণ্যের কাজ না করার জন্যে আল্লাহর নামে শপথকারী কোথায়? একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। এরপর তিনি তার জন্যে এটাই পসন্দ করলেন।

৩৮৪০. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ -

৩৮৪০. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে একদা মসজিদের মধ্যে ইবন আবু হাদরাদ নামীয় এক ব্যক্তির নিকট স্বীয় প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করেন। উভয়ের আওয়ায উচ্চ হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে আওয়ায ঘর থেকে শুনতে পান এবং ঘরের পর্দা উঠিয়ে বাইরে তাদের নিকট চলে আসেন। তিনি কা'বকে ডাক দিলেন, হে কা'ব! তিনি বললেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় তাকে তার প্রাপ্য স্বর্ণের অর্ধভাগ ফ্রমা করে দিতে বললেন। কা'ব (রা) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও তার অবশিষ্ট পরিশোধ কর।

৩৮৪১. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَذْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّبَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَآخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا -

৩৮৪১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন আলী ইবন আবু হাদরাদের নিকট তার প্রাপ্য স্বর্ণের তাগাদা করেন। এরপর তিনি ইবন ওয়াহ্বের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, লায়স ইবন সা'দ (র) ..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবু হাদরাদ আসলামীর নিকট কিছু মাল পেতেন। তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জোর তাগাদা করেন। উভয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলেন এবং এক পর্যায়ে সোরগোল সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের কাছে এলেন এবং কা'বকে ডেকে হাতের ইশারায় বললেন, অর্ধেক। সুতরাং কা'ব (রা) স্বর্ণের অর্ধেক গ্রহণ করেন এবং অর্ধেক পরিত্যাগ করেন।

#### ৪- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

৪. অনুচ্ছেদ : বিক্রিত মাল দেউলিয়া ঘোষিত ক্রেতার নিকট পাওয়া গেলে বিক্রেতা তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে

৩৮৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ -

৩৮৪২. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন অথবা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত কোন লোকের

কাছে তার মাল অবিকলভাবে পায় কিংবা কোন মানুষের নিকট পায় যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে তবে সে তার মাল ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশী হকদার।

২৮৪৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيْمًا أَمْرِي فُلَسَ -

৩৮৪৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ ..... আবু রাবী ও ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ..... আবু বকর ইবন আবু শায়বা ..... ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে যুহায়র বর্ণিত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাদের মধ্যে কেবল ইবন রুমহ্ (র) তার বর্ণনায় বলেছেন- কোন ব্যক্তি দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে।

২৮৪৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُمَرَ وَابْنَ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْذَرُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَفْرِقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ -

৩৮৪৪. ইবন আবু উমর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, দেউলিয়া লোকের নিকট যদি কোন বস্তু পাওয়া যায় এবং স্থানান্তরিত না হয় তবে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর প্রাপক।

২৮৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بِشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بَعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

৩৮৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন লোকেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় তার আর লোক তার সম্পদ অবিকলভাবে তার কাছে পায়, তবে সে ব্যক্তিই উহার অধিক দাবীদার।



৩৮৪৬. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغَرَمَاءِ -

৩৮৪৬. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য এ বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে সে ব্যক্তিই অন্যান্য সকল পাওনাদারদের চেয়ে বেশী হকদার।

৩৮৪৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجُ مَنصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا -

৩৮৪৭. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খাল্ফ ও হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন লোক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, আর তার নিকট কোন ব্যক্তি তার বিক্রিত মাল অপরিবর্তিত অবস্থায় পায় তখন সে-ই তার অধিক দাবীদার।

## ৫. بَابُ فَضْلِ انْظَارِ الْمُغْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الْاِقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوسِرِ وَالْمُغْسِرِ

৫. অনুচ্ছেদ : গরীবকে সময় দেওয়ার ফযীলত এবং ধনীও গরীবের থেকে আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন

৩৮৪৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَنصُورُ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ أَنَّ حُدَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرُ قَالَ كُنْتُ أَدَايُنَ النَّاسَ فَأَمْرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا الْمُغْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزُوا عَنْهُ -

৩৮৪৮. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির রুহের সাথে ফিরিশতাগণ সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, বিশেষ কোন সৎকাজ তুমি করেছ কি? সে বলল, না। তারা বললেন, স্মরণ করে দেখ। সে বলল, আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম। তারপর অসচ্ছল ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিতাম। নবী ﷺ বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন : "ওকে ছেড়ে দাও।"



২৮৪৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِبْنِ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتُ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبِلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوِزُ عَنِ الْعُسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِی قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -

৩৮৪৯. আলী ইবন হুজর ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... রিবঈ ইবন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুয়ায়ফা (রা) ও আবু মাসউদ (রা) একত্রে মিলিত হন। হুয়ায়ফা (রা) বললেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কি সৎকাজ করেছ? সে বলল, আমি তেমন কোন সৎকাজ করিনি; তবে আমি একজন ধনী লোক ছিলাম। আমি মানুষের কাছে পাওনা চাইতাম এ ভাবে যে, সচ্ছলদেরকে সময় দিতাম আর গরীবদেরকে মাফ করে দিতাম। এরপর আল্লাহ নির্দেশ দিলেন : আমার বান্দাকে মাফ করে দাও। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই বলতে শুনেছি।

২৮৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فِيمَا ذَكَرَ وَإِمَّا ذَكَرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السُّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ فُغْفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৮৫০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হুয়ায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কোন ধরনের আমল করত? রাবী বলেন, এরপর সে স্বরণ করে বা তাকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সে বলল, আমি মানুষের সাথে কেনা-বেচা করতাম। দরিদ্র লোকদেরকে আমি সময় দিতাম এবং মুদ্রা বা অর্থ মাফ করে দিতাম এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

এরপর আবু মাসউদ (রা) বলেন, এরূপই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

২৮৫১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَنْ عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِّ أَتَيْتَنِي مَالِكَ فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خَلْقِي الْجَوَّازُ فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا

مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِى فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৮৫১. আবু সাসিদ আশাজ্জ (র) ..... ছায়াফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর সমীপে তাঁর এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হয়, যাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? রাবী বলেন, আর আল্লাহর নিকট কেউ কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। সে বলল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ আমাকে দান করেছিলেন। আমি মানুষের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। সুতরাং সচ্ছল ব্যক্তির সহিত আমি সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম আর গরীবকে সময় দিতাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন : এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিকযোগ্য। তোমরা আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।

উক্বা ইবন আমির জুহানী ও আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এরূপই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছি।

২৮৫২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يَوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ -

৩৮৫২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার ভাল আমল পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই দরিদ্র লোকদের মাফ করে দেওয়ার জন্যে সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বললেন : এ ব্যাপারে আমরা তার চেয়ে অধিকযোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।

২৮৫৩. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَافِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

৩৮৫৩. মানসূর ইব্ন আবু মুযাহিম ও মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ইব্ন যিয়াদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক লোক মানুষের সাথে লেন-দেন করত। সে তার গোলামকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবগ্রস্তের কাছে যাবে তখন তাকে ক্ষমা করে দিবে। হয়ত আল্লাহ আমাদেরও ক্ষমা করে দিবেন। এরপর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হল। আর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

৩৮৫৪. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عْتَبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩৮৫৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

৩৮৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ -

৩৮৫৫. আবুল হায়সাম খালিদ ইব্ন খিদাশ ইব্ন আজলান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু কাতাদা (রা) একবার তার এক ঋণ গ্রহীতাকে খোঁজ করেন। সে তার থেকে আত্মগোপন করছিল। পরে তিনি তাকে পেয়ে যান। সে বলল, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বললেন, আল্লাহ শপথ! সে বলল, আল্লাহর শপথ। তিনি বললেন, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে যেন মুক্তি দিক সে যেন ঋণগ্রস্ত অক্ষম লোকের সহজ ব্যবস্থা করে কিংবা ঋণ মওকুফ করে দেয়।

৬. بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَإِسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

৬. অনুচ্ছেদ : সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা হারাম। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্যের উপর দেওয়া বৈধ এবং তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব

৩৮৫৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

৩৮৫৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা অত্যাচারের শামিল। তোমাদের কারো প্রতি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব দিলে সে যেন তা গ্রহণ করে।



২৮৫৭. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৮৫৭. আবু তাহির (র) ..... আযুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮৫৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৫৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৭. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَاءِ وَتَحْرِيمِ مَنَعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

৭. অনুচ্ছেদ : মাঠে অবস্থিত পানি যা চারণ ভূমির কাজে লাগে এ পানির প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা অবৈধ এবং তা ব্যবহারে বাধা দেওয়া অন্যায়। আর যাড় দ্বারা পালা দিয়া মজুরী গ্রহণ করা হারাম

২৮৫৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ -

৩৮৫৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২৮৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْحَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ -

৩৮৬০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন; উট দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে এবং চামের ও জমির বিনিময়ে পানি বিক্রি করতে। এগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

২৮৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ -



৩৮৬১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহারে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। কারণ এর দ্বারা ঘাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে।

২৮৬২. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَاءَ -

৩৮৬২. আবু তাহির ও হারমালা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি তোমরা বন্ধ করে রেখ না। কারণ এর দ্বারা তোমরা ঘাস উৎপাদন বন্ধ করে ফেলবে।

২৮৬৩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَصَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ -

৩৮৬৩. আহমাদ ইবন উসমান নাওফলী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মজনা খাস বিক্রির ফন্দিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না।

## ৪. بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَاغِي وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ السُّنُورِ

৮. অনুচ্ছেদ : কুকুরের মূল্য, গণকের গণনা কাজের মজুরী ও ব্যভিচারিনীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ

২৮৬৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْإِنصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَاغِي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

৩৮৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিনীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২৮৬৫. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ -

৩৮৬৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহু (র) লায়স ইবন সা'দ (র) থেকে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) থেকে এবং তাঁরা উভয়ে যুহুরী (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ইবন রুমহের বর্ণনায় লায়স (র) আবু মাসউদ (রা) থেকে শ্রবণ করেন।

২৮৬৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ -

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, গুরুতরতম উপার্জন বেশ্যা বৃত্তির উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য আর রক্ত মোক্ষণকারীর আয়।<sup>১</sup>

২৮৬৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ -

৩৮৬৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিনীর ব্যভিচারের আয় নিকৃষ্ট এবং রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন নিকৃষ্ট।

২৮৬৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৬৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইয়াহুইয়া ইবন কাসীর (র)-এর সূত্রে এই হাদীস উক্ত রূপে বর্ণনা করেন।

২৮৬৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৬৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৭০- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنُورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ -

৩৮৭০. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... আবু যুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) -এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।

৯. **بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ**

৯. অনুচ্ছেদ : কুকুর হত্যার আদেশ ও তা রহিত হওয়ার বর্ণনা এবং শিকার করা অথবা ক্ষেত পাহারা বা জীবজন্তু পাহারা বা এ জাতীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে পাহারা বা এ জাতীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা

৩৮৭১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ -

৩৮৭১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে আদেশ করেছেন।

৩৮৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ -

৩৮৭২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি মদীনার চারপাশে লোক প্রেরণ করলেন যে, কুকুর হত্যা করা হোক।

৩৮৭৩. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أُمِّيَّةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَتَتَبَعْتُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدْعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنُقْتَلُ كَلْبَ الْمُرِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتَّبِعُهَا -

৩৮৭৩. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে হুকুম দিতেন। অতঃপর মদীনার অভ্যন্তরে ও তার চারপাশের কুকুর ধাওয়া করা হত। আর কোন কুকুরই আমরা না মেরে ছেড়ে দিতাম না। এমন কি বেদুইনদের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সাথে যে কুকুর থাকত তাও আমরা হত্যা করতাম।



৩৮৭৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْأَكْلَبِ صَيْدٍ أَوْ كَلْبٍ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبٍ زَرَعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ زُرْعًا.

৩৮৭৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করতে হুকুম দিয়েছেন। তবে শিকারী কুকুর, বকরী পাহারা দানের কুকুর অথবা অন্য জীবজন্তু পাহারা দেওয়া কুকুর ব্যতীত। অতঃপর ইবন উমরের নিকট বলা হল যে, আবু হুরায়রা (রা) তো ক্ষেত পাহারার কুকুরের কথাও বলে থাকেন। ইবন উমর (রা) বললেন, আবু হুরায়রার ক্ষেত আছে।

৩৮৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

৩৮৭৫. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালফ ও ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর কোন বেদুঈন নারী কুকুরসহ আগমণ করলে আমরা তাও হত্যা করে ফেলতাম। পরে নবী ﷺ তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, চোখের উপর সাদা দুই টিকা বিশিষ্ট ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কুকুর তোমরা হত্যা কর, কেননা উহা হল শয়তান।

৩৮৭৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرَفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بِهِمْ وَبِالْ كِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

৩৮৭৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ..... ইবন মুগাফিল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। পরে তিনি বলেছেন, এদের এবং কুকুরের কি অবস্থা হল! অতঃপর শিকারী কুকুর ও বকরীর পাল পাহারার ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেন।

৩৮৭৭. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبٌ



بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى وَرَخَّصَ فِي الْكَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ -

৩৮৭৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... ও'বা (র) থেকে উক্তরূপে বর্ণনা করেন এবং ইব্ন হাতিম ইয়াহুইয়া (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলেন, “এবং তিনি অনুমতি দিয়েছেন বকরীর পাল পাহারার, শিকারী এবং ক্ষেত্র পাহারার কুকুরের ক্ষেত্রে।”

৩৮৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৭৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা গৃহপালিত জীব জন্তু পাহারা দানের জন্যেও নয় কিংবা শিকার করার জন্যেও নয় তাহলে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত কমতে থাকবে।

৩৮৭৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৭৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... সালিম (র) তাঁর পিতার থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গৃহপালিত পশুর পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে।

৩৮৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৮০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, ইয়াহুইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জীবজন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে প্রতিদিন তার আমল থেকে দু'কিরাত করে কম হতে থাকবে।

৩৮৮১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَةَ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ -

৩৮৮১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া আয্বাব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (রা)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারার কুকুর বা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমে যাবে। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, “কিংবা ক্ষেত পাহারার কুকুর”।

৩৮৮২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ -

৩৮৮২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... সালিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা গৃহপালিত পশু পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দু'কিরাত করে কমে থাকবে। সালিম (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলতেন-“কিংবা ক্ষেত পাহারার কুকুর”। আর তিনি ছিলেন ক্ষেতের মালিক।

৩৮৮৩. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا أَهْلٍ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ -

৩৮৮৩. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র) .... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ঘরের মালিক জীব জন্তু পাহারার কুকুর বা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে প্রতিদিন তার আমল থেকে দু'কিরাত করে কমে থাকবে।

৩৮৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَالْأَفْطُ لَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ -

৩৮৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষেত কিংবা বকরীর পাল পাহারার কুকুর অথবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর রাখবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে এক কিরাত করে কমে থাকবে।

৩৮৮৫. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ

بِكَبِّ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قَيْرَاطَانِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ وَلَا أَرْضٍ -

৩৮৮৫. আবু তাহির ও হারমালা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা শিকারী কিংবা জীবজন্তু পাহারার জন্যে নয়, তবে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে। আর আবু তাহিরের বর্ণনায় “ক্ষেত পাহারার জন্যে” কথাটি নেই।

২৮৮৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قَيْرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ -

৩৮৮৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারার অথবা শিকারী অথবা ক্ষেত পাহারার কুকুর ভিন্ন অন্য কুকুর রাখবে, তার সাওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমে যাবে।

যুহরী (র) বলেন, ইব্ন উমরের নিকট আবু হুরায়রার কথাটি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ আবু হুরায়রার প্রতি রহমত করুন! তিনি ছিলেন একজন কৃষক।

২৮৮৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قَيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ -

৩৮৮৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমতে থাকবে, তবে ক্ষেত পাহারার কিংবা জীবজন্তু পাহারার কুকুর ব্যতীত।

২৮৮৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৮৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

২৮৮৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -



৩৮৮৯. আহমাদ ইবন মুনযির (র) ..... ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

২৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ -

৩৮৯০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর রাখবে যা শিকারী অথবা বকরীর পাল পাহারা দানের জন্য নয় তা হলে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কি'রাত করে কমতে থাকবে।

২৮৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنْوَاءَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يَغْنَى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا صَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ -

৩৮৯১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... সুফিয়ান ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন শানু'আহ গোত্রের লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করবে যা তার ক্ষেতের বা জীবজন্তু পাহারার কাজে লাগে না, তবে প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কি'রাত পরিমাণ কমতে থাকে। রাবী বললেন, আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই মসজিদের মালিকের শপথ।

২৮৯২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنْبَلِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৯২. ইয়াহইয়া ইবন আযুয, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) .... সাযিব ইবন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাদের নিকট একবার সুফিয়ান ইবন আবু যুহায়র আশ-শানায়্য প্রতিনিধি হয়ে আগমন করেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উপরের অনুরূপ।

## ১. بَابُ حِلِّ أَجْرَةِ الْحَجَّامَةِ -

১০. অনুচ্ছেদঃ শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল

২৮৯৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنُونُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ



حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خُرَاجِهِ وَقَالَ  
إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ -

৩৮৯৩. ইয়াহইয়া ইব্ন আযুব, কুতায়বা ও আলী ইব্ন হজর (র) ..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট শিংগা বৃন্তির উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিংগা (নিজ শরীরে) লাগিয়েছেন। আবু তায়বা তাকে শিংগা দিয়েছে। তিনি তাকে দু'সা' খাদ্য বস্তু দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে আলোচনা করেন। এতে তারা তার উপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন : তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিংগা তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) ইহা তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।

২৮৯৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ عَنْ  
كَسْبِ الْحِجَامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ  
الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صَبْيَانَكُمْ بِالْغَمْرِ -

৩৮৯৪. ইব্ন আবু উমর (র) ..... হুমায়দ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট শিংগা বৃন্তির মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। অতঃপর তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তাছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিংগা লাগানো এবং 'কুসতুল বাহরী' ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। অত্রএব তোমরা তোমাদের শিশুদের কণ্ঠনালী দাবিয়ে দিয়ে কষ্ট দিও না।

২৮৯৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ  
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا حَجَمًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مَدًّا أَوْ  
مَدِينٍ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخَفَّفَ عَنْ صَرِيئَتِهِ -

৩৮৯৫. আহমাদ ইব্ন হাসান ইব্ন খিরাশ (র) ..... হুমায়দ (র)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ আমাদের একজন শিংগা বৃন্তিজীবী বালককে ডেকে পাঠান। সে তাঁর শরীরে শিংগা লাগায়। অতঃপর তিনি তাকে এক সা' অথবা এক মদ বা বা দু'মদ পরিমাণ পরিশোধ করতে আদেশ করেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তার উপর থেকে কর-হাস করে দেওয়া হয়।

২৮৯৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ  
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْرَزُمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَى -

৩৮৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার মজুরী প্রদান করেছেন এবং তিনি নাকে ঔষধ ঢেলে ব্যবহার করেছেন।

২৮৯৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَالْأَفْطُ لِعَبْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ لَيْلَى بَيَاضَةً فَأَعْطَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَةً فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৩৮৯৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু বায়াদা এর একটি গোলাম নবী ﷺ-কে শিংগা লাগায়। নবী ﷺ তাকে মজুরী প্রদান করেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করেন। এত সে তার উপর থেকে ধার্যকৃত দৈনিক মজুরীর হার হ্রাস করে দেয়। যদি তা হারাম হতো তা হলে নবী ﷺ তাকে দিতেন না।

## ১১- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

১১. অনুচ্ছেদ : মদ বিক্রি করা হারাম

২৮৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُغَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِيعْهُ وَلْيَتَنَفَّعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا -

৩৮৯৮. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদীনায় খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা মদের প্রতি ইঙ্গিত (নিষেধ) দিচ্ছেন। হয়তো এ ব্যাপারে তিনি শীঘ্রই কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করবেন। সুতরাং কারো নিকট এর কিছু থাকলে সে যেন তা বিক্রি করে দেয় এবং কাজে লাগায়। রাবী বলেন, অল্প কয়েক দিন পরেই নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌঁছবে এবং তার নিকট এর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রি না করে। রাবী বলেন, তখন যাদের নিকট তা ছিল, তা নিয়ে তারা মদীনার রাস্তায় নেমে আসল এবং ঢেলে দিল।

২৮৯৯. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبْيَانِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْيِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمْرَتُهُ بِبَيْعِنَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا -

৩৮৯৯. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও আবু তাহির (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ওয়ালাতা আস সাবাই মিস্রী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আস্রুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক মশক শরাব হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি জান না যে, আল্লাহ উহা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানাকানি করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে গোপনে কী বললে? সে বলল, আমি তাকে ইহা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি ইহা পান করা হারাম করেছেন। তিনি ইহার বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, এরপর সে মশকের মুখ খুলে দিল এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল।

২৯০০. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلُهُ -

৩৯০০. আবু তাহির (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯০১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ أُخْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنْ التَّجَارَةِ الْخَمْرِ -

৩৯০১. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো লোকদের পড়ে শোনান। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।



২৯.২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

৩৯০২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার সুদ সম্পর্কীয় শেষের আয়াতগুলো নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দিকে বের হয়ে আসেন এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

## ১২- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

১২. অনুচ্ছেদ : মদ, মৃতজন্তু, মূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম

২৯.২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ -

৩৯০৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় অবস্থান কালে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন মদ, মৃতজন্তু, মূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা। তখন জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল! মৃতজন্তুর চর্বি সম্পর্কে নির্দেশ কি? কেননা ইহা নৌকায় লাগান হয়, চামড়ায় মালিশ করা হয় এবং মানুষ ইহা দ্বারা আগুন জ্বালায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, তা হারাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ ইহা হুদী জাতিকে তখনই ধ্বংস করেছেন, যখন আল্লাহ তাদের মৃতের চর্বি হারাম করেন আর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করেছে এবং তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

২৯.৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ



حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

৩৯০৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছরে হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি।

৩৯.৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاغَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلِ اللَّهَ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا -

৩৯০৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল যে, সামুরা (রা) মদ বিক্রি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ সামুরার সর্বনাশ করুক। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ ইয়াহুদী জাতির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। এরপর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

৩৯.৬. حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯০৬. উমায়্যা ইবন বিস্তাম (র) ..... আমর ইবন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত রূপ বর্ণিত।

৩৯.৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَآكَلُوا ثَمَانَهَا -

৩৯০৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহ ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন! তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন, তারপর তারা তা বিক্রি করে মূল্য ভক্ষণ করেছে।

৩৯.৮. حَدَّثَنِي حَرْحَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحْمَ فَبَاعُوهُ وَآكَلُوا ثَمَنَهُ -

৩৯০৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ইয়াহুদী জাতিকে ধ্বংস করুক। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছে, তারপর তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

## ১২. بَابُ الرِّبَا

১৩. অনুচ্ছেদ : সুদ

৩৯০৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ -

৩৯০৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, উহার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশী করো না। আর রূপার বিনিময় রূপা সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করো না এবং উহার এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা বেশী করো না। আর উহার কোনটিকেই নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।

৩৯১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعُ مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأَذْنَيْهِ فَقَالَ أَبْصُرْتَ عَيْنَايَ وَسَمِعْتَ أذْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِرٍ إِلَّا بَيْدٍ -

৩৯১০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) ..... নাফি' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, লায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে বলল যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইহা বর্ণনা করেছেন : কুতায়বার বর্ণনা অনুযায়ী এরপর আবদুল্লাহ নাফি'কে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। আর ইব্ন রুমহ'র বর্ণনা মতে নাফি' (র) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (র) চলে গেলেন, আমিও লায়সী গোত্রের লোকটি আমাকে জ্ঞানিয়েছে যে,

আপনি এ কথা প্রচার করছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার বিনিময়ে রূপা সমতার পরিমাণ ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তদ্রূপ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণের সমতা ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন আবু সাঈদ (রা) আপন আঙ্গুলি দ্বারা তাঁর চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার চক্ষুদ্বয় দেখেছে ও কর্ণদ্বয় শুনেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে যে, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না, সমান সমান পরিমাণ ব্যতীত। আর তোমরা উহার এক অংশকে অন্য অংশ অপেক্ষা বেশী করো না এবং হাতে হাতে ব্যতীত নগদে বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।

২৯১১- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بَنِي حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৯১১. শায়বান ইবন ফাররুখ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে নবী ﷺ-এর হাদীসে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৯১২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَذْهَبَ بِالْمَذْهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ -

৩৯১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না ওয়ন ও পরিমাণ সমান সমান হওয়া ব্যতিরেকে।

২৯১৩- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ -

৩৯১৩. আবু তাহির, হাক্কান ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইবন ঈসা (র) ..... উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এক দীনারকে দুই দীনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না।

২৯১৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بَنِ الْحَدَّثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدِّرَاهِمَ



فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اتَيْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطُكَ وَرَقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا الْإِهَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا الْإِهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا الْإِهَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا الْإِهَاءَ وَهَاءَ -

৩৯১৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) ..... মালিক ইবন আউস ইবন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা বলতে বলতে অগ্রসর হলাম যে, দিরহাম বিনিময় করতে পারে এমন কে আছে? তখন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নিকটেই ছিলেন- তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদেরকে দেখাও এবং তুমি পরে এসো। আমাদের খাদিম যখন আসবে তখন তোমার রৌপ্য দিয়ে দিব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন : কখনও নয়; আল্লাহর শপথ, হয় তুমি তার দিরহাম এখনই প্রদান কর অন্যথায় তার স্বর্ণ তাকে ফেরৎ দাও। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ বিক্রি না হলে সুদ হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সুদ হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ না হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ বিক্রি না হলে তাও সুদে পরিণত হবে।

৩৯১৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৯১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৯১৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ قُلْتُ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَ أَخَانَا حَدِيثَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيْمَا غَنِمْنَا آتِيَةً مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ الْأَسْوَاءُ بِالسَّوَاءِ عَيْنًا بَعِيْنٌ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنُصَحِّبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ



بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ زَعَمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ -

৩৯১৬. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরা (র) ..... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তথায় মুসলিম ইবন ইয়াসারও ছিলেন। এমন সময় আবুল আশ'আশ আগমন করলেন। তাঁরা বলল, আবুল আশ'আস, আমিও বললাম, আবুল আশ'আস (এসেছেন)। অতঃপর তিনি বসলেন : আমি তাঁকে বললাম, আমাদের ভাইদের নিকট উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর হাদীসটি শোনান। তিনি বসলেন, আচ্ছা আমরা একবার এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। মু'আবিয়া (রা) ছিলেন সেনাপতি। প্রচুর পরিমাণ গনীমত আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের এই গনীমতের মধ্যে রূপার এটা পাত্রও ছিল। মু'আবিয়া (রা) উহা লোকদের বেতন-ভাতার বিনিময়ে বিক্রি করার জন্যে একজনকে আদেশ দান করেন। লোকজন এ ব্যাপারে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করল। উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিষেধ করতে শুনেছি- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবন বিক্রি করতে, পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ ব্যতিরেকে। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের কাজ কারবার করল। এরপর লোকজন যা কিছু নিয়েছিল তা ফেরত দিল এবং মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দিল। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, মানুষের একি আবস্থা হল, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেন যা আমরা তাঁর থেকে শুনি নাই অথচ আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতাম এবং তাঁরই সান্নিধ্য লাভ করতাম। এরপর উবাদা (রা) দাঁড়ালেন এবং বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব, যদিও মু'আবিয়া (রা) তা অপসন্দ করেন অথবা বলেছেন যে, যদিও মু'আবিয়া তাতে দুঃখিত হন। আমি পরোয়া করি না যে, তাঁর বাহিনীতে এক কালো রাত্র না থাকি। হাম্মাদ (র) বলেন, তিনি এ কথাই বলেছেন কিংবা এর অনুরূপ কিছু।

৩৯১৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ -

৩৯১৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর (র) ..... আয়্যুব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ -

৩৯১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবন লবনের বিনিময়ে সমান সমান সম্পরিমাণ ও হাতে হাতে হতে (নগদ) হবে। অবশ্য এই দ্রব্যগুলো যদি একটা অপরটার সাথে বিনিময় হয় (অর্থাৎ পণ্য এক জাতীয় না হয়) তোমরা যেকোন ইচ্ছা বিক্রি করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়।

৩৯১৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ -

৩৯১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে। এরপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রদান করে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তবে তা সুদে পরিণত হবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে সম্পর্কীয় ভুক্ত হবে।

৩৯২০. حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৩৯২০. আমরুন নাকিদ (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান হতে হবে। অতঃপর উপরের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯২১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَمَّا أَخْلَفَتْ أَلْوَانُهُ -

৩৯২১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ও ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব ও লবনের বিনিময়ে লবন সম পরিমাণ ও হাতে হাতে হতে হবে। কেউ যদি বেশী দেয় বা বেশী নেয় তবে সুদ হবে। তবে যদি এর শ্রেণী পরিবর্তন হয়। (তবে কম বেশী জায়য হবে)।

৩৯২২. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَارِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بَيِّدًا -

৩৯২২. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ফুযায়ল ইবন গাযওয়ান (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত। তবে তিনি “হাতে হাতে” কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

৩৯২৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً -

৩৯২৩. আবু কুরায়ব ও ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এক প্রকার ওযনে ও পরিমাণে এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য একই প্রকার ও পরিমাণ সমান সমান করতে হবে। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে, তা সুদ হবে।

৩৯২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالْدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا -

৩৯২৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কানাবী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার, উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশী হতে পারবে না এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশী হতে পারবে না।

৩৯২৫. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلُهُ -

৩৯২৫. আবু তাহির (র) ..... মুসা ইবন আবু তামীম (র) এর সনদে উপরোক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৯২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرَقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحِجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بَعَثَهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَاتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بَيِّدًا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبَاً وَأَتَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمَ تِجَارَةً مِنِّي فَاتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ -



৩৯২৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) ..... আবুল মিনহাল (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক শরীক মওসুম পর্যন্ত বা হজ্জ পর্যন্ত কিছু রূপা বাকীতে বিক্রি করে। অতঃপর সে আমার কাছে আসে এবং আমাকে জানায়। আমি বললাম, এ কাজটি ঠিক হয় নাই। সে বলল, আমি ইহা বাজারে বিক্রি করেছি এবং কেউ আমাকে এ থেকে নিষেধ করে নাই। এরপর আমি বারা ইব্ন আযিব (রা) নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যখন মদীনায়ে আগমন করেন, তখন আমরা এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তিনি বললেন, যদি নগদ নগদ হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই, আর যদি বাকীতে হয় তবে সুদ হবে। তুমি যাদিদ ইব্ন আরকামের (রা) নিকট যাও, যেহেতু তিনি আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন।

৩৯২৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا -

৩৯২৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আযবরী (র) ..... আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিবকে সার্বফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যাদিদ ইব্ন আরকামকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তিনি অধিক বিজ্ঞলোক। এরপর উভয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯২৮. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْغَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا يَدًا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ -

৩৯২৮. আবুর রাবী আতাকী (র) ..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ও স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে নিষেধ করেছেন এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন, যে ভাবে আমরা চাই এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় করতে যেকোনো আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, হাতে হাতে। লোকটি বলল, এরূপই আমি শুনেছি।

৩৯২৯. حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -



৩৯২৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, অতঃপর উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯৩০. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءُ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تَبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنَزَعَهُ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا يَوْزَنُ -

৩৯৩০. আবু তাহির, আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহু (র) ..... ফুযালা ইব্ন উবাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরে আবস্থানকালে তাঁর নিকট গনীমতের একটা হার উপস্থিত করা হয়। উহাতে পুতি ও স্বর্ণ লাগান ছিল। হারটি বিক্রি হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হারের সাথে লাগান স্বর্ণের ব্যাপারে আদেশ দান করেন। অতঃপর কেবল উহাকেই আলাদা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওয়নে বিক্রি করতে হবে।

৩৯৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصُّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَبَاعُ حَتَّى تَفْضَلَ -

৩৯৩১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ফুযালা ইব্ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার দিবসে বার দীনার এর বিনিময়ে একটি হার ক্রয় করি। উহাতে স্বর্ণ ও পুতি ছিল। এরপর আমি তা আলাদা করলাম এবং বার দীনারের চেয়ে অধিক পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বিষয়টি আমি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আলাদা না করে বিক্রি করা যাবে না।

৩৯৩২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯৩২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ..... সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে উক্ত রূপ বর্ণিত।

৩৯৩৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنْشُ الصُّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ تَبَاعُ الْيَهُودُ الْوُقَيْةَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزَنًا يَوْزَنُ -

৩৯৩৩. কুতায়বা (র) ..... ফুযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। ইয়াহুদীদের সাথে এক উকিয়া স্বর্ণ দুই বা তিন দীনারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : স্বর্ণের সম ওয়ন ব্যতিরেকে বিক্রি করো না।

৩৯৩৪. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْفَرِيِّ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعْفَرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةِ فَطَارَتْ لِيْ وَلِإِصْحَابِيْ قِلَادَةٌ فِيْهَا ذَهَبٌ وَوَرَقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ أَنْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِيْ كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِيْ كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذْ مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ -

৩৯৩৪. আবু তাহির (র) ..... হানাশ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে ফুযালা ইবন উবায়দের সঙ্গে ছিলাম। আমার ও আমার সাথীদের অংশে একটি হার আসে যার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও জাওহার খচিত ছিল। আমি উহা খরিদ করে রাখতে ইচ্ছা করলাম। তাই ফুযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এর স্বর্ণ আলাদা করে এক পাল্লায় রাখ আর তোমার স্বর্ণ অন্য পাল্লায় রাখ এবং সমপরিমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন সমপরিমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ না করে।

৩৯৩৫. حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَنْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ -

৩৯৩৫. হারুন ইবন মা'রুফ ও আবু তাহির (র) ..... মা'মার ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সা' গমসহ তার গোলামকে পাঠিয়ে দেন এবং বলে দেন যে, ইহা বিক্রি করে তা দিয়ে যব কিনে আন। গোলাম চলে যায় এবং এক সা' ও সা'য়ের কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করে। যখন সে মা'মারের নিকট উপস্থিত হল এবং যখন তাকে এ বিষয়ে অবহিত করলো মা'মার (র) তাকে বলল, তুমি এরূপ কেন করেছ? পুনরায় যাও ও তাকে ফেরৎ দাও, সহপরিমাণ ব্যতীত কিছুতেই গ্রহণ করবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান হতে হবে। আর ঐ সময়ে যব ছিল আমাদের খাদ্য। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ইহা তো উহার অনুরূপ নয়। তিনি বললেন, অনুরূপ হওয়ার আশংকা আমি বোধ করছি।

৩৭২৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَابِنِي عِدَى الْأَنْصَارِيِّ فَاِسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَكُلْتَ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيَعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ -

৩৯৩৬. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, আনসারদের আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারে আমিল নিযুক্ত করেন। সে জানীব জাতীয় খেজুর নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সমস্ত খেজুরেই কি এই ধরনের? সে বলল, না; আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মিশ্রিত খেজুরের দুই সা'-এর বিনিময়ে এক সা' খরিদ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না বরং সমান সমানভাবে করো অথবা একটা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে অন্যটা খরিদ করিও, অনুরূপভাবে ওয়নের ক্ষেত্রেও।

৩৭২৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْتَ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا -

৩৯৩৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের আমিল নিযুক্ত করেন। সে জানীব শ্রেণীর খেজুর নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : খায়বারের সমস্ত খেজুর কি এই শ্রেণীর? সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, এরূপ নয়। আমরা এই শ্রেণীর এক সা' দুই সা'-র বিনিময়ে এবং দুই সা' তিন সা'-র বিনিময়ে খরিদ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না। মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো। তারপর দিরহামের বিনিময়ে জানীব খরিদ করো।

৩৭২৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي



كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَاثِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ  
بَرْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيٌّ فَبِيعْتُ مِنْهُ  
صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ  
وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِبْهُ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِي  
حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ -

৩৯৩৮. ইসহাক ইবন মানসূর, মুহাম্মদ ইবন সাহল তামীমী ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীনী জাতীয় খেজুর নিয়ে বিলাল (রা) আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোথেকে এনেছ? বিলাল (রা) বলল, আমাদের নিকট নিম্ন শ্রেণীর খেজুর ছিল আমি তা থেকে দু'সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি, নবী ﷺ-কে খাওয়ানোর জন্যে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : হায় আফসোস! এতো প্রত্যক্ষ সুদ, এরূপ করো না, বরং যখন তুমি খেজুর ক্রয় করতে চাও, তখন এটাকে বিক্রি কর, তারপর এর মূল্য দ্বারা খরিদ করো। ইবন সাহল (র) তাঁর বর্ণনায় 'তখন' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

২৯৩৯. حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قُرْظَةَ  
الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا  
التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الرَّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بَيْعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرَوْا لَنَا مِنْ هَذَا -

৩৯৩৯. সালামা ইবন শাবীব (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু খেজুর আনা হয়। তিনি বললেন, আমাদের খেজুর অপেক্ষা এই খেজুর তো খুবই উত্তম। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের দু'সা' খেজুর এর এক সা'র বিনিময়ে বিক্রি করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ তো সুদ। এ ফেরৎ দাও, তারপর আমাদের খেজুর বিক্রি কর এবং এই জাতীয় খেজুর আমাদের জন্যে খরিদ কর।

২৯৪০. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ  
أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ  
الْخِلَاطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا صَاعِي  
تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا ذَرَاهِمَ بِدِرْهَمَيْنِ -

৩০৪০. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে মিশ্রিত খেজুর আমাদের দেওয়া হত আর তা হচ্ছে মিশ্রিত খেজুর। আমরা এর দু'সা' এক সা'র বিনিময়ে



বিক্রি করতাম, এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। তিনি বললেন, দু'সা' খেজুর এক সা'র বিনিময়ে, দু'সা' গম এক সা'র বিনিময়ে এবং দু' দিরহাম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা জাযিয় নয়।

৩৯৬১- حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَبَّاسٌ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَبَّاسٌ بِهِ قَالَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمْوَهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فَتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرٍ أَرْضِينَا قَالَ كَانَ فِي تَمْرٍ أَرْضِينَا أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضَعُفْتُ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا إِذَا رَأَيْتَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِيعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ -

৩৯৬১. আমরুন নাকিদ (র) ..... আবু নাদরা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, নগদ নগদ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এতে কোন আপত্তি নেই। অতঃপর আমি সাঈদকে জানালাম এবং বললাম, আমি ইব্ন আব্বাসের নিকট সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, নগদ নগদ? আমি বলেছি, হাঁ। তিনি বলেছেন, আমি শীঘ্রই তাকে লিখে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি আর তোমাদেরকে এ ফাতওয়া দিবেন না। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! কতিপয় যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু খেজুর নিয়ে আসে। সে বলল, ইহা আমাদের দেশের খেজুরের মধ্যে অথবা আমাদের এ বছরের খেজুরের মধ্যে কিছুটা খারাপ ছিল। অতঃপর আমি এটা গ্রহণ করি এবং কিছুটা বৃদ্ধি করি। তিনি বললেন, বেশী দিয়েছ তো সুদ প্রদান করেছ, এর কাছেও যেয়ো না। যখন তোমার খেজুরের মধ্যে কোন খেজুর খারাপ পরিলক্ষিত হবে তখন তা বিক্রি করে দিও, পরে যে খেজুর পছন্দ করো তা খরিদ কর।

৩৯৬২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَأَنَّى لِقَاعِدُ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رَبًّا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ صَاحِبٌ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنْ سِعَرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعَرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِيعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ

فَالْتَمَرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رَبًّا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَاتَّيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَتَنَاهَنِ  
وَلَمْ أَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ -

৩৯৪২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু নাদরা (রা)-এ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট বায়-এ সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তারা এতে কোন দোষ মনে করেন নি। পরবর্তীকালে একবার আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার নিকট সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যা অতিরিক্ত হবে তা সুদ। কিন্তু তাদের দু'জনের মতের কারণে আমি এর প্রতিবাদ করলাম। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছি তাই তোমার কাছে বর্ণনা করছি। একদা তাঁর নিকট খেজুরের বাগানের এক মালিক এক সা' উৎকৃষ্ট খেজুর নিয়ে আসে। আর নবী ﷺ-এর খেজুরের ও এই শ্রেণীরই ছিল। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ তুমি কোথায় পেলে? সে বলল, আমি দু'সা' নিয়ে বাজারে যাই এবং তার বিনিময়ে এই এক সা' ক্রয় করি। কেননা বাজারে এটার মূল্য এতো এবং ওটার মূল্য এতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আফসোস তোমার প্রতি, তুমি সুদের কারবার করেছ। যখন তুমি একরূপ করতে চাও, তখন তোমার খেজুর কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। পরে তোমার বস্তুর বিনিময়ে যে প্রকার খেজুর চাও কিনে নিবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সুদ হওয়ার অধিক যোগ্য নাকি রৌপ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত রৌপ্য সুদ হওয়ার বেশী যোগ্য। রাবী বলেন, পরবর্তী কালে আমি ইবন উমর (রা)-এর নিকট এসেছি এবং তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন। আর আমি ইবন আব্বাসের কাছে যাই নি। রাবী বলেন, আবুস সাহবা (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ ব্যাপারে ইবন আব্বাসের কাছে মক্কায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি তা অপসন্দ করেছেন।

২৭৬২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهُمُ بِالدِّرْهُمِ مِثْلًا بِمِثْلِ مَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ -

৩৯৪৩. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইবন আবু উমর (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম সমান সমান হওয়া চাই। যে অধিক দিবে বা অধিক নিবে সে সুদের লেনদেন করল। আমি তাকে বললাম, ইবন আব্বাস (রা) তো অন্য কিছু বলে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি এই যা বলছেন, তা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি



রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইহা শুনি নাই এবং আল্লাহর কিতাবেও পাই নি বরং উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : বাকী বিক্রয়েই হয় সুদ।

৩৯৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ -

৩৯৪৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবু উমর (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) জানিয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : সুদ কেবল বাকীতে হয়।

৩৯৪৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُقَّانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَارِبَا فِيمَا كَانَ يَدَا بَيْدٍ -

৩৯৪৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও মাহম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নগদ বিক্রিতে সুদ নেই।

৩৯৪৬. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِجْلُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ -

৩৯৪৬. হাকাম ইব্ন মুসা (র) ..... আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন, 'সারফ' সম্পর্কে আপনার যে মত, তার কিছু কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, না কি আল্লাহর কুরআনে কিছু পেয়েছেন? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, কোনটিই আমি বলছি না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তো আপনারা অধিক অবগত এবং আল্লাহর কিতাবেও তা আমি জানি না। বরং উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুদ বাকীতেই হয়।

৩৯৪৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلُهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نَحْدُثُ بِمَا سَمِعْنَا -

৩৯৪৭. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন সুদ খোরের প্রতিও সুদ প্রদানকারীর প্রতি। রাবী বলেন, আমি বললামঃ এর লেখকের প্রতি ও সাক্ষীদের প্রতিও। তিনি বললেন, আমরা কেবল তাই বর্ণনা করি যা আমরা শুনেছি।

৩৯৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -

৩৯৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ, যুহায়র ইব্ন হারব ও উসমান ইব্ন আবু শাইবা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন, সুদ গ্রহীতার উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও উহার সাক্ষীদের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান।

## ১৪- بَابُ اخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

১৪. অনুচ্ছেদ : হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করা

৩৯৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاهْوَى النُّعْمَانُ بِأَصْبَغِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى الْإِوَانِ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ إِلَّا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقُلْبُ -

৩৯৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র হামদানী (র) ..... নুমান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি : অর্থাৎ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন : এ সময় নুমান তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা কানের দিকে ইঙ্গিত করেন, নিশ্চিই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম ও সুস্পষ্ট আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এ সব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পার্শ্বে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার



অভ্যন্তরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হল 'কাল্ব' হৃদয়।

৩৯০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯০. আবু বকর ইবন আবু শাইবা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... যাকারিয়া (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণা করেন।

৩৯০১. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ -

৩৯০১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও কুতায়বা (র) ..... নু'মান ইবন বাশীর (রা) নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য যাকারিয়া (র) বর্ণিত হাদীস তাদের হাদীস থেকে পরিপূর্ণ ও অধিক পরিচিত।

৩৯০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بْنَ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمَصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ -

৩৯০২. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স ইবন সা'দ (র) ..... নু'মান ইবন বাশীর ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত- যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী। তিনি হিম্বে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম ও সুস্পষ্ট। অতঃপর তিনি শা'বী (র) থেকে যাকারিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন তার উক্তি : “উহার অভ্যন্তরে চলে যাওয়ার আশকা রয়েছে” পর্যন্ত।

## ১৫- بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

১৫. অনুচ্ছেদ : উট বিক্রি করা ও নিজে উহাতে আরোহণের শর্ত করা

৩৭৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يَسِيبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ يَعْنِيهِ بِوُقْيَةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ يَعْنِيهِ فَبِيعْتُهُ بِوُقْيَةٍ وَاسْتِثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَتَقَدَّنِي ثَمَنُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ أَتَرَانِي مَا كَسَبْتَكَ لَا خُذْ جَمْلَكَ خُذْ جَمْلَكَ وَدَارَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ -

৩৯৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ক্লাস্ত উটের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি উটটি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন, এরপর আমার সাথে নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার জন্য দু'আ করেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন। এরপর উট এমনভাবে চলতে থাকে যে, যেমন আর কখনও চলে নি। তিনি বলেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর। আমি বললাম, না। তিনি পুনরায় বললেন, আমার নিকট এটাকে বিক্রি করে দাও। অতঃপর এক উকিয়ার বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলাম এবং আমার বাড়ী পর্যন্ত হাতে আরোহণ করার শর্ত করলাম। যখন আমি পৌঁছলাম তখন তাঁর নিকট উট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে তার মূল্য পরিশোধ করলেন। পরে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি কি তোমার উট নেওয়ার জন্য মূল্য কম বলেছিলাম? তোমার উট নিয়ে যাও এবং তোমার দিরহাম তোমার জন্যই।

৩৭৫৪- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৯৫৪. আলী ইব্ন খাশরাম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে ইব্ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৭৫৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللُّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاخَقُ بِي وَتَحْتِي نَاصِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ

بَرَكَتِكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ فَبِيعْتُهُ أَيَّاهُ عَلَى  
 أَنْ لِي فَقَارُ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ  
 فَإِذَا نِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِينِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبُعِيرِ  
 فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَا مَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ  
 اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتُ أَبْكَرًا أَمْ ثَيْبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيْبًا قَالَ أَفَلَا تَزَوَّجْتُ بِكَرًا  
 تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَفَّى وَالْبِدَى أَوْسُتُشْهَدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ  
 فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيْبًا لِتَقُومَ  
 عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبُعِيرِ فَأَعْطَانِي  
 ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ -

৩৯৫৫. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।  
 তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জিহাদে গমন করি। পথিমধ্যে তিনি আমাকে পেয়ে  
 বললেন, আমি একটি মন্তরগতির উটের পিঠে চলছিলাম, যে চলতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। তিনি আমাকে  
 বললেন : তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, অসুখ হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পশ্চাতে গেলেন  
 এবং উটকে ধমক দিলেন ও দু'আ করলেন। এরপর তা সকল উটের অগ্রভাবে চলতে থাকে। তিনি বললেন, এখন  
 তোমার উটের অবস্থা কি? আমি বললাম, ভালই; আপনার বরকতের পরশ লেগেছে। তিনি বললেন, এটা আমার  
 নিকট বিক্রি করবে কি? আমি লজ্জিত হলাম। কারণ ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন পানি বহনকারী উট ছিল না।  
 অবশেষে বললাম, হ্যাঁ। সুতরাং তাঁর নিকট ইহা এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পর্যন্ত তার পিঠ আমার  
 অধিকারে থাকবে। তিনি বললেন, এরপর আমি আরম্ভ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি সদ্য বিবাহিত। তাই  
 আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং অন্যান্য লোকের আগেই আমি মদীনা  
 অভিমুখে রওয়ানা হলাম। যখন শেষ সীমায় পৌঁছলাম তখন আমার মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমার কাছে  
 উটের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সে সব কথা জানালাম যা এ ব্যাপারে আমি করেছি। তিনি এ জন্যে  
 আমাকে তিরস্কার করলেন। জাবির (রা) বললেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি  
 তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কুমারী না পূর্ব বিবাহিতা বিবাহ করেছ? বললাম, আমি পূর্ব  
 বিবাহিত নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, কেন কুমারী বিবাহ কর নাই? যার সাথে তুমি আমোদ প্রমোদ  
 করতে আর সে ও তোমার সাথে আমোদ প্রমোদ করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কয়েকজন  
 ছোট ছোট বোন রেখে আমার পিতা ইন্তিকাল করেন অথবা (বলেন) শাহাদাত বরণ করেন। তাই আমি অপসন্দ  
 করি তাদের নিকট তাদেরই অনুরূপ আর একজনকে বিবাহ করে আনতে যে তাদের সুশিক্ষা দিতে ও দায়িত্ব গ্রহণ  
 করতে সক্ষম হবে না। এ কারণে আমি পূর্ব বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি, যাতে সে তাদের লালন পালন করে  
 ও সুশিক্ষা দিতে পারে। জাবির (রা) বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌঁছলেন, আমি প্রত্যাশে উটসহ তাঁর  
 নিকট হাযির হলাম। তিনি তার মূল্য আমাকে প্রদান করেন এবং উটও ফেরত দেন।



৩৯৫৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَلَّ جَمَلِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْنِي جَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ بَعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ بَعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لِرَجُلٍ عَلَى أَوْقِيَّةٍ ذَهَبٌ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ أَعْطِهِ أَوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَرِيَّةٌ قَالَ فَأَعْطَانِي أَوْقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قَبِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تَفَارِقْنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ فِي كَيْسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ -

৩৯৫৬. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায়ায় আগমন করি। অতঃপর আমার উট অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পূর্ণ ঘটনাসহ তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট তোমার এ উট বিক্রি কর। আমি বললাম, না বরং এটা আপনারই। তিনি বললেন, না বরং আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, না বরং এটা তো আপনারই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন না, বরং এটা আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, তাহলে আমার উপর এক ব্যক্তির এক উকিয়া স্বর্ণ পাওনা আছে তার বিনিময়ে এটা আপনার। তিনি বললেন, আমি এটা গ্রহণ করলাম। তুমি এতে আরোহণ করে মদীনা পর্যন্ত যেতে পারবে। জাবির (রা) বললেন, যখন আমি মদীনায়ায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলালকে বললেন, একে এক উকিয়া স্বর্ণ দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দাও। অতঃপর তিনি আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ দিলেন এবং এক কীরাত অতিরিক্ত দিলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদত্ত এ অতিরিক্ত বস্তু কখনও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। রাবী বলেন, অতঃপর তা আমার নিকট একটি থলির মধ্যে থাকত। সিরিয়াবাসীরা হাবরা দিবসে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

৩৯৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَتَخَسَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ -

৩৯৫৭. আবু কামিল জাহদারী (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উট পিছনে থেকে যায় এবং হাদীসটি পূর্ণ বর্ণনা করেন। আর তার মধ্যে বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটটিকে খোঁচা দিলেন। তারপর সর্বদা আমাকে অধিক দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।



২৯০৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَتَخَسَّهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبَسُ خَطَامَهُ لَأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدَرُ عَلَيْهِ فَلَحَقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بَعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخُمْسٍ أَوْ أَقَى قَالَ قُلْتُ أَنْ لِي ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَرَادَنِي وَقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِي -

৩৯৫৮. আবুর রাবী আতাকী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার নিকট নবী ﷺ আসলেন তখন আমার উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর তিনি উটটিকে খোঁচা দিলেন। এতে সে দৌড়াতে আরম্ভ করল। পরে আমি ইহার লাগাম টেনে ধরি তাঁর কথা শোনার জন্যে, কিন্তু তা আমি পেয়ে উঠলাম না। অবশেষে নবী ﷺ আমার সহিত মিলিত হন এবং বলেন, আমার নিকট একে বিক্রি কর। সুতরাং পাঁচ উকিয়ার বিনিময়ে আমি বিক্রি করি। জাবির (রা) বলেন, আমি এই শর্ত করলাম যে, মদীনা পর্যন্ত আমি এতে আরোহণ করব। তিনি বলেন, মদীনা পর্যন্ত তুমি আরোহণ করতে পারবে। জাবির (রা) বলেন, যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম তখন উটসহ আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে আরো এক উকিয়া অতিরিক্ত দেন এবং পরে নবী ﷺ উটটি ও আমাকে দান করে দেন।

২৯০৯- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بِشِيدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَظُنُّهُ قَالَ غَارِيًا وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا جَابِرُ أَتَوَفَّيْتُ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمْلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمْلُ -

৩৯৫৯. উক্বা ইবন মুকরাম 'আম্মী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে কোন এক সফরে সঙ্গী থাকি। রাবী বলেন, হয়ত তিনি জিহাদের সফরের কথা বলেছেন এবং পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, তিনি বললেন : হে জাবির! আমি কি মূল্য পরিশোধ করেছি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, মূল্য তোমার, উটও তোমার, মূল্য তোমার, উটও তোমার।

২৯১০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقْرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْمَسْجِدَ فَاصْلَى رُكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَعَ لِي -

৩৯৬০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আন্বারী (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে একটি উট দুই উকিয়া ও এক দিরহাম বা দুই দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন।

যখন তিনি সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি যবেহ করলাম। তারা সকলেই তা খেলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছেন তখন আমাকে মসজিদে আসার ও দু'রাক'আত আদায়ের হুকুম করেন। তিনি আমাকে উটের মূল্য ওয়ন করে দেন এবং কিছু বেশী দেন।

২৭৬১- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَقِيعَتَيْنِ وَالْدَّرْهَمَ وَالْدَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمْرٌ بِبَقْرَةٍ فَتُحْرَتُ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا -

৩৯৬১. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) ..... জাবির (রা) থেকে নবী ﷺ উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। অবশ্য এতে তিনি বলেন যে, তিনি আমার থেকে সেই দামে উহা খরিদ করেন যা তিনি নির্ধারিত করেন। তিনি দুই উকিয়া ও এক দিরহাম এবং দুই দিরহামের কথা উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি গাভীর যবেহের জন্যে নির্দেশ দেন। সুতরাং তা নহর করা হয় ও পরে গোশত বন্টন করা হয়।

২৭৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ قَدْ أَخَذْتُ جَمْلَكَ بِأَرْبَعَةِ دنانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ -

৩৯৬২. আবু বকর ইবন আবু শাইবা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বলেন, আমি চার দীনারের বিনিময়ে তোমার উট নিলাম, আর এর পিঠে চড়ে তুমি মদীনায় যেতে পারবে।

## ১৬- بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ

১৬. অনুচ্ছেদ : জীবজন্তু ধার লওয়া বৈধ এবং তার চেয়ে উৎকৃষ্ট জন্তু দ্বারা ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব

২৭৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৩. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহু (র) ..... আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নেন। এরপর তাঁর নিকট সাদাকার উট আসে। তিনি আবু রাফি'কে সে ব্যক্তির উট পরিশোধ করার আদেশ দান করেন। আবু রাফি' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানালেন যে, সাদাকার উটের মধ্যে আমি সেরূপ উট পাই না, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উট আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওটাই তাকে দাও। উত্তম ব্যক্তি সে যে ধার পরিশোধে উত্তম।

২৯৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৪. আবু কুরায়ব (র) ..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের এক বাচ্চা ধার করেন, এরপর উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে তিনি বলেন যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে যে দেনা পরিশোধে উত্তম।

২৯৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এক ব্যক্তির ঋণ ছিল। সে তাঁর সাথে রুঢ় ব্যবহার করে। এতে নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ তাকে (শাসন করতে) উদাত হন। নবী ﷺ বললেন : পাওনাদারে কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন : তোমরা তার জন্যে একটি উট খরিদ কর এবং তাকে দিয়ে দাও। তারা বললেন, আমরা এমন উট পাচ্ছি যা তার উটের চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ বললেন : ওটা খরিদ কর ও তাকে দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের থেকে বা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে দেনা পরিশোধ করার ব্যাপারে উত্তম।

২৯৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَاحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৬. আবু কুরায়ব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উট ধার করে আনেন। অতঃপর এর চেয়ে বড় একটি উট তাকে দেন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমভাবে ধার পরিশোধ করে।

২৯৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِهِ وَقَالَ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে উট দাবী করতে থাকে। তিনি বললেন, তার উটের চেয়ে উৎকৃষ্ট উট তাকে দাও এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে ধার পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম।



## ১৭. بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

১৭. অনুচ্ছেদ : একই শ্রেণীর পশু কম-বেশী করে বিনিময় করা বৈধ

২৭৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبْنُ رُمَحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْتِيهِ فَاشْتَرَاهُ بَعْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدُ هُوَ -

৩৯৬৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামীমী, ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন গোলাম এসে নবী ﷺ-এর নিকট হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করে। নবী ﷺ বুঝতে পারেন নাই যে, সে লোকটি গোলাম। অতঃপর তার মুনিব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আগমন করে। নবী ﷺ তাকে বলেন : আমার কাছে একে বিক্রি করে দাও। তারঃপর তিনি দু'জন কালো রং বিশিষ্ট গোলামের বিনিময়ে একে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি বায়'আত নিতেন না যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করতেন যে, সে গোলাম কি না?

## ১৮. بَابُ الرُّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

১৮. অনুচ্ছেদ : বন্ধক রাখা এবং প্রবাসের ন্যায় আবাসেও উহা বৈধ

২৭৬৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ ذِرْعًا لَهُ رَهْنًا -

৩৯৬৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ইয়াহুদীর থেকে কিছু খাদ্য বস্তু বাকীতে ক্রয় করেন। অতঃপর তাঁর বর্মটি তাকে বন্ধক হিসাবে প্রদান করেন।

২৭৭০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আলী ইব্ন খাশরাম হানযালী (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ইয়াহুদীর থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তাঁর লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

২৯৭১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرُّهْنَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জনৈক ইয়াহুদীর থেকে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে কিছু খাদ্য বস্তু ক্রয় করেন এবং স্বীয় লৌহ বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

২৯৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে লৌহের কথা উল্লেখ নাই।

## ১৭- بَابُ السَّلَامِ

১৯. অনুচ্ছেদ : সালাম ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে

২৯৭৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ -

৩৯৭৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও আমরুন্ নাকিদ (র) ..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মদীনায় আগমনকালে মদীনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় করত। তিনি বলেন, যে কেউ খেজুর অগ্রিম ক্রয় করবে, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওয়নে এবং নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয় করে।

২৯৭৪. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ -

৩৯৭৪. শাইবান ইব্ন ফাররুখ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন কালে মদীনার লোকজন খেজুর অগ্রিম ক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : যে অগ্রিম ক্রয় করতে চায়, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওয়নে ক্রয় করে।



২৯৭৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ.

৩৯৭৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসমাঈল ইবন সালিম (র) সকলেই ইবন উয়ায়নার সূত্রে ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে উপরোক্ত সনদে আবদুল ওয়ারিস (র)-এর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ইবন উয়ায়না (র) নির্ধারিত সময়ের কথা উল্লেখ করেন নাই।

২৯৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا رُكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ.

৩৯৭৬. আবু কুরায়ব ও ইবন আবু উমর (র) ..... সুফিয়ানের সূত্রে ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে আপন সনদে ইবন উয়ায়নার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং সুফিয়ান (র) এতে নির্ধারিত সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

## ২০. بَابُ تَحْرِيمِ الْإِحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

২০. অনুচ্ছেদ : খাদদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা হারাম

২৯৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

৩৯৭৭. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (রা) ..... মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে অপরাধী। অতঃপর সাঈদকে বলা হল, আপনি তো গুদামজাত করেন। সাঈদ (র) বললেন যে, মা'মার এ হাদীস বর্ণনা করছেন— তিনি ও গুদামজাত করে থাকেন।

২৯৭৮. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ.

১. এঁরা নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ গুদামজাত করতেন যা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে না।



৩৯৭৮. সাঈদ ইবন আমর আল্ আশ'আসী (র) ..... মা'মার ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অপরাধী লোক ব্যতীত কেউ গুদামজাত করে না।

৩৯৭৭. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدَى بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى -

৩৯৭৯. আমাদের জনৈক সাথী মুহাদ্দিস আমর ইবন আওনের সূত্রে ..... আদী ইবন কা'ব গোত্রের জনৈক মা'মার ইবন আবু মা'মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতঃপর ইয়াহুইয়া থেকে সুলায়মান ইবন বিলাল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

## ২১. بَابُ التَّهْنِ عَنْ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ

২১. অনুচ্ছেদ : ব্যবসায় কসম খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

৩৯৮০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرُّبْعِ -

৩৯৮০. যুহায়র ইবন হারব, আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কসম পণ্যদ্রব্য পরিচালনাকারী ও মুনাফা বিলোপকারী।

৩৯৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ -

৩৯৮১. আবু বকর ইবন আবু শাইবা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা ব্যবসায়ের মধ্যে অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, উহা পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে কিন্তু বরকত মিটিয়ে দেয়।

## ২২. بَابُ الشُّفْعَةِ

২২. অনুচ্ছেদ : শফ'আ (অগ্র ক্রয় অধিকার)

৩৯৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رِبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ -

৩৯৮২. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইসহাক (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জমি অথবা বাগানে যদি কারও কোন শরীক থাকে, তবে ঐ শরীকের অনুমতি না নিয়ে সে উহা বিক্রি করতে পারবে না। তার পসন্দ হলে গ্রহণ করবে আর অপসন্দ হলে ছেড়ে দিবে।

২৯৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقَسِّمَ رِبْعَةً أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

৩৯৮৩. আবু বকর ইবন আবু শাইবা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সব শরিকী বিষয়ে শূফ'আর পক্ষে হুকুম দিয়েছেন যা বিভক্ত করা যায় না- জমি হোক বা বাগান। আপন শরীককে অবগত করান ব্যতীত তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে ইচ্ছা করলে রেখে দিবে আর ইচ্ছা করলে ত্যাগ করবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করায়।

২৯৮৪. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلَحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَغْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَّعِ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ -

৩৯৮৪. আবু তাহির (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি শরিকী বিষয়ে শূফ'আর অধিকার আছে- জমি হোক বা বাড়ী অথবা প্রচীর। বিক্রি করা তার পক্ষে বৈধ হবে না শরীকের নিকট পেশ করা ব্যতীত। অতঃপর হয়ত সে গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। যদি সে না বলে তবে তার শরীকই উহার বেশী অধিকারী যতদিন তাকে খবর দেওয়া না হবে।

## ২২. بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

২৩. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর প্রাচীর গাড়ে কীলক স্থাপন করা

২৯৮৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُغْرَضِينَ وَاللَّهِ لَا رَمِيْنَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ -

৩৯৮৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার প্রাচীর গায়ে কীলক স্থাপন করতে যেন আপন প্রতিবেশীকে নিষেধ না করে। এরপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে অমনোযোগী দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তোমাদের ঘাড়ে ছুঁড়ে মারবো।

২৯৮৬. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯৮৬. যুহায়র ইবন হারব, আবু তাহির, হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... যুহরী (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

## ২৪. بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَضَبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

২৪. অনুচ্ছেদ : যুলুম করা ও জমি ইত্যাদি জোরপূর্বক দখল করা হারাম

২৯৮৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ أَيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

৩৯৮৭. ইয়াহুইয়া ইবন আয়্যুব ও কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হজর (র) .... সাঈদ ইবন যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমি জোর দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত স্তর যমীন হতে বেড়িরূপে পরিয়ে দেবেন।

২৯৮৮. حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ أَنَّ أَرُوَى خَاصِمَتَهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا قَالَ فَرَأَيْتُهَا عَمِيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدْرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِنْتٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا -

৩৯৮৮. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) .... সাঈদ ইবন যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। আরওয়া নামক এক মহিলা বাড়ীর কিছু অংশ নিয়ে তার সহিত বিবাদ করে। তিনি বললেন, তোমরা ওকে ছেড়ে দাও এবং জমির দাবীও ত্যাগ কর। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কেউ বিনা অধিকারে এক বিঘত জমি জবর দখল করবে কিয়ামতের দিন তাকে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। হে



আলাহ্! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার চোখ অন্ধ করে দিন এবং তার ঘরেই তার কবর করুন। রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আরওয়াকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছি, প্রাচীরে প্রাচীরে সে আঘাত খেয়ে খেয়ে চলত। সে বলত, সাঈদ ইবন যায়িদেব বদ্ দু'আ আমার লেগেছে। একদিন সে বাড়ীর মধ্যে চলাচল করছিল। বাড়ীর মধ্যে এক কুয়ার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তাতে পড়ে যায় কুয়াই তার কবর হয়।

৩৭৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ أَخَذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَهُ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمَّ بَصَرُهَا وَأَقْتَلَهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.

৩৯৮৯. আবুর রাবী আতাকী (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আরওয়া বিনত উয়ায়স সাঈদ ইবন যায়িদ (রা) -এর উপর দাবী করেন যে, তিনি আরওয়ার জমির কিছু অংশ জবর দখল করেছেন। সে মারওয়ান ইবন হাকামের নিকট এর বিচার দাবী করে। সাঈদ বললেন : আমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর থেকে ঐ কথা শোনার পরে তার জমির কিছু অংশের জবর দখলকারী হতে পারি? তিনি বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাপ জমি জোর পূর্বক দখল করবে তাকে সাত স্তর পর্যন্ত জমির বেড়ি পরিণে দেওয়া হবে। মারওয়ান বললেন, অতঃপর আপনার নিকট আর সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করব না। এরপর সাঈদ বললেন, হে আল্লাহ্! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার দুই চক্ষু অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতে তাকে মৃত্যু দান করুন। রাবী বলেন, এরপর সে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নাই। পরে তার জমিতে চলার সময় অকস্মাৎ এক গর্তে পড়ে মারা যায়।

৩৭৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

৩৯৯০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ..... সাঈদ ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জোরপূর্বক এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত স্তর জমির বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

৩৭৯১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৯৯১. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি এক বিঘত জমি বিনা অধিকারে জবর দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দিবেন।

২৯৯২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَبْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

৩৯৯২. আহমাদ ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী (র) ..... মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তার ও তার গোত্রের মধ্যে একটি জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। তিনি আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে সে বিষয়ে জানান। আয়িশা (রা) বলেন, হে আবু সালামা! জমি থেকে বেঁচে থাক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে নিবে তাকে সাত স্তর জমির বেড়ি পরান হবে।

২৯৯৩- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَخْبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৯৯৩. ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি আয়িশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

## ২৫- بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

২৫. অনুচ্ছেদ : রাস্তার পরিমাণ, যখন তাতে মতবিরোধ হয়

২৯৯৪- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جَعَلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ -

৩৯৯৪. আবু কামিল ফুযাইল ইবন হুসাইন জাহদারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তখন তা সাত হাত প্রশস্ত করতে হবে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত